

জ্যাশার

অধ্যায় ১

1আর ঈশ্বর বললেন, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ তৈরি করি," আর ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন।
2আর ঈশ্বর মাটি থেকে মানুষ তৈরি করলেন, এবং তার নাকে জীবনের নিঃশ্বাস ফুঁকে দিলেন, আর মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন জীবন্ত প্রাণী হয়ে উঠল।
3আর সদাপ্রভু কহিলেন, মনুষ্যের একা থাকা ভালো নয়; আমি তাহার জন্য এক সহায় নিযুক্ত করিব।
4আর সদাপ্রভু আদমের উপর গভীর ঘুম আনলেন, আর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, আর তাঁর একটা পাঁজর কেটে তার উপর মাংস গড়ে তুললেন, আর তা তৈরি করে আদমের কাছে আনলেন; আর আদম ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, আর দেখ, তাঁর সামনে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে।
5আর তিনি বললেন, "এ আমার অস্থির মধ্যে একটি অস্থি, এর নাম হবে নারী, কারণ এটি পুরুষ থেকে নেওয়া হয়েছে।" আদম তার নাম রাখলেন হবা, কারণ তিনি সকল জীবিতের মা ছিলেন।
6 ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং সৃষ্টির দিনে তাদের নাম আদম ও হবা রাখলেন। প্রভু ঈশ্বর বললেন, "তোমরা ফলবান হও, বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ করো।"
7আর প্রভু ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এদন উদ্যানে রাখলেন, সেখানে চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য; এবং তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন, তোমরা উদ্যানের প্রতিটি গাছের ফল খেতে পারো, কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানের বৃক্ষের ফল খাও না, কারণ যেদিন তুমি তা খাবে, সেদিনই তুমি অবশ্যই মারা যাবে।
8 ঈশ্বর যখন তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং আদেশ দিলেন, তখন তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং আদম ও তাঁর স্ত্রী সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে বাগানে বাস করতে লাগলেন।
9আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তাদের সাথে যে সর্প সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সর্প তাদের কাছে এল, যাতে তারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করতে পারে, যা তিনি তাদের দিয়েছিলেন।
১০ আর সাপ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নারীকে প্ররোচিত করল, আর নারী সাপের কথা শুনল, আর সে ঈশ্বরের বাক্য লঙঘন করল, আর ভালো-মন্দের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলল, আর তা থেকে খেয়ে ফেলল, আর তার স্বামীকেও দিল, আর সেও খেয়ে ফেলল।
১১ আর আদম ও তার স্ত্রী ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙঘন করলেন, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন, আর ঈশ্বর তা জানতেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হল এবং তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিলেন।
12আর সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই দিনই তাদেরকে এদন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিলেন, যেন তারা যে ভূমি থেকে গৃহীত হয়েছিল, সেই ভূমিতে চাষ করতে পারে; আর তারা এদন উদ্যানের পূর্বদিকে গিয়ে বাস করতে থাকে; আর আদম তার স্ত্রী হবার সাথে পরিচয় হয় এবং তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম দেন।
১৩ আর সে প্রথমজাতের নাম কয়িন রাখল, কহিল, আমি সদাপ্রভুর কাছ থেকে এক পুরুষকে লাভ করিয়াছি, এবং অন্যজনের নাম আবেল রাখিল, কারণ সে বলিল, আমরা অসারভাবে পৃথিবীতে আসিলাম, এবং অসারভাবে আমরা তাহ হইতে লীন হইব।
১৪ ছেলেরা বড় হল এবং তাদের বাবা তাদের জমিতে সম্পত্তি দিলেন; আর কয়িন কৃষক হল, আর হেবল মেষপালক হল।
১৫ আর কয়েক বছর পরে, তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আনুমানিক নৈবেদ্য আনল, আর কয়িন ভূমির ফল থেকে কিছু আনল, আর হেবল তার পালের প্রথমজাতদের থেকে কিছু তার মেদ আনল। ঈশ্বর হেবলের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং তার নৈবেদ্যের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, আর সদাপ্রভুর কাছ থেকে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তা গ্রাস করল।
১৬ কিন্তু প্রভু কয়িন ও তার নৈবেদ্যের প্রতি মনোযোগ দিলেন না, এবং তিনি তাতে ঝুঁকে পড়লেন না, কারণ তিনি প্রভুর সামনে নিকৃষ্ট ফল এনেছিলেন। এই কারণে কয়িন তার ভাই হেবলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার অজুহাত খুঁজতে লাগল।
১৭ কিছু দিন পরে, কয়িন এবং তার ভাই হেবল একদিন তাদের কাজ করার জন্য মাঠে গেল; তারা দুজনেই মাঠে ছিল, কয়িন তার জমি চাষ করছিল এবং হাল দিচ্ছিল, এবং হেবল তার মেষপাল চরাতেছিল; আর মেষপাল কয়িনের জমি চাষের অংশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এবং এই কারণে কয়িন খুব দুঃখিত হয়েছিল।
১৮ তখন কয়িন রেগে তার ভাই হেবলের কাছে গেল এবং তাকে বলল, "তোমার ও আমার মধ্যে কি সম্পর্ক যে, তুমি আমার দেশে বাস করতে এবং তোমার মেষপাল চরাতে নিয়ে আসতে আসছো?"
১৯ তখন হেবল তার ভাই কয়িনকে উত্তর দিয়ে বলল, "তোমার ও আমার মধ্যে কি সম্পর্ক যে, তুমি আমার মেষপালের মাংস খাবে এবং তাদের পশম দিয়ে নিজেকে সাজাবে?"
20এখন তুমি আমার মেষদের পশম দিয়ে পোশাক পরো, আর তাদের ফল ও মাংসের জন্য আমাকে প্রতিদান দাও। তুমি যখন এই কাজ করবে, তখন তোমার কথামতো আমি তোমার দেশ থেকে চলে যাব।
21তখন কয়িন তার ভাই হেবলকে বলল, "আজ যদি আমি তোমাকে হত্যা করি, তাহলে কে আমার কাছ থেকে তোমার রক্তের দায় নেবে?"
22 তখন হেবল কয়িনকে উত্তর দিলেন, "যিনি পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার বিচারের প্রতিশোধ নেবেন, আর যদি তুমি আমাকে হত্যা করো, তাহলে তিনি তোমার কাছ থেকে আমার রক্তের প্রতিশোধ নেবেন। কারণ সদাপ্রভুই বিচারক ও বিচারক, আর তিনিই মানুষকে তার মন্দ অনুসারে প্রতিশোধ দেবেন, আর দুষ্টকে পৃথিবীতে তার মন্দ অনুসারে প্রতিশোধ দেবেন।"
২৩ আর এখন, যদি তুমি এখানে আমাকে হত্যা করো, তবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমার গোপন চিন্তা জানেন, এবং আজ তুমি আমার প্রতি যে মন্দ কাজ করার কথা বলেছ তার জন্য তিনি তোমার বিচার করবেন।

24 আর যখন কয়িন তার ভাই হেবলের কথা শুনল, তখন দেখ, এই কথা বলার জন্য কয়িন তার ভাই হেবলের উপর রাগে জ্বলে উঠল।
25তখন কয়িন তাড়াতাড়ি করে উঠে তার লাঙলের লোহার অংশটি নিয়ে তার ভাইকে আঘাত করে তাকে হত্যা করল। কয়িন তার ভাই হেবলের রক্ত মাটিতে ঢেলে দিল এবং হেবলের রক্ত মেষপালের সামনে মাটিতে বইতে লাগল।
২৬ আর এর পর কয়িন তার ভাইকে হত্যা করার জন্য অনুতপ্ত হল, এবং সে দুঃখিত হল, এবং তার জন্য কাঁদল এবং এটি তাকে অত্যন্ত কষ্ট দিল।
27তখন কয়িন উঠে মাঠে একটা গর্ত খুঁড়ল, আর সেখানে তার ভাইয়ের মৃতদেহ রাখল, আর তার উপর ধুলো লেপে দিল।
28 আর কয়িন তার ভাইয়ের প্রতি কি করেছে তা প্রভু জানতে পারলেন, আর প্রভু কয়িনকে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার ভাই হেবল কোথায়, যে তোমার সাথে ছিল?
29 তখন কয়িন ছদ্মবেশ ধারণ করে বলল, "আমি জানি না, আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?" তখন প্রভু তাকে বললেন, "তুমি কি করেছ? যে মাটিতে তুমি তাকে হত্যা করেছ, সেখান থেকে তোমার ভাইয়ের রক্তের শব্দ আমাকে ডাকছে।"
30 কারণ তুমি তোমার ভাইকে হত্যা করে আমার সামনে ছদ্মবেশ ধারণ করেছ, আর মনে মনে কল্পনা করেছ যে আমি তোমাকে দেখিনি এবং তোমার সমস্ত কাজ জানি না।
31 কিন্তু তুমি এই কাজ করেছ এবং তোমার ভাইকে বিনা কারণে হত্যা করেছ কারণ সে তোমাকে ঠিক কথা বলেছিল। অতএব, এখন, যে মাটি তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণের জন্য মুখ খুলেছিল এবং যেখানে তুমি তাকে কবর দিয়েছিলে, সেই মাটি তোমাকে অভিশপ্ত করুক।
32 আর যখন তুমি তাতে চাষ করবে, তখন আর আগের মতো শক্তি পাবে না, কারণ মাটি কাঁটা ও শিয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে, এবং তুমি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মাটিতে ঘুরে বেড়াবে।
33 আর সেই সময় কয়িন সদাপ্রভুর সামনে থেকে, তার অবস্থান থেকে বেরিয়ে গেল এবং এদনের পূর্ব দিকের দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি।
34 সেই সময় কয়িন তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করল। সে গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। সে তার নাম হনোক রাখল। সে বলল, "সেই সময় থেকে প্রভু তাকে পৃথিবীতে বিশ্রাম ও শান্তি দিতে শুরু করলেন।"
35আর সেই সময়ে কয়িনও একটি নগর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল; এবং নগর নির্মাণ করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে নগরের নাম হনোক রাখিল; কারণ সেই সময়ে সদাপ্রভু তাহাকে পৃথিবীতে বিশ্রাম দান করিয়াছিলেন, এবং সে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমণ করিল না, এবং ভ্রমণ করিল না।
36 আর হনোকের গর্ভে ঈরদের জন্ম হল, আর ঈরের পুত্র মখূয়েল, মখূয়েলের পুত্র মথূশায়েল।

অধ্যায় ২

1আদমের পৃথিবীতে আয়ুষ্কালের একশো ত্রিশ বছর পর, তিনি আবার তাঁর স্ত্রী হবাকে জানতে পারলেন। তিনি গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর সাদৃশ্যে ও তাঁর প্রতিমূর্তিতে এক পুত্র প্রসব করলেন। তিনি তার নাম শেথ রাখলেন, বললেন, "ঈশ্বর হেবলের পরিবর্তে আমাকে আর একটি সন্তান দিয়েছেন, কারণ কয়িন তাকে হত্যা করেছে।"
2শেথ একশো পাঁচ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্রের জন্ম হল; আর শেথ তাঁর পুত্রের নাম ইনোশ রাখলেন, বললেন, "কারণ সেই সময়ে মনুষ্য-সন্তানরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করে নিজেদের প্রাণ ও হৃদয়কে দুঃখ দিতে শুরু করেছিল।"
3 আর ইনোশের সময়ে মনুষ্যসন্তানরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অধর্ম্ম করিতে লাগিল, মনুষ্যসন্তানদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ বৃদ্ধি করিল।
4আর মনুষ্য-সন্তানেরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করিল, এবং পৃথিবীতে তাহাদের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গেল; আর সেই সময়ে মনুষ্য-সন্তানেরা পিতল, লোহা, কাঠ ও পাথরের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহাদের প্রণিপাত ও সেবা করিল।
5আর প্রত্যেকে আপন আপন দেবতা নির্মাণ করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিল, এবং ইনোশ ও তাহার সন্তানদের সমস্ত জীবনকালে মনুষ্য-সন্তানগণ সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিল; এবং তাহাদের কার্য্য ও পৃথিবীতে তাহাদের কৃত জঘন্য কর্ম্মের জন্য সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল।
6 আর সদাপ্রভু গীহোন নদীর জল তাদের ডুবিয়ে দিলেন, আর তিনি তাদের ধ্বংস ও গ্রাস করলেন, এবং পৃথিবীর তৃতীয়াংশ ধ্বংস করলেন, তবুও মনুষ্যসন্তানরা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে আসেনি, এবং সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করার জন্য তাদের হাত এখনও প্রসারিত ছিল।
৭ আর সেই সময়ে পৃথিবীতে বীজ বপন বা ফসল কাটার কোন ব্যবস্থা ছিল না; মনুষ্য-সন্তানদের জন্য কোন খাদ্য ছিল না এবং সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ খুব ভয়াবহ ছিল।
8 আর সেই সময়ে তারা মাটিতে যে বীজ বপন করেছিল তা কাঁটা, কাঁটাঝোপ এবং কাঁটাঝোপে পরিণত হয়েছিল; কারণ আদমের সময় থেকেই পৃথিবী সম্পর্কে এই ঘোষণা করা হয়েছিল যে ঈশ্বরের অভিশাপ, যা তিনি পৃথিবীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, আদম প্রভুর সামনে পাপ করেছিলেন বলে।
9 আর যখন মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অধর্ম্ম করতে থাকে এবং তাদের পথ কলুষিত করতে থাকে, তখন পৃথিবীও কলুষিত হয়ে পড়ে।
১০ ইনোশ নব্বই বছর বয়সে কৈননের জন্ম দিলেন।
১১ কৈনন চল্লিশ বছর বয়সে বড় হয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠলেন এবং সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করলেন। তিনি সমস্ত মানবপুত্রের উপর রাজত্ব করলেন এবং তিনি মনুষ্যপুত্রদের জ্ঞান ও জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করলেন; কারণ কৈনন একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং সমস্ত জ্ঞানে বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং তাঁর জ্ঞান দিয়ে তিনি আত্মা ও ভূতদের উপর কর্তৃত্ব করতেন;
১২ আর কৈনন তার জ্ঞান দ্বারা জানতেন যে পৃথিবীতে পাপ করার জন্য ঈশ্বর মনুষ্যসন্তানদের ধ্বংস করবেন এবং শেষকালে প্রভু তাদের উপর বন্যার জল আনবেন।

১৩ আর সেই সময়ে কৈনন পাথরের ফলকে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা লিখে রেখেছিলেন এবং সেগুলি তাঁর ভাণ্ডারে রেখেছিলেন।
১৪ আর কৈনন সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেছিলেন, এবং তিনি কিছু মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন।
১৫ আর কৈননের সত্তর বছর বয়সে তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হল।
১৬ আর কৈননের সন্তানদের নাম এই; জ্যেষ্ঠের নাম মহল্লালেল, দ্বিতীয়ের নাম ঐনন, তৃতীয়ের নাম মেরদ, এবং তাদের বোনেরা ছিল আদা ও সিল্লা; এই পাঁচজন কৈননের গর্ভজাত সন্তান।
১৭ আর মথূশায়েলের পুত্র লেমক কৈননের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইল, এবং সে তাহার দুই কন্যাকে বিবাহ করিল; এবং আদা গর্ভবতী হইয়া লেমকের জন্য পুত্র প্রসব করিল, এবং সে তাহার নাম যাবল রাখিল।
18পরে সে আবার গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্র প্রসব করল এবং তার নাম যুবল রাখল; আর সেই সময়ে তার বোন সিল্লা বন্ধ্যা ছিল এবং তার কোন সন্তান ছিল না।
১৯ কারণ সেই সময় মনুষ্যসন্তানরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবাধ্য হতে শুরু করেছিল এবং পৃথিবীতে সন্তান জন্মানোর ও বংশবৃদ্ধির জন্য আদমকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা লঙঘন করতে শুরু করেছিল।
২০ আর কিছু পুরুষপুত্র তাদের স্ত্রীদের এমন পানীয় পান করাত যা তাদের বন্ধ্যা করে দিত, যাতে তারা তাদের আকৃতি ধরে রাখতে পারে এবং যাতে তাদের সৌন্দর্য ম্লান না হয়।
21 আর যখন পুরুষপুত্রেরা তাদের কিছু স্ত্রীকে পান করাত, তখন সিল্লা তাদের সাথে পান করত।
22 আর সন্তান প্রসবকারী নারীরা তাদের স্বামীদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য বলে মনে হত, কারণ তাদের স্বামীরা জীবিত থাকাকালীন তারা বিধবা ছিল, কারণ তারা কেবল বন্ধ্যা মহিলাদের প্রতিই আসক্ত ছিল।
23 দিন ও বৎসরের শেষে, যখন সিল্লা বৃদ্ধ হল, তখন সদাপ্রভু তার গর্ভ উন্মুক্ত করলেন।
24 পরে সে গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র প্রসব করল এবং তার নাম রাখল তূবল কয়িন, বলল, "আমি শুকিয়ে যাওয়ার পর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে তাকে পেয়েছি।"
25 পরে সে আবার গর্ভবতী হল এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। সে তার নাম নয়মা রাখল, কারণ সে বলল, "আমি শুকিয়ে যাওয়ার পর আনন্দ ও আনন্দ পেয়েছি।"
26 লেমক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর চোখ ম্লান ছিল এবং তিনি দেখতে পেতেন না। তাঁর পুত্র তুবল কয়িন তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন লেমক মাঠে গেলেন এবং তাঁর পুত্র তুবল কয়িন তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁরা যখন মাঠে হাঁটছিলেন, তখন আদমের পুত্র কয়িন তাদের দিকে এগিয়ে এলেন; কারণ লেমক খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং বেশি কিছু দেখতে পেতেন না, আর তাঁর পুত্র তুবল কয়িন ছিলেন খুবই ছোট।
27 তখন তূবল কয়িন তার বাবাকে ধনুক টেনে তুলতে বলল, এবং তীর দিয়ে সে কয়িনকে আঘাত করল, যে এখনও দূরে ছিল, এবং সে তাকে হত্যা করল, কারণ সে তাদের কাছে পশুর মতো দেখাচ্ছিল।
28 তীরগুলো কয়িনের শরীরে প্রবেশ করল, যদিও সে তাদের থেকে দূরে ছিল, এবং সে মাটিতে পড়ে মারা গেল।
29আর সদাপ্রভু কয়িনকে তাহার ভ্রাতা হেবলের প্রতি কৃত দুষ্টতার প্রতিফল দিলেন, সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে।
৩০ কয়িন মারা যাওয়ার পর লেমক ও তূবল তাদের বধ করা পশুটি দেখতে গেল। তারা দেখতে পেল, তাদের দাদা কয়িন মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।
31 এই কাজ করার জন্য লেমক খুব দুঃখিত হল এবং হাততালি দিয়ে তার ছেলেকে আঘাত করে তার মৃত্যু ঘটাল।
32 লেমকের স্ত্রীরা লেমকের এই কাজের কথা শুনতে পেল এবং তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল।
33 আর সেই দিন থেকে লেমকের স্ত্রীরা তাকে ঘৃণা করতে লাগল, কারণ সে কয়িন ও তূবল কয়িনকে হত্যা করেছিল। লেমকের স্ত্রীরা তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং সেই সময় তার কথা শুনতে রাজি হল না।
34 লেমক তার স্ত্রীদের কাছে গেল এবং এই বিষয়ে তাদের কথা শোনার জন্য জোর করল।
৩৫ আর তিনি তাঁর স্ত্রী আদা ও সিল্লাকে বললেন, "হে লেমকের স্ত্রীগণ, আমার কথা শোন, আমার কথায় মনোযোগ দাও; কারণ এখন তোমরা কল্পনা করে বলেছ যে, আমি একজন পুরুষকে আমার আঘাতে এবং একটি শিশুকে আমার আঘাতে হত্যা করেছি কারণ তারা কোন হিংস্রতা করেনি; কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি বৃদ্ধ এবং পক্কতায় ভরা, এবং বয়সের কারণে আমার চোখ ভারী হয়ে গেছে, তাই আমি অজান্তেই এই কাজ করেছি।"
36 লেমকের স্ত্রীরা এই বিষয়ে তার কথা শুনল এবং তাদের পিতা আদমের পরামর্শ নিয়ে তার কাছে ফিরে গেল, কিন্তু সেই সময় থেকে তারা তার কোন সন্তান জন্ম দেয়নি, কারণ তারা জানত যে ঈশ্বরের ক্রোধ সেই সময়ে মানবসন্তানদের উপর বেড়ে উঠছে, যাতে তাদের দুষ্ট কাজের জন্য বন্যার জল দিয়ে তাদের ধ্বংস করা যায়।
37 কৈননের পুত্র মহল্লালেল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যেরদের জন্ম দিলেন; আর যেরদের বাষট্টি বছর বয়সে হনোকের জন্ম দিলেন।

অধ্যায় ৩

1হনোক পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মথূশেলহের জন্ম দিলেন; মথূশেলহের জন্মের পর হনোক ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করলেন, সদাপ্রভুর সেবা করলেন এবং মানুষের মন্দ পথ তুচ্ছ করলেন।
2 আর হনোকের প্রাণ সদাপ্রভুর নির্দেশে, জ্ঞানে ও বোধে আচ্ছন্ন ছিল; এবং তিনি বুদ্ধিমানের সাথে মনুষ্যসন্তানদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন এবং অনেক দিন তাদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন রাখলেন।
3আর অনেক বছর পরে, যখন তিনি প্রভুর সেবা করছিলেন এবং তাঁর বাড়িতে তাঁর সামনে প্রার্থনা করছিলেন, তখন প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, আমি এখানে।

4আর তিনি বললেন, "ওঠো, তোমার ঘর থেকে এবং যেখানে তুমি লুকিয়ে আছো সেখান থেকে বেরিয়ে যাও, এবং মনুষ্য-সন্তানদের কাছে উপস্থিত হও, যাতে তুমি তাদের কোন পথে যেতে হবে এবং ঈশ্বরের পথে প্রবেশের জন্য তাদের কী কাজ করতে হবে তা শেখাও।"

5তখন হনোক সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে উঠলেন, এবং তাঁর গৃহ, তাঁর স্থান ও যে কুঠরিতে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন; এবং মনুষ্য-সন্তানদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সদাপ্রভুর পথ শিক্ষা দিলেন, এবং সেই সময়ে মনুষ্য-সন্তানদের একত্রিত করলেন এবং সদাপ্রভুর নির্দেশের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

6 আর তিনি মানবসন্তানদের বসবাসের সকল স্থানে এই কথা ঘোষণা করার আদেশ দিলেন, "যে ব্যক্তি প্রভুর পথ এবং সৎকর্ম জানতে চায় সে কোথায়? সে হনোকের কাছে আসুক।"

7তখন সমস্ত মনুষ্য-সন্তান তাঁহার নিকটে একত্র হইল, কারণ যাহারা এই বিষয় কামনা করিত, তাহারা সকলেই হনোকের নিকটে গেল; আর হনোক সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে মনুষ্য-সন্তানদের উপরে রাজত্ব করিলেন; এবং তাহারা আসিয়া তাঁহার নিকটে প্রণিপাত করিল, এবং তাঁহার বাক্য শুনিল।

8 ঈশ্বরের আত্মা হনোকের উপর আসলেন, আর তিনি তাঁর সমস্ত লোকদের ঈশ্বরের জ্ঞান ও তাঁর পথ শিক্ষা দিলেন। হনোকের সমস্ত জীবনকাল ধরে মনুষ্যসন্তানরা সদাপ্রভুর সেবা করল, আর তাঁর জ্ঞানের কথা শুনতে আসল।

9 আর মানবসন্তানদের প্রথম ও শেষ সকল রাজা, তাদের রাজপুত্র ও বিচারকদের সাথে হনোকের জ্ঞানের কথা শুনে তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং হনোককে তাদের উপর রাজত্ব করার জন্যও অনুরোধ করলেন, যা তিনি সম্মতি দিলেন।

১০ তারা একশো ত্রিশ জন রাজা ও রাজপুত্রকে একত্রিত করে তাদের উপর হনোককে রাজা করল এবং তারা সকলেই তার ক্ষমতা ও আদেশের অধীনে ছিল।

১১ আর হনোক তাহাদিগকে জ্ঞান, জ্ঞান এবং সদাপ্রভুর পথ শিক্ষা দিলেন; এবং তিনি তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন; আর হনোকের জীবদ্দশায় সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিল।

১২ আর হনোক দুই শত তেতাল্লিশ বছর মনুষ্য-সন্তানদের উপরে রাজত্ব করেছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত প্রজাদের সাথে ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার আচরণ করেছিলেন, এবং তাদেরকে প্রভুর পথে পরিচালিত করেছিলেন।

13 আর এই হল হনোক, মথূশেলহ, ইলীশায় ও ইলীমেলকের তিন পুত্রের বংশবৃত্তান্ত; তাদের বোনদের নাম ছিল মল্কা ও নহমা; আর মথূশেলহ সাতাশি বছর বয়সে লেমকের জন্ম দিলেন।

১৪ লেমকের জীবনের ছাপ্পান্ন বছরে আদম মারা গেলেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল নয়শো ত্রিশ বছর; তাঁর দুই পুত্র, হনোক ও তাঁর পুত্র মথূশেলহের সাথে, তাঁকে রাজাদের কবরস্থানের মতো মহা জাঁকজমকের সাথে, ঈশ্বর তাঁকে যে গুহায় বলেছিলেন সেখানে সমাহিত করলেন।

15আর সেই স্থানে সমস্ত মনুষ্য-সন্তান আদমের জন্য মহা শোক ও রোদন করিল; অতএব আজও মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে ইহা একটি রীতি হইয়াছে।

১৬ আর আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে মারা গেল; সে এবং তার পরে তার সন্তানরা, যেমন প্রভু ঈশ্বর বলেছিলেন।

১৭ আর আদমের মৃত্যুর বছর ছিল, যা ছিল হনোকের রাজত্বের দুইশত তেতাল্লিশতম বছর, সেই সময়ে হনোক নিজেকে মানবসন্তানদের থেকে আলাদা করার এবং প্রভুর সেবা করার জন্য প্রথমবারের মতো নিজেকে গোপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৮ আর হনোক তাই করলেন, কিন্তু তাদের কাছ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখলেন না, বরং তিন দিন মনুষ্যসন্তানদের কাছ থেকে দূরে থাকলেন এবং তারপর একদিনের জন্য তাদের কাছে গেলেন।

১৯ আর তিন দিন ধরে তিনি তাঁর ঘরে ছিলেন, তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা ও প্রশংসা করেছিলেন। যেদিন তিনি তাঁর প্রজাদের কাছে গিয়ে দর্শন দিয়েছিলেন, সেদিন তিনি তাদেরকে সদাপ্রভুর পথ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে সদাপ্রভুর বিষয়ে যা জিজ্ঞাসা করেছিল, সে সবই তিনি তাদের বলেছিলেন।

২০ তিনি বহু বছর ধরে এইভাবে চলতেন, এবং পরে তিনি ছয় দিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন, এবং সাত দিনে একদিন তাঁর লোকদের কাছে দেখা দিতেন; তারপর মাসে একবার, এবং তারপর বছরে একবার, যতক্ষণ না সমস্ত রাজা, রাজপুত্র এবং মনুষ্যপুত্ররা তাঁকে খুঁজতেন এবং হনোকের মুখ দেখতে এবং তাঁর বাক্য শুনতে আবার আগ্রহী হতেন; কিন্তু তারা পারেননি, কারণ সমস্ত মনুষ্যপুত্র হনোককে অত্যন্ত ভয় পেত, এবং তাঁর মুখের উপর ঈশ্বরের মতো ভয়ের কারণে তারা তাঁর কাছে যেতে ভয় পেত; তাই কেউ তাঁর দিকে তাকাতে পারত না, ভয়ে যে তিনি শাস্তি পেতে পারেন এবং মারা যেতে পারেন।

২১ আর সমস্ত রাজা ও রাজপুত্ররা মনুষ্যসন্তানদের একত্রিত করে হনোকের কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, এই ভেবে যে, যখন তিনি তাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, তখন তারা সকলেই তাঁর সাথে কথা বলতে পারবেন, এবং তারা তাই করলেন।

22 তারপর সেই দিন এল যখন হনোক বেরিয়ে গেলেন এবং সকলে একত্র হয়ে তাঁর কাছে এলেন। হনোক তাদের কাছে প্রভুর বাক্য বললেন এবং তিনি তাদের জ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তারা তাঁর সামনে মাথা নত করে বললেন, "রাজা বেঁচে থাকুন! রাজা বেঁচে থাকুন!"

২৩ আর কিছুক্ষণ পরে, যখন রাজা, রাজপুত্র এবং মনুষ্যপুত্ররা হনোকের সাথে কথা বলছিলেন, আর হনোক তাদেরকে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন দেখ, প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে হনোককে ডাকলেন এবং তাকে স্বর্গে তুলে নিয়ে যেতে চাইলেন যাতে তিনি ঈশ্বরের পুত্রদের উপরে রাজত্ব করতে পারেন, যেমন তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যপুত্রদের উপরে রাজত্ব করেছিলেন।

24 সেই সময় হনোক এই কথা শুনে পৃথিবীর সমস্ত লোককে একত্র করলেন এবং তাদের জ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং ঐশিক নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের বললেন,

"আমাকে স্বর্গে আরোহণ করতে বলা হয়েছে, তাই আমি কখন যাব জানি না।"
25 অতএব এখন আমি তোমাকে জ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষা দেব এবং তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার আগে তোমাকে এই শিক্ষা দেব যে, পৃথিবীতে কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে; আর তিনি তাই করলেন।
২৬ আর তিনি তাদের জ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, তাদের নির্দেশ দিলেন, তাদের তিরস্কার করলেন, এবং পৃথিবীতে পালনীয় নিয়ম ও বিচার তাদের সামনে রেখে দিলেন, এবং তিনি তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করলেন, এবং তিনি তাদের অনন্ত জীবন শিক্ষা দিলেন, এবং কিছু সময় তাদের সাথে বাস করে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলেন।
27 সেই সময় মনুষ্যপুত্ররা হনোকের কাছে ছিলেন, আর হনোক তাদের সাথে কথা বলছিলেন। তারা চোখ তুলে তাকালো, আর দেখো, আকাশ থেকে একটা বিরাট ঘোড়া নেমে এসেছে, আর ঘোড়াটি আকাশে ছুটে চলছে।
28তারা যা দেখেছিল তা হনোককে বলল, আর হনোক তাদের বলল, "আমার জন্যই এই ঘোড়াটি পৃথিবীতে নেমে আসছে; সময় এসেছে যখন আমাকে তোমাদের কাছ থেকে চলে যেতে হবে এবং তোমাদের আর দেখা যাবে না।"
29 সেই সময় ঘোড়াটি নেমে এসে হনোকের সামনে দাঁড়াল, আর হনোকের সঙ্গী সমস্ত মনুষ্যসন্তান তাকে দেখতে পেল।
30 তারপর হনোক আবার একটি রব ঘোষণা করতে আদেশ দিলেন, "যে ব্যক্তি তার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পথ জানতে আগ্রহী, সে কোথায়? আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার আগে সে আজ হনোকের কাছে আসুক।"
31আর সমস্ত মনুষ্যসন্তান সেই দিন হনোকের কাছে একত্র হইলেন; আর পৃথিবীর সমস্ত রাজা তাহাদের অধ্যক্ষ ও পরামর্শদাতাদের সহিত সেই দিন তাঁহার কাছে থাকিলেন; এবং হনোক মনুষ্যসন্তানদিগকে জ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, এবং তাহাদিগকে ঐশ্বরিক উপদেশ দিলেন; এবং তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন যেন তাহারা জীবনের সমস্ত দিন সদাপ্রভুর সেবা করে এবং তাঁহার পথে চলে, এবং তিনি তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন।
32 এরপর তিনি উঠে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন; আর সমস্ত মনুষ্যসন্তান তাঁর পিছনে পিছনে চললেন, প্রায় আট লক্ষ লোক; এবং তারা তাঁর সাথে একদিনের পথ অতিক্রম করলেন।
33পরে দ্বিতীয় দিনে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন তাম্বুতে ফিরিয়া যাও, কেন যাইবে? হয়ত তোমরা মারা যাইতে পার; তাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিল, এবং অবশিষ্ট লোকেরা তাঁহার সহিত ছয় দিনের পথ চলিল; আর হনোক প্রতিদিন তাহাদিগকে বলিতেন, তোমরা আপন আপন তাম্বুতে ফিরিয়া যাও, পাছে মৃত্যুবরণ কর; কিন্তু তাহারা ফিরিয়া যাইতে রাজি হইল না, এবং তাঁহারা তাঁহার সহিত চলিল।
34 ষষ্ঠ দিনেও কিছু লোক তাঁর কাছে রইল এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরে বলল, "আপনি যেখানে যাবেন, আমরাও আপনার সাথে সেই জায়গায় যাব; জীবন্ত প্রভুর দিব্য, কেবল মৃত্যুই আমাদের আলাদা করবে।"
৩৫ আর তাহারা তাহার সহিত যাইতে এত পীড়াপীড়ি করিল যে, সে তাহাদের সহিত কথা কহিতে ক্ষান্ত হইল; তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, কিন্তু ফিরিয়া আসিল না;
৩৬ রাজারা ফিরে এসে হনোকের সাথে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের সংখ্যা জানার জন্য একটি গণনা করা হল; এবং সপ্তম দিনে হনোক অগ্নিময় ঘোড়া এবং রথ নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে স্বর্গে আরোহণ করলেন।
৩৭ অষ্টম দিনে হনোকের সঙ্গী সকল রাজা লোক পাঠিয়ে বললেন, হনোক যেখান থেকে স্বর্গে উঠেছিলেন, সেই স্থানে তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা ফিরিয়ে আন।
38 আর সেই সমস্ত রাজা সেই স্থানে গেলেন এবং সেখানে পৃথিবী তুষারে ভরা দেখতে পেলেন, এবং তুষারের উপরে তুষারময় বড় বড় পাথর ছিল। তারা একজন অন্যজনকে বললেন, "এসো, আমরা তুষার ভেদ করে দেখি, হয়ত হনোকের সাথে থাকা লোকেরা মারা গেছে, এবং এখন তুষার পাথরের নীচে রয়েছে।" তারা তাকে খুঁজতে লাগল কিন্তু তাকে খুঁজে পেল না, কারণ সে স্বর্গে উঠে গিয়েছিল।

অধ্যায় ৪

1 আর হনোক পৃথিবীতে মোট তিনশো পঁয়ষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন।
2 আর হনোক যখন স্বর্গে উঠলেন, তখন পৃথিবীর সমস্ত রাজা উঠে তাঁর পুত্র মথূশেলহকে নিয়ে তাঁকে অভিষেক করলেন এবং তাঁর পিতার পদে তাঁকে তাদের উপরে রাজা করলেন।
3 আর মথূশেলহ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করলেন, যেমন তাঁর পিতা হনোক তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর সমস্ত জীবনকাল ধরে মনুষ্যসন্তানদের জ্ঞান, জ্ঞান এবং ঈশ্বরভয় শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং সৎপথ থেকে ডানে কি বামে ফিরলেন না।
৪ কিন্তু মথূশেলহর শেষের দিনগুলিতে, মনুষ্যসন্তানরা সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে গেল, তারা পৃথিবীকে কলুষিত করল, তারা একে অপরের সাথে লুট করল এবং লুট করল, এবং তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তারা অবাধ্য হল, তারা তাদের পথ কলুষিত করল, এবং মথূশেলহর কথা শুনতে চাইল না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।
5তখন সদাপ্রভু তাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, এবং সেই দিনগুলিতে সদাপ্রভু বীজ বিনষ্ট করতে থাকলেন, ফলে জমিতে বীজ বপন বা ফসল কাটার কিছুই রইল না।
6 কারণ যখন তারা তাদের ভরণপোষণের জন্য খাদ্য সংগ্রহের জন্য জমি বপন করেছিল, তখন দেখ, কাঁটাঝোপ এবং শিয়ালকাঁটা জন্মেছিল যা তারা বপন করেনি।
7 তবুও মনুষ্যসন্তানরা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে আসেনি, এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করার জন্য তাদের হাত এখনও প্রসারিত ছিল, এবং তারা তাদের মন্দ পথ দিয়ে প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছিল, এবং প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং মানুষ তৈরি করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন।
৮ আর সে তাদের ধ্বংস ও বিনাশ করার কথা ভেবেছিল এবং তাই করেছিল।

9 সেই সময়ে মথূশেলহের পুত্র লেমকের বয়স যখন একশো ষাট বছর, তখন আদমের পুত্র শেথ মারা গেলেন।
১০ শেথ মোট নয়শো বারো বছর বেঁচে ছিলেন এবং মারা গেলেন।
১১ লেমক যখন একশো আশি বছর বয়সে তাঁর কাকা হনোকের ছেলে ইলীশায়ের মেয়ে অস্মুয়াকে বিবাহ করলেন, তখন তিনি গর্ভবতী হলেন।
১২ আর সেই সময় মনুষ্যসন্তানরা জমিতে বীজ বপন করেছিল, এবং অল্প পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন হয়েছিল, তবুও মনুষ্যসন্তানরা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে আসেনি, এবং তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ ও বিদ্রোহ করেছিল।
১৩ আর লেমকের স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং সেই সময়ে, বছরের শেষের দিকে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন।
14 মথূশেলহ তার নাম নোহ রাখলেন, বললেন, "তার সময়ে পৃথিবী বিশ্রামে ছিল এবং ক্ষয় থেকে মুক্ত ছিল।" তার বাবা লেমক তার নাম মনখেম রাখলেন, বললেন, "ঈশ্বর যে পৃথিবীতে অভিশপ্ত, সেখানে আমাদের কাজ ও কষ্টকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই ব্যক্তি আমাদের সান্ত্বনা দেবেন।"
১৫ পরে বালকটি বড় হইল, এবং তাহার স্তন্যপান ত্যাগ করা হইল, এবং সে আপন পিতা মথূশেলহের পথে চলিল, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ ও সৎ।
১৬ আর সেই সময়ে সমস্ত মনুষ্যসন্তান সদাপ্রভুর পথ থেকে সরে গেল, কারণ তারা পৃথিবীতে পুত্রকন্যা সহ বৃদ্ধি পেল, এবং একে অপরকে তাদের মন্দ কাজ শিখিয়ে দিল এবং সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করতে লাগল।
১৭ আর প্রত্যেকে নিজের জন্য দেবতা তৈরি করল, এবং প্রত্যেকে তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনকে লুট করল এবং লুট করল, এবং পৃথিবীকে কলুষিত করল, আর পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।
18আর তাদের বিচারক ও শাসকেরা মানুষের কন্যাদের কাছে গিয়ে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে জোর করে তাদের পছন্দমতো স্ত্রীদের কেড়ে নিত; আর সেই সময়ের মানুষের পুত্ররা পৃথিবীর পশু, মাঠের পশু এবং আকাশের পাখিদের কেড়ে নিত এবং এক প্রজাতির পশুর সাথে অন্য প্রজাতির পশুর মিশ্রণ শিখিয়ে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করত; আর ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবী দেখলেন, আর তা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত পশু তার নিজস্ব পথ ভ্রষ্ট করেছে।
১৯ আর প্রভু বললেন, "আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলব, মানুষ থেকে আকাশের পাখি পর্যন্ত, মাঠের গবাদি পশু এবং পশুদেরও, কারণ আমি তাদের সৃষ্টি করার জন্য অনুতপ্ত।"
20 আর যারা সদাপ্রভুর পথে চলত, তারা সকলেই সেই সময়ে মারা গিয়েছিল, অর্থাৎ সদাপ্রভু মানুষের উপর যে অমঙ্গলের কথা বলেছিলেন, সেই অমঙ্গল ঘটানোর আগেই। কারণ এটা সদাপ্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল, যাতে তারা মনুষ্যসন্তানদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছিলেন তা দেখতে না পায়।
২১ আর নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে সমগ্র পৃথিবীতে তাদের বংশধর হিসেবে উৎপন্ন করার জন্য মনোনীত করলেন।

অধ্যায় ৫

1 নোহের জীবনের চুরাশি বছরের মাথায় শেথের পুত্র হনোক মারা গেলেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল নয়শো পাঁচ বছর।
2 নোহের একশো উনপঞ্চাশ বছরের বয়সে ইনোশের পুত্র কৈনন মারা গেলেন। কৈননের মোট নয়শো দশ বছর বয়স হলে তিনি মারা গেলেন।
3 নোহের দুইশো চৌত্রিশ বছরের আয়ুতে কৈননের পুত্র মহল্লালেল মারা গেলেন। মহল্লালেলের বয়স আটশো পঁচানব্বই বছর হলে তিনি মারা গেলেন।
4আর নোহের জীবদ্দশার তিনশো ছত্রিশ বছরে মহল্লালেলের পুত্র যেরদ মারা গেলেন; আর যেরদের মোট নয়শো বাষট্টি বছর বয়স হলে তিনি মারা গেলেন।
5আর ঈশ্বর পৃথিবীতে যে অমঙ্গল ঘটাবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, তা দেখার আগেই সেই সময়ে যারা সদাপ্রভুর অনুসারী ছিল তারা সকলেই মারা গিয়েছিল।
6 অনেক বছর পর, নোহের জীবনের চারশো আশি বছরের মাথায়, যখন প্রভুর অনুসারী সমস্ত মানুষ মানুষের মধ্য থেকে মারা গেল, এবং কেবল মথূশেলহ অবশিষ্ট রইল, তখন ঈশ্বর নোহ এবং মথূশেলহকে বললেন,
7তোমরা কথা বল এবং মনুষ্যসন্তানদের কাছে ঘোষণা কর, সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে এসো এবং তোমাদের কাজ ত্যাগ করো, তাহলে সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি যে অমঙ্গল করার কথা বলেছিলেন তা থেকে তিনি অনুতপ্ত হবেন, যাতে তা ঘটতে না পারে।
৪কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের একশো বিশ বছর সময় দিই; যদি তোমরা আমার দিকে ফিরে আসো এবং তোমাদের মন্দ পথ ত্যাগ করো, তবে আমিও তোমাদের যে মন্দ কথা বলেছি তা থেকে সরে যাব, এবং তা থাকবে না, সদাপ্রভু বলেন।
9 আর নোহ ও মথূশেলহ প্রভুর সমস্ত বাক্য মানবসন্তানদের কাছে প্রতিদিন, ক্রমাগত তাদের সাথে কথা বলতেন।
১০ কিন্তু মনুষ্য-সন্তানগণ তাহাদের কথা শুনিল না, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং তাহারা একগুঁয়ে হইল।
১১ আর প্রভু তাদের একশো বিশ বছর সময় দিলেন, বললেন, যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে ঈশ্বর মন্দ থেকে অনুতপ্ত হবেন, যাতে পৃথিবী ধ্বংস না হয়।
১২ সেই সময় লেমকের পুত্র নোহ সন্তান জন্মদানের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করেননি, কারণ তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর এখন পৃথিবী ধ্বংস করবেন, তাহলে আমি কেন সন্তান জন্মদান করব?"
১৩ আর নোহ একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁর বংশে নিখুঁত ছিলেন, এবং প্রভু তাঁকে তাঁর বংশ থেকে পৃথিবীর উপর বংশ উৎপন্ন করার জন্য মনোনীত করেছিলেন।
১৪ আর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি স্ত্রী গ্রহণ কর, এবং সন্তান প্রসব কর, কারণ এই কালের মধ্যে আমি তোমাকে আমার সাক্ষাতে ধার্মিক দেখিয়াছি।

15আর তুমি পৃথিবীতে তোমার সন্তানদের ও তোমার সন্তানদের বংশধর করবে; আর নোহ গিয়ে একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন এবং হনোকের পাঁচশো আশি বছর বয়সী কন্যা নয়মাকে মনোনীত করলেন।
16 আর নোহ যখন নয়মাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চারশো আটানব্বই বছর।
১৭ পরে নয়মা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলেন এবং তাঁর নাম যেফৎ রাখলেন, বললেন, "ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীতে বিবর্ধিত করেছেন।" তিনি আবার গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলেন। তিনি তাঁর নাম শেম রাখলেন, বললেন, "ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীতে বংশ বৃদ্ধি করার জন্য অবশিষ্টাংশ সৃষ্টি করেছেন।"
১৮ নয়মার যখন শেমের জন্ম হয়, তখন নোহের বয়স পাঁচশো দুই বছর। ছেলেরা বড় হয়ে উঠল এবং মাবুদের পথে চলল, অর্থাৎ তাদের বাবা মথূশেলহ ও নোহ যা যা শিখিয়েছিলেন, সেই অনুসারে চলল।
১৯ আর সেই সময়ে নোহের পিতা লেমক মারা গেলেন; তবুও তিনি তাঁর পিতার পথে সমস্ত হৃদয় দিয়ে চলেননি; এবং নোহের জীবনের একশো পঁচানব্বই বছরে তিনি মারা গেলেন।
20 সর্বসুদ্ধ লেমকের বয়স সাতশো সত্তর বছর হয়ে গেল। পরে তিনি মারা গেলেন।
21আর সদাপ্রভুকে জানত এমন সকল মনুষ্যসন্তান সেই বছর মারা গেল, সদাপ্রভু তাদের উপর অমঙ্গল আনার আগেই; কারণ সদাপ্রভু তাদের মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছিলেন, যাতে ঈশ্বর তাদের ভাই ও আত্মীয়দের উপর যে অমঙ্গল আনবেন, যেমন তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তা তারা না দেখে।
22 সেই সময়, প্রভু নোহ এবং মথূশেলহকে বললেন, "তোমরা উঠে দাঁড়াও এবং সেই দিনগুলিতে আমি তোমাদের যা যা বলেছিলাম তা মনুষ্যসন্তানদের কাছে ঘোষণা করো, হয়তো তারা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে আসবে, এবং আমি তখন মন্দ থেকে অনুতপ্ত হব এবং তা আনব না।"
২৩ আর নোহ ও মথূশেলহ উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর তাদের বিষয়ে যা যা বলেছিলেন, সমস্ত কথা মানুষের কানে কানে বললেন।
24 কিন্তু মনুষ্যসন্তানরা শুনল না, তাদের সমস্ত ঘোষণায় কান দিল না।
25এর পরে প্রভু নোহকে বললেন, "সমস্ত প্রাণীর অন্তিম সময় আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে, তাদের দুষ্টতার জন্য; আর দেখ, আমি পৃথিবী ধ্বংস করব।"
26আর তুমি গোফর কাঠ লইয়া কোন স্থানে যাও, এবং একটি বড় জাহাজ নির্মাণ কর, এবং সেই স্থানে রাখ।
27আর তুমি তাহা এইরূপে নির্মাণ করিবে; তাহার দৈর্ঘ্য তিনশো হাত, প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা ত্রিশ হাত।
28আর তুমি তোমার জন্য একটি দরজা তৈরি করবে, তার পাশে খোলা থাকবে এবং উপরে এক হাত পর্যন্ত শেষ করবে এবং তার ভেতর ও বাইরে আলকাতরা দিয়ে ঢেকে দেবে।
29আর দেখ, আমি পৃথিবীতে জলপ্লাবন আনব, তাহাতে সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইবে; আকাশের নীচে হইতে পৃথিবীর সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে।
30আর তুমি ও তোমার পরিবার গিয়া সকল জীবন্ত প্রাণীর দুই জোড়া, পুরুষ ও স্ত্রী, সংগ্রহ করিবে, এবং তাহাদিগকে জাহাজে আনিবে, যেন তাহাদের হইতে পৃথিবীতে বংশ উৎপন্ন হয়।
৩১ আর সমস্ত পশুপাখি যা খায় তা তোমার জন্য সংগ্রহ করো, যেন তোমার ও তাদের জন্য খাবার থাকে।
32 আর তুমি তোমার ছেলেদের জন্য মনুষ্য কন্যাদের মধ্য থেকে তিনজন কুমারী বেছে নেবে, এবং তারা তোমার ছেলেদের স্ত্রী হবে।
33 তখন নোহ উঠে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করলেন। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই নোহ কাজ করলেন।
34 নোহ পাঁচশো পঁচানব্বই বছর বয়সে জাহাজ তৈরি করতে শুরু করলেন এবং সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে পাঁচ বছর সময় নিয়ে জাহাজ তৈরি করলেন।
৩৫ তারপর নোহ সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে মথূশেলহর পুত্র ইলিয়াকীমের তিন কন্যাকে তাঁর পুত্রদের জন্য বিবাহ করলেন।
36 আর সেই সময়ে হনোকের পুত্র মথূশেলহের মৃত্যু হইল; তিনি নয়শো ষাট বৎসর বয়সে মারা যান।

অধ্যায় ৬

1 সেই সময়, মথূশেলহের মৃত্যুর পর, প্রভু নোহকে বললেন, "তুমি তোমার পরিবারের সাথে জাহাজে যাও; দেখ, আমি পৃথিবীর সমস্ত পশু, মাঠের পশু এবং আকাশের পাখিদের তোমার কাছে একত্র করব, এবং তারা সকলে এসে জাহাজটিকে ঘিরে ফেলবে।"
2আর তুমি জাহাজের দরজার কাছে গিয়ে বসবে, আর সমস্ত পশু, পশু ও পক্ষী জড়ো হয়ে তোমার সামনে দাঁড়াবে; আর তাদের মধ্যে যারা এসে তোমার সামনে নতজানু হবে, তাদের তুমি তোমার ছেলেদের হাতে তুলে দেবে, তারা তাদের জাহাজে আনবে; আর যারা তোমার সামনে দাঁড়াবে তাদের সবাইকে তুমি চলে যাবে।
3 আর পরের দিন প্রভু এই ঘটনা ঘটালেন, আর পশু, পশু এবং পাখিরা বিরাট দলে দলে এসে জাহাজটিকে ঘিরে ফেলল।
4তখন নোহ জাহাজের দরজার কাছে গিয়ে বসলেন, এবং তাঁর সামনে শুয়ে থাকা সমস্ত প্রাণীকে তিনি জাহাজে আনলেন, এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত প্রাণীকে পৃথিবীতে রেখে গেলেন।
5আর একটি সিংহী আসিল, তাহার দুই শাবক, পুরুষ ও স্ত্রী, এবং তিন জন নোহের সম্মুখে নিচু হইয়া বসিল; আর দুই শাবক সিংহীর বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে আঘাত করিল, এবং তাহাকে তাহার স্থান হইতে পলায়ন করিল; পরে সে চলিয়া গেল, এবং তাহারা আপন আপন স্থানে ফিরিয়া গেল, এবং নোহের সম্মুখে ভূমিতে নিচু হইয়া বসিল।
6 সিংহীটি পালিয়ে গিয়ে সিংহদের জায়গায় দাঁড়াল।

৭ নোহ এই দেখে খুব অবাক হলেন এবং উঠে সেই দুটি ছানাকে নিয়ে জাহাজে উঠলেন।
৪আর নোহ পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণী জাহাজে প্রবেশ করালেন, ফলে নোহ যা কিছু জাহাজে নিয়ে এসেছিলেন, কেবল তারই আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।
9 নোহ দুজনে দুজনে করে জাহাজে উঠলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে তিনি শুচি পশু এবং শুচি পাখি থেকে সাত জোড়া করে নিয়ে এলেন।
১০ আর সমস্ত পশু, পশু এবং পাখিরা তখনও সেখানেই ছিল, এবং তারা জাহাজটিকে সর্বত্র ঘিরে রেখেছিল, এবং সাত দিন পর পর্যন্ত বৃষ্টি নামেনি।
১১ আর সেই দিন, প্রভু সমগ্র পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিলেন, সূর্য অন্ধকার হয়ে গেল, পৃথিবীর ভিত্তিমূল বিচলিত হল, সমস্ত পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল, বিদ্যুৎ চমকালো, বজ্রধ্বনি হল, এবং পৃথিবীর সমস্ত ঝর্ণা ভেঙে পড়ল, যা পূর্বে বাসিন্দারা কখনও জানতেন না; আর ঈশ্বর এই মহাকাব্য করলেন, যাতে মনুষ্যসন্তানদের ভীত করে তোলেন, যাতে পৃথিবীতে আর কোন অমঙ্গল না হয়।
১২ তবুও মনুষ্যসন্তানরা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে আসেনি, এবং সেই সময়ে তারা সদাপ্রভুর ক্রোধ বাড়িয়ে তুলেছিল, এমনকি এই সমস্ত কিছুর প্রতি তাদের হৃদয়কে নিযুক্ত করেনি।
১৩ আর নোহের জীবনের ছয় শততম বছরে সাত দিনের শেষে পৃথিবীতে বন্যার জল বয়ে গেল।
১৪ আর জলাশয়ের সমস্ত ঝর্ণা ভেঙে গেল, এবং আকাশের জানালা খুলে গেল, এবং পৃথিবীতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত বৃষ্টি হল।
১৫ বন্যার জলের ভয়ে নোহ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথে থাকা সমস্ত প্রাণী জাহাজে প্রবেশ করল এবং প্রভু তাঁকে জাহাজের ভেতরে আটকে দিলেন।
১৬ আর পৃথিবীতে অবশিষ্ট সমস্ত মনুষ্যসন্তান বৃষ্টির দুর্দশায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কারণ পৃথিবীতে জল আরও প্রবলভাবে আসছিল এবং পশুপাখি জাহাজটিকে ঘিরে ছিল।
১৭ আর মানবপুত্ররা, প্রায় সাত লক্ষ নারী-পুরুষ একত্রিত হল, এবং তারা নোহের কাছে জাহাজে উপস্থিত হল।
১৮ তখন তারা নোহকে ডেকে বলল, "আমাদের জন্য জাহাজ খুলে দাও, আমরা তোমার কাছে জাহাজে আসতে পারি; আর আমরা কেন মারা যাব?"
১৯ আর নোহ জাহাজ থেকে উচ্চস্বরে তাদের উত্তর দিলেন, "তোমরা কি সকলে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বলনি যে, তিনি নেই? আর সেইজন্য সদাপ্রভু তোমাদের ধ্বংস ও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তোমাদের উপর এই অমঙ্গল এনেছেন।"
২০ একশো বিশ বছর আগে আমি কি তোমাকে এই কথা বলেছিলাম না, আর তুমি প্রভুর কথা শোনোনি, আর এখন কি তুমি পৃথিবীতে বাস করতে চাও?
21তারা নোহকে বলল, আমরা প্রভুর কাছে ফিরে যেতে প্রস্তুত; কেবল আমাদের জন্য দরজা খুলে দাও যাতে আমরা বেঁচে থাকি, মরে না যাই।
22তখন নোহ তাদের উত্তর দিলেন, "দেখ, এখন তোমরা তোমাদের প্রাণের কষ্ট দেখতে পাচ্ছ, তাই তোমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসতে চাইছো; এই একশো বিশ বছর ধরে, যে সময় সদাপ্রভু তোমাদের নির্দিষ্ট সময় দিয়েছিলেন, সেই সময় তোমরা কেন ফিরে আসোনি?"
23 কিন্তু এখন তোমরা তোমাদের প্রাণের কষ্টের জন্য এসে আমাকে এই কথা বলছো, এখন প্রভু তোমাদের কথা শুনবেন না, আর আজও তোমাদের কথা শুনবেন না, তাই এখন তোমরা তোমাদের ইচ্ছায় সফল হবে না।
24আর মনুষ্যসন্তানরা বৃষ্টির জন্য জাহাজ ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য নিকটে আসিল, কারণ তাহারা তাহাদের উপর বৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না।
২৫ আর সদাপ্রভু জাহাজের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত পশু ও প্রাণীদের পাঠিয়ে দিলেন। আর পশুরা তাদের পরাজিত করে সেই স্থান থেকে তাড়িয়ে দিল, আর প্রত্যেকে যার যার পথে চলে গেল এবং আবার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল।
26আর পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হইল, চল্লিশ দিবারাত্র বর্ষিত হইল, এবং জল পৃথিবীতে অতিশয় প্রবল হইল; তাহাতে ভূমির উপরে ও জলের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত প্রাণী, মানুষ, পশু, পশু, সরীসৃপ, আকাশের পক্ষী সকলই মরিল; কেবল নোহ ও জাহাজে তাঁহার সঙ্গীরা অবশিষ্ট রহিল।
27আর জল প্রবল হইল, এবং পৃথিবীতে জল অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, এবং তাহারা জাহাজ তুলিল, আর তাহা ভূমি হইতে উপরে উঠিল।
28 আর জাহাজটি জলের উপর ভাসছিল, এবং এটি জলের উপর এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল যে, ভেতরে থাকা সমস্ত প্রাণী হাঁড়িতে রান্না করা পাত্রের মতো উল্টে-পালট হয়ে গিয়েছিল।
২৯ আর জাহাজের মধ্যে থাকা সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গেল, আর জাহাজটি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল।
30তখন জাহাজের মধ্যে থাকা সমস্ত প্রাণী ভীত হয়ে পড়ল, সিংহরা গর্জন করল, বলদরা ডাকল, নেকড়েরা চিৎকার করল, আর জাহাজের মধ্যে থাকা প্রতিটি প্রাণী তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলল এবং বিলাপ করল, এত দূর পর্যন্ত তাদের স্বর ছড়িয়ে পড়ল যে, নোহ ও তাঁর পুত্ররা তাদের কষ্টে কাঁদতে
31 আর নোহ এই জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর কাছে কাঁদলেন, আর বললেন, হে সদাপ্রভু, আমাদের সাহায্য করুন, কারণ আমাদের ঘিরে থাকা এই বিপদ সহ্য করার শক্তি আমাদের নেই, কারণ জলের ঢেউ আমাদের ঘিরে রেখেছে, দুষ্ট স্রোত আমাদের ভীত করেছে, মৃত্যুর ফাঁদ আমাদের সামনে এসেছে; আমাদের উত্তর দিন, হে সদাপ্রভু, আমাদের উত্তর দিন, আমাদের প্রতি আপনার মুখ আলোকিত করুন এবং আমাদের প্রতি করুণা করুন, আমাদের মুক্ত করুন এবং আমাদের উদ্ধার করুন।
32আর সদাপ্রভু নোহের রবে কর্ণপাত করিলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁহাকে স্মরণ করিলেন।
33 আর পৃথিবীর উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেল, জল থেমে গেল এবং জাহাজটি স্থির হল।
34 আর জলাশয়ের ঝর্ণা ও আকাশের জানালা বন্ধ হয়ে গেল, আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।

৩৫ সেই দিনগুলিতে জল কমে গেল এবং জাহাজটি অরারট পর্বতের উপরে থামল।
36 তারপর নোহ জাহাজের জানালা খুলে দিলেন, আর নোহ সেই সময়ও প্রভুকে ডাকলেন এবং বললেন, হে প্রভু, যিনি পৃথিবী, আকাশ এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন, এই বন্দীদশা এবং যে কারাগারে তুমি আমাদের রেখেছ সেখান থেকে আমাদের প্রাণ বের করে আন, কারণ আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
37তখন সদাপ্রভু নোহের কথা শুনলেন এবং তাঁকে বললেন, "এক বছর পূর্ণ হলে তুমি বেরিয়ে পড়বে।"
৩৮ আর বছরের পরিবর্তনের সময়, যখন নোহের জাহাজে থাকার এক বছর পূর্ণ হল, তখন পৃথিবী থেকে জল শুকিয়ে গেল এবং নোহ জাহাজের আচ্ছাদন খুলে ফেললেন।
39 সেই সময়, দ্বিতীয় মাসের সাতাশতম দিনে পৃথিবী শুকিয়ে গেল, কিন্তু নোহ, তাঁর পুত্ররা এবং তাঁর সঙ্গীরা জাহাজ থেকে বের হলেন না যতক্ষণ না প্রভু তাদের বলেছিলেন।
40 আর সেই দিন এল যখন প্রভু তাদের বাইরে যেতে বললেন, আর তারা সকলেই জাহাজ থেকে বেরিয়ে এলো।
41পরে তাহারা গিয়া আপন আপন পথে ও আপন স্থানে ফিরিয়া গেল; আর নোহ ও তাঁহার পুত্রগণ ঈশ্বরের বাক্যানুসারে সেই দেশে বাস করিলেন, এবং তাঁহারা সমস্ত জীবন সদাপ্রভুর সেবা করিলেন; আর জাহাজ হইতে বাহির হইলে সদাপ্রভু নোহ ও তাঁহার পুত্রগণকে আশীর্বাদ করিলেন।
42আর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা ফলবান হও, সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ কর; বলবান হও, পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাও এবং বহুবংশ হও।

অধ্যায় ৭

1নোহের পুত্রদের নাম এই: যেফৎ, হাম ও শেম; বন্যার পরে তাদের সন্তান হয়, কারণ বন্যার আগে তারা স্ত্রীলোকদের বিয়ে করেছিল।
2যেফতের সাত পুত্র হল গোমর, মাগোগ, মাদয়, যবন, তুবল, মেশক ও তীরস।
3 গোমরের পুত্ররা হল অস্কিনস, রফাৎ ও তেগর্ম।
4 আর মাগোগের পুত্ররা হল ইলীখানফ ও লুবল।
৫ মাদয়ের সন্তান আখোন, সিয়েলো, হসোনি ও লোট।
6 যবনের পুত্ররা হল ইলীশায়, তর্শীশ, কিত্তীম ও দূদোনীম।
৭ আর তুবলের পুত্ররা হল আরীফি, কেষেদ ও তারি।
৮ মেশকের পুত্ররা ছিল দদোন, সারোন ও শবশ্নি।
9 তীরসের পুত্রদের নাম ছিল বনীব, গেরা, লুপিরিয়োন ও গিলক; এরা যেফতের সন্তান, তাদের গোষ্ঠী অনুসারে, সেই সময়ে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারশো ষাট জন।
10 আর হামের পুত্ররা হল: কূশ, মিশর, পূট ও কনান, এই চার পুত্র; আর কূশের পুত্রদের নাম ছিল সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও সতেখা; আর রয়মার পুত্রদের নাম ছিল শিবা ও দদান।
১১ মিশরের পুত্ররা হল লূদ, অনোম, পথ্রোষ, কস্লোৎ ও কপ্তোর।
১২ আর ফুটের পুত্ররা হল গেবূল, হদন, বিনা ও আদান।
13 আর কনানের ছেলেরা হল সিদোন, হেৎ, আমোরি, গেরগাশি, হিবি, অর্কী, সেনি, অরোদি, সিমোদি ও চমোথি।
১৪ এরা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে হামের সন্তান; সেই সময়ে তাদের সংখ্যা প্রায় সাতশো ত্রিশ জন ছিল।
15শেমের পুত্ররা হলেন এলম, অশূর, অর্ফক্ষদ, লূদ ও অরাম, পাঁচ পুত্র; আর এলমের পুত্রদের নাম শূশন, মাখুল ও হারমোন।
১৬ আশেরের পুত্রদের নাম ছিল মীরুশ ও মোখিল। অর্ফক্ষদের পুত্রদের নাম ছিল শেলক, অনর ও অস্কোল।
১৭ লূদের পুত্রদের নাম পথোর ও বিষয়োন এবং অরামের পুত্রদের নাম ঊষ, কূল, গাত্র ও মশ।
১৮ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইহারা শেমের সন্তান; এবং সেই সময়ে তাহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত জন ছিল।
১৯ শেমের বংশাবলি এই; শেমের পুত্র অর্ফক্ষদ, অর্ফক্ষদের পুত্র শেলক, এবং শেলকের পুত্র এবর; এবং এবরের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, একজনের নাম পেলগ, কারণ তাহার সময়ে মনুষ্য-সন্তানগণ বিভক্ত হইয়াছিল, এবং শেষকালে পৃথিবী বিভক্ত হইয়াছিল।
২০ আর দ্বিতীয়টির নাম ছিল য়ক্তান, যার অর্থ হল তার সময়ে মানবসন্তানদের জীবন হ্রাস ও হ্রাস পেয়েছিল।
21 যক্তনের পুত্ররা হল: অল্মোদদ, শেলফ, হৎসর্মোবৎ, যিরহ, হদুরোম, ওৎসেল, দিক্লা, ওবল, অবীমায়েল, শিবা, ওফীর, হবীলা ও যোবব; এরা সকলেই যক্তনের পুত্র।
22 তার ভাই পেলগের ছেলে য়েনের ছেলে, যেনের ছেলে সরূগ, সরূগের ছেলে নাহোর, নাহোরের ছেলে তেরহ। তেরহ আটত্রিশ বছর বয়সে হারণ ও নাহোরের ছেলে।
23 আর নোহের পৌত্র হামের পুত্র কূশ সেই সময়ে বৃদ্ধ বয়সে একটি স্ত্রী বিবাহ করেন এবং সে একটি পুত্র প্রসব করে। তারা তার নাম নিম্রোদ রাখলেন। তারা বললেন, "সেই সময় মনুষ্যসন্তানরা আবার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অধর্ম করতে শুরু করল, এবং সেই শিশুটি বড় হতে লাগল, এবং তার পিতা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, কারণ সে তার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ছিল।"
24আর আদম ও তার স্ত্রী যখন উদ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন ঈশ্বর তাদের জন্য যে চামড়ার পোশাক তৈরি করেছিলেন, সেগুলো কূশকে দেওয়া হল।
25 কারণ আদম ও তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, পোশাকগুলি য়েরদের পুত্র হনোককে দেওয়া হয়েছিল, এবং যখন হনোককে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি সেগুলি তার পুত্র মথূশেলহকে দিয়েছিলেন।
২৬ আর মথূশেলহের মৃত্যুর পর, নোহ তাদের নিয়ে জাহাজে নিয়ে গেলেন এবং জাহাজ থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা তাঁর সাথেই ছিলেন।
27 আর তারা যখন বাইরে যাচ্ছিল, তখন হাম তার বাবা নোহের কাছ থেকে সেই পোশাকগুলো চুরি করে নিয়ে তার ভাইদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখল।
28 আর যখন হামের প্রথম পুত্র কূশের জন্ম হল, তখন সে তাকে গোপনে পোশাকগুলি দিল এবং তারা অনেক দিন কূশের কাছে রইল।
29 আর কূশ তার ছেলেদের এবং ভাইদের কাছ থেকেও সেগুলো গোপন রেখেছিলেন, আর যখন কূশ নিম্রোদের জন্ম দেন, তখন তিনি তার প্রতি ভালোবাসার কারণে তাকে

সেই পোশাকগুলো দিয়েছিলেন, আর নিম্রোদ বড় হয়ে ওঠেন, এবং বিশ বছর বয়সে তিনি সেই পোশাকগুলো পরেন।

৩০ আর নিম্রোদ যখন পোশাক পরতে পরতে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, এবং ঈশ্বর তাকে শক্তি ও শক্তি দিলেন, এবং তিনি পৃথিবীতে একজন শক্তিশালী শিকারী ছিলেন, হ্যাঁ, তিনি মাঠে একজন শক্তিশালী শিকারী ছিলেন, এবং তিনি পশুদের শিকার করতেন, তিনি বেদী নির্মাণ করতেন এবং প্রভুর সামনে তাদের উপর পশু উৎসর্গ করতেন।

31 আর নিম্রোদ নিজেকে শক্তিশালী করলেন, এবং তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে উঠে এলেন, এবং তিনি তাঁর ভাইদের যুদ্ধে তাদের চারপাশের সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন।

32 আর প্রভু তাঁর ভাইদের সমস্ত শত্রুদের তাঁর হাতে তুলে দিলেন, এবং ঈশ্বর সময়ে সময়ে তাঁর যুদ্ধে তাঁকে সফল করলেন, এবং তিনি পৃথিবীতে রাজত্ব করলেন।

33 অতএব সেই সময়ে এই কথা প্রচলিত ছিল, যখন একজন ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত লোকদের বের করে আনত, তখন সে তাদের বলত, ঈশ্বর যেমন নিম্রোদের প্রতি করেছিলেন, যে পৃথিবীতে একজন শক্তিশালী শিকারী ছিল এবং যে তার ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, সে তাদের শত্রুদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেছিল, তেমনি ঈশ্বর আমাদের শক্তিশালী করুন এবং আজ আমাদের উদ্ধার করুন।

34 আর নিম্রোদের যখন চল্লিশ বছর বয়স, সেই সময় তার ভাইদের এবং যাফতের সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলে তারা তাদের শত্রুদের হাতে পড়েছিল।

৩৫ সেই সময় নিম্রোদ বেরিয়ে পড়লেন এবং সমস্ত কূশীয়দের এবং তাদের পরিবারের প্রায় চারশো ষাট জনকে একত্র করলেন। তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের কাছ থেকে প্রায় আশি জনকে ভাড়া করলেন এবং তাদের বেতন দিলেন। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে গেলেন। পথে যাওয়ার সময় নিম্রোদ তাঁর সঙ্গীদের হৃদয়কে শক্তিশালী করলেন।

36তিনি তাদের বললেন, "ভয় পেও না, ভীত হও না, কারণ আমাদের সমস্ত শত্রু আমাদের হাতে সমর্পিত হবে, আর তোমরা তাদের সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।"

37 আর যারা গিয়েছিল তারা মোট পাঁচশো জন ছিল, তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাদের ধ্বংস করেছিল এবং তাদের পরাজিত করেছিল, এবং নিম্রোদ তাদের নিজ নিজ স্থানে তাদের উপরে স্থায়ী কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করেছিল।

38আর তিনি তাদের কয়েকজন ছেলেমেয়েকে জামানত হিসেবে নিলেন, আর তারা সকলেই নিম্রোদ ও তার ভাইদের দাস হল, আর নিম্রোদ ও তার সঙ্গী সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেল।

৩৯ আর যখন নিম্রোদ আনন্দের সাথে যুদ্ধ থেকে ফিরে এলো, তার শত্রুদের জয় করার পর, তার সমস্ত ভাইয়েরা, যারা তাকে আগে চিনত তাদের সাথে, তাকে তাদের উপর রাজা করার জন্য একত্রিত হল, এবং তারা তার মাথায় রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দিল।

40 আর তিনি তাঁর প্রজা ও প্রজাদের উপর, রাজপুত্র, বিচারক এবং শাসকদের নিযুক্ত করলেন, যেমন রাজাদের মধ্যে রীতি আছে।

41আর তিনি নাহোরের পুত্র তেরহকে আপন সৈন্যদলের সেনাপতি করিলেন, এবং তাঁহাকে মর্যাদা দিলেন, এবং তাঁহার সমস্ত অধ্যক্ষের উপরে তাঁহাকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

৪২ এবং যখন তিনি তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছানুযায়ী রাজত্ব করছিলেন, তখন তাঁর চারপাশের সমস্ত শত্রুদের জয় করার পর, তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের সাথে তাঁর প্রাসাদের জন্য একটি শহর নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তারা তাই করেছিলেন।

43 তারা পূর্ব দিকে একটি বৃহৎ উপত্যকা খুঁজে পেল এবং তার জন্য একটি বৃহৎ ও প্রশস্ত শহর নির্মাণ করল। নিম্রোদ যে শহরটি নির্মাণ করেছিলেন তার নাম শিনর রাখল, কারণ প্রভু তাঁর শত্রুদের তীব্রভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

44 আর নিম্রোদ শিনরে বাস করত, এবং সে নিরাপদে রাজত্ব করত, এবং তার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করত এবং তাদের পরাজিত করত, এবং সে তার সমস্ত যুদ্ধে সফল হত, এবং তার রাজ্য খুব মহান হয়ে উঠত।

45 আর সমস্ত জাতি ও ভাষা তাঁর খ্যাতি শুনে তাঁর কাছে জড়ো হল, তারা মাটিতে মাথা নত করল, এবং তাঁকে নৈবেদ্য আনল, আর তিনি তাদের প্রভু ও রাজা হলেন, এবং তারা সকলে শিনার শহরে তাঁর সাথে বাস করতে লাগলেন, আর নিম্রোদ পৃথিবীতে নোহের সমস্ত পুত্রের উপর রাজত্ব করলেন, এবং তারা সকলেই তাঁর ক্ষমতা ও পরামর্শের অধীনে ছিল।

46 সমস্ত পৃথিবী এক ভাষা ও এক বাক্যের অধিকারী ছিল, কিন্তু নিম্রোদ সদাপ্রভুর পথে চলেনি; বন্যার সময় থেকে সেই দিন পর্যন্ত সে তার পূর্ববর্তী সমস্ত লোকের চেয়েও বেশি দুষ্ট ছিল।

47আর সে কাঠ ও পাথরের দেবতা নির্মাণ করে তাদের কাছে প্রণিপাত করল, এবং সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, এবং তার সমস্ত প্রজা ও পৃথিবীর লোকদেরকে তার মন্দ পথ শিক্ষা দিল; আর তার পুত্র মারদোন তার পিতার চেয়েও বেশি দুষ্ট ছিল।

48 আর নিম্রোদের পুত্র মর্দোনের কর্মকাণ্ড যারা শুনত তারা সকলেই তার বিষয়ে বলত, "দুষ্ট থেকেই দুষ্টতা উৎপন্ন হয়।" এইজন্য সারা পৃথিবীতে এই প্রবাদটি প্রচলিত হয়ে উঠল, "দুষ্ট থেকেই দুষ্টতা উৎপন্ন হয়।" সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

49 আর নিম্রোদের সৈন্যদলের সেনাপতি নাহোরের পুত্র তেরহ সেই সময়ে রাজা ও তাঁর প্রজাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মহান ছিলেন; রাজা ও রাজপুত্ররা তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত উচ্চপদে উন্নীত করতেন।

৫০ তেরহ কর্নেবোর কন্যা অম্থেলো নামে এক স্ত্রীকে বিয়ে করলেন; সেই সময়ে তেরহের স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর জন্য একটি পুত্রের জন্ম দিলেন।

51 তেরহের যখন সত্তর বছর বয়স হয়েছিল তখন তাঁর জন্ম হয়েছিল। তেরহ তাঁর পুত্রের নাম অব্রাম রাখলেন,

কারণ সেই সময়ে রাজা তাঁকে মানুষ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গী সমস্ত রাজপুত্রদের চেয়ে তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলেন।

অধ্যায় ৮

১ যে রাতে অব্রামের জন্ম হয়েছিল, সেই রাতে তেরহের সমস্ত দাস, নিম্রোদের সমস্ত জ্ঞানী লোক এবং তার যাদুকররা এসে তেরহের বাড়িতে ভোজন পান করল এবং সেই রাতে তার সাথে আনন্দ করল।
2 আর যখন সমস্ত জ্ঞানী ও যাদুকররা তেরহের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তারা রাতের বেলায় আকাশের দিকে চোখ তুলে তারাগুলো দেখল, আর তারা দেখতে পেল, আর দেখল, পূর্ব দিক থেকে একটি বিরাট তারা এসে আকাশে ছুটে গেল, আর আকাশের চার দিক থেকে চারটি তারা গিলে ফেলল।
৩ রাজার সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তাঁর যাদুকররা এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন, আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এই বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং এর তাৎপর্য জানতেন।
4আর তারা একে অপরকে বলল, "এটা কেবল সেই পুত্রেরই ইঙ্গিত, যে আজ রাতে তেরহের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। সে বড় হয়ে ফলবান হবে, বহুবংশ হবে এবং চিরকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী অধিকার করবে, সে ও তার বংশধরেরা, এবং সে ও তার বংশধরেরা মহান রাজাদের হত্যা করবে এবং তাদের দেশ অধিকার করবে।"
৫ আর সেই রাতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা এবং যাদুকররা বাড়ি ফিরে গেলেন, এবং সকালে এই সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এবং যাদুকররা খুব ভোরে উঠে একটি নির্ধারিত বাড়িতে একত্রিত হলেন।
6আর তারা একে অপরের সাথে কথা বলে বলল, দেখ, গত রাতে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি তা রাজার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে, তা তাঁকে জানানো হয়নি।
৭ আর যদি শেষকালে এই কথা রাজার কাছে জানা যায়, তাহলে তিনি আমাদের বলবেন, তোমরা কেন এই বিষয়টি আমার কাছ থেকে গোপন করেছ? তাহলে আমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করব। অতএব, এখন আমরা যা দেখেছি তা এবং তার অর্থ রাজাকে জানাই, তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারব।
8তারা তাই করল, আর সকলে রাজার কাছে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে প্রণাম করল, আর বলল, "মহারাজ বেঁচে থাকুন, মহারাজ বেঁচে থাকুন।"
9আমরা শুনলাম যে, তোমার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ নাহোরের পুত্র তেরহের এক পুত্র সন্তান হয়েছে। আমরা গতকাল রাতে তার বাড়ীতে গিয়ে ভোজন-পান করে তার সাথে আনন্দ করলাম।
১০ আর যখন তোমার দাসেরা তেরহের গৃহ থেকে রাত্রিযাপনের জন্য নিজ নিজ গৃহে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল, তখন আমরা আকাশের দিকে চোখ তুলে পূর্ব দিক থেকে একটি বিরাট তারা আসতে দেখলাম, আর সেই তারাটি প্রচণ্ড বেগে ছুটে আকাশের চার দিক থেকে চারটি বিরাট তারা গ্রাস করল।
১১ আর আমরা যে দৃশ্য দেখেছিলাম তাতে তোমার দাসেরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিল। আমরা সেই দৃশ্য দেখে আমাদের বিচার করেছিলাম এবং আমাদের জ্ঞান দিয়ে এর সঠিক ব্যাখ্যা জেনেছিলাম যে, এই কথা তেরহের গর্ভে জন্ম নেওয়া সেই সন্তানের প্রতি প্রযোজ্য, যে বড় হবে এবং বহুবংশ হবে, এবং শক্তিশালী হবে এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের হত্যা করবে এবং তাদের সমস্ত দেশ, সে এবং তার বংশ চিরকালের জন্য অধিকার করবে।
১২ আর এখন আমাদের প্রভু ও মহারাজ, দেখুন, আমরা এই শিশুটির বিষয়ে যা দেখেছি তা আপনাকে সত্যিই জানিয়েছি।
১৩ যদি রাজার মনে হয় যে এই ছেলেটির জন্য তার বাবাকে মূল্য দিতে হবে, তাহলে সে বড় হয়ে দেশে বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই আমরা তাকে হত্যা করব। তার দুষ্টতা আমাদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধি পাবে, আর তার দুষ্টতার জন্য আমরা ও আমাদের সন্তানরা ধ্বংস হবে।
১৪ রাজা তাদের কথা শুনলেন এবং তা তাঁর দৃষ্টিতে ভালো মনে হল। তিনি লোক পাঠিয়ে তেরহকে ডেকে পাঠালেন, আর তেরহ রাজার সামনে উপস্থিত হলেন।
১৫ রাজা তেরহকে বললেন, "গত রাতে তোমার একটি পুত্র জন্মেছে বলে আমি শুনেছি, আর তার জন্মের সময় স্বর্গে এই নিয়ম পালন করা হয়েছিল।"
১৬ এখন তুমি ছেলেটিকে আমার কাছে দাও, তার দুষ্টতা আমাদের বিরুদ্ধে আসার আগেই আমরা তাকে হত্যা করব। তার মূল্যের বিনিময়ে আমি তোমাকে সোনা-রূপায় ভরা তোমার ঘরটি দেব।
১৭ তখন তেরহ রাজাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন, "হে আমার প্রভু মহারাজ, আমি আপনার কথা শুনেছি, আর আপনার দাস তাঁর রাজা যা চান তা-ই করবে।"
18 কিন্তু আমার প্রভু ও মহারাজ, গতকাল রাতের আমার কি হয়েছে তা আমি আপনাকে বলব, যাতে আমি দেখতে পারি যে রাজা তাঁর দাসকে কী পরামর্শ দেন, এবং তারপর আমি রাজাকে তিনি যা বলেছেন তার উত্তর দেব; রাজা বললেন, বলুন।
19তখন তেরহ রাজাকে বললেন, "গত রাতে মোরেদের ছেলে অয়োন আমার কাছে এসে বলল,
২০ রাজা তোমাকে যে বিরাট ও সুন্দর ঘোড়া দিয়েছেন, তা আমাকে দাও, আমি তোমাকে তার মূল্যের বিনিময়ে রূপা, সোনা, খড় ও খাদ্য দেব; আর আমি তাকে বললাম, অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমি তোমার কথার বিষয়ে রাজার সাথে দেখা করি, আর দেখো রাজা যা বলেন, আমি তাই করব।
21 আর এখন আমার প্রভু ও মহারাজ, দেখুন, আমি আপনাকে এই কথা জানিয়েছি এবং আমার রাজা তাঁর দাসকে যে পরামর্শ দেবেন, আমি তা পালন করব।
22 রাজা তেরহের কথা শুনলেন এবং তাঁর রাগ জ্বলে উঠল এবং তিনি তাকে একজন মূর্খের মতো বিবেচনা করলেন।
২৩ রাজা তেরহকে উত্তর দিলেন, আর তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এতই বোকা, অজ্ঞ, কি অবুঝ যে এই কাজ করছো? রূপা, সোনা, এমনকি খড় ও খাদ্যের জন্যও তোমার সুন্দর ঘোড়া দিচ্ছ?
২৪ তোমার কি সোনা-রূপার এত অভাব আছে যে, তুমি এই কাজ করবে, কারণ তোমার ঘোড়ার জন্য খড়-খাবার

জোগাড় করতে পারছ না? আর তোমার কাছে সোনা-রূপা, খড়-খাবার কি, যে তুমি আমার দেওয়া সেই সুন্দর ঘোড়াটা, যা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই, তাকে দান করবে?
25 রাজা কথা শেষ করে বললেন, "তারহ রাজাকে উত্তর দিলেন, রাজা তাঁর দাসকে এই রকম কথা বলেছেন;
২৬ হে আমার প্রভু ও মহারাজ, আপনি আমাকে এই কথা কেন বলছেন যে, আপনার পুত্রকে হত্যা করার জন্য আমরা তাকে দিয়ে দেব, আর আমি আপনাকে তার মূল্যের বিনিময়ে রূপা ও সোনা দেব? আমার পুত্রের মৃত্যুর পর আমি রূপা ও সোনা দিয়ে কী করব? কে আমার উত্তরাধিকারী হবে? তাহলে আমার মৃত্যুর পর, রূপা ও সোনা আমার রাজার কাছে ফিরে আসবে যিনি এটি দিয়েছিলেন।
27 রাজা যখন তেরহের কথা এবং রাজার বিষয়ে তিনি যে দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন তা শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং তাঁর অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল।
২৮ তেরহ দেখলেন যে, রাজার রাগ তাঁর উপর প্রজ্বলিত হয়েছে, তাই তিনি রাজাকে উত্তর দিলেন, "আমার যা কিছু আছে, সবই রাজার ক্ষমতায়; রাজা তাঁর দাসের প্রতি যা করতে চান, তাই করুক, এমনকি আমার পুত্রের প্রতিও, সে এবং তার চেয়ে বড় দুই ভাই, রাজার ক্ষমতায় আছে, বিনিময়ে মূল্যহীন।"
29 রাজা তেরহকে বললেন, "না, আমি তোমার ছোট ছেলেটিকে দাম দিয়ে কিনে নেব।"
30তখন তেরহ রাজাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার প্রভু ও মহারাজ, আমি আপনার কাছে বিনয় করিতেছি, আপনার দাসকে আপনার সম্মুখে কিছু বলিতে দিন, এবং মহারাজ আপনার দাসের কথা শুনুন; আর তেরহ কহিলেন, আমার মহারাজ আমাকে তিন দিন সময় দিন, যেন আমি এই বিষয়টা মনে মনে বিবেচনা করি এবং আমার রাজার বাক্য সম্পর্কে আমার পরিবারের সহিত পরামর্শ করি; এবং তিনি এই বিষয়ে রাজি হইবার জন্য রাজাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলেন।
31 রাজা তেরহের কথা শুনলেন, আর তিনি তাই করলেন এবং তাকে তিন দিনের সময় দিলেন; পরে তেরহ রাজার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং নিজের পরিবারের কাছে ফিরে এসে রাজার সমস্ত কথা তাদের বললেন; তাতে লোকেরা খুব ভয় পেল।
32আর তৃতীয় দিনে রাজা তেরহকে এই কথা বলে পাঠালেন, "আমি তোমাকে যেমন বলেছি, তেমনি দাম দিয়ে তোমার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও; আর যদি তুমি এটা না করো, তাহলে আমি লোক পাঠিয়ে তোমার বাড়ীতে তোমার যা কিছু আছে সব মেরে ফেলব, যাতে তোমার একটা কুকুরও অবশিষ্ট না থাকে।"
33 রাজার জরুরি কাজ ছিল বলে তেরহ তাড়াতাড়ি করে তাঁর দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া এক পুত্র সন্তানকে নিয়ে গেলেন। তেরহ রাজার কাছে সেই পুত্র সন্তানটি নিয়ে এসে তার কাছ থেকে মূল্য আদায় করলেন।
34 আর এই ব্যাপারে প্রভু তেরহের সহবর্তী ছিলেন, যাতে নিম্রোদ অব্রামের মৃত্যু ঘটাতে না পারে, এবং রাজা তেরহের কাছ থেকে শিশুটিকে নিয়ে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার মাথা মাটিতে আছড়ে ফেললেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন এটি অব্রাম; এবং সেই দিন থেকে এটি তার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, এবং রাজা এটি ভুলে গিয়েছিলেন, কারণ এটি ছিল অব্রামের মৃত্যু ভোগ না করানো ঈশ্বরের ইচ্ছা।
৩৫ তেরহ তাঁর পুত্র অব্রামকে, তাঁর মাতা ও ধাইমাকে গোপনে নিয়ে একটি গুহায় লুকিয়ে রাখতেন এবং প্রতি মাসে তাদের খাবার আনতেন।
৩৬ আর প্রভু গুহায় অব্রামের সাথে ছিলেন এবং তিনি বড় হয়েছিলেন, আর অব্রাম দশ বছর গুহায় ছিলেন, আর রাজা এবং তার রাজপুত্ররা, গণক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন যে রাজা অব্রামকে হত্যা করেছেন।

অধ্যায় ৯

1 সেই সময় অব্রামের বড় ভাই তেরহের ছেলে হারণ একটি স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল।
2হারণ যখন তাকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার বয়স ঊনচল্লিশ বছর ছিল; হারণের স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দিলেন এবং তিনি তার নাম লোট রাখলেন।
3পরে সে আবার গর্ভবতী হল এবং একটি কন্যা প্রসব করল, এবং তার নাম মিল্কা রাখল; পরে সে আবার গর্ভবতী হল এবং একটি কন্যা প্রসব করল, এবং তার নাম সারী রাখল।
4হারণের বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সারীর জন্ম হয়, অর্থাৎ অব্রামের আয়ুর দশম বছরে; সেই সময়ে অব্রাম, তাঁর মাতা ও ধাত্রী গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন, কারণ রাজা ও তাঁর প্রজারা অব্রামের ঘটনা ভুলে গিয়েছিলেন।
5পরে অব্রাম গুহা থেকে বেরিয়ে এসে নোহ ও তাঁর পুত্র শেমের কাছে গেলেন, এবং সদাপ্রভুর নির্দেশ ও তাঁর পথ শিখতে তাদের সাথে থাকলেন; আর অব্রাম কোথায় আছেন তা কেউ জানত না; এবং অব্রাম অনেক দিন নোহ ও তাঁর পুত্র শেমের সেবা করলেন।
6আর অব্রাম ঊনচল্লিশ বছর নোহের বাড়িতে ছিলেন; আর অব্রাম তিন বছর বয়স থেকে সদাপ্রভুকে চিনতেন, এবং নোহ ও তাঁর পুত্র শেম তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সদাপ্রভুর পথে চলতেন; আর সেই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত সন্তান সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অধর্ম্ম করিয়াছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, অন্য দেবতাদের সেবা করিত, এবং পৃথিবীতে তাহাদের সৃষ্টিকারী সদাপ্রভুকে ভুলে যায়; এবং সেই সময়ে পৃথিবীর বাসিন্দারা প্রত্যেকে আপন আপন দেবতা নির্মাণ করিল; কাঠ ও পাথরের দেবতা, যাহারা কথা বলিতে, শুনিতে, উদ্ধার করিতে না পারে, এবং মনুষ্যসন্তানগণ তাহাদের সেবা করিত এবং তাহারা তাহাদের দেবতা হইয়া উঠিল।
৭ রাজা, তাঁর সমস্ত কর্মচারী এবং তেরহ ও তাঁর পরিবারের সকলেই কাঠ ও পাথরের দেবতাদের পূজা করতেন।
৪ আর তেরহের কাঠ ও পাথরের তৈরি বারোটি বৃহৎ দেবতা ছিল, বছরের বারো মাস পরপর, এবং তিনি প্রতি মাসে একজনের সেবা করতেন, এবং প্রতি মাসে তেরহ তার

দেবতাদের উদ্দেশ্যে তার শস্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করতেন; তেরহ সারা দিন এইভাবে করতেন।
9 আর সেই প্রজন্মের সকলেই সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট ছিল, এবং এইভাবে তারা প্রত্যেকে তাদের দেবতা বানিয়েছিল, কিন্তু তাদের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করেছিল।
১০ সেই সময় সারা পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ ছিল না যে প্রভুকে জানত (কারণ তারা প্রত্যেকে তার নিজের ঈশ্বরের সেবা করত), কেবল নোহ এবং তার পরিবার এবং তার পরামর্শের অধীনে থাকা সকলেই প্রভুকে জানত।
১১ সেই সময় তেরহের পুত্র অব্রাম নোহের বংশে বৃদ্ধ হচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ তা জানত না, আর প্রভু তাঁর সহবর্তী ছিলেন।
১২ আর প্রভু অব্রামকে বুদ্ধিমান হৃদয় দিলেন, আর তিনি জানতেন যে সেই প্রজন্মের সমস্ত কাজ নিরর্থক, এবং তাদের সমস্ত দেবতা নিরর্থক এবং কোন কাজে আসেনি।
১৩ অব্রাম পৃথিবীর উপরে সূর্যের আলো দেখতে পেলেন। অব্রাম মনে মনে বললেন, "এখন নিশ্চয়ই এই সূর্য যা পৃথিবীতে আলো দেয়, তিনিই ঈশ্বর, আর আমি তাঁরই সেবা করব।"
১৪ আর অব্রাম সেই দিন সূর্যের সেবা করলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন; আর সন্ধ্যা হলে যথারীতি সূর্য অস্ত গেল; আর অব্রাম মনে মনে বললেন, "ইনি কি ঈশ্বর হতে পারেন না?"
১৫ অব্রাম মনে মনে বলতে লাগলেন, "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? পৃথিবীতে কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি কোথায়?"
16 আর রাত্রি তাঁর উপর অন্ধকার নেমে এলো, আর তিনি পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে চোখ তুলে দেখলেন যে, পৃথিবী থেকে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং দিন অন্ধকার হয়ে এসেছে।
১৭ অব্রাম তাঁর সামনে তারা ও চাঁদ দেখে বললেন, "নিশ্চয়ই তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি সমস্ত পৃথিবী ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; আর দেখ, তাঁর এই দাসেরা তাঁর চারপাশে দেবতা।" অব্রাম সারা রাত চাঁদের সেবা করলেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করলেন।
18 আর সকালে যখন আলো হল এবং সূর্য যথারীতি পৃথিবীতে আলো ফেলল, তখন অব্রাম পৃথিবীতে প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত জিনিস দেখলেন।
১৯ অব্রাম মনে মনে বললেন, নিশ্চয়ই এরা পৃথিবী এবং সমস্ত মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা দেবতা নন, বরং এরা ঈশ্বরের দাস। আর অব্রাম নোহের ঘরেই থেকে গেলেন এবং সেখানেই তিনি সদাপ্রভু ও তাঁর পথ জানতেন। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত দিন সদাপ্রভুর সেবা করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রজন্মের সমস্ত লোক সদাপ্রভুকে ভুলে গিয়ে কাঠ ও পাথরের অন্যান্য দেবতাদের সেবা করেছিল এবং তাদের সমস্ত জীবন বিদ্রোহ করেছিল।
২০ আর রাজা নিম্রোদ নিরাপদে রাজত্ব করেছিলেন, এবং সমস্ত পৃথিবী তাঁর অধীনে ছিল, এবং সমস্ত পৃথিবী এক ভাষা এবং মিলিত বাক্যের অধিকারী ছিল।
21 তখন নিম্রোদের সমস্ত রাজপুত্র এবং তার প্রধান লোকেরা, অর্থাৎ পূট, মিশর, কূশ ও কনানের লোকেরা তাদের পরিবারবর্গের সাথে একত্রে পরামর্শ করল। তারা একে অপরকে বলল, "এস, আমরা নিজেদের জন্য একটি শহর তৈরি করি, তার মধ্যে একটি শক্তিশালী দুর্গ তৈরি করি, যার চূড়া আকাশ ছুঁয়ে যায়; আর আমরা নিজেদের খ্যাতি অর্জন করি, যাতে আমরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করতে পারি, যাতে আমাদের শত্রুদের মন্দতা আমাদের থেকে দূরে থাকে, যাতে আমরা তাদের উপর শক্তিশালীভাবে রাজত্ব করতে পারি এবং তাদের যুদ্ধের কারণে আমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে না পড়ি।"
22 তখন তারা সকলে রাজার কাছে গেল এবং রাজাকে এই কথাগুলো বলল। রাজা এই বিষয়ে তাদের সাথে একমত হলেন এবং তিনি তাই করলেন।
২৩ আর সমস্ত পরিবার একত্র হল, যাদের মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ লোক ছিল। তারা শহর ও দুর্গ নির্মাণের জন্য এক বিশাল জমির সন্ধান করতে গেল। তারা সারা পৃথিবী অনুসন্ধান করল এবং শিনয়র দেশের পূর্বদিকে প্রায় দুই দিনের পথের মতো একটিও উপত্যকা খুঁজে পেল না। তারা সেখানে ভ্রমণ করে সেখানে বাস করতে লাগল।
২৪ আর তারা শহর এবং যে দুর্গটি সম্পূর্ণ করার কথা ভেবেছিল তা নির্মাণের জন্য ইট তৈরি করতে এবং আগুন জ্বালাতে শুরু করল।
২৫ আর সেই দুর্গ নির্মাণ তাদের কাছে পাপ ও অধর্ম বলে মনে হল, আর তারা তা নির্মাণ করতে শুরু করল, আর যখন তারা স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে নির্মাণ করছিল, তখন তারা তাদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং স্বর্গে আরোহণের কল্পনা করল।
26আর এই সমস্ত লোক এবং সমস্ত পরিবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল; প্রথম জন বলল, আমরা স্বর্গে আরোহণ করব এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব; দ্বিতীয় জন বলল, আমরা স্বর্গে আরোহণ করব এবং সেখানে আমাদের দেবতাদের স্থাপন করব এবং তাদের সেবা করব; এবং তৃতীয় জন বলল, আমরা স্বর্গে আরোহণ করব এবং ধনুক ও বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করব; আর ঈশ্বর তাদের সমস্ত কাজ এবং তাদের সমস্ত মন্দ চিন্তা জানতেন, এবং তিনি সেই শহর এবং তারা যে উঁচু উঁচু ঘর তৈরি করছিল তা দেখতে পেলেন।
27আর যখন তারা নির্মাণ করছিল, তখন তারা নিজেদের জন্য একটি বিরাট শহর এবং একটি অত্যন্ত উঁচু ও দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিল; এবং এর উচ্চতার কারণে, যারা উপরে উঠেছিল তারা পুরো এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, গাঁথুনি ও ইট নির্মাণকারীদের কাছে পৌঁছাত না; এবং তার পরে, তারা গাঁথুনি ও ইট নির্মাণকারীদের কাছে পৌঁছে তাদের গাঁথুনি ও ইট দিত; এইভাবে প্রতিদিন করা হত।
28 আর দেখো, এরা উপরে উঠেছিল আর অন্যরা নেমেছিল সারাদিন ধরে; আর যদি তাদের হাত থেকে একটা ইট পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে তারা সবাই তার জন্য কাঁদবে, আর যদি কেউ পড়ে মারা যায়, তাহলে তাদের কেউই তার দিকে তাকাবে না।
29 আর প্রভু তাদের চিন্তা জানতেন, আর যখন তারা নির্মাণ করছিল, তখন তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করল, আর সমস্ত তীর রক্তে ভরা তাদের উপর পড়ল, এবং তারা তাদের দেখে একে অপরকে বলল, "আমরা অবশ্যই স্বর্গের সকলকে হত্যা করেছি।"

30 কারণ এটা প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল যাতে তারা ভুল পথে চালিত হয়, যাতে তারা পৃথিবী থেকে তাদের ধ্বংস করে দেয়।
31 আর তারা দুর্গ এবং শহরটি তৈরি করল, এবং অনেক দিন এবং বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রতিদিন এই কাজ করল।
32আর ঈশ্বর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্তরজন ফেরেশতাকে, তাঁর কাছে থাকা লোকদের বললেন, "এসো, আমরা নেমে তাদের জিভ্ ভেদ করে ফেলি, যাতে কেউ তার প্রতিবেশীর ভাষা বুঝতে না পারে।" আর তারা তাদের প্রতি তাই করল।
33 আর সেই দিন থেকে তারা প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীর ভাষা ভুলে গেল, এবং এক ভাষায় কথা বলতে বুঝতে পারল না। আর যখনই গাঁথক তার প্রতিবেশীর হাত থেকে চুন বা পাথর নিত যা সে আদেশ করত না, তখন গাঁথক তা ছুঁড়ে ফেলে তার প্রতিবেশীর উপর ছুঁড়ে মারত, যাতে সে মারা যেত।
34 আর তারা অনেক দিন ধরে এই কাজ করল, এবং এইভাবে তাদের অনেককে হত্যা করল।
35 আর প্রভু সেখানে থাকা তিনটি দলকে আঘাত করলেন, এবং তাদের কাজ ও পরিকল্পনা অনুসারে তাদের শাস্তি দিলেন; যারা বলেছিল, আমরা স্বর্গে উঠব এবং আমাদের দেবতাদের সেবা করব, তারা বানর ও হাতির মতো হয়ে গেল; এবং যারা বলেছিল, আমরা তীর দিয়ে স্বর্গে আঘাত করব, প্রভু তাদের হত্যা করলেন, একজনকে তার প্রতিবেশীর হাতে; এবং যারা বলেছিল, আমরা স্বর্গে উঠব এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তাদের তৃতীয় দলকে প্রভু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন।
৩৬ আর তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা যখন বুঝতে পারল যে তাদের উপর কী অমঙ্গল আসছে, তখন তারা সেই ভবন ত্যাগ করল এবং তারাও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।
37আর তারা নগর ও দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করল; এই জন্য তিনি সেই স্থানের নাম বাবিল রাখলেন, কারণ সেখানে প্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষাকে গোলমাল করেছিলেন; দেখ, তা শিনিয়র দেশের পূর্বদিকে ছিল।
38 আর মনুষ্যসন্তানরা যে দুর্গটি তৈরি করেছিল, পৃথিবী তার মুখ খুলে তার এক তৃতীয়াংশ গ্রাস করেছিল, এবং স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে এক তৃতীয়াংশ পুড়িয়ে দিয়েছে, এবং এক তৃতীয়াংশ আজও অবশিষ্ট আছে, এবং এটি সেই অংশেরই অংশ যা উঁচু ছিল, এবং এর পরিধি তিন দিনের হাঁটা পথ।
39 আর সেই দুর্গে অনেক মনুষ্যপুত্র মারা গেল, যাদের সংখ্যা অগণিত ছিল।

অধ্যায় ১০

1আর সেই সময়ে, তেরহের পুত্র অব্রামের আয়ুর আটচল্লিশ বৎসরে, এবরের পুত্র পেলগ মারা গেলেন; এবং পেলগের সর্বসুদ্ধ দুই শত ঊনচল্লিশ বৎসর বয়স হয়েছিল।
2 আর যখন প্রভু দুর্গে মানবপুত্রদের তাদের পাপের জন্য ছিন্নভিন্ন করেছিলেন, তখন তারা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সমস্ত মানবপুত্র পৃথিবীর চার কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল।
3আর প্রত্যেকটি পরিবার তাদের নিজস্ব ভাষা, দেশ অথবা শহর অনুসারে গঠিত হয়েছিল।
4আর মনুষ্য-সন্তানরা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে, যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিল, এবং যে সকল স্থানে সদাপ্রভু তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে, তাহাদের গোষ্ঠী অনুসারে অনেক নগর নির্মাণ করিল।
৫ আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন জায়গায় শহর তৈরি করেছিল যেখান থেকে তারা পরে বিতাড়িত হয়েছিল, এবং তারা এই শহরগুলিকে তাদের নিজস্ব নাম, অথবা তাদের সন্তানদের নাম, অথবা তাদের নির্দিষ্ট ঘটনার নাম অনুসারে নামকরণ করেছিল।
৬ আর নোহের পুত্র যেফতের পুত্ররা গিয়ে যেখানে যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেখানে নিজেদের জন্য শহর তৈরি করল, এবং তাদের সমস্ত শহরকে তাদের নাম অনুসারে ডাকল, এবং যেফতের পুত্ররা পৃথিবীর বুকে অনেক ভাগে এবং ভাষায় বিভক্ত হয়ে গেল।
7আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যেফতের সন্তানরা এই; গোমর, মাগোগ, মেদয়, যবন, তুবল, মেশক ও তীরস; বংশানুক্রমিকভাবে এঁরা যেফতের সন্তান।
৮ গোমরের সন্তানরা তাদের শহর অনুসারে ছিল ফ্রাঙ্কুম, যারা ফ্রাঙ্কা নদীর ধারে, সেনাহ নদীর ধারে, ফ্রাঙ্কা দেশে বাস করত।
9 আর রফতের সন্তানরা হল বার্তোনিম, যারা লেদা নদীর ধারে বার্তোনিয়া দেশে বাস করে, যা তার জলকে মহান সমুদ্র গীহোনে, অর্থাৎ সমুদ্রে প্রবাহিত করে।
১০ আর তুগারমার সন্তানরা দশটি পরিবার, আর তাদের নাম এই: বুসর, পারসুনাক, বালগার, এলিকানম, রাগবিব, তারকি, বিদ, সবুক, ওঙ্গাল এবং তিল্মজ; এরা সকলেই উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ্রাম নিয়েছিল এবং নিজেদের জন্য শহর তৈরি করেছিল।
১১ আর তারা তাদের নিজস্ব নাম অনুসারে তাদের শহরগুলোর নাম রাখল, যারা আজও হিৎলা ও ইটালাক নদীর তীরে বাস করে।
১২ কিন্তু আঙ্গোলি, বালগার এবং পারজুনাকের পরিবারগুলি, তারা মহানদী ডুবনির ধারে বাস করে; এবং তাদের শহরগুলির নামও তাদের নিজস্ব নাম অনুসারে।
১৩ আর যবনের সন্তানরা হল মকদোনিয়া দেশে বসবাসকারী যবনীয়, আর মেদায়েরের সন্তানরা হল ওরেলুম যারা কার্শোন দেশে বাস করে, আর তূবলের সন্তানরা হল পশিয়া নদীর ধারে তুস্কনা দেশে বাসকারী।
১৪ আর মেশকের সন্তানরা হল শিবাশ্নি এবং তীরসের সন্তানরা হল রুশশ, কুশনি এবং ওঙ্গোলিস; এরা সকলেই গিয়ে নিজেদের জন্য শহর তৈরি করেছিল; এই শহরগুলি হল যাবুস সমুদ্রের ধারে অবস্থিত, কুরা নদীর ধারে, যা ত্রাগান নদীতে প্রবাহিত হয়।
১৫ আর ইলীশায়ের সন্তানরা হল আলমানীয়, এবং তারাও গিয়ে নিজেদের জন্য শহর তৈরি করেছিল; এই শহরগুলি ইয়োব এবং শিবাথমো পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত; এবং তাদের মধ্যে লুম্বারদির লোকেরাও ছিল যারা ইয়োব এবং শিবাথমো পাহাড়ের বিপরীতে বাস করত, এবং তারা

ইতালিয়া দেশ জয় করেছিল এবং আজও সেখানেই রয়েছে।
১৬ আর কিত্তীমের সন্তানরা হল রোমীয়রা যারা তিব্রেউ নদীর ধারে ক্যানোপিয়া উপত্যকায় বাস করে।
১৭ আর দুদোনীমের সন্তানরা হল যারা সমুদ্রের তীরবর্তী গীহোন শহরে, বোর্দনা দেশের বাসিন্দা।
১৮ যেফতের সন্তানদের গোষ্ঠীগুলি তাদের শহর ও ভাষা অনুসারে, যখন তারা দুর্গের পরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তখন তারা তাদের নাম ও ঘটনা অনুসারে তাদের শহরগুলির নামকরণ করেছিল; এবং দুর্গের পরে সেই সময়ে তারা যে সমস্ত শহর নির্মাণ করেছিল, তাদের পরিবার অনুসারে তাদের সমস্ত শহরের নাম এই।
১৯ হামের সন্তানরা হল কূশ, মিশর, পূট ও কনান। তাদের বংশ ও নগর অনুসারে এই সকল ছিল।
20 এই সকলে গমন করিয়া আপন আপন স্থানের উপযুক্ত স্থান পাইয়া আপনাদের জন্য নগর নির্মাণ করিল, এবং আপন আপন পূর্বপুরুষদের নামানুসারে তাহাদের নগরের নাম রাখিল কূশ, মিস্রয়িম, পূট ও কনানের।
21 আর মিশরের সন্তান লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুখীয়, পথ্রুষীয়, কস্‌লূখীয় ও কপ্তুরীয়, এই সাতটি পরিবার।
22 এরা সকলে সীহোর নদীর ধারে বাস করে, অর্থাৎ মিশরের স্রোত। তারা নিজেদের জন্য শহর তৈরি করেছিল এবং তাদের নিজস্ব নাম অনুসারে সেগুলোর নাম রেখেছিল।
23 পথ্রোষ ও কাস্লোকের সন্তানরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং তাদের থেকে পলেষ্টীয়, অসাথীয়, গরারীয়, গিথীয় ও ইক্রোণীয়, এই পাঁচটি পরিবার উৎপন্ন হল; তারাও নিজেদের জন্য নগর নির্মাণ করেছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের নাম অনুসারে তাদের নগরের নামকরণ করেছিল আজও।
২৪ আর কনানের সন্তানরাও নিজেদের জন্য নগর নির্মাণ করল এবং তাদের নাম অনুসারে তাদের নগরের নাম রাখল, এগারোটি নগর এবং আরও কিছু নগরের নাম অগণিত ছিল।
25আর হামের বংশের চারজন পুরুষ সমভূমির দেশে গেল; সেই চারজনের নাম হল সদোম, ঘমোরা, অদ্মা ও সবোয়িম।
26আর এই লোকেরা সমভূমির দেশে নিজেদের জন্য চারটি নগর নির্মাণ করল, এবং তাদের নগরের নাম তাদের নিজস্ব নাম অনুসারে রাখল।
27 আর তারা, তাদের সন্তানরা এবং তাদের সমস্ত লোক সেই সমস্ত শহরে বাস করতে লাগল। তারা ফলবান ও বহুবংশ লাভ করল এবং শান্তিতে বাস করতে লাগল।
28আর কনানের সন্তান হিব্বির পৌত্র, হূরের পুত্র সেয়ীর গমন করিয়া পারণ পর্বতের বিপরীতে একটি উপত্যকা পাইলেন, এবং সেখানে একটি নগর নির্মাণ করিলেন; এবং তিনি, তাঁহার সাত পুত্র ও তাঁহার পরিবার সেই স্থানে বাস করিলেন; এবং তিনি যে নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম সেয়ীর রাখিলেন; অদ্যাপি সেই নগর সেয়ীর নামে পরিচিত।
২৯ হামের সন্তানদের গোষ্ঠীগুলি হল তাদের ভাষা ও নগর অনুসারে, যখন তারা দুর্গের পরে তাদের নিজ নিজ দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
৩০ আর নোহের পুত্র, অর্থাৎ এবরের সকল বংশধরের পিতা শেমের কিছু সন্তানও গিয়ে নিজেদের ছড়িয়ে থাকা জায়গাগুলিতে নগর নির্মাণ করল এবং তাদের নাম অনুসারে তাদের নগরের নাম রাখল।
31শেমের পুত্রদের নাম ছিল এলম, অশূর, অর্ফক্ষদ, লূদ ও অরাম। তারা নিজেদের জন্য শহর নির্মাণ করেছিল এবং তাদের সমস্ত শহরের নাম তাদের নামের অনুযায়ী রেখেছিল।
32 সেই সময় শেমের পুত্র অশূর তার পুত্রদের এবং পরিবারের সাথে এক বিরাট দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা দূর দেশে গেল, যেখানে তারা গেল এবং সেখানে একটি বিশাল উপত্যকা দেখতে পেল। তারা নিজেদের জন্য চারটি শহর তৈরি করল এবং তাদের নিজস্ব নাম ও ঘটনা অনুসারে তাদের নাম রাখল।
33আর অশূর-সন্তানগণ যে সকল নগর নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের নাম এই; নীন্বী, রেষন, কলক ও রহোবোথর; এবং অশূর-সন্তানগণ আজও সেই স্থানে বাস করিতেছে।
34আর অরামীয়রাও গিয়া আপনাদের জন্য একটি নগর নির্মাণ করিল, এবং আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামানুসারে সেই নগরের নাম ঊষ রাখিল, এবং সেই স্থানে বাস করিল; অদ্যাপি সেই ঊষ দেশ।
৩৫ আর দুর্গ নির্মাণের পর দ্বিতীয় বছরে, বেলা নামে অশূর-কুলের এক ব্যক্তি নীনবী দেশ থেকে তাঁর পরিবারের সাথে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানে বাস করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন; এবং তারা সদোমের সম্মুখে সমভূমির নগরগুলির সম্মুখে এসে সেখানে বাস করতে লাগলেন।
36তখন সেই ব্যক্তি উঠে সেখানে একটি ছোট শহর নির্মাণ করলেন এবং নিজের নাম অনুসারে তার নাম বেলা রাখলেন; আজও সেই একই জায়গায় সোয়র রয়েছে।
৩৭ আর শেমের সন্তানদের গোষ্ঠীগুলি তাদের ভাষা ও নগর অনুসারে, দুর্গের পরে পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পর, এইগুলি।
38 আর নোহের সন্তানদের পরিবারের প্রতিটি রাজ্য, শহর এবং পরিবার এর পরে নিজেদের জন্য অনেক শহর তৈরি করল।
39 আর তারা তাদের সমস্ত শহরে সরকার স্থাপন করল, যাতে তাদের আদেশ অনুসারে শাসন করা যায়; নোহের সন্তানদের সমস্ত পরিবার চিরকাল তাই করল।

অধ্যায় ১১

1কূশের পুত্র নিম্রোদ তখনও শিনিয়র দেশে ছিলেন এবং সেখানে রাজত্ব করতেন এবং সেখানে বাস করতেন। তিনি শিনিয়র দেশে নগর নির্মাণ করেছিলেন।
2 আর তিনি যে চারটি নগর নির্মাণ করেছিলেন তার নাম এই, এবং দুর্গ নির্মাণের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনার অনুসারী সেগুলির নামকরণ করেছিলেন।
3আর তিনি প্রথমটির নাম বাবিল রাখলেন, বললেন, কারণ সেখানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষা গোলমাল

করেছিলেন; এবং দ্বিতীয়টির নাম রাখলেন এরক, কারণ সেখান থেকে ঈশ্বর তাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
4আর তৃতীয়টির নাম তিনি এখদ রাখলেন, বললেন, সেই স্থানে এক বিরাট যুদ্ধ হয়েছে; এবং চতুর্থটির নাম তিনি কল্না রাখলেন, কারণ সেখানে তাঁর অধ্যক্ষ ও বীরগণ বিনষ্ট হয়েছিলেন, এবং তারা সদাপ্রভুকে বিরক্ত করেছিলেন, বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অধর্ম করেছিলেন।
5 আর নিম্রোদ শিনিয়র দেশে এই শহরগুলো তৈরি করার পর, তার রাজ্যে অবশিষ্ট তার লোকদের, তার রাজপুত্রদের এবং তার বীরদের সেখানে স্থাপন করলেন।
৬ আর নিম্রোদ বাবিলে বাস করতেন, এবং সেখানে তিনি তাঁর অন্যান্য প্রজাদের উপর তাঁর রাজত্ব পুনর্নবীকরণ করতেন, এবং তিনি নিরাপদে রাজত্ব করতেন, এবং নিম্রোদের প্রজারা এবং শাসকরা তাঁর নাম আম্রফল রাখত, এই বলে যে, দুর্গে তাঁর রাজপুত্র এবং পুরুষরা তাঁর অর্থের দ্বারা নিহত হয়েছিল।
৭ তবুও, নিম্রোদ প্রভুর কাছে ফিরে আসেননি, এবং তিনি দুষ্টতা চালিয়ে যান এবং মানবসন্তানদের দুষ্টতা শিক্ষা দিতে থাকেন; এবং তার পুত্র মারদোন তার পিতার চেয়েও খারাপ ছিলেন এবং তার পিতার ঘৃণ্য কাজগুলিতে আরও যোগ করতে থাকেন।
8আর তিনি মনুষ্যসন্তানদের পাপ করাইলেন, এই জন্য বলা হয়, দুষ্ট হইতেই দুষ্টতা উৎপন্ন হয়।
9 সেই সময় হামের সন্তানদের পরিবারগুলির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, কারণ তারা তাদের নির্মিত নগরগুলিতে বাস করছিল।
১০ আর এলমের রাজা কদর্লায়োমর হামের বংশধরদের ত্যাগ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন। তিনি সমভূমির পাঁচটি নগরে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন এবং তারা তাঁর অধীনস্থ হল।
১১ তারা বারো বছর ধরে তাঁর সেবা করত এবং তাঁকে বাৎসরিক কর দিত।
১২ সেই সময় তেরহের পুত্র অব্রামের ঊনচল্লিশ বছরে সরূগের পুত্র নাহোর মারা গেলেন।
১৩ তেরহের পুত্র অব্রামের আয়ুর পঞ্চাশতম বছরে অব্রাম নোহের বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাঁর পিতার বাড়ীতে গেলেন।
14আর অব্রাম সদাপ্রভুকে জানিতেন, এবং তিনি তাঁহার পথে ও নির্দেশে চলিতেন, এবং তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্তী ছিলেন।
১৫ আর সেই সময়ে তাঁর পিতা তেরহ ছিলেন, রাজা নিম্রোদের সৈন্যদলের সেনাপতি, এবং তিনি এখনও অদ্ভুত দেবতাদের পূজা করতেন।
১৬ অব্রাম তাঁর বাবার বাড়িতে এসে দেখলেন যে, বারোজন দেবতা তাদের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বাবার বাড়িতে এই মূর্তিগুলো দেখে অব্রাম রেগে গেলেন।
১৭ অব্রাম বললেন, "জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এই মূর্তিগুলি আমার পিতার ঘরে থাকবে না; যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার প্রতি তেমনি করবেন, যদি তিন দিনের মধ্যে আমি সেগুলি সব ভেঙে না ফেলি।"
১৮ অব্রাম তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন, আর তাঁর অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল। অব্রাম তাড়াতাড়ি করে কুঠরি থেকে তাঁর বাবার বাইরের উঠানে গেলেন, আর দেখলেন তাঁর বাবা উঠানে বসে আছেন এবং তাঁর সমস্ত দাস তাঁর সাথে আছেন। অব্রাম এসে তাঁর সামনে বসলেন।
১৯ অব্রাম তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিতা, আমাকে বলুন, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি তোমাকে ও আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোথায়?" তেরহ তার ছেলে অব্রামকে উত্তর দিয়ে বললেন, "যারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা সকলেই আমাদের সাথে এই ঘরে আছেন।"
২০ অব্রাম আপন পিতাকে কহিলেন, হে আমার প্রভু, বিনয় করি, আমাকে তাহাদিগকে দেখান; পরে তেরহ অব্রামকে ভিতরের প্রাঙ্গণের কুঠরিতে লইয়া গেলেন, আর অব্রাম দেখিলেন, আর দেখ, সমস্ত কুঠরি কাঠ ও পাথরের দেবতা, বারোটি বৃহৎ প্রতিমা এবং অগণিত অসংখ্য দেবতা দ্বারা পরিপূর্ণ।
২১ তেরহ তাঁর পুত্রকে বললেন, "দেখ, পৃথিবীতে তুমি যা কিছু দেখছ, এরাই সেই সব সৃষ্টিকর্তা, এবং আমাকে, তোমাকে এবং সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"
22তখন তেরহ তাঁর দেবতাদের কাছে প্রণিপাত করলেন, এবং তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন, আর তাঁর পুত্র অব্রামও তাঁর সাথে গেলেন।
23পরে অব্রাম তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপন মাতার নিকটে বসিয়া আপন মাতাকে কহিলেন, দেখ, আমার পিতা আমাকে স্বর্গ ও পৃথিবী, এবং মনুষ্য-সন্তান সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।
24এখন তুমি তাড়াতাড়ি করে পাল থেকে একটা ছাগলছানা নিয়ে এসো এবং তার থেকে সুস্বাদু মাংস রান্না করো, যাতে আমি আমার বাবার দেবতাদের খাওয়ার জন্য উৎসর্গ হিসেবে তা আনি; হয়তো তাতে আমি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারি।
25তার মাতা তাই করলেন, আর একটি ছাগলছানা এনে তার থেকে সুস্বাদু খাবার রান্না করে অব্রামের কাছে আনলেন; আর অব্রাম তাঁর মায়ের কাছ থেকে সুস্বাদু খাবার নিয়ে তাঁর পিতার দেবতাদের সামনে আনলেন, আর তিনি তাদের খাওয়ার জন্য তাদের কাছে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিতা তেরহ তা জানতেন না।
২৬ আর যেদিন অব্রাম তাদের মধ্যে বসেছিলেন, সেদিন তিনি দেখলেন যে, তাদের কোন শব্দ নেই, কোন শ্রবণশক্তি নেই, কোন নড়াচড়া নেই এবং তাদের কেউই খাবার জন্য হাত বাড়াতে পারছে না।
27তখন অব্রাম তাদের ঠাট্টা করে বললেন, "আমি যে সুস্বাদু মাংস প্রস্তুত করেছিলাম তা তাদের পছন্দ হয়নি, অথবা হয়তো তাদের জন্য খুব কম ছিল, এবং সেই কারণে তারা খেতে রাজি হয়নি; তাই আগামীকাল আমি এর চেয়েও ভালো এবং প্রচুর পরিমাণে তাজা সুস্বাদু মাংস প্রস্তুত করব, যাতে আমি ফলাফল দেখতে পারি।"
28পরের দিন অব্রাম তাঁর মাকে সুস্বাদু খাবারের বিষয়ে নির্দেশ দিলেন, আর তাঁর মা উঠে পাল থেকে তিনটি সুন্দর বাচ্চা ছানা এনে তাঁর ছেলের পছন্দের সুস্বাদু খাবার রান্না করে তাঁর ছেলে অব্রামকে দিলেন; কিন্তু তাঁর বাবা তেরহ তা জানতেন না।

২৯ অব্রাম তাঁর মায়ের কাছ থেকে সুস্বাদু খাবার নিয়ে তাঁর পিতার দেবতাদের সামনে কুঠরিতে আনলেন; আর তারা যেন খেতে পারে সেইজন্য তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের সামনে রাখলেন; আর অব্রাম সারাদিন তাদের সামনে বসে রইলেন, হয়তো তারা খাবে বলে মনে করলেন।
30 অব্রাম তাদের দিকে তাকালেন, আর দেখলেন তাদের কোন শব্দ বা শ্রবণশক্তি নেই, এবং তাদের কেউই মাংস খাওয়ার জন্য হাত বাড়াল না।
31 আর সেই দিনের সন্ধ্যাবেলায় সেই ঘরে অব্রাম ঈশ্বরের আত্মায় পরিহিত ছিলেন।
32তিনি চিৎকার করে বললেন, "ধিক্ আমার পিতাকে এবং এই দুষ্ট প্রজন্মকে, যাদের হৃদয় অসারতার দিকে ঝুঁকে আছে, যারা কাঠ ও পাথরের তৈরি এই মূর্তিগুলোর সেবা করে যারা খেতে, ঘ্রাণ নিতে, শুনতে বা কথা বলতে পারে না, যাদের মুখ নেই কথা বলতে, চোখ নেই দৃষ্টি নেই, কান নেই শ্রবণ নেই, হাত নেই অনুভূতি নেই এবং পা আছে নড়াচড়া করতে পারে না; যারা এগুলো তৈরি করেছে এবং সেগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে তারাও তাদের মতোই।"
৩৩ এই সকল দেখিলে অব্রাম আপন পিতার প্রতি ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলেন, এবং তিনি ত্বরা করিলেন, হস্তে একটি কুঠার লইয়া দেবতাদের কুঠরীতে গিয়া আপন পিতার সকল দেবতা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।
34মূর্তিগুলো ভাঙার পর, সে তাদের সামনে থাকা মহান দেবতার হাতে কুঠারটি দিয়ে বাইরে চলে গেল; আর তার বাবা তেরহ ঘরে ফিরে এলেন, কারণ তিনি দরজায় কুঠারের আঘাতের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন; তাই তেরহ কি হচ্ছে তা জানার জন্য ঘরে ঢুকলেন।
৩৫ তেরহ মূর্ত্তির ঘরে কুঠার বাজানোর শব্দ শুনে দৌড়ে মূর্ত্তির ঘরে গেলেন এবং অব্রামকে বাইরে যেতে দেখলেন।
36 তেরহ ঘরে ঢুকে দেখলেন, সমস্ত মূর্তি পড়ে আছে এবং ভাঙা আছে। সবচেয়ে বড়টির হাতে একটি কুঠার ছিল, যা ভাঙা হয়নি এবং তার পুত্র অব্রামের তৈরি সুস্বাদু খাবার তাদের সামনে পড়ে আছে।
37 এই দেখে তেরহ ভীষণ রেগে গেলেন, আর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে অব্রামের কাছে চলে গেলেন।
38আর তিনি আপন পুত্র অব্রামকে গৃহে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার দেবতাদের প্রতি এ কি কার্য করিলে?
39তখন অব্রাম আপন পিতা তেরহকে উত্তর করিলেন, তিনি কহিলেন, না, আমার প্রভু, আমি তাহাদের সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য আনিয়াছিলাম, এবং যখন আমি তাহাদের ভোজনার্থে খাদ্য লইয়া নিকটে আসিলাম, তখন সেই মহান ব্যক্তি ভোজনার্থে হাত বাড়াইবার পূর্বেই তাহারা সকলে ভোজনার্থে হস্ত বিস্তার করিল।
40 সেই বিরাট লোকটি তাদের কাজকর্ম তার সামনে দেখল, আর তাদের উপর তার ক্রোধ প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠল। সে গিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা কুঠারটি নিয়ে তাদের কাছে এসে সব ভেঙে ফেলল। আর দেখ, তুমি দেখতে পাচ্ছ, কুঠারটি এখনও তার হাতেই আছে।
৪১ এই কথা কহিতে তেরহ আপন পুত্র অব্রামের প্রতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন; আর তেরহ ক্রুদ্ধ হইয়া আপন পুত্র অব্রামকে কহিলেন, তুমি এ কি কথা বলিয়াছ? তুমি আমার কাছে মিথ্যা কহিতেছ।
৪২ তুমি যা বলেছ, তা করার জন্য কি এই দেবতাদের মধ্যে আত্মা, প্রাণ বা শক্তি আছে? ওরা কি কাঠ ও পাথর নয়, আর আমি কি নিজে এগুলো তৈরি করিনি? আর তুমি কি এই ধরণের মিথ্যা কথা বলতে পারো যে, তাদের সাথে থাকা মহান দেবতাই তাদের আঘাত করেছে? তুমিই তার হাতে কুঠার তুলে দিয়েছিলে, আর তারপর বলেছিলে যে সে তাদের সবাইকে আঘাত করেছে।
৪৩ তখন অব্রাম তার বাবাকে উত্তর দিলেন, "তবে তুমি কিভাবে এইসব প্রতিমার সেবা করতে পারো যাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই? তুমি যাদের উপর ভরসা করেছ তারা কি তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে? তুমি যখন তাদের ডাকো তখন তারা কি তোমার প্রার্থনা শুনতে পাবে? তারা কি তোমাকে তোমার শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে, নাকি তারা তোমার জন্য তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাতে তুমি এমন কাঠ ও পাথরের সেবা করতে পারো যা কথা বলতে বা শুনতে পারে না?
44আর এখন, এই কাজ করা তোমার পক্ষে বা তোমার সঙ্গী মনুষ্যসন্তানদের পক্ষেও মঙ্গলজনক নয়; তুমি কি এতই বোকা, এতই বোকা, নাকি এতই অবুঝ যে কাঠ ও পাথরের সেবা করবে এবং এইভাবে করবে?
৪৫ আর যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রভু ঈশ্বরকে ভুলে যাও, আর এভাবে পাথর ও কাঠের সেবা করে তোমাদের আত্মার উপর বিরাট অমঙ্গল ডেকে আন?
46 আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি এই বিষয়ে পাপ করেননি? আর বিশ্বজগতের ঈশ্বর সদাপ্রভু কি তাদের উপর বন্যার জল এনে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করেননি?
৪৭ আর তোমরা কীভাবে এটা করে চলতে পারো এবং কাঠ ও পাথরের তৈরি দেবতাদের সেবা করতে পারো, যারা শুনতে, কথা বলতে বা তোমাদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে পারে না, যার ফলে তোমাদের উপর বিশ্বজগতের ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসবে?
48 অতএব এখন আমার পিতা এই কাজ থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার প্রাণের উপর এবং আপনার পরিবারের প্রাণের উপর অমঙ্গল আনবেন না।
49তখন অব্রাম তাড়াতাড়ি করে তাঁর বাবার সামনে থেকে দৌড়ে বেরিয়ে তাঁর বাবার সবচেয়ে বড় মূর্তির হাতলটা নিয়ে অব্রাম তা ভেঙে পালিয়ে গেলেন।
৫০ অব্রাম যা কিছু করেছেন তা দেখে তেরহ তাড়াতাড়ি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং রাজার কাছে গেলেন এবং নিম্রোদের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে প্রণাম করলেন; রাজা বললেন, "তুমি কি চাও?"
51 তিনি বললেন, "আমার প্রভু, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আমার কথা শুনুন—পঞ্চাশ বছর আগে আমার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং সে আমার দেবতাদের সাথে এইরকম ব্যবহার করেছিল এবং এইরকম কথা বলেছে; তাই এখন, আমার প্রভু এবং মহারাজ, তাকে ডেকে পাঠান যাতে সে আপনার সামনে আসে এবং আইন অনুসারে তার বিচার করে, যাতে আমরা তার মন্দ থেকে মুক্তি পাই।"

52 রাজা তাঁর তিনজন দাসকে পাঠালেন, আর তারা গিয়ে অব্রামকে রাজার সামনে নিয়ে এলেন। সেই দিন নিম্রোদ, তাঁর সমস্ত রাজকর্মচারী ও দাসেরা তাঁর সামনে বসে ছিলেন, আর তেরহও তাঁদের সামনে বসেছিলেন।
৫৩ রাজা অব্রামকে বললেন, "তুমি তোমার পিতা এবং তাঁর দেবতাদের প্রতি এ কি করেছ?" অব্রাম তাঁর পিতার সাথে যা বলেছিলেন সেইভাবেই রাজাকে উত্তর দিলেন, "যে মহান দেবতা তাদের সাথে ঘরে ছিলেন তিনি তাদের প্রতি যা শুনেছেন তাই করেছেন।"
৫৪ রাজা অব্রামকে বললেন, "তাদের কি তোমার কথামতো কথা বলার, খাওয়ার এবং কাজ করার ক্ষমতা আছে?" অব্রাম রাজাকে বললেন, "যদি তাদের মধ্যে শক্তি না থাকে, তাহলে তুমি কেন তাদের সেবা করছ এবং তোমার মূর্খতা দিয়ে মনুষ্যসন্তানদের বিপথে চালিত করছ?"
৫৫ তুমি কি মনে করো যে তারা তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে অথবা ছোট-বড় যেকোনো কাজ করতে পারবে, যাতে তুমি তাদের সেবা করতে পারো? আর কেন তুমি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে অনুভব করবে না, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার হাতে হত্যা করা এবং জীবিত রাখা ক্ষমতা আছে?
৫৬ ০ মূর্খ, সরল, এবং অজ্ঞ রাজা, তোমার জন্য চিরকাল ধিক্।
57 আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার দাসদের ন্যায়পথে শিক্ষা দেবে, কিন্তু তুমি তা করোনি, বরং তোমার পাপে এবং তোমার পথ অনুসরণকারী তোমার লোকদের পাপে সমগ্র পৃথিবী ভরে ফেলেছ।
৫৮ তুমি কি জানো না, অথবা তুমি কি শোনোনি যে, তুমি যে মন্দ কাজ করছো, তা আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক আগে থেকেই পাপ করে আসছিল, আর অনন্তকালীন ঈশ্বর তাদের উপর বন্যার জল এনে তাদের সকলকে ধ্বংস করেছিলেন, আর তাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীকেও ধ্বংস করেছিলেন? আর তুমি ও তোমার লোকেরা কি এখন উঠে এই কাজ করবে, যাতে বিশ্বজগতের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ক্রোধ নেমে আসে এবং তোমার ও সমগ্র পৃথিবীর উপর অমঙ্গল নেমে আসে?
৫৯ অতএব এখন তুমি এই মন্দ কাজ ত্যাগ করো, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের সেবা করো, কারণ তোমার প্রাণ তাঁর হাতে, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।
৬০ আর যদি তোমার দুষ্ট হৃদয় আমার কথায় কান না দেয়, যাতে তুমি তোমার মন্দ পথ ত্যাগ না করো এবং অনন্ত ঈশ্বরের সেবা না করো, তাহলে শেষকালে তুমি, তোমার প্রজারা এবং তোমার সাথে যুক্ত সকলে, তোমার কথা শুনে অথবা তোমার মন্দ পথে চলতে চলতে লজ্জায় মারা যাবে।
৬১ রাজা ও রাজপুত্রদের সামনে কথা বলা শেষ করে অব্রাম আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন, "প্রভু সকল দুষ্টকে দেখেন এবং তিনি তাদের বিচার করবেন।"

অধ্যায় ১২

1আর রাজা অব্রামের কথা শুনে তাকে কারাগারে রাখার আদেশ দিলেন; আর অব্রাম দশ দিন কারাগারে রইলেন।
2 আর সেই দিনগুলির শেষে রাজা আদেশ দিলেন যে সমস্ত রাজা, রাজপুত্র, বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের তাঁর সামনে আসতে হবে, এবং তারা তাঁর সামনে বসলেন, আর অব্রাম তখনও বন্দীশালায় ছিলেন।
3 রাজা রাজপুত্র ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বললেন, "তোমরা কি শুনেছ তেরহের পুত্র অব্রাম তার পিতার প্রতি কি করেছে? সে তার প্রতি এইরূপ করেছে, এবং আমি তাকে আমার সামনে আনার আদেশ দিয়েছি, এবং সে এইরূপ কথা বলেছে; তার হৃদয় তাকে বিচলিত করেনি, এবং সে আমার সামনে বিচলিত হয়নি, এবং দেখুন, এখন সে কারাগারে বন্দী।
4 অতএব, এই লোকটি, যে রাজার নিন্দা করেছিল, তুমি যা শুনেছিলে এবং যা বলেছিলে, তাই করেছিলে, তার কি শাস্তি হওয়া উচিত তা তোমরাই বিচার করো।
5তখন তারা সকলে রাজাকে উত্তর দিল, "যে ব্যক্তি রাজার নিন্দা করে, তাকে গাছে ঝুলানো উচিত; কিন্তু সে যা বলেছে তা-ই করেছে এবং আমাদের দেবতাদের অবজ্ঞা করেছে, তাই তাকে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে, কারণ এই বিষয়ে এই ব্যবস্থা।"
৬ যদি রাজার ইচ্ছা হয়, তাহলে তিনি তাঁর দাসদের আদেশ দিন যেন তারা আপনার ইটের চুল্লিতে দিনরাত আগুন জ্বালায়, আর তারপর আমরা এই লোকটিকে তাতে ফেলে দেব। রাজা তাই করলেন, আর তাঁর দাসদের আদেশ দিলেন যেন তারা কাসদিমে অবস্থিত রাজার চুল্লিতে তিন দিন তিন রাত আগুন প্রস্তুত করে; আর রাজা তাদের আদেশ দিলেন যেন আব্রামকে কারাগার থেকে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
৭ আর রাজার সমস্ত দাস, রাজপুত্র, প্রভু, শাসনকর্তা, বিচারক এবং দেশের সমস্ত বাসিন্দা, প্রায় নয় লক্ষ পুরুষ, অব্রামকে দেখার জন্য চুল্লির সামনে দাঁড়িয়েছিল।
8আর সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুরা অব্রামের সাথে কি করছে তা দেখার জন্য ছাদে ও দুর্গে ভিড় করল, এবং সকলে দূরে একত্রে দাঁড়িয়ে রইল; আর এমন কোন পুরুষ অবশিষ্ট ছিল না যে সেই দিন সেই দৃশ্য দেখতে আসেনি।
৯ অব্রাম যখন এলেন, তখন রাজার মন্ত্রবেত্তারা এবং জ্ঞানী-গুণীরা অব্রামকে দেখতে পেলেন এবং রাজাকে ডেকে বললেন, "আমাদের মহারাজ, নিশ্চয়ই এই সেই ব্যক্তি যাকে আমরা জানি যে তিনিই সেই শিশু যার জন্মের সময় মহান নক্ষত্রটি চারটি তারা গ্রাস করেছিল, যা আমরা পঞ্চাশ বছর পরে রাজাকে জানিয়েছিলাম।"
১০ আর দেখ, তার বাবাও তোমার আদেশ অমান্য করেছে, আর তোমার কাছে আরেকটি ছেলে এনে তোমাকে উপহাস করেছে, যাকে তুমি হত্যা করেছ।
১১ রাজা তাদের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তেরহকে তাঁর সামনে আনার আদেশ দিলেন।
১২ রাজা বললেন, "তুমি কি শুনেছো জাদুকররা কি বলেছে? এখন সত্যি করে বলো, তুমি কেমন করে বলেছ; আর যদি তুমি সত্য কথা বলো, তাহলে তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হবে।"
১৩ রাজার রাগ এত প্রজ্বলিত হয়েছে দেখে তেরহ রাজাকে বললেন, "হে আমার প্রভু ও মহারাজ, আপনি সত্য শুনেছেন এবং জ্ঞানীরা যা বলেছেন তা ঠিক।" রাজা

বললেন, "আপনি কীভাবে এই কাজ করতে পারলেন? আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে এমন একটি সন্তান দিলেন যার জন্ম আপনার হয়নি এবং তার জন্য মূল্য নিলেন?"

১৪ তখন তেরহ রাজাকে উত্তর দিলেন, "কারণ সেই সময় আমার ছেলের জন্য আমার খুব আবেগ ছিল, তাই আমি আমার দাসীর এক ছেলেকে নিয়ে রাজার কাছে নিয়ে এসেছিলাম।"

১৫ রাজা বললেন, "কে তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে? বলো, আমার কাছ থেকে কিছু লুকোও না, তাহলে তুমি মারা যাবে না।"

16তখন তেরহ রাজার সাক্ষাতে অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হারণ আমাকে এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছিলেন; আর সেই সময়ে হারণে অব্রামের জন্ম হয়, তাহার বত্রিশ বৎসর বয়স ছিল।

17কিন্তু হারণ তার বাবাকে কোন পরামর্শ দিলেন না, কারণ তেরহ রাজার হাত থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করার জন্য রাজাকে এই কথা বলেছিলেন, কারণ তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন; এবং রাজা তেরহকে বললেন, তোমার যে পুত্র হারণ তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল, সে অব্রামের সাথে আগুনে মারা যাবে; কারণ এই কাজ করে রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তার উপর মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য।

১৮ আর হারণ সেই সময় অব্রামের পথ অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু সে তা নিজের মনেই রাখল।

১৯ হারণ মনে মনে বলল, "দেখ, অব্রামের এই কাজের জন্যই রাজা অব্রামকে বন্দী করেছেন। যদি অব্রাম রাজার উপর জয়ী হন, তাহলে আমি তাঁর পিছনে পিছনে যাব, কিন্তু যদি রাজা জয়ী হন, তাহলে আমি রাজার পিছনে পিছনে যাব।"

২০ আর তেরহ যখন তাঁর পুত্র হারণের বিষয়ে রাজাকে এই কথা বললেন, তখন রাজা হারণকে অব্রামের সাথে বন্দী করার আদেশ দিলেন।

২১ তারপর তারা তাদের দুজনকে, অব্রামকে ও তার ভাই হারণকে, আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে এলো; আর দেশের সমস্ত লোক, রাজার দাসেরা, রাজকর্মচারীরা, সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুরা সেই দিন তাদের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল।

২২ রাজার দাসেরা অব্রাম ও তার ভাইকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাদের পরনের কাপড় ছাড়া তাদের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল।

২৩ তারা তাদের হাত-পা মসীনার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল, আর রাজার কর্মচারীরা তাদের তুলে নিয়ে চুল্লিতে ফেলে দিল।

24 আর প্রভু অব্রামকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর প্রতি করুণা প্রকাশ করলেন। প্রভু নেমে এসে অব্রামকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন, আর তিনি পুড়ে গেলেন না।

25 কিন্তু যে দড়ি দিয়ে তারা তাকে বেঁধেছিল, সেগুলি সব পুড়ে গেল, আর অব্রাম আগুনের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।

26আর হারণ আগুনে নিক্ষেপ করার পর মারা গেল, এবং সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কারণ তার হৃদয় প্রভুর প্রতি সিদ্ধ ছিল না; এবং যারা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, আগুনের শিখা তাদের উপরে ছড়িয়ে পড়ল, এবং তারা পুড়ে গেল, এবং তাদের মধ্যে বারো জন মারা গেল।

27আর অব্রাম তিন দিন তিন রাত আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন; আর রাজার সমস্ত দাস তাকে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেন; আর তারা এসে রাজাকে বললেন, দেখুন, আমরা অব্রামকে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি; এমনকি তার নিচের পোশাকও পুড়ে যায়নি, কিন্তু যে রজ্জু দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছিল তা পুড়ে গেছে।

28 রাজা যখন তাদের কথা শুনলেন, তখন তাঁর হৃদয় দুর্বল হয়ে গেল এবং তিনি তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না; তাই তিনি এই বিষয়টি দেখার জন্য অন্যান্য বিশ্বস্ত রাজপুত্রদের পাঠালেন, এবং তারা গিয়ে তা দেখে রাজাকে জানালেন; এবং রাজা তা দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, এবং তিনি অব্রামকে আগুনের মধ্যে এদিক ওদিক হাঁটতে দেখলেন, এবং তিনি হারণের দেহ পুড়ে যেতে দেখলেন, এবং রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

29 রাজা অব্রামকে আগুন থেকে বের করে আনতে আদেশ দিলেন; আর তাঁর দাসেরা তাঁকে বের করে আনতে এগিয়ে গেল, কিন্তু তারা পারল না, কারণ আগুন চারদিকে ছড়িয়ে ছিল এবং চুল্লি থেকে আগুনের শিখা তাদের দিকে উঠে আসছিল।

30 রাজার দাসেরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল, আর রাজা তাদের ধমক দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি করে অব্রামকে আগুন থেকে বের করে আন, যাতে তোমরা মারা না যাও।"

31 রাজার দাসেরা আবার অব্রামকে বের করে আনার জন্য এগিয়ে এলো, কিন্তু আগুন তাদের উপর এসে পড়ল এবং তাদের মুখ পুড়িয়ে দিল, ফলে তাদের মধ্যে আটজন মারা গেল।

32আর রাজা যখন দেখলেন যে, তাঁর দাসেরা আগুনের কাছে যেতে পারছেন না, পাছে তারা পুড়ে যায়, তখন রাজা অব্রামকে ডাকলেন, হে স্বর্গস্থ ঈশ্বরের দাস, আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে এখানে আসুন; আর অব্রাম রাজার কথা শুনলেন, এবং আগুন থেকে বেরিয়ে এসে রাজার সামনে দাঁড়ালেন।

33পরে অব্রাম যখন বাহিরে আসিতে লাগিলেন, তখন রাজা ও তাঁহার সকল দাস অব্রামকে তাঁহার অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় রাজার সম্মুখে আসিতে দেখিলেন, কারণ তাহারা পুড়ে যায় নাই, কিন্তু তাঁহাকে যে রজ্জু দ্বারা বাঁধা ছিল, তাহা পুড়ে যায়।

34 রাজা অব্রামকে বললেন, "তুমি আগুনে পুড়ে যাওনি কেন?"

৩৫ অব্রাম রাজাকে বললেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর, যাঁর উপর আমি নির্ভর করি এবং যাঁর সমস্ত শক্তি তাঁর হাতে, তিনিই আমাকে সেই আগুন থেকে উদ্ধার করেছেন যে আগুনে তুমি আমাকে ফেলে দিয়েছিলে।"

36আর অব্রামের ভাই হারণ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর লোকেরা তার মৃতদেহের খোঁজ করতে করতে দেখতে পেল যে তা পুড়ে গেছে।

৩৭ আর হারণ যখন কাসদীমের আগুনে মারা গেল, তখন তার বয়স ছিল বিরাশি বছর। রাজা, রাজপুত্ররা এবং দেশের

বাসিন্দারা যখন দেখল যে অব্রাম আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তখন তারা এসে অব্রামকে প্রণাম করল।

38 অব্রাম তাদের বললেন, "আমার কাছে প্রণাম করো না, বরং জগতের ঈশ্বরের কাছে প্রণাম করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সেবা করো এবং তাঁর পথে চলো, কারণ তিনিই আমাকে এই আগুন থেকে উদ্ধার করেছেন, এবং তিনিই সমস্ত মানুষের আত্মা ও আত্মা সৃষ্টি করেছেন, এবং মানুষকে তার মায়ের গর্ভে গঠন করেছেন এবং তাকে পৃথিবীতে এনেছেন, এবং যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তাদের তিনিই সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করবেন।"

39আর রাজা ও রাজপুত্রদের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হল যে, অব্রাম আগুন থেকে রক্ষা পেলেন এবং হারণ পুড়ে গেল; আর রাজা অব্রামকে অনেক উপহার দিলেন এবং রাজবাড়ী থেকে তাঁর দুই প্রধান দাসকে দিলেন; একজনের নাম ওনি এবং অন্যজনের নাম ইলীয়েষর।

40 আর সমস্ত রাজা, রাজপুত্র এবং দাসেরা অব্রামকে অনেক রূপা, সোনা এবং মুক্তার উপহার দিলেন, আর রাজা ও তাঁর রাজপুত্ররা তাঁকে বিদায় দিলেন, আর তিনি শান্তিতে চলে গেলেন।

41পরে অব্রাম রাজার কাছ থেকে শান্তিতে বেরিয়ে গেলেন, এবং রাজার অনেক দাস তার পিছনে পিছনে গেল, এবং প্রায় তিনশো লোক তার সাথে যোগ দিল।

42 সেই দিনই অব্রাম তাঁর পিতার বাড়ীতে ফিরে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা সকলে তাঁর পিতার বাড়ীতে ফিরে গেলেন। অব্রাম তাঁর জীবনের সমস্ত দিন তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করলেন এবং তাঁর পথে চললেন এবং তাঁর ব্যবস্থা পালন করলেন।

43 আর সেই দিন থেকে অব্রাম মানবপুত্রদের হৃদয়কে প্রভুর সেবা করার জন্য মনোনিবেশ করলেন।

৪৪ সেই সময় নাহোর ও অব্রাম তাদের ভাই হারণের কন্যাদের বিয়ে করলেন; নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা এবং অব্রামের স্ত্রীর নাম সারী। অব্রামের স্ত্রী সারী বন্ধ্যা ছিলেন; সেই সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

৪৫ অব্রামের আগুন থেকে বেরিয়ে আসার দুই বছর পর, অর্থাৎ তাঁর জীবনের বাহান্নতম বছরে, রাজা নিম্রোদ বাবিলে সিংহাসনে বসে আছেন। রাজা ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী ও সৈন্যদের নিয়ে রাজার চুল্লির বিপরীতে একটি উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছেন।

46আর সে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, অব্রামের সাদৃশ্যে এক ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন; আর তিনি তাঁহার খোলা তরবারি লইয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং তলোয়ার লইয়া রাজার নিকটে দৌড়াই করিলেন; কিন্তু রাজা সেই লোকের নিকট হইতে পলাইয়া গেলেন, কারণ তিনি ভীত হইলেন; এবং তিনি দৌড়াইতে থাকিলে সেই লোকটি রাজার মস্তকে একটি ডিম ছুড়িল, আর ডিমটি এক বিরাট নদীতে পরিণত হইল।

৪৭ আর রাজা স্বপ্নে দেখলেন যে তার সমস্ত সৈন্য সেই নদীতে ডুবে মারা গেছে, আর রাজা তার আগে থাকা তিনজন লোককে নিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং পালিয়ে গেলেন।

৪৮ রাজা এই লোকদের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন তারা রাজাদের পোশাকের মতো রাজকীয় পোশাক পরেছিলেন এবং রাজাদের মতোই তাদের চেহারা ও মহিমা ছিল।

৪৯ আর যখন তারা দৌড়াচ্ছিল, তখন রাজার সামনে নদী আবার ডিমে পরিণত হল, এবং ডিম থেকে একটি বাচ্চা পাখি বেরিয়ে এসে রাজার সামনে এসে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে রাজার চোখ উপড়ে ফেলল।

৫০ রাজা এই দৃশ্য দেখে দুঃখিত হলেন, এবং ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, তাঁর আত্মা বিচলিত হয়ে উঠল; এবং তিনি ভীষণ ভয় পেলেন।

৫১ আর সকালে রাজা ভয়ে তাঁর বিছানা থেকে উঠলেন, এবং সমস্ত জ্ঞানী ও যাদুকরদের তাঁর সামনে আসতে বললেন, যখন রাজা তাদের কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন।

৫২ আর রাজার একজন জ্ঞানী দাস, যার নাম অনুকি, রাজাকে উত্তর দিয়ে বলল, "এটা আর কিছুই নয়, বরং অব্রাম এবং তার বংশের দুষ্টতা, যা শেষকালে আমার প্রভু এবং রাজার বিরুদ্ধে উঠবে।"

৫৩ আর দেখ, এমন দিন আসবে যখন অব্রাম, তার বংশধর এবং তার পরিবারের সন্তানরা আমার রাজার সাথে যুদ্ধ করবে এবং রাজার সমস্ত সৈন্যদল এবং তার সৈন্যদের ধ্বংস করবে।

৫৪ আর তুমি তোমার মতো দেখতে তিনজন পুরুষের কথা বলেছো, যারা পালিয়ে গেছে, তার মানে হলো, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে তিনজন রাজা যুদ্ধে তোমার সাথে থাকবে, আর তুমিই কেবল পালিয়ে যাবে।

৫৫ আর তুমি নদীর যে অংশটা দেখেছ, যা আগে ডিমে পরিণত হয়েছিল, আর পাখিটা তোমার চোখ তুলে নিচ্ছিল, তার অর্থ আর কিছুই নয়, বরং অব্রামের বংশধর, যারা শেষকালে রাজাকে হত্যা করবে।

56এটা আমার রাজার স্বপ্ন, আর এর ব্যাখ্যাও এই, আর স্বপ্নটা সত্যি, আর তোমার দাস তোমাকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা সঠিক।

57এখন আমার মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, অব্রামের জন্মের সময় আপনার জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই ঘটনা দেখেছেন, কিন্তু এখন বাহান্ন বছর হয়ে গেছে; আর যদি আমার রাজা অব্রামকে পৃথিবীতে থাকতে দেন, তাহলে তা আমার প্রভু ও মহারাজের ক্ষতির কারণ হবে; কারণ অব্রাম যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন আপনি বা আপনার রাজ্যও স্থায়ী হবে না, কারণ তার জন্মের সময় থেকেই এটি জানা গিয়েছিল; তাহলে আমার মহারাজ কেন তাকে হত্যা করবেন না, যাতে পরবর্তীকালে তার মন্দতা আপনার কাছ থেকে দূরে থাকে?

৫৮ আর নিম্রোদ আনুকির কথা শুনলেন, এবং গোপনে তাঁর কিছু দাসকে পাঠালেন আব্রামকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাকে মৃত্যুর জন্য রাজার সামনে নিয়ে আসার জন্য।

৫৯ আর ইলীয়েষর, অব্রামের দাস যাকে রাজা তাকে দিয়েছিলেন, সেই সময় রাজার সামনে ছিলেন এবং তিনি আনুকি রাজাকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং অব্রামের মৃত্যুর কারণ কী বলেছিলেন তা শুনেছিলেন।

৬০ আর ইলীয়েষর আব্রামকে বললেন, "তাড়াতাড়ি উঠে তোমার প্রাণ রক্ষা করো, যাতে রাজার হাতে তুমি মারা না যাও, কারণ সে তোমার সম্পর্কে স্বপ্নে এইরকম দেখেছিল, এবং অনুকি তার ব্যাখ্যাও করেছিল, এবং অনুকি তোমার সম্পর্কে রাজাকে এইরকম পরামর্শও দিয়েছিল।"

61আর অব্রাম ইলীয়েষরের কথা শুনলেন, আর অব্রাম তাড়াতাড়ি করে নোহের ও তাঁর পুত্র শেমের বাড়িতে পালিয়ে গেলেন, আর সেখানে লুকিয়ে নিরাপদ স্থান পেলেন; আর রাজার দাসেরা তাঁকে খুঁজতে অব্রামের বাড়িতে এলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না, এবং তাঁরা দেশের সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না; তাঁরা সকল দিকে অনুসন্ধান করে গেলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না।

62 রাজার দাসেরা যখন অব্রামকে খুঁজে পেল না, তখন তারা রাজার কাছে ফিরে গেল। কিন্তু অব্রামকে না পেয়ে রাজার রাগ শান্ত হল, আর অব্রামের বিষয়ে এই কথা রাজা তাঁর মন থেকে দূর করে দিলেন।

63আর অব্রাম এক মাস নোহের গৃহে লুকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না রাজা এই বিষয়টি ভুলে গেলেন, কিন্তু অব্রাম তখনও রাজাকে ভয় পেলেন; আর তেরহ গোপনে তাঁর পুত্র অব্রামকে নোহের গৃহে দেখতে এলেন; আর তেরহ রাজার দৃষ্টিতে অত্যন্ত মহান ছিলেন।

৬৪ তখন অব্রাম তার বাবাকে বললেন, "তুমি কি জানো না যে, রাজা তার দুষ্ট মন্ত্রীদের পরামর্শে আমাকে হত্যা করতে এবং পৃথিবী থেকে আমার নাম মুছে ফেলতে চাইছেন?"

65এখন এখানে তোমার কে আছে এবং এই দেশে তোমার কী আছে? ওঠো, আমরা একসাথে কনান দেশে যাই, যাতে আমরা তার হাত থেকে রক্ষা পাই, পাছে শেষকালে তুমিও তার মাধ্যমে ধ্বংস হও।

৬৬ তুমি কি জানো না অথবা শোনোনি যে, নিমরোদ তোমাকে ভালোবাসার মাধ্যমে এই সমস্ত সম্মান দেয় না, বরং কেবল তার উপকারের জন্যই সে তোমাকে এই সমস্ত কল্যাণ দান করে?

৬৭ আর যদি সে তোমার প্রতি এর চেয়েও বড় কল্যাণ করে, তবে অবশ্যই এগুলো দুনিয়ার অসারতা, কারণ ক্রোধ ও ক্রোধের দিনে ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না।

68 অতএব এখন আমার কথা শোন, চলো আমরা নিম্রোদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কনান দেশে যাই; এবং পৃথিবীতে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এমন প্রভুর সেবা করি, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে; এবং তুমি যে সমস্ত অসার জিনিসের পিছনে ছুটছো তা ফেলে দাও।

৬৯ অব্রাম কথা বলা বন্ধ করে দিলেন, তখন নোহ ও তাঁর পুত্র শেম তেরহকে উত্তর দিলেন, "অব্রাম তোমাকে যা বলেছেন তা সত্য।"

৭০ তেরহ তাঁর পুত্র অব্রামের কথায় মনোযোগ দিলেন এবং তেরহ অব্রামের কথামতই কাজ করলেন, কারণ এটা সদাপ্রভুর ইচ্ছাতেই হয়েছিল, যাতে রাজা অব্রামের মৃত্যু ঘটাতে না পারেন।

অধ্যায় ১৩

১ তেরহ তাঁর পুত্র অব্রাম, হারণের পুত্র লোট, পুত্রবধূ, অব্রামের স্ত্রী সারী এবং তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে উর-কসদীম থেকে কনান দেশে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। তারা হারণ দেশে পৌঁছে সেখানেই রইল, কারণ সেই জমি পশুপালনের জন্য খুবই ভালো ছিল এবং তাদের সঙ্গীদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

2হারণ দেশের লোকেরা দেখল যে, অব্রাম ঈশ্বর ও মানুষের কাছে সৎ ও ধার্মিক, আর তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর সহবর্তী; আর হারণ দেশের কিছু লোক এসে অব্রামের কাছে গেল, আর তিনি তাদেরকে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও তাঁর পথ শিক্ষা দিলেন; আর এই লোকেরা অব্রামের বাড়িতে তাঁর কাছে রইল এবং তাঁর সংগে লেগে রইল।

3আর অব্রাম তিন বছর সেই দেশে বাস করিলেন; আর তিন বছর শেষ হইলে সদাপ্রভু অব্রামকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমিই সেই সদাপ্রভু, যিনি তোমাকে উর-কসদীম হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এবং তোমার সমস্ত শত্রুর হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

4এখন যদি তুমি আমার কথা শোনো এবং আমার আজ্ঞা, বিধি ও ব্যবস্থা পালন করো, তাহলে আমি তোমার শত্রুদের তোমার সম্মুখে পতিত করব, এবং তোমার বংশকে আকাশের তারার ন্যায় বৃদ্ধি করব, এবং তোমার হস্তের সমস্ত কর্মের উপর আমার আশীর্বাদ পাঠাব, এবং তোমার কোন কিছুর অভাব হবে না।

৫ এখন ওঠো, তোমার স্ত্রী এবং তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে কনান দেশে যাও এবং সেখানেই থাকো। আমি সেখানে তোমার ঈশ্বর হব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করব। " তখন অব্রাম উঠে তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে কনান দেশে গেলেন, যেমন প্রভু তাকে বলেছিলেন; আর হারণ থেকে বেরিয়ে আসার সময় অব্রামের বয়স পঞ্চাশ বছর ছিল।

৬ অব্রাম কনান দেশে এসে নগরের মাঝখানে বাস করলেন এবং সেখানে কনান-নিবাসীদের মধ্যে তাঁর তাঁবু স্থাপন করলেন।

৭ আর যখন অব্রাম কনান দেশে এসে পৌঁছালেন, তখন সদাপ্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "এই সেই দেশ যা আমি তোমাকে এবং তোমার পরে তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য দিয়েছি। আমি তোমার বংশকে আকাশের তারার মত করে তুলব এবং তুমি যে সমস্ত দেশ দেখছ, সেই সমস্ত দেশ আমি তোমার বংশকে অধিকারের জন্য দেব।"

৪আর ঈশ্বর যে স্থানে অব্রামের সহিত কথা কহিলেন, সেই স্থানে অব্রাম এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিলেন, এবং সেই স্থানে অব্রাম সদাপ্রভুর নামে প্রার্থনা করিলেন।

9এই সময়, কনান দেশে অব্রামের তিন বছর বাস করার পর, সেই বছরে নোহ মারা গেলেন, অর্থাৎ অব্রামের আয়ুর আটানব্বই বছর ছিল; নোহের মোট আয়ু ছিল নয়শো পঞ্চাশ বছর; পরে তিনি মারা গেলেন।

১০ আর অব্রাম, তাঁর স্ত্রী, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, তাঁর সঙ্গীরা, এবং সেই দেশের লোকদের মধ্য থেকে যারা তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিল, তারা সকলেই কনান দেশে বাস করলেন; কিন্তু অব্রামের ভাই নাহোর, তাঁর পিতা তেরহ, হারণের পুত্র লোট এবং তাঁদের সমস্ত পরিবার হারণে বাস করলেন।

১১ কনানে অব্রামের বাসস্থানের পঞ্চম বছরে সদোম ও ঘমোরার লোকেরা এবং সমভূমির সমস্ত নগরের লোকেরা এলমের রাজা কদর্লায়োমরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল; কারণ সমভূমির সমস্ত নগরের রাজারা বারো বছর ধরে কদর্লায়োমরের দাসত্ব করেছিল এবং তাকে বার্ষিক কর দিয়েছিল, কিন্তু সেই দিনগুলিতে ত্রয়োদশ বছরে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।
১২ কনানে অব্রামের বসবাসের দশম বছরে শিনিয়রের রাজা নিম্রোদ ও এলমের রাজা কদর্লায়োমরের মধ্যে যুদ্ধ হয়। নিম্রোদ কদর্লায়োমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করার জন্য এলেন।
১৩ কারণ সেই সময় কদর্লায়োমর ছিলেন নিম্রোদের সেনাবাহিনীর একজন অধ্যক্ষ। দুর্গের সমস্ত লোক যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন কদর্লায়োমর এলম দেশে গিয়ে সেখানকার উপর রাজত্ব করলেন এবং তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।
১৪ আর সেই সময়ে যখন নিম্রোদ দেখল যে সমভূমির শহরগুলি বিদ্রোহ করেছে, তখন সে গর্ব ও ক্রোধের সাথে কদর্লায়োমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলো। নিম্রোদ তার সমস্ত অধ্যক্ষ ও প্রজাদের, প্রায় সাত লক্ষ লোককে একত্র করে কদর্লায়োমরের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। কদর্লায়োমর পাঁচ হাজার লোক নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এল এবং তারা এলম ও শিনরের মাঝখানে অবস্থিত বাবিল উপত্যকায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।
১৫ আর সেই সমস্ত রাজা সেখানে যুদ্ধ করলেন, আর নিম্রোদ ও তার লোকেরা কদর্লায়োমরের লোকদের কাছে পরাজিত হলেন, এবং নিম্রোদের সৈন্যদের মধ্য থেকে প্রায় ছয় লক্ষ লোক নিহত হলেন, এবং তাদের মধ্যে রাজার পুত্র মর্দোন নিহত হলেন।
১৬ আর নিম্রোদ পালিয়ে গেল এবং লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল। সে অনেক দিন কদর্লায়োমরের অধীনে ছিল। কদর্লায়োমর তার দেশে ফিরে গেল এবং তার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষদের তার চারপাশের রাজাদের কাছে, ইলাসারের রাজা অরিয়োক এবং গোয়িমের রাজা তিদিয়লের কাছে পাঠাল এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করল, এবং তারা সকলেই তার আদেশের বাধ্য ছিল।
১৭ আর কনানে অব্রামের বাসস্থানের পনেরোতম বছরে, অর্থাৎ অব্রামের জীবনের সত্তরতম বছর, সদাপ্রভু সেই বছরে অব্রামকে দর্শন দিলেন এবং তাঁকে বললেন, "আমিই সেই সদাপ্রভু যিনি তোমাকে এই দেশ অধিকার করার জন্য উর-কসদীম থেকে বের করে এনেছেন।"
18 অতএব এখন তুমি আমার সামনে চল, সিদ্ধ হও এবং আমার আদেশ পালন কর, কারণ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে মিশরীয় নদী থেকে মহানদী ইউফ্রেটিস পর্যন্ত এই দেশ অধিকারের জন্য দেব।
19আর তুমি শান্তিতে ও সুবয়সে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে ফিরে যাবে, এবং চতুর্থ পুরুষ এই দেশে ফিরে আসবে এবং চিরকালের জন্য তা অধিকার করবে; আর অব্রাম একটি বেদী নির্মাণ করলেন, এবং যে সদাপ্রভু তাকে দর্শন দিয়েছিলেন তাঁর নামে প্রার্থনা করলেন, এবং সেই বেদীর উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করলেন।
20 সেই সময় অব্রাম ফিরে এসে তাঁর পিতামাতা এবং তাঁর পিতার পরিবারের সাথে দেখা করতে হারণে গেলেন। অব্রাম, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হারণে ফিরে এলেন। অব্রাম পাঁচ বছর হারণে বাস করলেন।
21 আর হারণের অনেক লোক, প্রায় বাহাত্তর জন পুরুষ, অব্রামের পিছনে পিছনে গেল এবং অব্রাম তাদেরকে প্রভুর নির্দেশ এবং তাঁর পথ শিক্ষা দিলেন, এবং তিনি তাদেরকে প্রভুকে জানতে শেখালেন।
22 সেই সময় প্রভু হারণে অব্রামকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, "দেখ, এই বিশ বছর আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম,
২৩ তোমার দেশ, তোমার জন্মস্থান ও তোমার পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া, তোমাকে ও তোমার সন্তানদেরকে যে দেশ দিতে আমি তোমাকে দেখিয়েছি, সেই দেশে যাও; কারণ সেই দেশে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিব, তোমাকে এক মহাজাতি করিব, তোমার নাম মহৎ করিব, এবং তোমার মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিগণ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে।
24এখন তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার সমস্ত সম্পত্তি, তোমার বাড়ীতে জন্মগ্রহণকারী সকলে এবং হারণে তোমার দ্বারা সৃষ্ট সকল প্রাণী, এই স্থান থেকে বেরিয়ে যাও, এবং এখান থেকে তাদের সাথে নিয়ে যাও এবং কনান দেশে ফিরে যাও।
25তখন অব্রাম উঠিয়া আপন স্ত্রী সারীকে, আপন সকল সম্পত্তিকে, আপন গৃহে জন্মগ্রহণকারী সকলকে, এবং হারণে তাঁহার কৃত জীব-জন্তুদিগকে লইয়া কনান দেশে যাইবার জন্য বাহির হইলেন।
26পরে অব্রাম সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কনান দেশে ফিরে গেলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা হারণের পুত্র লোট তাঁহার সহিত গেলেন; এবং অব্রাম যখন হারণ হইতে কনান দেশে ফিরিয়া যাইতে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর ছিল।
২৭ অব্রামের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে তিনি কনান দেশে উপস্থিত হলেন। তিনি মম্রির এলোন বৃক্ষে তাঁবু স্থাপন করলেন এবং বাস করতে লাগলেন। তাঁর ভাইয়ের ছেলে লোট এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর সাথে ছিল।
28পরে সদাপ্রভু আবার অব্রামকে দর্শন দিয়ে বললেন, "আমি তোমার বংশকে এই দেশ দেব।" আর তিনি সেখানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক বেদী নির্মাণ করলেন, যিনি তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, যা আজও মম্রির সমভূমিতে আছে।

অধ্যায় ১৪

1সেই সময়ে শিনিয়র দেশে একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন, যিনি সমস্ত জ্ঞানে বুদ্ধিমান এবং সুন্দর দেখতে ছিলেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র ও দরিদ্র ছিলেন; তাঁর নাম ছিল রিকায়োন এবং তিনি নিজের ভরণপোষণের জন্য খুবই কষ্টকর ছিলেন।
২ আর সে মিশরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, মিশরের রাজা আনোমের পুত্র অসউইরিসের কাছে, রাজাকে তার জ্ঞান দেখানোর জন্য; কারণ হয়তো সে তার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ

পাবে, তাকে বড় করে তুলবে এবং তার ভরণপোষণ করবে; এবং রিকায়োন তাই করল।
৩ আর যখন রিকায়োন মিশরে এলেন, তখন তিনি মিশরের বাসিন্দাদের কাছে রাজার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং মিশরের বাসিন্দারা তাকে মিশরের রাজার রীতিনীতি জানালেন, কারণ তখন মিশরের রাজার রীতি ছিল যে তিনি তার রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং বছরে কেবল একদিন বাইরে দেখা যেতেন, এবং তার পরে রাজা সেখানে থাকার জন্য তার প্রাসাদে ফিরে যেতেন।
4আর যেদিন রাজা বাইরে যেতেন, সেদিন তিনি দেশের বিচার করতেন; আর যে কেউ মামলা করত, সে দিনই রাজার কাছে তার অনুরোধ জানাতে আসত।
৫ আর যখন রিকায়ন মিশরের রীতির কথা শুনলেন এবং রাজার সামনে আসতে পারলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং খুব দুঃখিত হলেন।
৬ সন্ধ্যাবেলা রিকায়োন বাইরে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাড়ি দেখতে পেল, যা আগে মিশরে একটি রুটি তৈরির ঘর ছিল। সে সারা রাত সেখানেই কাটাল, ক্ষুধার্ত ও তিক্ত মনের মধ্যে, আর তার চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল।
৭ রাজার আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত রিকায়োন শহরে কী করা উচিত এবং কীভাবে সে সেখানে নিজেকে টিকিয়ে রাখবে, তা নিয়ে ভাবছিল।
৮ আর তিনি সকালে উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেন, আর পথে তাদের দেখা পেলেন, যারা শাকসবজি এবং নানা রকমের বীজ বিক্রি করত, যা দিয়ে তারা বাসিন্দাদের সরবরাহ করত।
৯ আর রিকায়োন শহরে ভরণপোষণের জন্য একই কাজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সেখানকার লোকদের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং তাদের মধ্যে সে একজন অন্ধের মতো ছিল।
১০ আর সে গিয়ে তার ভরণপোষণের জন্য বিক্রি করার জন্য সবজি আনল, আর জনতা তাকে ঘিরে জড়ো হয়ে তাকে উপহাস করল, এবং তার সবজি কেড়ে নিল এবং তাকে কিছুই রাখল না।
১১ তারপর তিনি তিক্ত মনের অধিকারী হয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লেন এবং সারা রাত যেখানে ছিলেন সেই রুটির ঘরে গিয়ে হাহাকার করলেন এবং দ্বিতীয় রাতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।
১২ আর সেই রাতেই সে আবার মনে মনে ভাবল কিভাবে সে নিজেকে ক্ষুধা থেকে বাঁচাতে পারে, এবং কীভাবে কাজ করবে তার একটা পরিকল্পনা করল।
১৩ আর সে সকালে উঠে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করল, এবং গিয়ে ত্রিশজন শক্তিশালী লোককে ভাড়া করল, তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে, এবং সে তাদের মিশরীয় সমাধির উপরে নিয়ে গেল এবং সেখানে সেগুলি রাখল।
14আর তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, "রাজা এই কথা বলেন, তোমরা নিজেদেরকে শক্তিশালী করো এবং বীর হও, এবং দুই শত রূপা না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে এখানে কবর দেওয়া হবে না, এবং তারপর তাকে কবর দেওয়া হবে।" আর সেই লোকেরা সেই বছর জুড়ে মিশরের লোকদের প্রতি রিকায়নের আদেশ অনুসারে কাজ করল।
১৫ আর আট মাসের মধ্যে রিকায়োন ও তার লোকেরা প্রচুর পরিমাণে রূপা ও সোনা সংগ্রহ করল, আর রিকায়োন প্রচুর পরিমাণে ঘোড়া ও অন্যান্য পশু নিল, আর সে আরও লোক ভাড়া করল, আর সে তাদের ঘোড়া দিল এবং তারা তার সাথেই রইল।
১৬ আর যখন বছর ঘনিয়ে এলো, যখন রাজা শহরে প্রবেশ করলেন, তখন মিশরের সমস্ত বাসিন্দা রিকায়োন এবং তার লোকদের কাজ সম্পর্কে তার সাথে কথা বলার জন্য একত্রিত হল।
১৭ পরে রাজা নির্ধারিত দিনে বেরিয়ে গেলেন, আর সমস্ত মিশরীয় তাঁর সামনে এসে চিৎকার করে বলল,
১৮ রাজা চিরজীবী হোন। শহরে তোমার দাসদের সাথে তুমি এ কেমন কাজ করছো যে, এত রূপা ও সোনা না দেওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ কবর দিতে দিচ্ছো না? পূর্ববর্তী রাজাদের সময় থেকে, এমনকি আদমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কি সারা পৃথিবীতে কখনও এমন ঘটনা ঘটেছে যে, মৃতদের কেবল নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কবর দেওয়া হবে না?
১৯ আমরা জানি যে রাজাদের রীতি ছিল জীবিতদের কাছ থেকে বার্ষিক কর আদায় করা, কিন্তু তোমরা কেবল তা-ই করো না, বরং মৃতদের কাছ থেকেও প্রতিদিন কর আদায় করো।
২০ এখন, হে মহারাজ, আমরা আর এটা সহ্য করতে পারছি না, কারণ এই কারণে পুরো শহর ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আপনি কি তা জানেন না?
২১ রাজা তাদের সব কথা শুনে খুব রেগে গেলেন, আর এই ঘটনায় তাঁর অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না।
22 রাজা বললেন, "আমার আদেশ ছাড়া কে এবং কোথায় আমার দেশে এই দুষ্ট কাজ করার সাহস করে? তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে।"
২৩ তারা তাকে রিকায়োন ও তার লোকদের সমস্ত কাজ বলল, আর রাজার রাগ জ্বলে উঠল, আর তিনি রিকায়োন ও তার লোকদের তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।
24 আর রিকায়োন প্রায় এক হাজার ছেলেমেয়েকে নিয়ে রেশম ও সূচিকর্মের পোশাক পরিয়ে দিলেন, এবং তাদের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তার লোকদের মাধ্যমে রাজার কাছে পাঠালেন, এবং তিনি রাজার জন্য উপহার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে রূপা, সোনা, মূল্যবান পাথর এবং একটি শক্তিশালী ও সুন্দর ঘোড়াও নিয়ে গেলেন, যা নিয়ে তিনি রাজার সামনে এসে তাঁর সামনে মাটিতে প্রণাম করলেন; রাজা, তাঁর কর্মচারীরা এবং মিশরের সমস্ত বাসিন্দা রিকায়োনের কাজ দেখে অবাক হয়ে গেলেন, এবং তারা তাঁর ধনসম্পদ এবং রাজার কাছে তিনি যে উপহার এনেছিলেন তা দেখেছিলেন।
25 এতে রাজা খুবই খুশি হলেন এবং তিনি এতে অবাক হলেন; আর যখন রিকায়োন তাঁর সামনে বসেছিলেন, তখন রাজা তাঁকে তাঁর সমস্ত কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর রিকায়োন রাজা, তাঁর দাসদের এবং মিশরের সমস্ত বাসিন্দাদের সামনে তাঁর সমস্ত কথা বুদ্ধিমানের সাথে বললেন।

২৬ রাজা যখন রিকায়নের কথা ও তার জ্ঞান শুনলেন, তখন রিকায়ন তার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেলেন, এবং তার জ্ঞান ও চমৎকার বক্তৃতার জন্য রাজার সমস্ত দাস এবং মিশরের সমস্ত বাসিন্দার কাছ থেকে তিনি অনুগ্রহ ও দয়া পেলেন, আর সেই সময় থেকে তারা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতে শুরু করল।

27 রাজা উত্তরে রিকায়োনকে বললেন, "তোমার নাম আর রিকায়োন হবে না, বরং তোমার নাম হবে ফরৌণ, কারণ তুমি মৃতদের কাছ থেকে কর আদায় করতে।" এই বলে তিনি তার নাম রাখলেন ফরৌণ।

২৮ আর রাজা এবং তার প্রজারা রিকায়োনকে তার জ্ঞানের জন্য ভালোবাসতেন, এবং তারা তাকে রাজার অধীনস্থ করার জন্য মিশরের সমস্ত বাসিন্দার সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

29 মিশরের সমস্ত বাসিন্দা এবং তার জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাই করলেন, এবং এটি মিশরে একটি আইন হয়ে গেল।

৩০ আর তারা মিশরের রাজা ওসউইরিসের অধীনে রিকায়োন ফেরাউনকে প্রধান নিযুক্ত করেছিল, এবং রিকায়োন ফেরাউন মিশরের উপর শাসন করত, প্রতিদিন পুরো শহরের বিচার করত, কিন্তু রাজা ওসউইরিস বছরের একদিন, যখন সে তার উপস্থিতির জন্য বাইরে যেত, দেশের লোকেদের বিচার করত।

৩১ আর রিকায়ন ফেরাউন ছলচাতুরী করে মিশরের সরকার দখল করে নিল এবং মিশরের সমস্ত বাসিন্দার কাছ থেকে কর আদায় করল।

32 আর মিশরের সমস্ত বাসিন্দা রিকায়োন ফেরাউনকে অত্যন্ত ভালোবাসত, এবং তারা তাদের এবং মিশরে তাদের বংশধরদের উপর রাজত্বকারী প্রতিটি রাজাকে ফেরাউনকে ডাকতে আদেশ দিল।

33 অতএব সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মিশরে রাজত্বকারী সকল রাজাকে ফেরাউন বলা হত।

অধ্যায় ১৫

1 সেই বছর কনান দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, আর দুর্ভিক্ষের কারণে দেশবাসীরা আর থাকতে পারল না, কারণ তা খুবই ভয়াবহ ছিল।

2 দুর্ভিক্ষের জন্য অব্রাম ও তাঁর সমস্ত লোক উঠে মিশরে গেলেন। মিশরীয় নদীর ধারে পৌঁছানোর পর, পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য তারা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন।

3আর অব্রাম ও সারী মিশরীয় নদীর সীমানায় হাঁটছিলেন; আর অব্রাম তাঁর স্ত্রী সারীকে অতিশয় সুন্দরী দেখলেন।

৪ অব্রাম তাঁর স্ত্রী সারীকে বললেন, "ঈশ্বর তোমাকে এত সুন্দর চেহারা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই আমি মিশরীয়দের ভয় করি, পাছে তারা আমাকে হত্যা করে তোমাকে নিয়ে যায়, কারণ এই জায়গাগুলিতে ঈশ্বরের ভয় নেই।"

5 তাহলে তুমি অবশ্যই এই কাজ করবে: যারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে তাদের সকলকে তুমি আমার বোন বলে ডাকবে, যাতে আমার মঙ্গল হয় এবং আমরা বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুদণ্ড না পাই।

৬ দুর্ভিক্ষের জন্য অব্রাম তাঁর সাথে মিশরে আসা সকলকে একই আদেশ দিলেন; তাঁর ভাইপো লোটকেও তিনি এই আদেশ দিলেন, "যদি মিশরীয়রা আপনাকে সারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি বলো যে সে অব্রামের বোন।"

৭ কিন্তু এই সমস্ত আদেশ সত্ত্বেও অব্রাম তাদের উপর আস্থা রাখলেন না। তিনি সারীকে নিয়ে একটি সিন্দুকের মধ্যে রেখে তাদের পাত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। মিশরীয়দের দুষ্টতার জন্য অব্রাম সারীর জন্য খুবই চিন্তিত ছিলেন।

৪পরে অব্রাম ও তাঁর সমস্ত লোক মিশরীয় নদী থেকে উঠে মিশরে আসলেন; আর তারা নগরের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে না করতেই রক্ষীরা তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের যা আছে তার দশমাংশ রাজাকে দাও, তারপর তোমরা নগরে প্রবেশ করতে পারো; আর অব্রাম ও তাঁর সঙ্গীরা তাই করলেন।

9 অব্রাম ও তাঁর সঙ্গীরা মিশরে আসলেন। তারা এসে সারী যে সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন তা নিয়ে এলেন এবং মিশরীয়রা সেই সিন্দুকটি দেখতে পেল।

১০ রাজার দাসেরা অব্রামের কাছে এসে বলল, "এই সিন্দুকটিতে তোমার কি আছে যা আমরা দেখিনি? এখন তুমি সিন্দুকটি খুলে এর মধ্যে যা কিছু আছে তার দশমাংশ রাজাকে দাও।"

১১ অব্রাম বললেন, "আমি এই সিন্দুকটি খুলব না, কিন্তু তুমি যা চাইবে তা-ই দেব।" ফরৌণের কর্মচারীরা অব্রামকে উত্তরে বললেন, "এটা মূল্যবান পাথরের সিন্দুক, এর দশমাংশ আমাদের দাও।"

১২ অব্রাম বললেন, "তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব, কিন্তু তুমি সিন্দুকটি খুলবে না।"

১৩ রাজার কর্মচারীরা অব্রামকে চাপ দিতে লাগলেন, আর তারা সিন্দুকের কাছে পৌঁছে জোর করে তা খুললেন, আর দেখতে পেলেন, আর সিন্দুকের মধ্যে একজন সুন্দরী মহিলা আছেন।

১৪ আর রাজার কর্মচারীরা সারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং ফেরাউনের সমস্ত রাজপুত্র ও কর্মচারীরা সারীকে দেখার জন্য জড়ো হল, কারণ তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। রাজার কর্মচারীরা দৌড়ে গিয়ে ফেরাউনকে যা যা দেখেছিলেন তা জানাল এবং রাজার কাছে সারীকে প্রশংসা করল; তখন ফেরাউন তাকে আনার আদেশ দিলেন, আর সেই মহিলা রাজার সামনে উপস্থিত হল।

১৫ ফরৌণ সারীকে দেখে তাঁর খুব ভালো লাগলো, আর তাঁর সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হলেন। রাজা তাঁর জন্য খুব আনন্দ করলেন এবং যারা তাঁর খবর এনেছিল তাদের উপহার দিলেন।

১৬ পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে ফেরাউনের বাড়ীতে আনা হল। অব্রাম তার স্ত্রীর জন্য দুঃখিত হলেন এবং ফরৌণের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন।

১৭ আর সারীও সেই সময় প্রার্থনা করে বললেন, "হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি আমার প্রভু অব্রামকে তার দেশ ও তার বাবার বাড়ি ছেড়ে কনান দেশে যেতে বলেছিলে, আর তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, যদি সে তোমার আদেশ পালন করে, তাহলে তার মঙ্গল করবে; এখন দেখ, আমরা তোমার আদেশ অনুসারে কাজ করেছি, এবং আমরা আমাদের দেশ ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করে এক বিদেশী দেশে

এবং এমন এক জাতির কাছে চলে গিয়েছিলাম যাদের আমরা আগে জানতাম না।"

১৮ আর আমরা দুর্ভিক্ষ এড়াতে এই দেশে এসেছিলাম, আর এই মন্দ ঘটনা আমার উপর এসেছে; অতএব, হে প্রভু ঈশ্বর, এখন আমাদের উদ্ধার কর এবং এই অত্যাচারীর হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর, এবং তোমার করুণার জন্য আমার মঙ্গল কর।

১৯ প্রভু সারীর কথা শুনলেন এবং ফেরাউনের হাত থেকে সারীকে উদ্ধার করার জন্য একজন দূত পাঠালেন।

20 রাজা এসে সারীর সামনে বসলেন। আর দেখ, প্রভুর এক দূত তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সারীর কাছে দর্শন দিয়ে বললেন, "ভয় করো না, কারণ প্রভু তোমার প্রার্থনা শুনেছেন।"

21 রাজা সারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে এখানে যে এনেছে, সেই লোকটি তোমার কি?" সারী বলল, "ও আমার ভাই।"

22 রাজা বললেন, "তাঁকে মহান করা, তাঁকে উন্নত করা এবং আপনি আমাদের যা কিছু করতে আদেশ করবেন, তাঁর প্রতি সমস্ত মঙ্গল করা আমাদের কর্তব্য।" সেই সময় রাজা অব্রামের কাছে প্রচুর পরিমাণে রূপা, সোনা, মূল্যবান পাথর, পশুপাল, দাস-দাসী পাঠিয়ে দিলেন; রাজা অব্রামকে আনতে আদেশ দিলেন, আর তিনি রাজপ্রাসাদের উঠোনে বসলেন, আর রাজা সেই রাতে অব্রামকে অত্যন্ত সম্মানিত করলেন।

২৩ রাজা সারীর কাছে গেলেন এবং সারীর স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দূত তাঁকে ভীষণভাবে আঘাত করলেন, আর তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাঁর কাছে হাত নাড়লেন।

২৪ রাজা যখন সারীর কাছে এলেন, তখন দূত তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সারা রাত ধরে তাঁর প্রতি এইরূপ করলেন; তাতে রাজা ভীত হয়ে পড়লেন।

25আর সেই রাতে দূত সারীর জন্য রাজার সমস্ত দাস ও তাঁর সমস্ত পরিবারের উপর ভীষণ আঘাত করলেন; আর সেই রাতে ফরৌণের বাড়ীর লোকদের মধ্যে মহা শোক শুরু হল।

২৬ আর ফরৌণ আপন প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া কহিলেন, নিশ্চয়ই এই স্ত্রীলোকের জন্যই আমার এই অবস্থা হইয়াছে; এই বলিয়া তিনি তাহার নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া তাঁহার সহিত সৌজন্যমূলক কথা কহিলেন।

27 রাজা সারীকে বললেন, "যার সাথে তুমি এখানে এসেছ, তার সম্পর্কে আমাকে বলো।" সারী বললেন, "এই লোকটি আমার স্বামী, আর আমি তোমাকে বলেছিলাম যে সে আমার ভাই, কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম, পাছে তুমি তাকে দুষ্টতার জন্য হত্যা করো।"

28আর রাজা সারীর কাছ থেকে দূরে থাকলেন, আর তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর থেকে সদাপ্রভুর দূতের আঘাত বন্ধ হয়ে গেল; আর ফরৌণ জানতে পারলেন যে, সারীর জন্য তিনি আঘাত পেয়েছেন, আর এতে রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

29পরে সকালে রাজা অব্রামকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আমার সহিত এ কি করিলে? তুমি কেন বলিয়াছিলে যে, সে আমার ভগিনী, এই জন্যই আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, এবং এই মহামারী আমার ও আমার পরিবারের উপর আসিয়াছে?

30এখন তোমার স্ত্রী, তাকে নিয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও, নইলে আমরা সবাই তার জন্য মারা যাব।" এরপর ফেরাউন অব্রামকে দেবার জন্য আরও পশুপাল, দাস-দাসী, রূপা ও সোনা নিলেন এবং তাঁর স্ত্রী সারীকে ফিরিয়ে দিলেন।

31আর রাজা তাঁর উপপত্নীদের গর্ভে জন্ম নেওয়া এক কুমারীকে সারীকে দাসীরূপে দিলেন।

32 রাজা তাঁর কন্যাকে বললেন, "এই মহিলার জন্য আমাদের উপর যে অমঙ্গল নেমে এসেছে তা দেখার পর, আমার গৃহে উপপত্নী হওয়ার চেয়ে বরং এই ব্যক্তির গৃহে দাসী হয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো।"

33পরে অব্রাম উঠিলেন, এবং তাঁহার সকলে মিশর হইতে প্রস্থান করিলেন; আর ফরৌণ তাঁহার কিছু লোককে এবং তাঁহার সহিত গমনকারী সকলকে তাঁহার সহিত যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

34 অব্রাম কনান দেশে ফিরে গেলেন, যেখানে তিনি বেদী তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রথমে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন।

৩৫ আর অব্রামের ভাই হারণের পুত্র লোটের প্রচুর গরু, ভেড়া, গরু ও তাঁবু ছিল, কারণ অব্রামের জন্য সদাপ্রভু তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন।

৩৬ অব্রাম যখন সেই দেশে বাস করছিলেন, তখন লোটের পশুপালকরা অব্রামের পশুপালকদের সাথে ঝগড়া করতে লাগল, কারণ তাদের সম্পত্তি এত বেশি ছিল যে তারা একসাথে দেশে থাকতে পারত না এবং তাদের পশুপালের জন্য দেশ তাদের বহন করতে পারত না।

৩৭ আর যখন অব্রামের রাখালরা তাদের পশুপাল চরাতে যেত, তখন তারা সেই দেশের লোকদের মাঠে যেত না, কিন্তু লোটের রাখালরা অন্যথা করত, কারণ তাদের সেই দেশের লোকদের মাঠে চরতে দেওয়া হয়েছিল।

38 আর দেশের লোকেরা প্রতিদিন এই ঘটনা দেখত, আর লোটের রাখালদের কারণে তারা অব্রামের কাছে এসে তার সাথে ঝগড়া করত।

৩৯ অব্রাম লোটকে বললেন, "তুমি আমার সাথে এ কি করছো? এই দেশবাসীদের কাছে আমাকে ঘৃণার পাত্র করে তুলছো? তুমি তোমার রাখালকে অন্য জাতির মাঠে তোমার পশুপাল চরাতে আদেশ করছো? তুমি কি জানো না যে, আমি কনান সন্তানদের মধ্যে এই দেশে একজন বিদেশী, আর তুমি আমার সাথে কেন এমন করবে?"

40 এই নিয়ে অব্রাম প্রতিদিন লোটের সাথে ঝগড়া করতেন, কিন্তু লোট অব্রামের কথা শুনতে রাজি হলেন না, বরং তিনি সেই একই কাজ করতে থাকলেন। দেশবাসীরা এসে অব্রামকে তা জানালেন।

৪১ অব্রাম লোটকে বললেন, "তুমি আর কতদিন এই দেশের লোকদের বিরুদ্ধে আমার জন্য বাধা হয়ে থাকবে? এখন আমি তোমার কাছে বিনতি করি, আমাদের মধ্যে আর কোন ঝগড়া না হোক, কারণ আমরা আত্মীয়।

42 কিন্তু আমি অনুরোধ করছি তুমি আমার কাছ থেকে আলাদা হও, গিয়ে তোমার পশুপাল এবং তোমার সমস্ত

জিনিসপত্র নিয়ে এমন একটি জায়গা বেছে নাও যেখানে তুমি থাকতে পারো, কিন্তু তুমি এবং তোমার পরিবার আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।
43 আর আমার কাছ থেকে যেতে ভয় পেও না, কারণ যদি কেউ তোমার ক্ষতি করে, তাহলে আমাকে জানাও, আমি তার কাছ থেকে তোমার প্রতিশোধ নেব। শুধু আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।
44 অব্রাম লোটকে এই সমস্ত কথা বলার পর, লোট উঠে যর্দন উপত্যকার দিকে তাকালেন।
৪৫ তিনি দেখলেন যে এই পুরো জায়গাটিই জলসেচের জন্য উপযুক্ত, মানুষের জন্য ভালো এবং গবাদি পশুদের জন্য চারণভূমিও।
46পরে লোট অব্রামের কাছ থেকে সেই স্থানে গেলেন, এবং সেখানে তাঁর তাঁবু স্থাপন করলেন এবং সদোমে বাস করতে লাগলেন, এবং তারা একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গেল।
47আর অব্রাম হিব্রোণে অবস্থিত মম্রির এলোন বৃক্ষে বাস করিলেন, এবং সেই স্থানে তাঁবু স্থাপন করিলেন, এবং অব্রাম বহু বৎসর সেই স্থানে থাকিলেন।

অধ্যায় ১৬

1 সেই সময় এলমের রাজা কদর্লায়োমর পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজাদের কাছে, শিনয়ারের রাজা নিম্রোদের কাছে, যিনি তখন তাঁর অধীনস্থ ছিলেন, এবং গোয়িমের রাজা তিদিয়াল এবং ইলাসারের রাজা অরিয়োকের কাছে, লোক পাঠালেন। নিম্রোদের সাথে তিনি চুক্তি করেছিলেন, "আমার কাছে এসো এবং আমাকে সাহায্য করো, যাতে আমরা সদোমের সমস্ত শহর এবং তার বাসিন্দাদের আঘাত করতে পারি, কারণ তারা তেরো বছর ধরে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।"
2 আর এই চার রাজা তাদের সমস্ত সৈন্যদল, প্রায় আট লক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন, এবং তারা যেমন ছিল তেমনই চললেন এবং তাদের পথে যাকে পেলেন তাকেই হত্যা করলেন।
3 আর সদোম ও ঘমোরার পাঁচ রাজা, অদ্মার রাজা শিনাব, সবোয়িমের রাজা শিমেবর, সদোমের রাজা বেরা, ঘমোরার রাজা বেরশা এবং সোয়রের রাজা বেলা তাদের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে এলেন এবং সিদ্দীম উপত্যকায় একত্রিত হলেন।
4আর এই নয় জন রাজা সিদ্দীম উপত্যকায় যুদ্ধ করিলেন; এবং সদোম ও ঘমোরার রাজারা এলমের রাজাদের সম্মুখে পরাজিত হইলেন।
5 সিদ্দীম উপত্যকা চুনের গর্তে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং এলমের রাজারা সদোমের রাজাদের তাড়া করল, আর সদোমের রাজারা তাদের সৈন্যদল নিয়ে পালিয়ে গেল এবং চুনের গর্তে পড়ে গেল, আর যারা অবশিষ্ট ছিল তারা সকলে নিরাপদে পাহাড়ে চলে গেল। এলমের পাঁচ রাজা তাদের পিছনে পিছনে এসে সদোমের ফটক পর্যন্ত তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল এবং সদোমের যা কিছু ছিল তা লুট করে নিল।
6তারা সদোম ও ঘমোরার সমস্ত নগর লুট করল, এবং অব্রামের ভাইপো লোটকেও বন্দী করল, এবং সদোম নগরের সমস্ত দ্রব্য লুট করে নিয়ে গেল; আর যুদ্ধে থাকা অব্রামের দাস উনীক এই ঘটনা দেখে অব্রামকে রাজারা সদোম নগরের প্রতি যা যা করেছিলেন, এবং লোটকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা সবই জানাল।
৭ অব্রাম এই কথা শুনলেন, আর তিনি তাঁর সঙ্গী প্রায় তিনশো আঠারো জন লোক নিয়ে উঠে পড়লেন, এবং সেই রাতেই তিনি সেই রাজাদের তাড়া করে তাদের আক্রমণ করলেন; তারা সকলেই অব্রাম ও তাঁর লোকদের সম্মুখে পতিত হলেন, আর পালিয়ে যাওয়া চারজন রাজা ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না, এবং তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথে চলে গেলেন।
৪আর অব্রাম সদোমের সমস্ত সম্পত্তি, এবং লোটকে, তাঁর স্ত্রীদের, ছেলেমেয়েদের এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন; ফলে লোটের কোন কিছুর অভাব হল না।
9আর যখন তিনি ঐ রাজাদের আঘাত করে ফিরে এলেন, তখন তিনি ও তাঁর লোকেরা সিদ্দীম উপত্যকা পেরিয়ে গেলেন, যেখানে রাজারা একসাথে যুদ্ধ করেছিলেন।
১০ সদোমের রাজা বেরা এবং তার সঙ্গীরা অব্রাম ও তার লোকদের সাথে দেখা করার জন্য যে চুনের গর্তে পড়েছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।
১১ আর জেরুজালেমের রাজা আদোনিষেদক, অর্থাৎ শেম, তাঁর লোকদের নিয়ে রুটি ও দ্রাক্ষারস নিয়ে অব্রাম ও তাঁর লোকদের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লেন এবং তারা মেলক উপত্যকায় একসাথে রইলেন।
১২ আর আদোনিষেদক অব্রামকে আশীর্বাদ করলেন, আর অব্রাম তাঁর শত্রুদের কাছ থেকে লুট করা জিনিসপত্র থেকে যা কিছু এনেছিলেন তার দশমাংশ তাঁকে দিলেন, কারণ আদোনিষেদক ঈশ্বরের সামনে একজন পুরোহিত ছিলেন।
১৩ আর সদোম ও ঘমোরার সমস্ত রাজা, যারা সেখানে ছিল, তাদের দাসদের নিয়ে অব্রামের কাছে এসে অনুরোধ করল যেন তিনি তাদের দাসদের ফিরিয়ে দেন, যাদের তিনি বন্দী করেছিলেন, এবং সমস্ত সম্পত্তি নিজের জন্য নেন।
১৪ তখন অব্রাম সদোমের রাজাদের উত্তর দিলেন, "যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং যিনি আমার প্রাণকে সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্ত করেছেন, এবং আজ আমার শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন এবং তাদের আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি তোমাদের কিছুই নেব না, যাতে তোমরা আগামীকাল গর্ব করে বলতে না পারো, অব্রাম আমাদের রক্ষা করা সম্পত্তি দিয়ে ধনী হয়েছিলেন।"
১৫ কারণ আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যাঁর উপর আমি নির্ভর করি, তিনি আমাকে বললেন, তোমার কোন কিছুর অভাব হবে না, কারণ আমি তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করব।
16এখন দেখ, এই তো সবই তোমার, তুমি তা নিয়ে যাও; জীবন্ত সদাপ্রভুর কসম, আমি তোমার কাছ থেকে কোন জীবিত প্রাণী থেকে শুরু করে জুতার ফিতা বা সুতো পর্যন্ত কিছু নেব না; কেবল যারা আমার সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের খাবারের দাম, এবং আমার সাথে যারা লোক ছিল, অনর, অস্কোল ও মম্রি, তাদের অংশ; তারা এবং তাদের

লোকেরা, এবং যারা জিনিসপত্র পাহারা দেওয়ার জন্য রয়ে গিয়েছিল, তারাও লুটের মাল থেকে তাদের অংশ নেবে।
১৭ সদোমের রাজারা অব্রামকে তাঁর সমস্ত কথা অনুসারে দান করলেন, আর যা ইচ্ছা তাই নিতে তাঁকে চাপ দিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।
১৮ তারপর তিনি সদোমের রাজাদের এবং তাদের অবশিষ্ট লোকদের বিদায় করলেন, এবং লোটের বিষয়ে তাদের আদেশ দিলেন, আর তারা তাদের নিজ নিজ স্থানে চলে গেল।
১৯ আর তার ভাইয়ের ছেলে লোটকেও তার সম্পত্তি সহ বিদায় করে দিল, আর সে তাদের সাথে চলে গেল। লোট তার নিজের বাড়িতে, সদোমে ফিরে গেল। আর অব্রাম ও তার লোকেরা হিব্রোণে অবস্থিত মম্রির সমভূমিতে তাদের বাড়িতে ফিরে গেল।
20 সেই সময় প্রভু আবার হিব্রোণে অব্রামকে দর্শন দিলেন এবং বললেন, "ভয় পেও না, আমার সামনে তোমার পুরস্কার অনেক; কারণ আমি তোমাকে ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমি তোমাকে বহুবংশ না করি এবং তোমাকে আশীর্বাদ না করি এবং তোমার বংশকে আকাশের তারার মতো না করি, যা পরিমাপ করা যায় না বা গণনা করা যায় না।"
21 আর তুমি নিজের চোখে যে সমস্ত দেশ দেখতে পাচ্ছ, আমি তোমার বংশধরদের এই সব দেশ দেব, চিরকালের জন্য তাদের অধিকার হিসেবে দেব। কেবল বলবান হও, ভয় করো না, আমার সামনে চল এবং নিখুঁত হও।
22 অব্রামের আয়ুয়ের অষ্টাদশ বৎসরে, সেই বৎসরে পেলগের পুত্র রিয়ু মারা গেলেন; মোট দুই শত ঊনচল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিলে তাঁহার মৃত্যু হইল।
23আর হারণের কন্যা সারী, অব্রামের স্ত্রী, সেই সময়েও বন্ধ্যা ছিলেন; তিনি অব্রামের জন্য পুত্র বা কন্যার জন্ম দেননি।
২৪ যখন সে দেখল যে তার কোন সন্তান হচ্ছে না, তখন সে তার দাসী হাগারকে, যাকে ফেরাউন তাকে দিয়েছিলেন, নিয়ে তার স্বামী অব্রামের সাথে বিবাহ দিল।
25 কারণ হাগার সারীর সমস্ত পথ শিখেছিল যেমন সারীর শিক্ষা ছিল, তাই তার সৎ পথ অনুসরণে সে কোনওভাবেই কম ছিল না।
২৬ সারী অব্রামকে বললেন, "দেখো, আমার দাসী হাগার, তুমি তার কাছে যাও, সে আমার হাঁটুর উপর প্রসব করবে, যেন আমিও তার মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে পারি।"
২৭ কনান দেশে অব্রামের দশ বছর বাস করার পর, অর্থাৎ অব্রামের পঁচাশি বছর পূর্ণ হলে, সারী তাকে হাগারের বিয়ে দিলেন।
28 অব্রাম তাঁর স্ত্রী সারীর কথা শুনলেন এবং তাঁর দাসী হাগারকে নিয়ে অব্রাম তাঁর কাছে গেলেন এবং তিনি গর্ভবতী হলেন।
29 হাগার যখন দেখল যে সে গর্ভবতী হয়েছে, তখন সে খুব আনন্দিত হল; তার দৃষ্টিতে তার উপপত্নী তুচ্ছ হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, "এটা হতে পারে যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি আমার উপপত্নী সারীর চেয়ে ভালো, কারণ আমার উপপত্নী যতদিন আমার প্রভুর সাথে ছিল, ততদিন সে গর্ভধারণ করেনি, কিন্তু প্রভু তাঁর দ্বারা আমাকে অল্প সময়ের মধ্যেই গর্ভধারণ করেছেন।"
30 সারী যখন দেখলেন যে, অব্রামের গর্ভে হাগার গর্ভধারণ করেছেন, তখন সারী তাঁর দাসীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন এবং সারী মনে মনে বললেন, "এটা ঠিক যে, সে আমার চেয়ে ভালো।"
31 সারী অব্রামকে বললেন, "আমার অন্যায় তোমার উপর বর্তাবে। তুমি যখন সন্তানদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তখন কেন তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করোনি যে প্রভু তোমার কাছ থেকে আমাকে বংশধর দেবেন?"
32আর যখন আমি তোমার সাক্ষাতে হাগারের সাথে কথা বলি, তখন সে আমার কথা তুচ্ছ করে, কারণ সে গর্ভবতী হয়েছে, আর তুমি তাকে কিছুই বলো না; তুমি আমার প্রতি যা করেছ তার জন্য সদাপ্রভু আমার ও তোমার মধ্যে বিচার করুন।
৩৩ অব্রাম সারীকে বললেন, "দেখ, তোমার দাসী তোমার হাতে, তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো মনে হয়, তার প্রতি তাই করো।" সারী তাকে কষ্ট দিলেন, আর হাগার তার কাছ থেকে প্রান্তরে পালিয়ে গেলেন।
34আর যে স্থানে সে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই স্থানে, এক কূপের কাছে সদাপ্রভুর এক দূত তাহাকে পাইলেন; আর তিনি তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব, কারণ তুমি পুত্র প্রসব করিবে, এবং তাহার নাম ইশ্মায়েল রাখিবে; এখন তুমি তোমার দাসী সারীর কাছে ফিরিয়া যাও, এবং তাহার অধীনতা স্বীকার কর।
৩৫ আর হাগার সেই কূপের নাম দিলেন বের-লহয়-রোয়ী, এটি কাদেশ ও বেরদের মরুভূমির মাঝখানে অবস্থিত।
36আর সেই সময়ে হাগার আপন প্রভুর গৃহে ফিরিয়া গেলেন, এবং দিনশেষে হাগার অব্রামের জন্য পুত্র প্রসব করিলেন, এবং অব্রাম তাহার নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন; আর অব্রামের ছেয়াশি বৎসর বয়সে তাঁহার জন্ম হইল।

অধ্যায় ১৭

১ আর সেই দিনগুলিতে, অব্রামের জীবনের একানব্বই বছরে, কিত্তিমের সন্তানরা তুবলের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল, কারণ যখন প্রভু পৃথিবীর বুকে মনুষ্যসন্তানদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন কিত্তিমের সন্তানরা গিয়ে ক্যানোপিয়া সমভূমিতে নিজেদেরকে মূর্ত করে তুলেছিল এবং সেখানে নিজেদের জন্য শহর তৈরি করেছিল এবং তিব্রেউ নদীর ধারে বাস করেছিল।
2 আর তুবলের সন্তানরা তুস্কনাতে বাস করত এবং তাদের সীমা তিব্রেউ নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তুবলের সন্তানরা তুস্কনানে একটি শহর তৈরি করেছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষ তুবলের পুত্র শবীনার নামানুসারে তার নাম সাবীনা রাখত এবং আজও সেখানে বাস করে।
3 সেই সময় কিত্তীমের লোকেরা তূবলের লোকদের সাথে যুদ্ধ করল এবং তূবলের লোকেরা কিত্তীমের লোকদের সামনে পরাজিত হল এবং কিত্তীমের লোকেরা তূবলের লোকদের তিনশো সত্তর জনকে হত্যা করল।

4 সেই সময় তুবলের সন্তানরা কিত্তীমের সন্তানদের কাছে শপথ করে বলল, "তোমরা আমাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না এবং কেউ কিত্তীমের কোন পুত্রকে তার কন্যা দেবে না।"

5 কারণ সেই সময়ে তূবলের সমস্ত কন্যাই সুন্দরী ছিল, কারণ তূবলের কন্যাদের মতো সুন্দরী আর কোনও স্ত্রীলোক তখন সারা পৃথিবীতে পাওয়া যেত না।

6আর যারা নারীর সৌন্দর্যে আমোদিত ছিল, তারা সকলে তূবলের কন্যাদের কাছে গেল এবং তাদের স্ত্রীদের বিবাহ করল; আর মনুষ্যপুত্র, রাজা ও রাজপুত্র, যারা নারীর সৌন্দর্যে অতিশয় আমোদিত ছিল, তারা সেই সময়ে তূবলের কন্যাদের বিবাহ করল।

৭ আর তূবলের সন্তানরা কিত্তীমের সন্তানদের কাছে তাদের মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার শপথ করার তিন বছর পর, কিত্তীমের সন্তানদের মধ্যে প্রায় বিশ জন পুরুষ তূবলের কয়েকজন কন্যাকে বিয়ে করতে গেল, কিন্তু তারা কাউকে পেল না।

8 কারণ তূবলের সন্তানরা তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার শপথ রক্ষা করেছিল এবং তাদের শপথ ভঙ্গ করেনি।

9 আর ফসল কাটার সময় তুবলের ছেলেরা তাদের ফসল কাটার জন্য তাদের ক্ষেতে গেল। তখন কিত্তীমের যুবকরা একত্রিত হয়ে সাবিনা শহরে গেল। তারা প্রত্যেকে তুবলের মেয়েদের মধ্যে থেকে একজন করে যুবতীকে নিয়ে তাদের শহরে ফিরে এল।

১০ তূবলের সন্তানরা এই কথা শুনে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে গেল, কিন্তু তাদের পরাজিত করতে পারল না, কারণ পর্বত তাদের থেকে অনেক উঁচু ছিল; তাই যখন তারা দেখল যে তারা তাদের পরাজিত করতে পারবে না, তখন তারা তাদের দেশে ফিরে গেল।

১১ আর বছরের শেষে তুবলের লোকেরা গিয়ে তাদের কাছাকাছি শহরগুলো থেকে প্রায় দশ হাজার লোককে ভাড়া করল এবং কিত্তীমের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল।

১২ আর তূবলের সন্তানরা কিত্তীমের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করতে গেল, তাদের দেশ ধ্বংস করে তাদের কষ্ট দিতে। এই যুদ্ধে তূবলের সন্তানরা কিত্তীমের সন্তানদের উপর জয়লাভ করল। কিত্তীমের সন্তানরা তাদের খুব কষ্ট পেয়েছে দেখে, তূবলের কন্যাদের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদেরকে তূবলের সন্তানদের সামনে রাখার জন্য নির্মিত দেয়ালের উপরে তুলে ধরল।

১৩ কিত্তীমের সন্তানরা তাদের বলল, "তোমরা কি তোমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছো? আর সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কি তোমাদের মাংস ও হাড় বলে গণ্য হইনি?"

১৪ এই কথা শুনে তুবলের লোকেরা কিত্তীমের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে চলে গেল।

১৫ তারপর তারা তাদের শহরে ফিরে গেল, এবং সেই সময়ে চিত্তিমের সন্তানরা একত্রিত হয়ে সমুদ্রের ধারে দুটি শহর তৈরি করল, এবং তারা একটির নাম দিল পুর্তু এবং অন্যটির নাম দিল আরিজা।

১৬ তেরহের পুত্র অব্রামের বয়স তখন নিরানব্বই বছর।

১৭ সেই সময় প্রভু তাঁকে দর্শন দিলেন এবং বললেন, "আমি তোমার ও আমার মধ্যে আমার নিয়ম স্থির করব, তোমার বংশকে আমি অনেক বৃদ্ধি করব। আমার ও তোমার মধ্যে আমি এই নিয়ম স্থাপন করছি যে, তোমার ও তোমার বংশের প্রত্যেকটি পুত্র সন্তানের খৎনা করা হবে।"

১৮ আট দিন বয়সে তার সুন্নত করাতে হবে, আর এই নিয়ম তোমাদের দেহে চিরস্থায়ী নিয়ম হিসেবে থাকবে।

১৯ অতএব এখন তোমার নাম আর অব্রাম নয়, বরং অব্রাহাম হইবে, এবং তোমার স্ত্রীর নাম আর সারী নয়, বরং সারা হইবে।

20 কারণ আমি তোমাদের দুজনকেই আশীর্বাদ করব এবং তোমার পরে তোমার বংশ বৃদ্ধি করব। তাতে তোমরা এক মহান জাতি হবে এবং তোমার থেকে রাজারা উৎপন্ন হবে।

অধ্যায় ১৮

1তখন অব্রাহাম উঠে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন, এবং তাঁর পরিবারের লোকদের এবং তাঁর টাকা দিয়ে ক্রয় করা লোকদের নিয়ে সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে তাদের ত্বকচ্ছেদ করলেন।

2আর এমন একজনও অবশিষ্ট ছিল না যাহার ত্বকছেদ তিনি করেন নাই; এবং অব্রাহাম ও তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের ত্বকছেদন করা হইল; ইশ্মায়েলের বয়স যখন তেরো বৎসর, তখন তাঁহার ত্বকছেদন করা হইল।

3 তৃতীয় দিনে অব্রাহাম তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে দরজায় বসে রইলেন, সূর্যের তাপ উপভোগ করার জন্য, যখন তার শরীর ব্যথা করছিল।

4আর মাবুদ মম্রির এলোন বৃক্ষে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং তাঁর সেবাকারী তিনজন দূতকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তিনি তাঁবুর দরজায় বসে ছিলেন। তিনি চোখ তুলে দেখলেন, দূর থেকে তিনজন পুরুষ আসছেন। তিনি উঠে তাদের সাথে দেখা করতে দৌড়ে গেলেন এবং তাদের সামনে প্রণাম করলেন এবং তাদের নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

5আর তিনি তাদের বললেন, "যদি আমি তোমাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে ভেতরে ফিরে এক টুকরো রুটি খেয়ে নাও।" তিনি তাদের হাত নাড়ালেন, আর তারা ভেতরে ফিরে গেল এবং তিনি তাদের জল দিলেন এবং তারা পা ধুয়ে দিল, তারপর তিনি তাদের তাঁবুর দরজার কাছে একটি গাছের নীচে রাখলেন।

6আর অব্রাহাম দৌড়ে গিয়ে একটা কোমল ও সুন্দর বাছুর নিলেন, আর তাড়াতাড়ি করে সেটা মেরে ফেললেন এবং তাঁর দাস ইলীয়েষরকে সাজাতে দিলেন।

৭ অব্রাহাম সারার কাছে তাঁবুতে এসে বললেন, "তাড়াতাড়ি তিন মাণ মিহি ময়দা তৈরি করে গুঁড়ো করে মাংসের পাত্র ঢেকে রাখার জন্য পিঠা বানাও।" আর সে তাই করল।

৮ অব্রাহাম তাড়াতাড়ি করে তাদের সামনে মাখন, দুধ, গরুর মাংস ও খাসির মাংস এনে দিলেন এবং বাছুরের মাংস রান্না হওয়ার আগেই তাদের খেতে দিলেন, আর তারা খেয়ে ফেললেন।

9তারা যখন খাওয়া শেষ করল, তখন তাদের একজন বলল, "আমি আবার তোমার কাছে আসব, এবং তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র হবে।"

১০ এরপর সেই লোকেরা চলে গেল এবং যে যে স্থানে তাদের পাঠানো হয়েছিল, সেই স্থানে চলে গেল।

১১ সেই সময় সদোম ও ঘমোরার সমস্ত লোক এবং পাঁচটি শহরের সমস্ত লোক প্রভুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত দুষ্ট ও পাপী ছিল। তারা তাদের জঘন্য কাজ দিয়ে প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছিল। তারা প্রভুর সামনে জঘন্য ও নিন্দনীয়ভাবে বৃদ্ধ হতে থাকে। সেই সময় প্রভুর চোখে তাদের দুষ্টতা ও অপরাধ অনেক বেশি ছিল।

১২ তাদের দেশে একটি প্রশস্ত উপত্যকা ছিল, প্রায় আধ দিনের পথ, এবং সেখানে জলের ঝর্ণা ছিল এবং জলের চারপাশে প্রচুর ঘাস ছিল।

১৩ আর সদোম ও ঘমোরার সমস্ত লোক বছরে চারবার তাদের স্ত্রী, সন্তান এবং তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে যেত এবং খঞ্জনি ও নৃত্য বাজিয়ে আনন্দ করত।

১৪ আর আনন্দের সময় তারা সবাই উঠে তাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীদের এবং কিছু কুমারী কন্যাদের ধরে তাদের সাথে ভোগ করত। প্রত্যেকে তার স্ত্রী ও কন্যাকে তার প্রতিবেশীর হাতে দেখতে পেত এবং একটি কথাও বলত না।

15আর তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এইভাবে করত, এবং তারপর তারা প্রত্যেকে যার যার বাড়িতে এবং প্রত্যেকে স্ত্রীলোক তার নিজের তাঁবুতে ফিরে যেত; বছরে চারবার তারা এইভাবে করত।

১৬ আর যখন কোন বিদেশী তাদের শহরে আসত এবং সেখানে বিক্রি করার জন্য ক্রয়কৃত জিনিসপত্র নিয়ে আসত, তখন সেই শহরের লোকেরা, পুরুষ, মহিলা, শিশু, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই জড়ো হত এবং সেই ব্যক্তির কাছে যেত এবং জোর করে তার জিনিসপত্র কেড়ে নিত, প্রত্যেককে অল্প অল্প করে দিত, যতক্ষণ না মালিকের দেশে আনা সমস্ত জিনিসপত্র শেষ হয়ে যেত।

১৭ আর যদি সেই জিনিসপত্রের মালিক তাদের সাথে ঝগড়া করত, বলত, "তোমরা আমার সাথে এ কি কাজ করেছ?" তখন তারা একে একে তার কাছে আসত, আর প্রত্যেকে তাকে যে সামান্য জিনিসটা নিয়েছিল তা দেখাত এবং তাকে ঠাট্টা করে বলত, "তুমি আমাকে যা দিয়েছিলে, আমি কেবল সেই সামান্য জিনিসটাই নিয়েছি।" আর যখন সে তাদের সকলের কাছ থেকে এই কথা শুনত, তখন সে দুঃখ ও তিক্ততায় তাদের কাছ থেকে উঠে চলে যেত, যখন তারা সকলে উঠে তার পিছনে পিছনে যেত এবং মহা শব্দ ও গোলমালের সাথে তাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিত।

১৮ আর এলম দেশ থেকে একজন লোক তার গাধার পিঠে বসে আরাম করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গাধার গায়ে ছিল নানা রঙের একটা সূক্ষ্ম জামা, আর গাধার গায়ে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল সেই জামা।

১৯ সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় সেই ব্যক্তি সদোমের রাস্তা দিয়ে যাত্রা করছিল। রাত কাটানোর জন্য সে সেখানেই রইল, কিন্তু কেউ তাকে তার ঘরে ঢুকতে দিল না। সেই সময় সদোমে একজন দুষ্ট ও দুষ্ট লোক ছিল, সে দুষ্ট কাজে দক্ষ ছিল, তার নাম ছিল হেদদ।

20 সে চোখ তুলে নগরের রাস্তায় পথিককে দেখতে পেল। সে তার কাছে এসে বলল, "তুমি কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ?"

21 সেই লোকটি তাকে বলল, "আমি হিব্রোণ থেকে এলমে যাচ্ছি, যেখানে আমার বাসস্থান। সূর্যাস্তের সময় কেউ আমাকে তার বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। যদিও আমার কাছে রুটি, জল, খড় এবং গাধার জন্য খাবার ছিল, কিন্তু আমার কোনও অভাব ছিল না।"

22 তখন হেদদ তাকে বললেন, "তুমি যা চাইবে আমি তা জোগাড় করব, কিন্তু তুমি সারা রাত রাস্তায় থাকবে না।"

23 হেদদ তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল, এবং সে দড়ি দিয়ে গাধার উপর থেকে জামাটা খুলে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল, এবং পথিক যখন হেদদের বাড়ীতে ভোজন পান করল, তখন সে গাধাটিকে খড় ও খাবার দিল, আর সে রাতে সেখানেই রইল।

24 আর ভোরবেলা পথিক তার যাত্রা শুরু করার জন্য খুব ভোরে উঠল, তখন হেদদ তাকে বলল, "থাকো, এক টুকরো রুটি দিয়ে তোমার মনকে শান্ত করো এবং তারপর চলে যাও।" লোকটি তাই করল; সে তার সাথে রইল, আর তারা দুজনে দিনের বেলা একসাথে ভোজন পান করল, যখন লোকটি যাওয়ার জন্য উঠল।

25 হেদদ তাকে বলল, "দেখ, এখন দিন শেষ হয়ে আসছে, তোমার মন শান্ত হবে, তাই সারা রাত থাকাই ভালো।" সে তাকে এত জোর করল যে সে সারা রাত সেখানেই থাকল, দ্বিতীয় দিন সে চলে যাওয়ার জন্য খুব ভোরে উঠে পড়ল, কিন্তু হেদদ তাকে জোর করে বলল, "এক টুকরো রুটি দিয়ে তোমার মন শান্ত করো, তারপর যাও।" সে দ্বিতীয় দিনও তার সাথে থাকল এবং খাওয়া-দাওয়া করল, তারপর লোকটি তার যাত্রা শুরু করার জন্য উঠে পড়ল।

26 হেদদ তাকে বললেন, "দেখ, এখন দিন শেষ হয়ে আসছে। তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমার কাছে থাকো। সকালে উঠে তোমার পথে চলে যাও।"

27 কিন্তু লোকটি থাকতে রাজি হল না, বরং উঠে তার গাধায় জিন চাপাল। সে যখন তার গাধায় জিন চাপাচ্ছিল, তখন হেদদের স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, "দেখ, এই লোকটি দুদিন ধরে আমাদের সাথে খাচ্ছে এবং পান করছে, কিন্তু আমাদের কিছুই দেয়নি, আর এখন কি সে আমাদের কিছু না দিয়ে চলে যাবে?" হেদদ তাকে বলল, "চুপ কর।"

28 লোকটি তার গাধার উপর জিন চাপাল এবং হেদাদের কাছে গাধার উপর বাঁধার জন্য দড়ি এবং পোশাক চাইল।

29 হেদদ তাকে বললেন, "তুমি কি বলছো?" সে বলল, "হে আমার প্রভু, তুমি তোমার ঘরে যে দড়ি এবং নানা রঙের পোশাক লুকিয়ে রেখেছিলে, তা আমাকে দাও, যাতে আমি তার যত্ন নিতে পারি।"

30 হেদদ লোকটিকে উত্তর দিলেন, "এই হল তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যে দড়ি তুমি দেখেছ, তার অর্থ হল তোমার আয়ু দড়ির মতো দীর্ঘ হবে, এবং সমস্ত ধরণের রঙে রঞ্জিত চাদর দেখার অর্থ হল তোমার একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র থাকবে যেখানে তুমি সমস্ত ফলের গাছ লাগাবে।"

31 পথিক উত্তরে বলল, "তা নয় প্রভু, কারণ আমি যখন আপনাকে দড়ি এবং বিভিন্ন রঙের বোনা একটি জামা দিয়েছিলাম, তখন আমি জেগে ছিলাম, যা আপনি আমার জন্য রাখার জন্য গাধা থেকে খুলে দিয়েছিলেন।" হেদদ উত্তরে বললেন, "আমি অবশ্যই আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলেছি এবং এটি একটি ভালো স্বপ্ন, এবং এটিই এর ব্যাখ্যা।"

32 "এখন মনুষ্যসন্তানরা আমাকে চার টুকরো রূপা দেয়, যা স্বপ্নের অর্থ বোঝানোর দায়িত্ব আমার, আর তোমার কাছ থেকে আমি কেবল তিন টুকরো রূপা চাই।
33 হেদদের কথা শুনে সেই ব্যক্তি রেগে গেল এবং খুব কাঁদতে লাগল। সে হেদদকে সদোমের বিচারক সেরাকের কাছে নিয়ে গেল।
34 সেই ব্যক্তি বিচারক সেরাকের সামনে তার মামলা পেশ করলে, হেদাদ উত্তর দিলেন, "তা নয়, বরং ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়িয়েছে;" বিচারক পথিককে বললেন, "এই ব্যক্তি হেদাদ তোমাকে সত্য কথা বলেছে, কারণ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য সে শহরে শহরে বিখ্যাত।"
৩৫ বিচারকের কথা শুনে লোকটি চিৎকার করে বলল, "না, আমার প্রভু, কারণ যেদিন আমি তাকে গাধার উপর দড়ি এবং পোশাক দিয়েছিলাম, যাতে সে তার বাড়িতে ঢুকতে পারে।" তখন তারা উভয়েই বিচারকের সামনে তর্ক করেছিল, একজন বলল, "ব্যাপারটা এমনই ছিল, আর অন্যজন বলল অন্য কথা।"
36 তখন হেদদ সেই ব্যক্তিকে বললেন, "স্বপ্নের অর্থের জন্য আমি যে চারটা রূপা নিই, তা আমাকে দাও; আমি কোন ছাড় দেব না; আর তুমি আমার ঘরে যে চারটি খাবার খেয়েছ তার খরচও আমাকে দাও।"
37 সেই ব্যক্তি হেদদকে বলল, "তোমার বাড়িতে আমি যা খেয়েছি তার জন্য আমি তোমাকে অবশ্যই মূল্য দেব। কেবল তুমি যে দড়ি এবং পোশাকটি তোমার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলে তা আমাকে দাও।"
38 তখন হেদদ বিচারকের সামনে উত্তর দিয়ে লোকটিকে বললেন, "আমি কি তোমাকে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিনি? দড়ির অর্থ হল তোমার আয়ু দীর্ঘ হবে দড়ির মতো, আর আবরণের অর্থ হল তোমার একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র থাকবে যেখানে তুমি সব ধরণের ফলের গাছ লাগাবে।"
39 তোমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা এই, এখন তুমি আমাকে চার টুকরো রূপা দাও যা আমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাই, কারণ আমি তোমাকে কোন ছাড় দেব না।
40 হেদাদের কথা শুনে লোকটি চিৎকার করে উঠল এবং তারা উভয়েই বিচারকের সামনে ঝগড়া করতে লাগল। বিচারক তার দাসদের আদেশ দিলেন, তারা তাদের তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বের করে দিল।
41 আর তারা বিচারকের কাছ থেকে ঝগড়া করতে করতে চলে গেল, যখন সদোমের লোকেরা তাদের কথা শুনতে পেল, এবং তাদের চারপাশে জড়ো হয়ে সেই বিদেশীর বিরুদ্ধে চিৎকার করতে লাগল, এবং তারা তাকে তাড়াহুড়ো করে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল।
42 আর লোকটি তিক্ত আত্মার সাথে তার গাধার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করল, বিলাপ ও কাঁদতে কাঁদতে।
43 আর যখন সে যাচ্ছিল, তখন সে সদোমের কলুষিত নগরীতে তার প্রতি যা ঘটেছিল তার জন্য কাঁদছিল।

অধ্যায় ১৯

1 আর সদোম নগরের চার নগরের জন্য চার জন বিচারক ছিলেন; আর তাদের নাম ছিল, সদোম নগরে সেরক, ঘমোরায় শার্দ, অদ্মায় সব্নক এবং সবোয়িমে মেনন।
২ আর ইব্রাহিমের দাস ইলীয়েষর তাদের বিভিন্ন নাম প্রয়োগ করলেন, এবং তিনি সেরাককে শক্রা, শার্কাদকে শক্রুরা, জেবনাককে কেজোবিম এবং মেননকে মাতজলোদিনে রূপান্তরিত করলেন।
৩ আর তাদের চারজন বিচারকের ইচ্ছায় সদোম ও ঘমোরার লোকেরা শহরের রাস্তায় বিছানা তৈরি করত, আর যদি কেউ এই জায়গায় আসত, তাহলে তারা তাকে ধরে তাদের বিছানার একটিতে নিয়ে যেত এবং জোর করে সেই বিছানায় শুইয়ে দিত।
৪ আর যখন সে শুয়ে পড়ত, তখন তিনজন লোক তার মাথার কাছে এবং তিনজন তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বিছানার দৈর্ঘ্য দিয়ে মাপত। যদি লোকটি বিছানার চেয়ে ছোট হত, তাহলে এই ছয়জন লোক তাকে দুই প্রান্তে প্রসারিত করত, আর যখন সে তাদের ডাকত, তখন তারা তার উত্তর দিত না।
৫ আর যদি সে বিছানার চেয়ে লম্বা হত, তাহলে তারা বিছানার দুই পাশকে দুই প্রান্তে একত্রিত করত, যতক্ষণ না লোকটি মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে যেত।
6 আর যদি সে তাদের কাছে চিৎকার করতে থাকে, তাহলে তারা তাকে উত্তর দিত, "আমাদের দেশে প্রবেশকারী ব্যক্তির প্রতি এইরূপ করা হবে।"
৭ সদোম নগরের লোকেরা যা যা করেছে, তা যখন লোকেরা শুনল, তখন তারা সেখানে যেতে নিষেধ করল।
৮ আর যখন কোন দরিদ্র লোক তাদের দেশে আসত, তখন তারা তাকে সোনা-রূপা দিত এবং সারা শহরে ঘোষণা করত যে তাকে এক টুকরো রুটিও খেতে দেওয়া হবে না। আর যদি সেই বিদেশী লোকটি কয়েকদিন সেখানে থাকে এবং এক টুকরো রুটিও না পেয়ে ক্ষুধায় মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যুর পর শহরের সমস্ত লোক এসে তাদের দেওয়া সোনা-রূপা নিয়ে যেত।
9 আর যারা তাকে যে রূপা বা সোনা দিয়েছিল তা চিনতে পারত তারা তা ফিরিয়ে নিত, এবং তার মৃত্যুর সময় তারা তার পোশাকও খুলে ফেলত, এবং তারা সেগুলি নিয়ে লড়াই করত, এবং যে তার প্রতিবেশীর উপর জয়লাভ করত সে তা নিয়ে নিত।
১০ এরপর তারা তাকে বহন করে মরুভূমির কোন ঝোপের নীচে কবর দিত; তাদের দেশে যারা তাদের কাছে এসে মারা যেত তাদের সাথে তারা সারাদিন এইরকম ব্যবহার করত।
১১ পরে সারা লোটের সাথে দেখা করার জন্য এবং তার খবর নেওয়ার জন্য ইলীয়েষরকে সদোমে পাঠালেন।
১২ পরে ইলীয়েষর সদোমে গেলেন, আর সদোমের এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হল, যিনি একজন বিদেশীর সাথে ঝগড়া করছিলেন। সদোমের সেই ব্যক্তি সেই দরিদ্র লোকটির সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে চলে গেলেন।
১৩ আর সেই দরিদ্র লোকটি সদোমের লোকটির প্রতি যা করেছিল তার জন্য ইলীয়েষরের কাছে কাঁদল এবং তাঁর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করল।
14 তখন তিনি তাকে বললেন, "তোমার দেশে যে দরিদ্র লোকটি এসেছিল, তার প্রতি তুমি কেন এমন ব্যবহার করছ?"
১৫ তখন সদোমের সেই ব্যক্তি ইলীয়েষরকে উত্তর করিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তি কি তোমার ভাই, না সদোমের লোকেরা

আজ তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করিয়াছে যে, তুমি এই ব্যক্তির বিষয়ে কথা বলছ?
১৬ আর ইলীয়েষর সেই দরিদ্র লোকটির জন্য সদোমের লোকটির সাথে ঝগড়া করতে লাগলেন। আর যখন ইলীয়েষর সদোমের লোকটির কাছ থেকে সেই দরিদ্র লোকটির কাপড় ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে গেলেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ি করে পাথর দিয়ে ইলীয়েষরের কপালে আঘাত করলেন।
১৭ আর ইলীয়েষরের কপাল থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। সেই ব্যক্তি রক্ত দেখে ইলীয়েষরকে ধরে বলল, "তোমার কপালে যে মন্দ রক্ত ছিল তা দূর করার জন্য আমার বেতন আমাকে দাও, কারণ আমাদের দেশের রীতি ও আইন এই।"
১৮ তখন ইলীয়েষর তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছ, এবং তোমার বেতন চাহিলে; কিন্তু ইলীয়েষর সদোমের লোকের কথায় কর্ণপাত করিল না।
১৯ সেই ব্যক্তি ইলীয়েষরকে ধরে সদোমের বিচারক শক্রের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে গেল।
20তখন সেই ব্যক্তি বিচারককে কহিল, আমার প্রভু, বিনয় করি, এই ব্যক্তি এইরূপ করিয়াছে; আমি তাহাকে এমন এক পাথর দিয়া আঘাত করিয়াছি যে, তাহার কপাল হইতে রক্ত পড়িয়া গিয়াছে, এবং সে আমাকে আমার বেতন দিতে রাজি নয়।
21তখন বিচারক ইলীয়েষরকে কহিলেন, এই ব্যক্তি তোমার কাছে সত্য কথা কহে, তাহাকে তাহার বেতন দেও, কারণ আমাদের দেশে এই রীতি আছে; আর ইলীয়েষর বিচারকের কথা শুনিয়া একখানি পাথর তুলিয়া বিচারককে আঘাত করিলেন, তাহাতে সেই পাথর তাহার কপালে লাগিল, এবং বিচারকের কপাল হইতে প্রচুর রক্ত পড়িল; আর ইলীয়েষর কহিলেন, যদি তোমার দেশের এই রীতি হয়, তবে তুমি এই ব্যক্তিকে যাহা দেও, তাহা দেও; কারণ এই তোমার সিদ্ধান্ত ছিল, তুমিই তাহা আদেশ করিয়াছ।
22পরে ইলীয়েষর সদোমের সেই ব্যক্তিকে বিচারকের কাছে রেখে চলে গেলেন।
23 আর যখন এলমের রাজারা সদোমের রাজাদের সাথে যুদ্ধ করল, তখন এলমের রাজারা সদোমের সমস্ত সম্পত্তি দখল করল, এবং লোটকে বন্দী করে নিয়ে গেল, তার সম্পত্তি সহ। যখন অব্রাহামকে এই কথা জানানো হল, তখন তিনি গিয়ে এলমের রাজাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, এবং তাদের হাত থেকে লোটের সমস্ত সম্পত্তি এবং সদোমের সম্পত্তি উদ্ধার করলেন।
24 সেই সময় লোটের স্ত্রীর একটি কন্যা প্রসব হল, আর তিনি তার নাম পল্টীথ রাখলেন, কারণ তিনি বললেন, "ঈশ্বর তাকে এবং তার সমস্ত পরিবারকে এলমের রাজাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" আর লোটের কন্যা পল্টীথ বড় হতে লাগলেন, আর সদোমের একজন লোক তাকে বিয়ে করলেন।
25আর এক দরিদ্র লোক ভরণপোষণের আশায় নগরে আসিল, এবং সে নগরে কিছুদিন রহিল; আর সদোমের সমস্ত লোক তাহাকে এক টুকরো রুটিও না খাওয়ার জন্য ঘোষণা করিল, যতক্ষণ না সে ভূমিতে মরিয়া যায়, এবং তাহারা তাহাই করিল।
২৬ আর লোটের কন্যা পল্টীথ দেখল যে, এই লোকটি ক্ষুধায় অভুক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে, আর কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু দেয়নি, আর সে একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছিল।
27 আর সেই লোকটির জন্য তার প্রাণ করুণায় ভরে গেল, এবং সে অনেক দিন ধরে গোপনে তাকে রুটি খাইয়ে দিল, আর তাতে এই লোকটির প্রাণ সজীব হয়ে উঠল।
28কারণ যখন সে জল আনতে যেত, তখন সে কলসীতে রুটি রাখত, আর যখন সে দরিদ্র লোকটির কাছে আসত, তখন কলসী থেকে রুটি নিয়ে তাকে খেতে দিত; সে অনেক দিন ধরে এইভাবে করত।
29 আর সদোম ও ঘমোরার সমস্ত লোক অবাক হয়ে ভাবছিল যে এই লোকটি এত দিন ধরে অনাহার সহ্য করতে পারে কিভাবে?
30তারা একে অপরকে বলল, "এটা হতে পারে যে সে খায় এবং পান করে, কারণ কেউ এত দিন ধরে ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না, অথবা এই লোকটির মতো বাঁচতে পারে না, এমনকি তার মুখের পরিবর্তন না করে।" আর তিনজন লোক এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রইল যেখানে সেই দরিদ্র লোকটি ছিল, যাতে জানতে পারে যে কে তাকে খেতে রুটি এনেছে।
31 সেই দিন লোটের কন্যা পল্টীথ জল আনতে বেরিয়ে গেল, আর তার কলসীতে রুটি রাখল, আর গরীব লোকটির ঘরের কাছে জল তুলতে গেল, আর কলসী থেকে রুটি বের করে গরীব লোকটিকে দিল, আর সে তা খেল।
32 আর তিনজন লোক পল্‌তিথ দরিদ্র লোকটির সাথে যা করেছে তা দেখেছিল এবং তাকে বলল, "তাহলে তুমিই তাকে সাহায্য করেছ, এবং তাই সে ক্ষুধার্ত হয়নি, চেহারা পরিবর্তন করেনি বা অন্যদের মতো মারা যায়নি।"
33আর সেই তিনজন লোক যে জায়গায় লুকিয়ে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে পল্‌তীথ ও দরিদ্র লোকটির হাতে থাকা রুটি নিয়ে আসল।
34তারা পল্টীথকে ধরে তাদের বিচারকদের সামনে নিয়ে গেল; তারা তাদের বলল, "সে এই কাজ করেছে, আর সেই দরিদ্র লোকটিকে রুটি দিয়েছিল, তাই এতদিন সে মারা যায়নি; অতএব এখন আমাদের আইন লঙঘনের জন্য এই মহিলার শাস্তি আমাদের কাছে ঘোষণা করো।"
৩৫ তখন সদোম ও ঘমোরার লোকেরা একত্রিত হয়ে শহরের রাস্তায় আগুন জ্বালালো। তারা সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরে আগুনে ফেলে দিল, আর সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
৩৬ আর অদ্মা শহরে একজন স্ত্রীলোক ছিল যার সাথে তারা একই রকম ব্যবহার করেছিল।
37কারণ একজন পথিক সকালবেলা বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছায় সারা রাত সেখানে থাকার জন্য অদমা নগরে এসেছিল, আর সেই স্থানে পৌঁছানোর পর সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সে সেখানে থাকার জন্য সেই যুবতীর বাবার বাড়ির দরজার সামনে বসেছিল; আর সেই যুবতী তাকে ঘরের দরজার কাছে বসে থাকতে দেখেছিল।
38 তারপর সে তাকে জল খেতে বলল, সে বলল, "তুমি কে?" সে তাকে বলল, "আজ আমি পথে যাচ্ছিলাম, আর সূর্যাস্তের সময় এখানে পৌঁছেছি, তাই আমি সারা রাত

এখানে থাকব, আর সকালে ভোরে উঠে আমার যাত্রা শুরু করব।"
39তখন সেই যুবতী ঘরে ঢুকে লোকটিকে খাওয়া-দাওয়ার জন্য রুটি ও জল এনে দিল।
40 এই ঘটনা অদ্মার লোকদের জানাজানি হয়ে গেল। তারা জড়ো হয়ে বিচারকদের সামনে সেই যুবতীকে নিয়ে গেল, যাতে তারা তার এই কাজের জন্য তার বিচার করতে পারে।
41 বিচারক বললেন, "এই স্ত্রীলোকটি আমাদের আইন লঙ্ঘন করেছে বলে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত, আর তাই তার বিষয়ে এই রায়।"
42 তখন সেই শহরের লোকেরা একত্রিত হয়ে সেই যুবতীকে বের করে আনল এবং বিচারকের আদেশ অনুসারে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মধু মাখিয়ে দিল। তারা তাকে মৌমাছির ঝাঁকের সামনে রাখল, যারা তখন তাদের মৌচাকে ছিল। মৌমাছিরা তাকে এমনভাবে কামড়াল যে তার সমস্ত শরীর ফুলে গেল।
৪৩ আর যুবতী মৌমাছিদের ভয়ে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কেউ তার দিকে খেয়াল করল না বা তার প্রতি করুণা করল না, এবং তার কান্না স্বর্গে উঠে গেল।
44 এই ঘটনায় এবং সদোম নগরের সমস্ত কার্যকলাপে সদাপ্রভু ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ তাদের প্রচুর খাদ্য ছিল এবং তাদের মধ্যে শান্তি ছিল, তবুও তারা দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতিপালন করতে রাজি ছিল না, এবং সেই দিনগুলিতে তাদের মন্দ কাজ ও পাপ প্রভুর সামনে অনেক বেড়ে গেল।
৪৫ আর সদোম ও তার শহরগুলো ধ্বংস করার জন্য প্রভু অব্রাহামের বাড়িতে আসা দুজন স্বর্গদূতকে ডেকে পাঠালেন।
৪৬ ভোজন ও পান করার পর ফেরেশতারা অব্রাহামের তাঁবুর দরজা থেকে উঠে এলেন এবং সন্ধ্যাবেলা সদোমে পৌঁছালেন। লোট তখন সদোমের দরজায় বসে ছিলেন। তাদের দেখে তিনি তাদের সাথে দেখা করার জন্য উঠে মাটিতে উবুড় হয়ে প্রণাম করলেন।
47 তারপর সে তাদের খুব পীড়াপীড়ি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল এবং তাদের খাবার দিল, যা তারা খেল এবং তারা সারা রাত তার বাড়িতেই রইল।
48আর দূতেরা লোটকে বললেন, উঠ, তুমি ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি এই স্থান থেকে বেরিয়ে যাও, পাছে এই নগরের পাপে তুমি বিনষ্ট হও, কারণ সদাপ্রভু এই স্থান ধ্বংস করবেন।
49তখন স্বর্গদূতেরা লোটের, তার স্ত্রীর, তার সন্তানদের এবং তার সমস্ত সম্পত্তির হাত ধরে তাকে বাইরে এনে নগরের বাইরে রাখলেন।
৫০ তারা লোটকে বলল, "প্রাণের জন্য পালাও।" এতে সে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে গেল।
51 তারপর প্রভু স্বর্গ থেকে সদোম, ঘমোরা এবং এই সমস্ত শহরের উপর গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন।
52আর তিনি এই নগরগুলি, সমস্ত সমভূমি, নগরগুলির সমস্ত বাসিন্দা এবং ভূমিতে উৎপন্ন সকল বস্তু উল্টে ফেললেন; আর লোটের স্ত্রী আদো নগরগুলির ধ্বংস দেখার জন্য পিছনে ফিরে তাকালেন, কারণ সদোমে রয়ে যাওয়া তার কন্যাদের জন্য তার করুণা হয়েছিল, কারণ তারা তার সাথে যায় নি।
৫৩ আর যখন সে পিছনে ফিরে তাকাল, তখন সে লবণের স্তম্ভে পরিণত হল, এবং আজও সেই স্থানে তা আছে।
৫৪ আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা বলদগুলো প্রতিদিন তাদের পায়ের আঙুল পর্যন্ত লবণ চেটে খাতো, আর সকালে তা নতুন করে বেরিয়ে আসতো, আর আজও তারা তা চেটে খায়।
55 কিন্তু লোট এবং তার সাথে থাকা তার দুই মেয়ে পালিয়ে অদুল্লমের গুহায় পালিয়ে গেল এবং সেখানে কিছু সময়ের জন্য রইল।
56আর অব্রাহাম ভোরে উঠিয়া সদোম নগরগুলির কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিতে লাগিলেন; আর তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর নগরগুলির ধোঁয়া অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ার ন্যায় উঠিতেছে।
৫৭ আর লোট ও তার দুই মেয়ে গুহায় রইলেন, আর তারা তাদের বাবাকে দ্রাক্ষারস পান করালেন এবং তার সাথে শয়ন করলেন, কারণ তারা বললেন যে পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে তাদের থেকে বীজ উৎপাদন করতে পারে, কারণ তারা ভেবেছিলেন যে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে।
58পরে তাহারা উভয়ে আপন আপন পিতার সহিত শয়ন করিল, এবং তাহারা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল; এবং জ্যেষ্ঠ কন্যা আপন পুত্রের নাম মোয়াব রাখিল, কহিল, আমি আপন পিতা হইতে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি; সে অদ্য পর্যন্ত মোয়াবীয়দের পিতা।
59 আর ছোট মেয়েটি তার ছেলের নাম রাখল বিন্যামী; সে আজও অম্মোনীয়দের আদিপিতা।
60এর পরে লোট ও তাঁর দুই মেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং তাঁর দুই মেয়ে ও তাদের ছেলেদের নিয়ে যর্দনের ওপারে বাস করতে লাগলেন। লোটের ছেলেরা বড় হয়ে উঠল এবং কনান দেশ থেকে গিয়ে বিয়ে করল। তাদের সন্তানসন্ততি হল এবং তারা ফলবান ও বহুবংশ হল।

অধ্যায় ২০

১ সেই সময় অব্রাহাম মম্রির এলোন গাছ থেকে যাত্রা করে পলেষ্টীয়দের দেশে গেলেন এবং গরারে বাস করতে লাগলেন; কনানে অব্রাহামের থাকার পঁচিশতম বছরে এবং অব্রাহামের জীবনের একশতম বছরে তিনি পলেষ্টীয়দের দেশের গরারে উপস্থিত হলেন।
2তারা যখন দেশে প্রবেশ করল, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী সারাকে বললেন, "কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাকে তুমি আমার বোন বলে দিও, যাতে আমরা এই দেশবাসীদের অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে পারি।"
৩ আর যখন অব্রাহাম পলেষ্টীয়দের দেশে বাস করছিলেন, তখন পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের দাসেরা দেখল যে, সারা অত্যন্ত সুন্দরী; আর তারা অব্রাহামকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল; আর সে বলল, "সে আমার বোন।"
৪ পরে অবীমেলকের দাসেরা অবীমেলকের কাছে গিয়া কহিল, কনান দেশ হইতে এক ব্যক্তি এই দেশে বাস করিতে

আসিয়াছেন, আর তাহার এক ভগিনী আছে, সে অতি সুন্দরী।
5 অবীমেলক তাঁর দাসেরা সারার প্রশংসা করছিল, আর তিনি তাঁর দাসদের কথা শুনতে পেলেন। তারা সারাকে রাজার কাছে নিয়ে এলেন।
6 সারা অবীমেলকের বাড়ীতে এলেন। রাজা দেখলেন সারা সুন্দরী, আর তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।
৭ তখন তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, "যার সাথে তুমি আমাদের দেশে এসেছ, সেই লোকটি তোমার কি?" সারা উত্তর দিলেন, "সে আমার ভাই, আর আমরা কনান দেশ থেকে এসেছি, যেখানেই থাকতে পারি, সেখানেই থাকব।"
৮ আর আবিমেলক সারাকে বললেন, দেখ, আমার দেশ তোমার সম্মুখে। তোমার ভাইকে এই দেশের যে কোন স্থানে তোমার ইচ্ছামত স্থাপন করো; আর আমাদের কর্তব্য হবে তাকে এই দেশের সকল লোকের উপরে উন্নত করা, কারণ সে তোমার ভাই।
9 তখন অবীমেলক অব্রাহামকে ডেকে পাঠালেন, আর অব্রাহাম অবীমেলকের কাছে আসলেন।
১০ অবীমেলক অব্রাহামকে বললেন, "দেখ, আমি তোমার বোন সারার জন্য তোমার ইচ্ছানুযায়ী সম্মান পাওয়ার আদেশ দিয়েছি।"
১১ অব্রাহাম রাজার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর রাজার উপহার তাঁর পিছনে পিছনে গেল।
১২ সন্ধ্যাবেলায় লোকেদের বিশ্রামের আগে রাজা তাঁর সিংহাসনে বসেছিলেন, আর তাঁর উপর গভীর ঘুম নেমে এল, আর তিনি সিংহাসনে শুয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইলেন।
১৩ আর তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, সদাপ্রভুর এক দূত হাতে খোলা তরবারি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছেন; আর সেই দূত অবীমেলকের উপরে দাঁড়িয়ে তরবারি দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন। তখন রাজা স্বপ্নে ভীত হয়ে দূতকে বললেন, "আমি তোমার বিরুদ্ধে কি পাপ করেছি যে, তুমি তোমার তরবারি দিয়ে আমাকে হত্যা করতে এসেছো?"
১৪ তখন দূত উত্তর করিয়া অবীমেলককে কহিলেন, দেখ, তুমি গতরাতে যে স্ত্রীলোককে তোমার গৃহে আনিয়াছ, তাহার জন্যই তোমার মৃত্যু হইবে; কারণ সে বিবাহিতা, অব্রাহামের স্ত্রী, যে তোমার গৃহে আসিয়াছিল; অতএব এখন সেই পুরুষকে তাহার স্ত্রী ফিরাইয়া দেও, কারণ সে তাহার স্ত্রী; আর যদি তাহা ফিরাইয়া না দাও, তবে জানিও যে, তুমি ও তোমার সকলে নিশ্চয়ই মরিবে।
১৫ সেই রাতে পলেষ্টীয়দের দেশে মহা হৈচৈ শুরু হল। সেই দেশের লোকেরা একজন লোককে হাতে খোলা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই তরবারি দিয়ে দেশবাসীদের আঘাত করল, এমনকি তাদের আঘাত করতেই থাকল।
১৬ সেই রাতেই প্রভুর দূত পলেষ্টীয়দের সমস্ত দেশকে আঘাত করলেন, আর সেই রাতে এবং পরের দিন সকালেও মহা গোলমাল হল।
১৭ সকলের গর্ভ বন্ধ হয়ে গেল, তাদের সকলের প্রসব বন্ধ হয়ে গেল। অব্রাহামের স্ত্রী সারার জন্য, যাকে অবীমেলক গ্রহণ করেছিলেন, প্রভুর হাত তাদের উপরে ছিল।
১৮ ভোরবেলা অবীমেলক ভীত, বিচলিত ও ভীষণ ভয়ে উঠলেন। তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁর দাসদের ডেকে তাদের কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। তাতে লোকেরা খুবই ভীত হয়ে পড়ল।
১৯ রাজার দাসদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোক রাজাকে উত্তর দিয়ে বলল, "হে মহারাজ, এই মহিলাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিন, কারণ সে তার স্বামী, কারণ মিশরের রাজা যখন মিশরে এসেছিলেন তখনও একই ঘটনা ঘটেছিল।"
20 আর তিনি তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে বললেন, "সে আমার বোন, কারণ যখন সে বিদেশী দেশে বাস করতে আসে তখন তার এইরকম আচরণ হয়।"
২১ ফরৌণ লোক পাঠিয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করলেন। আর সদাপ্রভু তাঁর উপর ভীষণ যন্ত্রণা আনলেন, যতক্ষণ না তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন।
22 অতএব, হে মহারাজ, গত রাত্রে সমগ্র দেশে কি ঘটেছিল তা জেনে নিন, কারণ সেখানে খুব ভয়, খুব ব্যথা এবং বিলাপ হয়েছিল; আর আমরা জানি যে, আপনি যে স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন তার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।
23অতএব এখন এই স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দাও, পাছে মিসরের রাজা ফরৌণ ও তার প্রজাদের প্রতি যেমন ঘটেছিল, আমাদেরও তেমনি হয়, আর আমরাও মারা না যাই।" তখন অবীমেলক তাড়াতাড়ি করে সারাকে ডাকলেন, আর তিনি তাঁর কাছে আসলেন; তিনি অব্রাহামকে ডাকলেন, আর তিনি তাঁর কাছে আসলেন।
24 অবীমেলক তাদের বললেন, "তোমরা নিজেদের ভাই-বোন বলে এ কি কাজ করছো, অথচ আমি এই স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করেছিলাম?"
25তখন অব্রাহাম বললেন, "আমি ভেবেছিলাম আমার স্ত্রীর জন্য আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।" আর অবীমেলক ভেড়া, গরু, দাসদাসী এবং এক হাজার রূপা অব্রাহামকে দিলেন, আর সারাকেও তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন।
২৬ আর অবীমেলক অব্রাহামকে কহিলেন, দেখ, সমগ্র দেশ তোমার সম্মুখে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাস কর।
২৭ অব্রাহাম ও তাঁর স্ত্রী সারা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে রাজার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং গরারে, অর্থাৎ সেই দেশে বাস করতে লাগলেন।
28 আর সারার জন্য ফেরেশতা সারা রাত ধরে যে মহামারী তাদের উপর এনেছিলেন, তাতে পলেষ্টীয়দের দেশের সমস্ত বাসিন্দা এবং রাজার কর্মচারীরা এখনও যন্ত্রণায় কাতর ছিল।
29তখন অবীমেলক অব্রাহামকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, "আপনার দাসদের জন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের মধ্য থেকে এই মরণশীলতা দূর করেন।"
30আর অব্রাহাম অবীমেলক ও তার প্রজাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, আর প্রভু অব্রাহামের প্রার্থনা শুনলেন, এবং অবীমেলক ও তার সমস্ত প্রজাদের সুস্থ করলেন।

অধ্যায় ২১

1 পলেষ্টীয়দের দেশে গরারে অব্রাহামের বাসস্থানের এক বছর চার মাস পর ঈশ্বর সারার দেখা পেলেন এবং প্রভু তাঁর কথা স্মরণ করলেন। তিনি গর্ভবতী হয়ে অব্রাহামের জন্য একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন।
2 আর অব্রাহাম সারার গর্ভে জন্ম নেওয়া পুত্রের নাম রাখলেন ইসহাক।
3আর ঈশ্বর অব্রাহামকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, তেমনি অব্রাহাম আট দিন বয়সে তাঁর পুত্র ইস্হাকের সুন্নত করলেন; আর যখন ইস্হাকের জন্ম হয়, তখন অব্রাহামের বয়স একশো বছর এবং সারার বয়স নব্বই বছর।
4 পরে বালকটি বড় হইল, এবং তাহার দুধ ছাড়িয়া গেল; আর ইস্হাকের দুধ ছাড়িয়াছাি্রি দিনে অব্রাহাম এক মহাভোজের আয়োজন করিলেন।
৫ আর শেম, এবর এবং দেশের সমস্ত মহান ব্যক্তি, পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক, তাঁর দাসেরা এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপতি ফীখোল, অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসহাকের দুধ ছাড়ানোর দিনে যে ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে ভোজন পান ও আনন্দ করতে এসেছিলেন।
6আর অব্রাহামের পিতা তেরহ ও তাঁর ভাই নাহোর, হারণ থেকে এসেছিলেন, তারা এবং তাদের পরিবারের সকলেই, কারণ সারার একটি পুত্রের জন্ম হয়েছে শুনে তারা খুব আনন্দিত হয়েছিল।
৭ পরে তারা অব্রাহামের কাছে এসে ইসহাকের দুধ ছাড়ানোর দিনে অব্রাহাম যে ভোজ দিয়েছিলেন, তাতে তারা ভোজন পান করল।
8 আর তেরহ ও নাহোর অব্রাহামের সাথে আনন্দ করলেন, এবং পলেষ্টীয়দের দেশে তাঁর সাথে অনেক দিন থাকলেন।
9অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের জন্মের প্রথম বছরে, রিয়ূর পুত্র সরূগ মারা গেলেন।
১০ সরূগের মোট দুই শত ঊনচল্লিশ বছর বয়স হলে তিনি মারা গেলেন।
১১ আর সেই সময়ে অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েল বড় হয়েছিলেন; সারা যখন অব্রাহামের জন্য ইস্হাকের জন্ম দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর।
১২ আর ঈশ্বর অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েলের সহবর্তী ছিলেন, এবং তিনি বড় হয়ে ধনুক চালাতে শিখলেন এবং একজন তীরন্দাজ হলেন।
১৩ আর ইস্হাকের পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁবুর দরজায় ইশ্মায়েলের সাথে বসে ছিলেন।
১৪ তখন ইশ্মায়েল ইসহাকের কাছে এসে তার সামনে বসলেন। তিনি ধনুকটি টেনে তাতে তীর ঢুকিয়ে ইসহাককে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন।
১৫ ইশ্মায়েল তাঁর পুত্র ইস্হাকের প্রতি যে কাজ করতে চেয়েছিলেন তা সারা দেখলেন এবং পুত্রের জন্য তাঁর খুব মন খারাপ হল। তিনি অব্রাহামকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "এই দাসী ও তার পুত্রকে তাড়িয়ে দিন, কারণ তার পুত্র আমার পুত্রের সাথে উত্তরাধিকারী হবে না, কারণ আজ সে তার প্রতি এই রকম করতে চেয়েছিল।"
১৬ অব্রাহাম সারার কথা শুনলেন। তিনি খুব ভোরে উঠে বারোটি রুটি ও এক বোতল জল নিয়ে হাগারকে দিলেন। হাগারকে তার ছেলের সাথে বিদায় করলেন। হাগার তার ছেলের সাথে প্রান্তরে গেলেন। তারা পারণ প্রান্তরে মরুভূমির বাসিন্দাদের সাথে বাস করতে লাগল। ইশ্মায়েল একজন তীরন্দাজ ছিলেন এবং তিনি অনেক দিন মরুভূমিতে বাস করেছিলেন।
১৭ পরে তিনি ও তাঁর মা মিশরে গেলেন এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। হাগার তাঁর ছেলের জন্য মিশর থেকে একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন, তাঁর নাম ছিল মরীবা।
১৮ ইশ্মায়েলের স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর চার ছেলে ও দুই মেয়ে হল। এরপর ইশ্মায়েল, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা মরুভূমিতে ফিরে গেলেন।
১৯ আর তারা যে মরুভূমিতে বাস করত, সেখানে নিজেদের জন্য তাঁবু তৈরি করত এবং ভ্রমণ করত এবং তারপর মাসিক ও বার্ষিক বিশ্রাম নিত।
২০ আর ঈশ্বর ইশ্মায়েলকে তাঁর পিতা অব্রাহামের জন্য অনেক পশুপাল ও তাঁবু দিলেন, আর সেই ব্যক্তির পশুপাল বৃদ্ধি পেল।
21 আর ইশ্মায়েল মরুভূমিতে ও তাঁবুতে বাস করল, ভ্রমণ করল এবং অনেক দিন বিশ্রাম করল, কিন্তু সে তার পিতার মুখ দেখতে পেল না।
22 কিছুক্ষণ পরে অব্রাহাম তাঁর স্ত্রী সারাকে বললেন, "আমি আমার পুত্র ইশ্মায়েলের সাথে দেখা করতে যাব, কারণ আমি তাকে দেখতে চাই, কারণ অনেক দিন ধরে আমি তাকে দেখিনি।"
২৩ অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলকে খুঁজতে মরুভূমিতে তাঁর একটি উটে চড়ে গেলেন, কারণ তিনি শুনতে পেলেন যে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে মরুভূমিতে একটি তাঁবুতে বাস করছেন।
২৪ অব্রাহাম প্রান্তরে গেলেন, এবং দুপুরের দিকে ইশ্মায়েলের তাঁবুতে পৌঁছালেন, এবং ইশ্মায়েলের খোঁজ করলেন, আর দেখলেন ইশ্মায়েলের স্ত্রী তার সন্তানদের সাথে তাঁবুতে বসে আছেন, এবং তার স্বামী ইশ্মায়েল এবং তার মা তাদের সাথে ছিলেন না।
25আর অব্রাহাম ইশ্মায়েলের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইশ্মায়েল কোথায় গেছে?" তিনি বললেন, "সে শিকার করতে মাঠে গেছে, আর অব্রাহাম তখনও উটের পিঠে চড়ে বসে আছেন, কারণ তিনি মাটিতে নামতে চাননি, কারণ তিনি তাঁর স্ত্রী সারার কাছে শপথ করেছিলেন যে তিনি উট থেকে নামবেন না।"
26তখন অব্রাহাম ইশ্মায়েলের স্ত্রীকে বললেন, "হে আমার কন্যা, আমাকে একটু জল দাও, আমি পান করতে পারি, কারণ আমি যাত্রায় ক্লান্ত।"
27 তখন ইশ্মায়েলের স্ত্রী অব্রাহামকে উত্তর দিলেন, "আমাদের কাছে জলও নেই, রুটিও নেই।" তিনি তাঁবুতে বসে রইলেন এবং অব্রাহামকে লক্ষ্য করলেন না, জিজ্ঞাসাও করলেন না যে তিনি কে।
28 কিন্তু সে তাঁবুতে তার সন্তানদের মারছিল, এবং তাদের অভিশাপ দিচ্ছিল, এবং সে তার স্বামী ইশ্মায়েলকেও অভিশাপ দিয়েছিল এবং তাকে তিরস্কার করেছিল। ইব্রাহিম ইশ্মায়েলের স্ত্রীর কথা তার সন্তানদের কাছে শুনে খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

29তখন অব্রাহাম তাঁবু থেকে সেই স্ত্রীলোকটিকে ডাকলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি এসে অব্রাহামের সামনে দাঁড়াল, কারণ অব্রাহাম তখনও উটের পিঠে চড়ে ছিলেন।
৩০ অব্রাহাম ইশ্মায়েলের স্ত্রীকে বললেন, "তোমার স্বামী ইশ্মায়েল যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন তাকে এই কথাগুলো বলবে,
31 পলেষ্টীয়দের দেশ থেকে একজন অতি বৃদ্ধ লোক তোমার খোঁজে এখানে এসেছিল, আর তার চেহারা ও আকৃতি ছিল এইরকম; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি যে সে কে, আর তুমি এখানে ছিলে না বলে সে আমাকে বলল, তোমার স্বামী ইসমাইল ফিরে এলে তাকে এই কথা বলো, এই লোকটি বলেছে, তুমি যখন বাড়িতে আসবে তখন তাঁবুর এই পেরেকটি সরিয়ে ফেলো এবং তার জায়গায় আরেকটি পেরেক লাগাও।
32 অব্রাহাম স্ত্রীলোকটিকে তাঁর নির্দেশ শেষ করে উটে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।
33 এরপর ইশ্মায়েল ও তার মা তাড়া থেকে ফিরে এসে তাঁবুতে ফিরে এলেন। তার স্ত্রী তাকে এই কথাগুলো বললেন,
34 পলেষ্টীয়দের দেশ থেকে একজন অতি বৃদ্ধ লোক তোমার খোঁজ করতে এসেছিল, আর তার চেহারা ও আকৃতি ছিল এইরকম; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি যে সে কে, আর তুমি বাড়িতে ছিলে না দেখে সে আমাকে বলল, তোমার স্বামী বাড়িতে এলে তাকে বলো, বৃদ্ধ লোকটি এই কথা বলছে, তুমি এখানে যে তাঁবুর পেরেকটি স্থাপন করেছ তা সরিয়ে ফেলো এবং তার জায়গায় আরেকটি পেরেক লাগাও।
৩৫ ইশ্মায়েল তার স্ত্রীর কথা শুনে বুঝতে পারল যে, সে তার বাবা, আর তার স্ত্রী তাকে সম্মান করে না।
36 ইশ্মায়েল তার পিতার কথা বুঝতে পারলেন, যা তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, আর ইশ্মায়েল তার পিতার কথা শুনলেন, আর ইশ্মায়েল সেই স্ত্রীলোকটিকে ত্যাগ করলেন, আর সে চলে গেল।
37 এরপর ইশ্মায়েল কনান দেশে গেলেন এবং অন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন এবং তাকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেলেন যেখানে তিনি তখন থাকতেন।
38 তিন বছর পর অব্রাহাম বললেন, "আমি আবার যাব এবং আমার পুত্র ইশ্মায়েলকে দেখতে যাব, কারণ অনেক দিন ধরে আমি তাকে দেখিনি।"
39 তারপর তিনি উটের পিঠে চড়ে প্রান্তরে গেলেন এবং দুপুরের দিকে ইশ্মায়েলের তাঁবুতে পৌঁছালেন।
40 পরে তিনি ইশ্মায়েলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর তাঁর স্ত্রী তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন, আর বললেন, "প্রভু, তিনি এখানে নেই, কারণ তিনি মাঠে শিকার করতে এবং উটদের চরাতে গেছেন।" স্ত্রীলোকটি অব্রাহামকে বললেন, "প্রভু, আপনি তাঁবুতে ফিরে যান এবং এক টুকরো রুটি খান, কারণ যাত্রার জন্য আপনার প্রাণ ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"
41তখন অব্রাহাম তাকে বললেন, "আমি থামব না, কারণ আমার যাত্রা শুরু করার তাড়া আছে, কিন্তু আমাকে একটু জল পান করতে দাও, কারণ আমার পিপাসা পেয়েছে।" তখন সেই স্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে অব্রাহামের জন্য জল ও রুটি বের করে আনলেন, আর তা তাঁর সামনে রাখলেন এবং তাঁকে খেতে অনুরোধ করলেন। তাতে তিনি ভোজন পান করলেন এবং তাঁর হৃদয় সান্ত্বনা পেল এবং তিনি তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলকে আশীর্বাদ করলেন।
42 তারপর তিনি খাওয়া শেষ করে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ইশ্মায়েলের স্ত্রীকে বললেন, "ইশ্মায়েল যখন ঘরে ফিরে আসবে তখন তাকে এই কথাগুলো বলো,
43 পলেষ্টীয়দের দেশ থেকে একজন অতি বৃদ্ধ লোক এখানে এসে তোমার খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু তুমি এখানে ছিলে না; আমি তাকে রুটি ও জল বের করে এনেছিলাম, সে ভোজন ও পান করল এবং তার হৃদয় সান্ত্বনা পেল।
44 তিনি আমাকে এই কথাগুলি বললেন, তোমার স্বামী ইশ্মায়েল যখন বাড়িতে আসবে, তখন তাকে বলবে, 'তোমার যে তাঁবুতে পেরেক আছে তা খুব ভালো, তাঁবু থেকে সরিয়ে দিও না।'
45পরে অব্রাহাম স্ত্রীলোকটিকে আদেশ সমাপ্ত করিলেন, এবং পলেষ্টীয়দের দেশে আপন গৃহে রওনা হইলেন; আর ইশ্মায়েল তাঁবুতে আসিলে তাঁহার স্ত্রী আনন্দে ও প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন।
46 সে তাকে বলল, "পলেষ্টীয়দের দেশ থেকে একজন বৃদ্ধ লোক এখানে এসেছিল। তার চেহারা এমন ছিল। সে তোমার খোঁজ করছিল, কিন্তু তুমি এখানে ছিলে না। তাই আমি রুটি ও জল বের করে আনলাম। সে ভোজন ও পান করল এবং তার হৃদয় শান্ত হল।"
47 তিনি আমাকে এই কথা বললেন, "তোমার স্বামী ইশ্মায়েল যখন বাড়িতে আসবে তখন তাকে বলবে, 'তোমার যে তাঁবুতে পেরেক আছে তা খুব ভালো, তাঁবু থেকে সরিয়ে দিও না।'"
48 ইশ্মায়েল বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর স্ত্রী তাঁকে সম্মান করেছেন, আর প্রভু ইশ্মায়েলকে আশীর্বাদ করলেন।

অধ্যায় ২২

1তখন ইশ্মায়েল উঠিয়া আপন স্ত্রী, সন্তানগণ, গবাদি পশু এবং সর্বস্ব লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং পলেষ্টীয়দের দেশে আপন পিতার কাছে গমন করিলেন।
2আর ইব্রাহিম তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলকে তাঁর প্রথম স্ত্রীর সাথে কৃতকর্মের বিবরণ দিলেন, যা তিনি করেছিলেন।
3 ইশ্মায়েল ও তার সন্তানরা সেই দেশে অনেক দিন অব্রাহামের সাথে বাস করেছিল এবং অব্রাহাম পলেষ্টীয়দের দেশে অনেক দিন বাস করেছিলেন।
৪ দিন বেড়ে ছাব্বিশ বছর হল। এরপর অব্রাহাম তাঁর দাসদের এবং তাঁর সমস্ত লোকদের নিয়ে পলেষ্টীয়দের দেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। তাঁরা হিব্রোণের কাছে এসে সেখানেই বাস করলেন। অব্রাহামের দাসেরা জলের কূপ খনন করলেন। অব্রাহাম ও তাঁর সমস্ত লোক সেই জলের কাছে বাস করতে লাগলেন। পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের দাসেরা শুনতে পেলেন যে, অব্রাহামের দাসেরা দেশের সীমানায় জলের কূপ খনন করেছেন।
5 তারা এসে অব্রাহামের দাসদের সাথে ঝগড়া করল এবং তাদের খনন করা বিরাট কূপটি লুট করে নিল।

৬ পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক এই ঘটনা শুনলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপতি ফীখোল এবং তাঁর বিশ জন লোককে নিয়ে অব্রাহামের কাছে এলেন। অবীমেলক অব্রাহামের কাছে তাঁর দাসদের বিষয়ে কথা বললেন। অব্রাহাম অবীমেলককে তাঁর দাসদের দ্বারা লুট করা কূপের বিষয়ে ভর্ৎসনা করলেন।

7 তখন অবীমেলক অব্রাহামকে বললেন, "যিনি সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই জীবন্ত প্রভুর দিব্য, আমার দাসেরা আপনার দাসদের প্রতি যা করেছে তা আজ পর্যন্ত আমি শুনিনি।"

৪আর অব্রাহাম সাতটি মেষশাবক লইয়া অবীমেলককে দিলেন, কহিলেন, বিনয় করি, আমার হস্ত হইতে এই সকল লও, যেন আমি যে এই কূপ খনন করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য হয়।

9আর অবীমেলক অব্রাহামের দেওয়া সাতটি মেষশাবক গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি তাকে প্রচুর গরু ও গোপালও দিয়েছিলেন। অবীমেলক অব্রাহামের কাছে সেই কূপের বিষয়ে শপথ করলেন, তাই তিনি সেই কূপের নাম বের্-শেবা রাখলেন, কারণ সেখানেই তারা উভয়ে সেই কূপের বিষয়ে শপথ করেছিলেন।

১০ আর তারা উভয়ে বের্-শেবাতে একটা চুক্তি করল। পরে অবীমেলক তাঁর সেনাপতি ফীখোল ও তাঁর সমস্ত লোকদের সঙ্গে উঠে পলেষ্টীয়দের দেশে ফিরে গেল। অব্রাহাম ও তাঁর সমস্ত লোক বের-শেবাতে বাস করতে লাগলেন এবং তিনি অনেক দিন সেই দেশে ছিলেন।

১১ আর অব্রাহাম বের্-শেবাতে একটি বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করলেন, এবং তার জন্য পৃথিবীর চারদিকে মুখ করে চারটি দ্বার তৈরি করলেন, এবং সেখানে একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করলেন; যাতে কোন পথিক যদি অব্রাহামের কাছে আসত, তাহলে সে তার পথের যেকোনো দ্বারে প্রবেশ করত এবং সেখানেই থাকত এবং ভোজন-পান করত এবং তৃপ্ত হত এবং তারপর চলে যেত।

১২ কারণ অব্রাহামের গৃহ সর্বদাই মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল যারা যাতায়াত করত এবং যাতায়াত করত, যারা প্রতিদিন অব্রাহামের গৃহে ভোজন পান করতে আসত।

১৩ আর যে কেউ ক্ষুধার্ত হয়ে অব্রাহামের বাড়িতে আসত, অব্রাহাম তাকে খাবার দিতেন যাতে সে খেতে ও পান করতে পারে এবং তৃপ্ত হতে পারে; আর যে কেউ উলঙ্গ হয়ে তার বাড়িতে আসত, তাকে নিজের পছন্দমতো পোশাক পরাতেন, তাকে রূপা ও সোনা দিতেন এবং তাকে পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দিতেন; অব্রাহাম সারা জীবন এই কাজই করতেন।

১৪ অব্রাহাম, তাঁর সন্তানরা এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বের্-শেবাতে বাস করতে লাগলেন এবং হিব্রোণ পর্যন্ত তাঁর তাঁবু স্থাপন করলেন।

১৫ অব্রাহামের ভাই নাহোর, তাঁর বাবা এবং তাঁদের পরিবারের সকলেই হারণে বাস করতেন, কারণ তাঁরা অব্রাহামের সাথে কনান দেশে যাননি।

১৬ আর নাহোরের গর্ভে সন্তান জন্মিল, যাকে হারণের কন্যা এবং অব্রাহামের স্ত্রী সারার বোন মিল্কা প্রসব করেছিলেন।

১৭ আর তাঁহার গর্ভজাত পুত্রদের নাম এই; ঊষ, বূষ, কমূয়েল, কেষদ, কাষো, পিলদশ, তিদলফ ও বথূয়েল; আট পুত্র; ইহারা অব্রাহামের ভাই নাহোরের গর্ভে মিল্কার সন্তান।

১৮ নাহোরের রূমা নামে এক উপপত্নী ছিল। সে নাহোরের গর্ভে সেবক, গখশ, তখশ ও মাখা নামে চার পুত্রের জন্ম দিল।

১৯ নাহোরের কন্যারা ছাড়াও বারো জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল এবং হারণে তাদের সন্তানদেরও জন্ম হয়েছিল।

২০ নাহোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊষের সন্তানরা হলেন অবী, করিফ, গাদীন, মেলুস এবং তাদের বোন দবোরা।

21 বূষের পুত্ররা হল বরাখেল, নামাৎ, শিবা ও মাদোনু।

22 কমূয়েলের পুত্রদের নাম ছিল অরাম ও রেখোব।

23 কেষদের পুত্রদের নাম ছিল অন্মলেক, মৈশয়, বেনোন ও যিফি; আর হাৎসোর পুত্রদের নাম ছিল পিলদশ, মেখী ও ওফর।

24 পিলদশের পুত্ররা হলেন অরুদ, হামুম, মেরদ ও মোলক।

25 তিডলফের পুত্ররা ছিল মূশন, কূশন ও মুৎসি।

২৬ বথূয়েলের সন্তান শেখর, লাবন এবং তাদের বোন রিবিকা।

27 হারণে জন্মগ্রহণকারী নাহোরের সন্তানদের এই গোষ্ঠীগুলি; কমূয়েলের পুত্র অরাম এবং তার ভাই রেখোব হারণ থেকে বেরিয়ে সেই দেশে ফরাত নদীর ধারে একটি উপত্যকা খুঁজে পেলেন।

28 আর তারা সেখানে একটি শহর তৈরি করল এবং অরামের পুত্র পথোরের নাম অনুসারে সেই শহরের নাম রাখল, যা আজও অরাম নহেরায়িম নামে পরিচিত।

29 কেষদের সন্তানরাও যেখানে জায়গা পেল সেখানে বাস করতে গেল, এবং তারা গিয়ে শিনিয়র দেশের বিপরীতে একটি উপত্যকা পেল এবং সেখানে বাস করতে লাগল।

৩০ আর তারা সেখানে নিজেদের জন্য একটি শহর তৈরি করল এবং তাদের পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে সেই শহরের নাম কেষেদ রাখল, যা আজও কাষেদ দেশ নামে পরিচিত। কাষেদরা সেই দেশে বাস করত এবং তারা ফলবান ও অতিশয় বংশবৃদ্ধি করত।

31 নাহোর ও অব্রাহামের পিতা তেরহ বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে আর একটি স্ত্রী গ্রহণ করলেন। তার নাম ছিল পলিলা। সে গর্ভবতী হয়ে তার জন্য একটি পুত্রের জন্ম দিল। মোশি তার নাম রাখলেন সোবা।

32 সোবার জন্মের পর তেরহ পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন।

33 আর সেই বছর, অর্থাৎ অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের জন্মের পঁয়ত্রিশ বছরে তেরহ মারা গেলেন।

34 তেরহের বয়স দুইশো পাঁচ বছর হলে তাঁকে হারণে কবর দেওয়া হল।

৩৫ তেরহের পুত্র সোবা ত্রিশ বছর বয়সে অরাম, অখলীশ ও মরিকের জন্ম দিলেন।

36 আর তেরহের পৌত্র সোবার পুত্র অরামের তিন স্ত্রী ছিল, এবং তার বারো পুত্র ও তিন কন্যা ছিল; আর সদাপ্রভু সোবার পুত্র অরামকে ধন-সম্পদ, এবং প্রচুর পশুপাল, মেষপাল ও গোপাল দান করলেন, আর সেই পুরুষ অতিশয় বৃদ্ধি পেলেন।

37আর সোবার পুত্র অরাম, তাহার ভ্রাতা ও তাহার সমস্ত পরিবার হারণ হইতে যাত্রা করিলেন, এবং যেখানে স্থান পাইবেন, সেখানে বাস করিতে গিয়াছিলেন, কারণ তাহাদের সম্পত্তি হারণে থাকিতে অক্ষম ছিল; কারণ তাহারা তাহাদের ভ্রাতা নাহোরের সন্তানদের সহিত হারণে থাকিতে পারিলেন না।
38আর সোবার পুত্র অরাম আপন ভ্রাতৃগণের সহিত গমন করিল, এবং পূর্ব্বদেশের দিকে দূরে এক উপত্যকা পাইয়া সেখানে বাস করিল।
39আর তারা সেখানে একটি নগরও নির্মাণ করল এবং তাদের বড় ভাইয়ের নামানুসারে তার নাম অরাম রাখল; আজও সেই নগর অরাম সোবা নামে পরিচিত।
40 আর সেই সময়ে অব্রাহামের পুত্র ইসহাক বড় হচ্ছিলেন, আর তাঁর পিতা অব্রাহাম তাঁকে প্রভুকে জানার জন্য প্রভুর পথ শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর প্রভু তাঁর সাথে ছিলেন।
41 ইসহাকের যখন সাঁইত্রিশ বছর বয়স, তখন তার ভাই ইশ্মায়েল তার সাথে তাঁবুতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।
42 আর ইসমাইল ইসহাকের কাছে নিজেকে নিয়ে গর্ব করে বলল, "প্রভু যখন আমার পিতাকে আমাদের খৎনা করার কথা বলেছিলেন তখন আমার বয়স ছিল তেরো বছর, আর আমি প্রভুর বাক্য অনুসারে কাজ করেছি যা তিনি আমার পিতাকে বলেছিলেন, এবং আমি প্রভুর কাছে আমার প্রাণ সমর্পণ করেছি, এবং তিনি আমার পিতাকে যে বাক্য আদেশ করেছিলেন তা আমি লঙ্ঘন করিনি।"
43 ইসহাক ইশ্মায়েলকে উত্তর দিলেন, "তুমি তোমার দেহ থেকে যে সামান্য মাংস নিয়েছ, যার বিষয়ে সদাপ্রভু তোমাকে আদেশ করেছেন, তা নিয়ে আমার কাছে কেন গর্ব করছ?"
44 আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর, জীবন্ত প্রভুর দিব্য, যদি প্রভু আমার পিতাকে বলতেন, 'তোমার পুত্র ইসহাককে নিয়ে আমার সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করো,' আমি থামব না বরং আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করব।'
45 ইসহাক ইশ্মায়েলকে যে কথা বলেছিলেন তা প্রভু শুনতে পেলেন এবং তা প্রভুর দৃষ্টিতে ভালো মনে হল, এবং তিনি এই বিষয়ে অব্রাহামের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
46 আর সেই দিন এল যখন ঈশ্বরের পুত্ররা এসে প্রভুর সামনে নিজেদের উপস্থাপন করল, আর শয়তানও ঈশ্বরের পুত্রদের সাথে প্রভুর সামনে উপস্থিত হল।
47 প্রভু শয়তানকে বললেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" শয়তান প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, "পৃথিবীতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো এবং উপরে ওদিক ঘোরাফেরা করা থেকে।"
48 প্রভু শয়তানকে বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের সম্পর্কে তুমি আমার কাছে কী কথা বলছো?" শয়তান প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, "আমি পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের দেখেছি যারা তোমার সেবা করে এবং তোমার কাছ থেকে কিছু চাইলে তোমাকে স্মরণ করে।"
49 আর যখন তুমি তাদের তোমার কাছ থেকে যা চাও তা দাও, তখন তারা আরামে বসে থাকে, তোমাকে ত্যাগ করে এবং তোমাকে আর মনে রাখে না।
৫০ তুমি কি তেরহের পুত্র অব্রাহামকে দেখেছ? তার প্রথমে কোন সন্তান ছিল না। সে তোমার সেবা করত এবং যেখানেই আসত তোমার জন্য বেদী নির্মাণ করত, তার উপরে ধূপ জ্বালাত এবং পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের কাছে তোমার নাম সর্বদা ঘোষণা করত?
51 আর এখন তার পুত্র ইস্হাকের জন্ম হওয়ার পর সে তোমাকে ত্যাগ করেছে, দেশের সমস্ত বাসিন্দাদের জন্য সে এক মহাভোজের আয়োজন করেছে, আর প্রভুকে ভুলে গেছে।
52 কারণ সে যা কিছু করেছে তার মধ্যে সে তোমার জন্য কোন নৈবেদ্য আনেনি; হোমবলি, মঙ্গল নৈবেদ্য, গরু, মেষশাবক বা ছাগল যা কিছু সে তার ছেলের দুধ ছাড়ানোর দিনে হত্যা করেছিল তার মধ্যে কোনটিই আনেনি।
৫৩ পুত্রের জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ সাঁইত্রিশ বছর ধরে, তিনি তোমার সামনে কোন বেদী নির্মাণ করেননি, তোমার উদ্দেশ্যে কোন উপহারও আনেননি, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে তুমি তার অনুরোধ অনুসারে যা চেয়েছিলে তা দিয়েছ, তাই তিনি তোমাকে ত্যাগ করেছেন।
54 তখন প্রভু শয়তানকে বললেন, "তুমি কি আমার দাস অব্রাহামের প্রতি এইভাবে মনোযোগ দিয়েছ? কারণ পৃথিবীতে তার মতো আর কেউ নেই, আমার সামনে একজন নিখুঁত ও সৎ মানুষ, যে ঈশ্বরকে ভয় করে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে; আমার জীবনের দিব্য, যদি আমি তাকে বলি, তোমার ছেলে ইসহাককে আমার সামনে নিয়ে এসো, তবে সে তাকে আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবে না, আরও বেশি করে যদি আমি তাকে বলি যে তার পাল বা গরু থেকে আমার সামনে হোমবলি আনবে।"
৫৫ শয়তান প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, "তুমি যা বলেছ, তাই এখন অব্রাহামের সাথে বলো, আর তুমি দেখতে পাবে যে সে আজ অবাধ্য হবে না এবং তোমার কথা বাতিল করবে কিনা।"

অধ্যায় ২৩

1 সেই সময় প্রভুর বাক্য অব্রাহামের কাছে এল, আর তিনি তাঁকে বললেন, "অব্রাহাম," আর তিনি বললেন, "আমি এখানে।"
2আর তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি এখন তোমার পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্র যাহাকে তুমি প্রেম করিও, অর্থাৎ ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং সেখানে তোমাকে যে পর্বত দেখানো হইবে, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে উৎসর্গ কর; কারণ সেখানে তুমি মেঘ ও সদাপ্রভুর মহিমা দেখিবে।
3অব্রাহাম মনে মনে বললেন, "আমি আমার ছেলে ইস্হাককে তার মা সারা থেকে আলাদা করে কীভাবে প্রভুর সামনে হোমবলি হিসেবে নিয়ে যাব?"
4পরে অব্রাহাম তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া আপন স্ত্রী সারার সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,
৫ আমার ছেলে ইসহাক বড় হয়েছে এবং সে কিছুদিন ধরে তার ঈশ্বরের সেবা শেখেনি। এখন আগামীকাল আমি তাকে শেম ও তার পুত্র এবরের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে সে প্রভুর পথ শিখবে। কারণ তারা তাকে প্রভুকে জানতে শেখাবে এবং জানতে পারবে যে যখন সে প্রভুর কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা করবে, তখন তিনি তার উত্তর দেবেন। তাই

সেখানে সে তার ঈশ্বর প্রভুর সেবা করার পদ্ধতি জানতে পারবে।
6 সারা বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রভু, আপনি যা বলেছেন তার প্রতি করুন। কিন্তু তাকে আমার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে সরিয়ে দেবেন না, আর সেখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না, কারণ আমার প্রাণ তার অন্তরে আবদ্ধ।"
7আর অব্রাহাম সারাকে বললেন, "হে আমার কন্যা, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মঙ্গল করেন।"
8আর সারা আপন পুত্র ইস্‌হাককে লইয়া তাহার সহিত সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন, এবং তাহাকে চুম্বন করিলেন, আলিঙ্গন করিলেন, এবং সকাল পর্যন্ত তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।
9 আর সে তাকে বলল, "হে আমার পুত্র, আমার প্রাণ তোমার থেকে কীভাবে আলাদা হতে পারে?" তারপরও সে তাকে চুম্বন করল এবং জড়িয়ে ধরল, আর অব্রাহামকে তার বিষয়ে নির্দেশ দিল।
১০ সারা অব্রাহামকে বললেন, "হে আমার প্রভু, আপনার পুত্রের প্রতি মনোযোগ দিন এবং তার উপর দৃষ্টি রাখুন, কারণ তিনি ছাড়া আমার আর কোন পুত্র বা কন্যা নেই।"
১১ ওকে ত্যাগ করো না; যদি সে ক্ষুধার্ত হয় তবে তাকে রুটি দাও, যদি সে তৃষ্ণার্ত হয় তবে তাকে জল দাও; তাকে পায়ে হেঁটে যেতে দিও না, রোদে বসতে দিও না।
১২ তাকে একা পথে যেতে দিও না, তার ইচ্ছামত কাজ থেকে তাকে জোর করো না, বরং সে তোমাকে যা বলতে বলে তার প্রতি তাই করো।
১৩ আর সারা সারা রাত ইসহাকের জন্য খুব কাঁদলেন এবং সকাল পর্যন্ত তাঁকে সাবধান করে দিলেন।
14 আর সকালে সারা অবীমেলকের দেওয়া ঘরে থাকা পোশাকের মধ্য থেকে একটা খুব সুন্দর ও সুন্দর পোশাক বেছে নিলেন।
১৫ আর তিনি তা তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে পরালেন, তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিলেন, পাগড়ির উপরে একটি মূল্যবান পাথর গেঁথে দিলেন, এবং তাদের পথের জন্য খাবার দিলেন, আর তারা বেরিয়ে পড়লেন, আর ইস্‌হাক তাঁর পিতা অব্রাহামের সাথে গেলেন, আর তাদের কয়েকজন দাস তাদের পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের সাথে গেলেন।
১৬ আর সারা তাদের সাথে বাইরে গেলেন, এবং তাদের বিদায় জানাতে পথে তাদের সাথে গেলেন; আর তারা তাকে বললেন, "তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।"
১৭ সারা তাঁর পুত্র ইস্‌হাকের কথা শুনে খুব কাঁদলেন, আর তাঁর স্বামী অব্রাহামও তাঁর সংগে কাঁদলেন, আর তাঁদের পুত্রও তাঁদের সংগে খুব কাঁদলেন; আর যারা তাঁদের সংগে গিয়েছিলেন, তাঁরাও খুব কাঁদলেন।
১৮ সারা তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে জড়িয়ে ধরে কোলে নিলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। সারা বললেন, "আজকের পরে আমি আর কখনও তোমাকে দেখতে পাব কিনা কে জানে?"
১৯ আর তারা তখনও একসাথে কাঁদছিল, অব্রাহাম, সারা ও ইস্‌হাক এবং পথে যারা তাদের সঙ্গী ছিল তারা সকলে তাদের সাথে কাঁদছিল। পরে সারা তার ছেলের কাছ থেকে দূরে সরে গেল এবং খুব কাঁদতে লাগল। তার সমস্ত পুরুষ দাস ও দাসী তার সাথে তাঁবুতে ফিরে গেল।
20আর অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহার সম্মুখে বলিদান করিতে গেলেন।
21 অব্রাহাম তাঁর দুই যুবককে, হাগারের পুত্র ইশ্মায়েলকে এবং তাঁর দাস ইলীয়েষরকে সঙ্গে নিলেন। তাঁরা দুজনে তাদের সাথে গেলেন। পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই যুবকেরা নিজেদের মধ্যে এই কথাগুলো বললেন,
22 ইশ্মায়েল ইলীয়েষরকে বললেন, "আমার পিতা অব্রাহাম এখন ইসহাকের সাথে যাচ্ছেন এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে তাকে হোমবলি হিসেবে নিয়ে যাবেন।"
২৩ এখন যখন সে ফিরে আসবে, তখন সে তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দেবে, তার পরে উত্তরাধিকার হিসেবে, কারণ আমি তার প্রথমজাত।
২৪ তখন ইলীয়েষর ইশ্মায়েলকে উত্তর দিলেন, "অব্রাহাম তোমাকে তোমার মায়ের সাথে ত্যাগ করেছেন এবং শপথ করেছেন যে তুমি তার সমস্ত সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আর সে তার সমস্ত সম্পদ এবং তার সমস্ত সম্পদ কাকে দেবে, কেবল তার দাসকে, যে তার গৃহে বিশ্বস্ত ছিল, যে রাতদিন তার সেবা করেছে এবং আমার কাছে যা চেয়েছিল তা করেছে? সে তার মৃত্যুর সময় তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দেবে।"
২৫ আর যখন অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসহাকের সাথে পথে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান এসে অব্রাহামের কাছে একজন বৃদ্ধ, নম্র ও অনুতপ্ত ব্যক্তির আকৃতিতে উপস্থিত হল। সে অব্রাহামের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি কি বোকা না বোকা যে, আজ তোমার একমাত্র পুত্রের সাথে এই কাজ করতে যাচ্ছ?"
২৬ কারণ ঈশ্বর তোমার শেষকালে, তোমার বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে একটি পুত্র দিয়েছেন। আর তুমি কি আজ তাকে হত্যা করতে যাবে কারণ সে কোন হিংসা করেনি? আর তুমি কি তোমার একমাত্র পুত্রের আত্মা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন করবে?
27 তুমি কি জানো এবং বোঝো না যে এই কাজ প্রভুর কাছ থেকে হতে পারে না? কারণ প্রভু পৃথিবীতে মানুষের প্রতি এমন খারাপ কাজ করতে পারেন না যে তাকে বলতে হবে, যাও, তোমার সন্তানকে হত্যা করো।
28 অব্রাহাম এই কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, এটা শয়তানের কথা, যে তাকে প্রভুর পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে; কিন্তু অব্রাহাম শয়তানের কথায় কান দিলেন না, আর অব্রাহাম তাকে ধমক দিলেন, তাই সে চলে গেল।
29তখন শয়তান ফিরে এসে ইসহাকের কাছে আসল; আর সে ইসহাকের সামনে একজন সুন্দর ও সুন্দর যুবকের আকৃতিতে আবির্ভূত হল।
৩০ তখন তিনি ইস্‌হাকের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কি জানো না এবং বোঝো না যে, তোমার বৃদ্ধ বোকা বাবা আজ তোমাকে বিনা কারণে হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে?
31 অতএব, বৎস, তুমি এখন তাহার কথা শুনিও না, তাহার কথা শুনিও না, কারণ সে একজন নির্বোধ বৃদ্ধ লোক, এবং তোমার মূল্যবান প্রাণ ও সুন্দর অবয়ব যেন পৃথিবী হইতে বিনষ্ট না হয়।

32 ইসহাক এই কথা শুনে অব্রাহামকে বললেন, "পিতা, এই লোকটি যা বলছে তা কি তুমি শুনেছ? সে এইভাবেই কথা বলেছে।"

33তখন অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইস্হাককে উত্তর দিলেন, "ওর কথা শুনো, ওর কথায় কান দিও না, আর ওর কথায় মনোযোগ দিও না, কারণ ও শয়তান, আজ ঈশ্বরের আদেশ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।"

34 অব্রাহাম শয়তানকে ধমক দিলেন, আর শয়তান তাদের কাছ থেকে চলে গেল, আর তাদের উপর জয়লাভ করতে পারল না দেখে সে তাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল, আর তাদের আগে আগে পথ দিয়ে চলে গেল; আর সে পথের এক বৃহৎ জলস্রোতে নিজেকে রূপান্তরিত করল, আর অব্রাহাম, ইসহাক এবং তার দুই যুবক সেই স্থানে পৌঁছে গেল, এবং তারা প্রচণ্ড জলের মতো বৃহৎ এবং শক্তিশালী একটি স্রোত দেখতে পেল।

৩৫ তারা নদীতে ঢুকে তার মধ্য দিয়ে চলে গেল, আর প্রথমে জল তাদের পায়ের কাছে পৌঁছে গেল।

36তারা নদীর গভীরে প্রবেশ করল, আর জল তাদের ঘাড় পর্যন্ত উঠে গেল, আর তারা সকলেই জলের জন্য ভীত হয়ে পড়ল; আর যখন তারা নদীর ওপারে যাচ্ছিল, তখন অব্রাহাম সেই জায়গাটি চিনতে পারলেন, এবং তিনি জানতেন যে আগে সেখানে কোনও জল ছিল না।

37আর অব্রাহাম আপন পুত্র ইস্হাককে কহিলেন, আমি এই স্থান জানি, যেখানে কোন স্রোত বা জল ছিল না; অতএব, এই শয়তানই আমাদের প্রতি এই সকল করিতেছে, যেন আজ ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে আমাদিগকে দূরে সরিয়ে লই।

38তখন অব্রাহাম তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "প্রভু তোমাকে ধমক দিন, হে শয়তান, আমাদের কাছ থেকে চলে যাও, কারণ আমরা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলি।"

39 আর অব্রাহামের কথা শুনে শয়তান ভয় পেয়ে তাদের কাছ থেকে চলে গেল, আর সেই জায়গাটি আবার আগের মতো শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হল।

40আর অব্রাহাম ইস্হাকের সাথে ঈশ্বরের নির্দেশিত স্থানে গেলেন।

41 তৃতীয় দিনে অব্রাহাম চোখ তুলে দূরে ঈশ্বরের নির্দেশিত স্থানটি দেখতে পেলেন।

42 আর পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক অগ্নিস্তম্ভ তাঁকে দেখা দিল, আর পাহাড়ের উপরে এক প্রতাপের মেঘ দেখা গেল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রভুর মহিমা দেখা গেল।

43তখন অব্রাহাম ইসহাককে বললেন, "বৎস, আমরা দূর থেকে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি সেই পাহাড়ের উপরে যা দেখতে পাচ্ছ?

44 তখন ইসহাক তাঁর পিতাকে বললেন, "আমি আগুনের স্তম্ভ ও মেঘ দেখতে পাচ্ছি, আর মেঘের উপরে প্রভুর মহিমা দেখা যাচ্ছে।"

45আর অব্রাহাম জানতেন যে, তাঁর পুত্র ইস্হাককে হোমবলি হিসেবে প্রভুর সামনে গ্রহণ করা হয়েছে।

46 অব্রাহাম ইলীয়েষর ও তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলকে বললেন, "দূরে অবস্থিত পর্বতের উপরে আমরা যা দেখছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ?

47 তারা উত্তর দিল, "আমরা পৃথিবীর অন্যান্য পর্বতমালার মতো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" অব্রাহাম জানতেন যে, প্রভু তাদের সাথে যেতে রাজি নন, তাই অব্রাহাম তাদের বললেন, "আমি এবং আমার পুত্র ইসহাক ঐ পর্বতে যাব এবং সেখানে প্রভুর উপাসনা করব এবং তারপর তোমাদের কাছে ফিরে আসব।"

48আর ইলীয়েষর ও ইশ্মায়েল অব্রাহামের আজ্ঞানুসারে সেই স্থানে রয়ে গেলেন।

49আর অব্রাহাম হোমবলির জন্য কাঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্হাকের উপরে রাখিলেন, এবং অগ্নি ও ছুরি লইয়া উভয়ে সেই স্থানে গেলেন।

৫০ পরে তাহারা যাইতে যাইতে ইসহাক আপন পিতাকে কহিলেন, দেখ, আমি এখানে আগুন ও কাঠ দেখিতেছি; তবে সদাপ্রভুর সম্মুখে হোমার্থক বলির জন্য যে মেষশাবক থাকিবে, তাহা কোথায়?

51 অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইস্হাককে উত্তর দিলেন, "প্রভু তোমাকে মেষশাবকের পরিবর্তে নিখুঁত হোমবলি হিসেবে মনোনীত করেছেন।"

52 তখন ইসহাক তাঁর বাবাকে বললেন, "প্রভু তোমাকে যা যা বলেছেন আমি আনন্দ ও প্রফুল্লতার সাথে তা করব।"

৫৩ অব্রাহাম আবার তাঁর পুত্র ইসহাককে বললেন, "এ বিষয়ে কি তোমার মনে কোন চিন্তা বা মন্ত্রণা আছে যা ঠিক নয়? বৎস, বিনয় করি, বৎস, আমার কাছে তা গোপন কোরো না।"

54 তখন ইসহাক তাঁর পিতা অব্রাহামকে উত্তর দিলেন এবং বললেন, "পিতা, জীবন্ত প্রভুর দিব্য এবং আপনার প্রাণের দিব্য, আমার হৃদয়ে এমন কিছু নেই যা আমাকে তিনি আপনাকে যে কথা বলেছেন তা থেকে ডানে বা বামে বিচ্যুত করবে।"

৫৫ এতে আমার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা পেশী নড়েনি, না আমার হৃদয়ে এ বিষয়ে কোন চিন্তা বা কুমন্ত্রণা নেই।

৫৬ কিন্তু আমি এই ব্যাপারে আনন্দিত ও প্রফুল্ল হৃদয়ের অধিকারী, এবং আমি বলি, ধন্য সেই প্রভু যিনি আজ আমাকে তাঁর সামনে হোমবলি হিসেবে মনোনীত করেছেন।

57 ইসহাকের কথায় অব্রাহাম খুব আনন্দিত হলেন, আর তাঁরা এগিয়ে গেলেন এবং প্রভু যে স্থানের কথা বলেছিলেন সেখানে একত্রিত হলেন।

58 অব্রাহাম সেই স্থানে বেদী নির্মাণ করতে এগিয়ে গেলেন, আর অব্রাহাম কাঁদতে

59আর অব্রাহাম কাঠ লইয়া তাঁহার নির্মিত বেদির উপরে সাজাইয়া রাখিলেন।

60 তারপর তিনি তাঁর পুত্র ইসহাককে বেঁধে বেদীর কাঠের উপর রাখলেন এবং প্রভুর সামনে হোমবলি হিসেবে তাকে হত্যা করলেন।

61তখন ইসহাক তাঁর পিতাকে বললেন, "আমাকে শক্ত করে বেঁধে বেদীর উপরে রাখো, পাছে আমি ঘুরে নড়ি, আর ছুরির জোরে আমার মাংস ভেঙে ফেলি এবং হোমবলি অপবিত্র করি।" অব্রাহাম তাই করলেন।

62তখন ইসহাক তাঁর পিতাকে বললেন, "পিতা, যখন তুমি আমাকে হত্যা করে বলিরূপে পোড়াবে, তখন আমার ভস্ম থেকে যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার সাথে নিয়ে আমার মা

সারার কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে বলো, "এটা ইসহাকের সুগন্ধ; কিন্তু যদি সে কোন কূপের কাছে অথবা কোন উঁচু স্থানে বসে থাকে, তাহলে তাকে এই কথা বলো না, পাছে সে আমার পিছনে প্রাণত্যাগ করে মারা যায়।"

63 ইব্রাহিম ইসহাকের কথা শুনলেন, আর ইসহাকের এই কথাগুলো বলার সময় তিনি উচ্চস্বরে কাঁদলেন; আর ইব্রাহিমের চোখের জল তাঁর পুত্র ইসহাকের উপর গড়িয়ে পড়ল, আর ইব্রাহিম ভীষণ কাঁদলেন, আর তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, "পিতা, তুমি তাড়াতাড়ি করো, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যা আদেশ করেছেন, আমার প্রতি তা করো।"

64 আর সদাপ্রভুর এই আজ্ঞায় অব্রাহাম ও ইসহাকের মন আনন্দিত হইল; কিন্তু চোখ অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, আর হৃদয় আনন্দিত হইল।

65পরে অব্রাহাম আপন পুত্র ইসহাককে বেঁধে বেদীর উপরে কাঠের উপরে রাখিলেন, এবং ইসহাক আপন পিতার সম্মুখে বেদীর উপরে ঘাড় বিস্তার করিলেন, এবং অব্রাহাম ছুরি ধরিলেন, যেন সদাপ্রভুর সম্মুখে হোমবলিরূপে আপন পুত্রকে বলিদান করিতে পারেন।

66 সেই সময় করুণার ফেরেশতারা প্রভুর সামনে এসে ইসহাকের বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন,

৬৭ ০ প্রভু, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছ তার উপরে তুমি করুণাময় ও করুণাময় রাজা, এবং তুমি তাদের সকলকে ধারণ করো; অতএব তোমার দাস ইসহাকের পরিবর্তে মুক্তি ও মুক্তি দাও, এবং অব্রাহাম ও তার পুত্র ইসহাকের প্রতি করুণা ও করুণা করো, যারা আজ তোমার আদেশ পালন করছে।

৬৮ হে প্রভু, তুমি কি দেখেছো, তোমার দাস অব্রাহামের পুত্র ইসহাককে কিভাবে পশুর মতো জবাই করার জন্য বাঁধা হয়েছে? অতএব, হে প্রভু, এখন তাদের প্রতি তোমার করুণা জাগ্রত হোক।

৬৯ সেই সময় প্রভু অব্রাহামের কাছে আবির্ভূত হয়ে স্বর্গ থেকে তাকে ডাকলেন এবং বললেন, "ছেলেটির উপর তোমার হাত তুলো না, আর তার প্রতি কিছু করো না, কারণ এখন আমি জানি যে তুমি এই কাজ করে ঈশ্বরকে ভয় করো, আর তোমার একমাত্র পুত্রকে, আমার কাছ থেকে বিরত রাখো না।"

৭০ অব্রাহাম চোখ তুলে দেখলেন, আর দেখ, একটি ভেড়া ঝোপের মধ্যে আটকে আছে, তার শিং; এটাই সেই ভেড়া যাকে প্রভু ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিলেন।

৭১ কারণ প্রভু সেই দিন থেকেই এই মেষটিকে ইসহাকের পরিবর্তে হোমবলি হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন।

৭২ আর এই মেষটি অব্রাহামের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক তখনই শয়তান তাকে ধরে ফেলল এবং তার শিং ঝোপের মধ্যে আটকে দিল, যাতে সে অব্রাহামের দিকে এগিয়ে না যায় এবং অব্রাহাম তার পুত্রকে হত্যা করতে না পারে।

৭৩ অব্রাহাম যখন দেখলেন যে মেষটি তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং শয়তান তাকে আটকে রেখেছে, তখন তিনি তাকে ধরে বেদীর সামনে নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর পুত্র ইসহাকের বাঁধন থেকে মুক্ত করলেন এবং তাঁর পরিবর্তে মেষটি রাখলেন, এবং অব্রাহাম বেদীর উপরে মেষটি হত্যা করলেন এবং তাঁর পুত্র ইসহাকের পরিবর্তে নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করলেন।

74আর অব্রাহাম সেই মেষের রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন, এবং চিৎকার করে বললেন, "এটা আমার ছেলের জায়গায়, আর আজ এটা প্রভুর সামনে আমার ছেলের রক্তের মত গণ্য হোক।"

৭৫ আর এই উপলক্ষে বেদীর কাছে অব্রাহাম যা কিছু করেছিলেন, তিনি চিৎকার করে বলতেন, "এটা আমার ছেলের ঘরে আছে, আর আজ আমার ছেলের জায়গায় প্রভুর সামনে এটি বিবেচনা করা হোক।" আর অব্রাহাম বেদীর কাছে সমস্ত সেবা সম্পন্ন করলেন, এবং প্রভুর সামনে সেবা গ্রহণ করা হল, এবং এটি ইসহাকের মতো গণ্য হল; এবং প্রভু সেই দিন অব্রাহাম এবং তার বংশকে আশীর্বাদ করলেন।

৭৬ আর শয়তান সারার কাছে গেল, আর সে তার সামনে একজন বৃদ্ধের আকৃতিতে দেখা দিল, যিনি খুবই নম্র ও বিনয়ী ছিলেন, আর অব্রাহাম তখনও প্রভুর সামনে হোমবলি উৎসর্গ করছিলেন।

৭৭ তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি জানো না আজ তোমার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে অব্রাহাম কত কাজ করেছেন?" কারণ তিনি ইসহাককে নিয়ে একটি বেদী নির্মাণ করেছিলেন, তাকে হত্যা করেছিলেন এবং বেদীর উপরে বলিদান হিসেবে তুলেছিলেন। ইসহাক তার বাবার সামনে কাঁদতে

৭৮ আর শয়তান এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল, আর সে তার কাছ থেকে চলে গেল, আর সারা শয়তানের সমস্ত কথা শুনতে পেল, আর সে তাকে এমন একজন বৃদ্ধ মানুষ বলে কল্পনা করল যারা তার ছেলের সাথে ছিল এবং এসে তাকে এইসব কথা বলেছিল।

৭৯ আর সারা তার ছেলের জন্য চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং মাথায় ধুলো ছুঁড়ে বলল, "হে আমার ছেলে, ইসহাক, আজ যদি তোমার বদলে আমি মরতাম।" আর সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে, হে আমার ছেলে, ইসহাক, আজ যদি তোমার বদলে আমি মরতাম।"

৮০ আর সে কাঁদতে থাকল, আর বলল, "তোমাকে লালন-পালন করার পর আমার তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে; এখন আমার আনন্দ তোমার জন্য শোকে পরিণত হয়েছে, আমি তোমার জন্য আকুল ছিলাম, নব্বই বছর বয়সে তোমাকে জন্ম দেওয়ার আগে পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিলাম এবং প্রার্থনা করেছিলাম; আর এখন তুমি আজ ছুরি এবং আগুনের জন্য সেবা করেছ, যেন আমি বলিদান করতে পারি।"

৪1 কিন্তু বৎস, আমি তোমার সাথে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি কারণ এটি প্রভুর বাক্য, কারণ তুমি তোমার ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছ; কারণ আমাদের ঈশ্বরের বাক্য কে লঙঘন করতে পারে, যার হাতে প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর প্রাণ?

৮২ হে আমাদের প্রভু ঈশ্বর, তুমি ন্যায়বান, কারণ তোমার সমস্ত কাজ মঙ্গল ও ধার্মিক; কারণ তুমি যে বাক্য আদেশ করেছ তাতে আমিও আনন্দিত, আর আমার চোখ যখন তীব্রভাবে কাঁদে, তখন আমার হৃদয় আনন্দিত হয়।

৪3 আর সারা তার এক দাসীর বুকে মাথা রাখলেন, আর সে পাথরের মত স্থির হয়ে রইল।
৪4 এরপর সে উঠে হেবরনে পৌঁছা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করতে করতে গেল। পথে যাদের সাথে তার দেখা হয়েছিল তাদের সকলের খোঁজ-খবর নিল, কিন্তু কেউই তাকে বলতে পারল না যে তার ছেলের কী হয়েছে।
৪5 আর সে তার দাসী ও দাসীদের সাথে কিরিয়াৎ-অর্ব, অর্থাৎ হিব্রোণে এসে তার পুত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, এবং সেখানেই রইল, যখন সে তার কিছু দাসকে পাঠাল অব্রাহাম ইসহাকের সাথে কোথায় গিয়েছিল তা খুঁজতে; তারা শেম ও এবরের বাড়িতে তাকে খুঁজতে গেল, কিন্তু তারা তাকে পেল না, এবং তারা সারা দেশে খুঁজল কিন্তু সে সেখানে ছিল না।
৮৬ আর দেখ, শয়তান একজন বৃদ্ধের আকৃতিতে সারার কাছে এসে তার সামনে দাঁড়াল, আর তাকে বলল, "আমি তোমাকে মিথ্যা বলেছি, কারণ ইব্রাহিম তার ছেলেকে হত্যা করেনি এবং সেও মারা যায়নি; আর যখন সে এই কথা শুনল, তখন তার ছেলের জন্য তার আনন্দ এতটাই তীব্র হয়ে উঠল যে, তার প্রাণ আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে গেল; সে মারা গেল এবং তার লোকদের কাছে সংগৃহীত হল।"
৮৭ অব্রাহাম তাঁর কাজ শেষ করে তাঁর ছেলে ইসহাককে নিয়ে তাঁর যুবকদের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা উঠে একসাথে বেরশেবাতে গেলেন এবং বাড়ী ফিরে এলেন।
৪৪ অব্রাহাম সারার খোঁজ করলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তিনি তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তাঁকে বলল, "তুমি যেখানে গিয়েছিলে, সে তোমাদের দুজনের খোঁজে হিব্রোণ পর্যন্ত গিয়েছিল, কারণ তাকে এই খবর দেওয়া হয়েছিল।"
৮৯ অব্রাহাম ও ইসহাক হিব্রোণে তার কাছে গেলেন, আর যখন তারা দেখলেন যে তিনি মারা গেছেন, তখন তারা জোরে জোরে কাঁদলেন এবং তার জন্য কাঁদলেন; আর ইসহাক তাঁর মায়ের মুখের উপর পড়ে তাঁর জন্য কাঁদলেন, আর বললেন, "হে আমার মা, আমার মা, তুমি আমাকে কীভাবে ছেড়ে চলে গেলে, আর কোথায় চলে গেলে? হে আমার, তুমি আমাকে কীভাবে ছেড়ে চলে গেলে!"
90 তখন অব্রাহাম ও ইস্হাক খুব কাঁদলেন এবং তাদের সমস্ত দাস সারার জন্য তাদের সাথে কাঁদলেন, এবং তারা তার জন্য খুব শোক করলেন।

অধ্যায় ২৪

1 সারার একশো সাতাশ বছর বয়স হলে সারা মারা গেলেন; আর অব্রাহাম তাঁর স্ত্রী সারাকে কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থান খুঁজতে তাঁর মৃতদেহের সামনে থেকে উঠে গেলেন; আর তিনি গিয়ে দেশনিবাসী হিত্তীয় সন্তানদের কাছে বললেন,
2আমি তোমাদের দেশে তোমাদের সাথে একজন বিদেশী এবং প্রবাসী; তোমাদের দেশে আমাকে একটা কবরস্থানের অধিকার দাও, যাতে আমি আমার মৃতদের আমার সামনে কবর দিতে পারি।
3 হিত্তীয়রা অব্রাহামকে বলল, "দেখ, এই দেশ তোমার সামনে আছে। আমাদের পছন্দের কবরস্থানে তোমার মৃতদেহকে কবর দাও, কারণ তোমার মৃতদেহকে কবর দিতে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।"
৪ অব্রাহাম তাদের বললেন, "তোমরা যদি এতে রাজি হও, তাহলে সোখরের পুত্র ইফ্রোণের কাছে গিয়ে আমার জন্য অনুরোধ করো, যেন সে তার ক্ষেতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত মকপেলার গুহাটি আমাকে দেয়, আর আমি তার কাছ থেকে তার ইচ্ছামত জিনিসপত্র কিনে নেব।"
৫ আর ইফ্রোণ হিত্তীয়দের মধ্যে বাস করিতে লাগিল, আর তাহারা গিয়া তাহাকে ডাকিল; আর সে অব্রাহামের সম্মুখে উপস্থিত হইল; আর ইফ্রোণ অব্রাহামকে কহিল, দেখ, তোমার দাস যাহা চাহে, তাহাই করিবে; আর অব্রাহাম কহিলেন, না, কিন্তু তোমার গুহা ও ক্ষেত্র আমি মূল্য দিয়া ক্রয় করিব, যেন তাহা চিরকালের জন্য কবরস্থানের অধিকারে থাকে।
6তখন ইফ্রোণ উত্তর করিলেন, দেখ, ক্ষেত্র ও গুহা তোমার সম্মুখে, যাহা ইচ্ছা, তাহা দান কর; আর অব্রাহাম কহিলেন, কেবল পূর্ণ মূল্যে তোমার হস্ত হইতে, তোমার নগর-দ্বারে প্রবেশকারীদের হস্ত হইতে, এবং তোমার বংশের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য তাহা ক্রয় করিব।
7 ইফ্রোণ ও তার ভাইয়েরা সকলে এই কথা শুনলেন, আর অব্রাহাম ইফ্রোণের হাতে ও তার সমস্ত ভাইদের হাতে চারশো শেকল রূপা ইফ্রোণের কাছে ওজন করলেন; আর অব্রাহাম এই লেনদেন লিখে দিলেন, আর তিনি তা লিখে দিলেন এবং চারজন সাক্ষীর সাথে সাক্ষ্য দিলেন।
৪ আর সাক্ষীদের নাম এই: হিত্তীয় অবীষ্কের পুত্র আমিগল, হিব্বীয় অশুনাকের পুত্র অদীখোরম, গোমরীয় অহীরামের পুত্র অব্দোন, সীদোনীয় আবূদীশের পুত্র বকদীল।
9আর অব্রাহাম ক্রয়পত্রটি লইয়া আপন ভাণ্ডারে রাখিলেন, এবং অব্রাহাম সেই পুস্তকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই, যথা:
১০ অব্রাহাম হিত্তীয় ইফ্রোণ, তার বংশধরদের কাছ থেকে, তার নগর থেকে বের হয়ে আসা লোকদের কাছ থেকে এবং তাদের বংশধরদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য যে গুহা ও ক্ষেত কিনেছিলেন, তা অব্রাহাম, তার বংশধরদের এবং তার বংশধরদের কাছে চিরকালের জন্য কবরস্থানের অধিকার হিসেবে ক্রয় হবে; আর তিনি তাতে একটি সীলমোহর লাগিয়ে সাক্ষীদের সাথে সাক্ষ্য দিলেন।
১১ আর সেই ক্ষেত, তার মধ্যেকার গুহা এবং সেই সমস্ত স্থান অব্রাহাম ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের, অর্থাৎ হিত্তীয়দের অধিকারে দেওয়া হল; দেখ, তা মম্রির সামনে কনান দেশের হিব্রোণে অবস্থিত।
১২ এরপর অব্রাহাম তাঁর স্ত্রী সারাকে সেই স্থানে কবর দিলেন। সেই স্থান এবং তার সমস্ত সীমানা অব্রাহাম ও তাঁর বংশের জন্য কবরস্থানের অধিকার হিসেবে পেল।
১৩ আর অব্রাহাম রাজাদের সমাধিস্থলে যেমন জাঁকজমকের সাথে সারাকে দাফন করেছিলেন, তেমনি তাঁকে খুব সুন্দর ও সুন্দর পোশাকে দাফন করা হয়েছিল।
১৪ আর শেম, তার ছেলেরা এবর ও অবীমেলক, অনর, অস্কোল ও মম্রি এবং দেশের সমস্ত প্রধান লোকেরা তার শবের পিছনে পিছনে ছিল।

15 সারা একশো সাতাশ বছর বেঁচে থাকার পর মারা গেলেন। অব্রাহাম মহা ও ভারী শোক করলেন এবং সাত দিন ধরে শোক পালন করলেন।
16 আর সেই দেশের সমস্ত লোক সারার জন্য অব্রাহাম ও তাঁর পুত্র ইস্হাককে সান্ত্বনা দিল।
১৭ তাদের শোকের দিন শেষ হলে অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসহাককে বিদায় করলেন। তিনি প্রভুর পথ এবং তাঁর নির্দেশ শেখার জন্য শেম ও এবরের বাড়িতে গেলেন। অব্রাহাম সেখানে তিন বছর থাকলেন।
18 সেই সময় অব্রাহাম তাঁর সমস্ত দাসদের নিয়ে উঠে বের্-শেবাতে ফিরে গেলেন এবং অব্রাহাম ও তাঁর সমস্ত দাসেরা বের্-শেবাতেই রইলেন।
১৯ আর সেই বছরেরই এক বিপ্লবের সময় পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক মারা গেলেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একশো তিরানব্বই বছর; আর অব্রাহাম তাঁর লোকদের নিয়ে পলেষ্টীয়দের দেশে গেলেন, এবং তারা তাঁর সমস্ত পরিবার এবং সমস্ত দাসদের সান্ত্বনা দিলেন, তারপর তিনি ফিরে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।
২০ অবীমেলকের মৃত্যুর পর গরারের লোকেরা তার ছেলে বিন্মালিককে নিয়ে গেল, যখন তার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর, এবং তারা তাকে তার বাবার জায়গায় শায়িত করল।
২১ তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম অবীমেলক রাখিল, কারণ গরারে তাহাদের এইরূপ করিবার রীতি ছিল; এবং অবীমেলক আপন পিতা অবীমেলকের স্থানে রাজত্ব করিলেন, এবং তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।
22 আর হারণের পুত্র লোটও সেই সময়ে মারা গেলেন, ইসহাকের আয়ুর ঊনচল্লিশ বছরে; আর লোট সর্বসুদ্ধ একশো চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন, পরে তিনি মারা গেলেন।
২৩ আর এই সকল লোটের সন্তান, যাঁরা তাঁর কন্যাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; প্রথম সন্তানের নাম মোয়াব এবং দ্বিতীয় সন্তানের নাম বিন্যামী।
24 আর লোটের দুই পুত্র কনানের দেশ থেকে গিয়ে বিবাহ করল এবং তাদের সন্তানসন্ততি হল। মোয়াবের সন্তানদের নাম ছিল এদ, মায়োন, তর্ষুশ ও কান্বিল। এরা আজও মোয়াবের সন্তানদের পিতা।
25 আর লোটের সন্তানদের সমস্ত গোষ্ঠী যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই বাস করতে লাগল, কারণ তারা ফলবান ও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
২৬ আর তারা যে দেশে বাস করত, সেখানে গিয়ে নিজেদের জন্য নগর নির্মাণ করল এবং যে নগরগুলি তারা তৈরি করেছিল, তাদের নাম নিজেদের নামে রাখল।
27 আর তেরহের পুত্র, অব্রাহামের ভাই নাহোর, ইসহাকের চল্লিশতম বৎসরে মারা গেলেন; নাহোরের সর্বসুদ্ধ একশত বাহাত্তর বৎসর জীবদ্দশায় তিনি মারা গেলেন এবং হারণে তাঁকে কবর দেওয়া হল।
28 যখন অব্রাহাম শুনলেন যে তাঁর ভাই মারা গেছেন, তখন তিনি খুব দুঃখ পেলেন এবং অনেক দিন ধরে তাঁর ভাইয়ের জন্য শোক করলেন।
29তখন অব্রাহাম তাঁর প্রধান দাস ইলীয়েষরকে ডাকলেন, যেন তিনি তাঁর বাড়ির বিষয়ে আদেশ দেন; আর তিনি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।
৩০ অব্রাহাম তাঁকে বললেন, দেখ, আমি বৃদ্ধ, আমার মৃত্যুর দিন জানি না; কারণ আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে; অতএব এখন উঠ, যাও, এই স্থান থেকে ও এই দেশ থেকে, আমরা যে কনানীয়দের মধ্যে বাস করি, তাদের কন্যাদের মধ্য থেকে আমার পুত্রের জন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করো না।
31 কিন্তু আমার দেশে এবং আমার জন্মস্থানে যাও, এবং সেখান থেকে আমার ছেলের জন্য একজন স্ত্রী নিয়ে এসো। স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আমাকে আমার বাবার বাড়ি থেকে এনে এই জায়গায় এনেছেন এবং আমাকে বলেছেন, আমি তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য এই দেশ অধিকার করব। তিনি তোমার আগে তাঁর দূত পাঠাবেন এবং তোমার পথ সফল করবেন, যাতে তুমি আমার পরিবার এবং আমার বাবার বাড়ি থেকে আমার ছেলের জন্য একজন স্ত্রী পেতে পারো।
৩২ তখন সেই দাস আপন প্রভু অব্রাহামকে উত্তর করিয়া কহিল, দেখ, আমি তোমার জন্মস্থানে, তোমার পিতৃগৃহে যাইতেছি, এবং তথা হইতে তোমার পুত্রের জন্য এক স্ত্রী আনিব; কিন্তু সেই কন্যা যদি আমার সহিত এই দেশে যাইতে রাজি না হয়, তবে আমি কি তোমার পুত্রকে তোমার জন্মস্থানে ফিরিয়া লইয়া যাইব?
33তখন অব্রাহাম তাকে বললেন, "সাবধান, আমার ছেলেকে আর এখানে আনবে না, কারণ আমি যাঁর সামনে হেঁটেছি, তিনি তোমার আগে আগে তাঁর দূত পাঠাবেন এবং তোমার পথ সফল করবেন।"
34তখন ইলীয়েষর অব্রাহামের আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন, এবং ইলীয়েষর এই বিষয়ে আপন প্রভু অব্রাহামের কাছে কসম করিলেন; আর ইলীয়েষর উঠিয়া আপন প্রভুর উটের দশটি উট এবং আপন প্রভুর দাসদের দশটি পুরুষ সঙ্গে লইয়া অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের জন্য স্ত্রী আনিতে অব্রাহাম ও নাহোরের নগর হারণে গেলেন; এবং তাঁহারা চলিয়া গেলেন, এবং অব্রাহাম শেম ও এবরের গৃহে লোক পাঠাইলেন, আর তাহারা তাঁহার পুত্র ইসহাককে তথা হইতে আনিল।
৩৫ পরে ইসহাক বের্-শেবাতে তাঁর বাবার বাড়ীতে ফিরে এলেন, আর ইলীয়েষর ও তাঁর লোকেরা হারণে এলেন; তারা নগরে জলাশয়ের কাছে থামলেন; আর তিনি তাঁর উটগুলোকে জলাশয়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিলেন এবং তারা সেখানেই রইল।
36তখন অব্রাহামের দাস ইলীয়েষর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার প্রভু অব্রাহামের ঈশ্বর, আজই আমাকে শুভ সূচনা করুন, এবং আমার প্রভুর প্রতি দয়া করুন, যেন আপনি আজ আমার প্রভুর পুত্রের জন্য তাঁহার বংশ হইতে একজন স্ত্রী নিযুক্ত করেন।
37 প্রভু তাঁর দাস অব্রাহামের জন্য ইলীয়েষরের কথা শুনলেন। তিনি অব্রাহামের ভাই নাহোরের স্ত্রী মিল্কার পুত্র বথূয়েলের কন্যার সাথে দেখা করলেন। ইলীয়েষর তার বাড়ীতে গেলেন।
38 ইলীয়েষর তাদের কাছে তার সমস্ত উদ্বেগের কথা বললেন, এবং তিনি যে অব্রাহামের দাস ছিলেন, তা বললেন, আর তারা তাঁর উপর খুব আনন্দ করল।

39 আর তারা সকলে এই ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাল, এবং তারা ইসহাকের জন্য বথুয়েলের কন্যা রেবেকাকে স্ত্রী হিসেবে দিল।
40 সেই যুবতীটি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, সে কুমারী ছিল, আর সেই সময় রেবেকার বয়স ছিল দশ বছর।
41 সেই রাতে বথুয়েল, লাবন ও তার ছেলেরা একটা ভোজসভার আয়োজন করল। ইলীয়েষর ও তার লোকেরা এসে সেই রাতে সেখানে ভোজন পান করল এবং আনন্দ করল।
42পরে ইলীয়েষর ও তার সঙ্গীরা ভোরে উঠে বথুয়েলের সমস্ত পরিবারের লোকদের ডেকে বললেন, "আমাকে বিদায় করো, আমি আমার প্রভুর কাছে যাই।" তখন তারা উঠে রিবিকাকে ও তার ধাইমা দবোরাকে, ঊষের কন্যাকে বিদায় করে দিল, আর তারা তাকে রূপা ও সোনা, দাস ও দাসী দিল এবং তাকে আশীর্বাদ করল।
43তখন তারা ইলীয়েষরকে তার লোকদের সাথে বিদায় করল; আর দাসেরা রেবেকাকে নিয়ে গেল; আর সে কনান দেশে তার প্রভুর কাছে ফিরে গেল।
44 ইসহাক রেবেকাকে বিয়ে করলেন এবং তিনি তাঁর স্ত্রী হলেন। তিনি তাকে তাঁবুতে নিয়ে গেলেন।
45 আর ইস্‌হাক যখন তাঁর কাকা বথুয়েলের মেয়ে রিবিকাকে বিয়ে করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

অধ্যায় ২৫

1আর সেই সময়ে অব্রাহাম বৃদ্ধ বয়সে আবার একজন স্ত্রীকে বিবাহ করলেন, যার নাম ছিল কটুরা; তিনি কনান দেশীয়।
2 আর সে তাঁহার গর্ভে সিম্রাণ, যক্ষণ, মদান, মিদিয়ন, যিশ্বক ও শূহ, এই ছয় পুত্র প্রসব করিল। সিম্রাণের সন্তানরা হল অবীহেন, মোলিক ও নারীম।
3 যক্ষণের পুত্রদের নাম ছিল শিবা ও দদান, মদানের পুত্রদের নাম ছিল অমিদা, যোয়াব, গোখী, ইলীশায় ও নোথক; আর মিদিয়নের পুত্রদের নাম ছিল ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও ইল্‌দায়া।
৪ যিশ্বকের পুত্ররা ছিল মাখিরো, বিয়োদূয়া ও তাতোর।
৫ শূহের পুত্ররা হল বিল্‌দদ, মম্‌দদ, মুনান ও মেবান; এরা সকলেই ইব্রীয় অব্রাহামের জন্য কনানীয়া স্ত্রী কটূরার সন্তানদের গোষ্ঠী।
৬ অব্রাহাম তাদের সকলকে বিদায় করে দিলেন এবং তাদের উপহার দিলেন। তারা তাঁর পুত্র ইসহাকের কাছ থেকে চলে গেলেন, যেখানেই জায়গা পাবেন সেখানেই বাস করতে।
৭ এই সকলে পূর্ব দিকের পাহাড়ে গমন করিয়া নিজেদের জন্য ছয়টি নগর নির্মাণ করিল, সেই সকল নগরে আজও বাস করিতেছে।
8 কিন্তু যক্ষণের সন্তান শিবা ও দদানের সন্তানরা, তাদের সন্তানদের নিয়ে, তাদের শহরে তাদের ভাইদের সাথে বাস করত না, বরং তারা যাত্রা করে এবং আজও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্তরে এবং প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে।
9আর অব্রাহামের পুত্র মিদিয়নের সন্তানরা কূশ দেশের পূর্ব দিকে গমন করিল, এবং সেই স্থানে পূর্ব দিকে এক বৃহৎ উপত্যকা পাইল, এবং সেখানে বাস করিল, এবং একটি নগর নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিল; সেই নগর অদ্য পর্যন্ত মিদিয়নের দেশ।
১০ মিদিয়ন তার নির্মিত নগরে বাস করতে লাগল, সে তার পাঁচ পুত্র এবং তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে।
১১ মিদিয়নের সন্তানদের নাম তাদের নগরের নাম অনুসারে এই হল; ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও ইল্‌দায়া।
১২ ঐফার পুত্রদের নাম ছিল মেথক, মেশার, অবী ও সনূয়। এফরের পুত্রদের নাম ছিল ইফ্রোণ, সূর, অলীরূণ ও মেদীন। হনোকের পুত্রদের নাম ছিল রূয়েল, রেকম, অসি, অলিয়োশূব ও আলাদ।
13 আর অবীদার পুত্রদের নাম ছিল কূর, মেলূদ, করবেরী, মোল্‌খি; আর ইল্‌দার পুত্রদের নাম ছিল মিকর, রেবা, মল্কিয় ও গাবোল; মিদিয়নীয়দের নাম তাদের গোষ্ঠী অনুসারে এই; পরে মিদিয়নীয় গোষ্ঠীগুলি মিদিয়ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল।
১৪ আর ইব্রাহিমের পুত্র ইশ্মায়েলের বংশাবলি এই, যাকে সারার দাসী হাগার অব্রাহামের জন্য প্রসব করেছিলেন।
১৫ ইশ্মায়েল মিশর দেশ থেকে একজন স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন, তার নাম ছিল রিবা, অর্থাৎ মরীবা।
১৬ রিবার ইশ্মায়েলের জন্য নবায়োৎ, কেদর, অদ্বেল, মিব্‌সম এবং তাদের বোন বস্মতের জন্ম হয়েছিল।
১৭ পরে ইশ্মায়েল আপন স্ত্রী রিবাকে ত্যাগ করিলেন, আর সে তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া মিশরে আপন পিতার গৃহে ফিরিয়া গেল, এবং সেখানে বাস করিল, কারণ ইশ্মায়েল ও তাঁহার পিতা অব্রাহামের দৃষ্টিতে সে অতিশয় দুষ্ট ছিল।
১৮ পরে ইশ্মায়েল কনান দেশীয় এক স্ত্রীকে বিবাহ করলেন, যার নাম ছিল মল্‌কূৎ। তিনি তাঁর জন্য নিশ্মা, দূমা, মাশা, হদদ, তেমা, য়েতুর, নাফীশ ও কেদমাকে প্রসব করলেন।
১৯ ইশ্মায়েলের পুত্ররা, এবং তাদের নাম এই, তাদের জাতি অনুসারে বারো জন অধ্যক্ষ; পরে ইশ্মায়েলের পরিবার ছড়িয়ে পড়ল; এবং ইশ্মায়েল তার সন্তানদের, তার অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি, তার পরিবারের প্রাণ এবং তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে, এবং যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসবাস করতে গেল।
২০ তারা পারণ প্রান্তরের কাছে গিয়ে বাস করতে লাগল। তাদের বাসস্থান ছিল হবীলা থেকে শূর পর্যন্ত, যা মিশরের পূর্ব দিকে এবং আশেরিয়ার দিকে যাওয়ার পথে অবস্থিত।
২১ ইশ্মায়েল ও তার পুত্ররা সেই দেশে বাস করতে লাগলেন এবং তাদের সন্তানসন্ততি হল এবং তারা সন্তানসন্ততি লাভ করল এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।
22 ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োতের পুত্রদের নাম এই; মেন্দ, সেন্দ, মায়োন; আর কেদরের পুত্ররা হল অলিয়োন, কেষম, হামাদ ও এলি।
23 অদ্বেলের ছেলেরা হল হামদ ও যাবীন; আর মিব্‌সমের ছেলেরা হল ওবদিয়, এবদ-মেলক ও যিয়ূশ; ইশ্মায়েলের স্ত্রী রিবার বংশধরদের এই সব পরিবার।

24 ইশ্মায়েলের পুত্র মিশ্মার পুত্ররা হল শমূয়, সখরিয়োন ও ওবেদ; আর দূমার পুত্ররা হল কেষদ, এলি, মক্ষদ ও আমেদ।
25 মাসার পুত্রদের নাম ছিল মেলন, মূলা ও এবীদাদোন; হাদদের পুত্রদের নাম ছিল অসূর, মিন্সর ও এবদ-মেলক; আর তেমার পুত্রদের নাম ছিল সেয়ীর, সাদোন ও যাকোল।
26যেতুরের পুত্ররা হলেন মরীৎ, যয়িশ, অলিয়ো ও পাখোৎ; নাফীশের পুত্ররা হলেন এবদ-তামদ, অবীয়াসফ ও মীর; কেদমার পুত্ররা হলেন খলিপ, তক্তী ও অমীর; এরা তাদের গোষ্ঠী অনুসারে ইশ্মায়েলের স্ত্রী মল্‌কূতের সন্তান।
২৭ বংশাবলি অনুসারে এরা সকলেই ইশ্মায়েলের বংশধর এবং আজও তারা যে সব দেশে নিজেদের জন্য শহর গড়ে তুলেছিল, সেখানে বাস করত।
28আর অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের স্ত্রী বথুয়েলের কন্যা রিবিকা সেই সময়ে বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁর কোন সন্তান ছিল না; আর ইসহাক কনান দেশে তাঁর পিতার সাথে বাস করতেন; আর সদাপ্রভু ইসহাকের সহবর্তী ছিলেন; আর নোহের পুত্র শেমের পুত্র অর্ফক্ষদ সেই সময়ে, ইসহাকের আয়ুর আটচল্লিশ বছরে মারা যান; আর অর্ফক্ষদের মোট আয়ু চারশো আটত্রিশ বছর ছিল, পরে তিনি মারা যান।

অধ্যায় ২৬

1আর অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের জীবনের ঊনপঞ্চাশতম বছরে, তাঁর স্ত্রী রিবিকা সেই দিনগুলিতেও বন্ধ্যা ছিলেন।
2আর রেবেকা ইসহাককে কহিলেন, হে আমার প্রভু, আমি সত্যই শুনিয়াছি যে, তোমার পিতা আমার প্রভু অব্রাহাম, তাঁহার জন্য প্রার্থনা না করা পর্যন্ত, তোমার মাতা সারা বন্ধ্যা ছিলেন।
3এখন তুমিও উঠে দাঁড়াও, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমার প্রার্থনা শুনবেন এবং তাঁর করুণার মাধ্যমে আমাদের স্মরণ করবেন।
৪ তখন ইসহাক তাঁর স্ত্রী রিবিকাকে উত্তর দিলেন, "অব্রাহাম ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাঁর বংশ বৃদ্ধি করেন। এখন আপনার কাছ থেকে আমাদের এই বন্ধ্যাত্ব আমাদের কাছে আসতেই হবে।"
5রিবেকা তাঁকে বললেন, "কিন্তু তুমিও এখন ওঠো এবং প্রার্থনা করো, যেন প্রভু তোমার প্রার্থনা শোনেন এবং আমাকে সন্তান দান করেন।" ইসহাক তাঁর স্ত্রীর কথা শুনলেন, এবং ইসহাক ও তাঁর স্ত্রী উঠে মোরিয়া দেশে গেলেন এবং সেখানে প্রার্থনা করলেন এবং প্রভুর অন্বেষণ করলেন। তারা সেই স্থানে পৌঁছে ইসহাক উঠে তাঁর স্ত্রীর জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, কারণ তিনি বন্ধ্যা ছিলেন।
6 তখন ইসহাক বললেন, "হে স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর, তোমার মঙ্গল ও করুণা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। তুমিই আমার পিতাকে তার পিতার বাড়ি থেকে এবং তার জন্মস্থান থেকে এই দেশে এনেছিলে এবং তাকে বলেছিলে, 'আমি তোমার বংশধরদের এই দেশ দেব।' তুমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে এবং তাকে বলেছিলে, 'আমি তোমার বংশকে আকাশের তারা এবং সমুদ্রের বালির মতো বহুগুণ করব।' এখন তুমি আমার পিতাকে যে কথা বলেছিলে তা সত্য হোক।"
7 কারণ তুমিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করেছ, তেমনি আমাদের দৃষ্টি তোমার দিকে, যেন তুমি আমাদের বংশধরদের দান করতে পারো। কারণ তুমিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এবং আমাদের দৃষ্টি কেবল তোমার দিকে।
৪তখন সদাপ্রভু অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের প্রার্থনা শুনলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁর প্রতি বিনতি করলেন, আর তাঁর স্ত্রী রিবিকা গর্ভবতী হলেন।
9 আর প্রায় সাত মাস পরে তার গর্ভে সন্তানরা একে অপরের সাথে লড়াই করতে লাগল, এবং তাদের জন্য সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে তখন দেশের সমস্ত স্ত্রীলোকদের বলল, "আমার সাথে যা ঘটেছে, তোমাদের সাথেও কি এমন কিছু ঘটেছে?" তারা বলল, "না।"
১০ আর সে তাদের বলল, "পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে আমি একা কেন এই ঘটনা ঘটছে?" এই জন্য সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য মোরিয়া দেশে গেল; এবং সে শেম ও তার পুত্র এবরের কাছে গেল এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য, এবং তারা যেন তার বিষয়ে এই বিষয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে।"
১১ আর সে অব্রাহামকে তার উপর যা ঘটেছে তার সব বিষয়ে প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে এবং জিজ্ঞাসা করতে বলল।
12তারা সকলে এই বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আর তারা সদাপ্রভুর কাছ থেকে তাকে এই বার্তা এনে বলল, "তোমার গর্ভে দুটি সন্তান আছে, এবং তাদের থেকে দুটি জাতি উৎপন্ন হবে; এবং একটি জাতি অন্য জাতি থেকে শক্তিশালী হবে, এবং বৃহৎটি ছোটটির দাস হবে।"
১৩ প্রসবের দিন শেষ হলে, সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং দেখল তার গর্ভে যমজ সন্তান রয়েছে, যেমন প্রভু তাকে বলেছিলেন।
১৪ প্রথম সন্তানের গা লাল হয়ে উঠল, যেন লোমশ পোশাক। দেশের সমস্ত লোক তার নাম রাখল এষৌ, কারণ তারা বলল, "এ গর্ভ থেকেই পূর্ণতা পেয়েছে।"
১৫ এরপর তার ভাই এষৌর পায়ের গোড়ালি ধরেছিল, তাই তার নাম রাখা হল যাকোব।
১৬ আর অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাকের ষাট বছর বয়সে এই দুই পুত্রের জন্ম হয়েছিল।
১৭ ছেলেরা পনেরো বছর বয়সে বড় হয়ে মানুষের সমাজে প্রবেশ করল। এষৌ ছিল একজন কৌশলী ও ছলনাময়ী ব্যক্তি, মাঠে একজন দক্ষ শিকারী, আর যাকোব ছিল একজন নিখুঁত ও জ্ঞানী ব্যক্তি, সে তাঁবুতে বাস করত, মেষপাল চরাত এবং সদাপ্রভুর নির্দেশাবলী এবং তার পিতামাতার আদেশগুলি শিখত।
১৮ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইসহাক ও তাঁর পরিবারের সন্তানরা কনান দেশে তাঁর পিতা অব্রাহামের সাথে বাস করতে লাগলেন।
১৯ অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েল তাঁর সন্তানদের এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে হবীলা দেশে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

২০ অব্রাহামের উপপত্নীদের সমস্ত সন্তান পূর্বদিকে বাস করতে গেল, কারণ অব্রাহাম তাদের তাঁর পুত্রের কাছ থেকে বিদায় করেছিলেন এবং তাদের উপহার দিয়েছিলেন, আর তারা চলে গেল।

২১ অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে তাঁর যা কিছু ছিল সব দিলেন, আর তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদও তাঁকে দিলেন।

22আর তিনি তাহাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি কি জান না ও বুঝ না যে সদাপ্রভুই স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বর, এবং তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই?

23 আর তিনিই আমাকে আমার বাবার বাড়ি থেকে, আমার জন্মস্থান থেকে বের করে এনেছেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ আমাকে দিয়েছেন; তিনি আমাকে দুষ্টদের পরামর্শ থেকে উদ্ধার করেছেন, কারণ আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছি।

24আর তিনি আমাকে এই স্থানে আনিলেন, এবং উর কাসদিম হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন; এবং আমাকে কহিলেন, তোমার বংশধরদিগকে আমি এই সকল দেশ দিব, এবং যখন তাহারা আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও আমার যে সকল শাসন তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি, এবং যাহা আমি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিব, সেই সকল পালন করিবে, তখন তাহারা তাহাদের অধিকারী হইবে।

25 "এখন আমার পুত্র, আমার কথা শোন, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যে সকল আজ্ঞা আমি তোমাকে দিয়েছি, সে সকল পালন কর। ডানে কি বামে ফিরো না, যেন তোমার ও তোমার পরে তোমার সন্তানদের চিরকাল মঙ্গল হয়।

26আর সদাপ্রভুর আশ্চর্য্য কার্য্য সকল স্মরণ কর, এবং আমাদের প্রতি তিনি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর, আমাদের শত্রুদের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব এখন আমি তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন কর, এবং তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে বিমুখ হইও না, এবং তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা করিও না, যেন তোমার ও তোমার পরে তোমার বংশের মঙ্গল হয়।

27 আর তুমি তোমার সন্তানদের ও তোমার বংশধরদেরকে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও তাঁর আজ্ঞা শিক্ষা দাও, এবং তাদের যে সঠিক পথে চলা উচিত তা শিক্ষা দাও, যাতে তাদের চিরকাল মঙ্গল হয়।

28তখন ইসহাক তাঁর পিতাকে উত্তর দিলেন, "আমার প্রভু যা আদেশ করেছেন আমি তাই করব, আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদেশ থেকে বিচ্যুত হব না, তিনি আমাকে যা আদেশ করেছেন তা আমি পালন করব।" অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসহাককে ও তাঁর সন্তানদের আশীর্বাদ করলেন; আর অব্রাহাম যাকোবকে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও তাঁর পথ শিক্ষা দিলেন।

29 আর সেই সময়ে ইব্রাহিম ইসহাকের পুত্র যাকোব ও এষৌর আয়ুর পনেরো বছরের মধ্যে মারা গেলেন। অব্রাহামের মোট আয়ু একশো পঁচাত্তর বছর ছিল। পরে তিনি বৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ বয়সে মারা গেলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে সংগৃহীত হলেন। তাঁর পুত্র ইসহাক ও ইশ্মায়েল তাঁকে কবর দিলেন।

৩০ আর যখন কনানের লোকেরা শুনতে পেল যে অব্রাহাম মারা গেছেন, তখন তারা তাদের রাজা, রাজপুত্র এবং তাদের সমস্ত লোকদের নিয়ে অব্রাহামকে কবর দিতে এল।

31 আর হারণ দেশের সমস্ত বাসিন্দা, অব্রাহামের বংশের সমস্ত পরিবার, সমস্ত অধ্যক্ষ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং উপপত্নীদের সন্তানরা, সকলেই অব্রাহামের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে এসেছিল এবং অব্রাহামের দয়ার প্রতিদান দিয়ে তার পুত্র ইসহাককে সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং অব্রাহামকে সেই গুহায় কবর দিয়েছিল যা তিনি হিত্তীয় ইফ্রোণ ও তার সন্তানদের কাছ থেকে কবরস্থানের অধিকারের জন্য কিনেছিলেন।

32 আর কনানের সমস্ত লোক এবং যারা অব্রাহামকে চিনত তারা সকলেই পুরো এক বছর ধরে অব্রাহামের জন্য কাঁদল এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা তার জন্য শোক করল।

33 আর সমস্ত ছোট ছেলেমেয়ে এবং দেশবাসী সকলে অব্রাহামের জন্য কাঁদতে লাগল, কারণ অব্রাহাম সকলের প্রতি সদয় ছিলেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি সৎ ছিলেন।

34 আর অব্রাহামের মত ঈশ্বরকে ভয় করে এমন আর কোন মানুষ আবির্ভূত হয়নি, কারণ সে তার বাল্যকাল থেকেই তার ঈশ্বরকে ভয় করত এবং প্রভুর সেবা করত এবং তার জীবনকালে, তার শৈশবকাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার সমস্ত পথে চলেছিল।

৩৫ আর প্রভু তাঁর সাথে ছিলেন এবং নিম্রোদ ও তাঁর লোকদের পরামর্শ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, এবং যখন তিনি এলমের চার রাজার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি তাদের জয় করেছিলেন।

৩৬ আর তিনি পৃথিবীর সমস্ত সন্তানকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তাদেরকে প্রভুর পথ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং প্রভুকে জানতে সাহায্য করেছিলেন।

৩৭ আর সে একটি বাগান তৈরি করল এবং সেখানে একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করল। সে সর্বদা তার তাঁবুতে দেশ দিয়ে যাতায়াতকারীদের জন্য খাবার ও পানীয় প্রস্তুত করত, যাতে তারা তার বাড়িতে তৃপ্ত হয়।

38আর প্রভু ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করলেন।

39আর অব্রাহামের মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে ও তাঁর সন্তানদের আশীর্বাদ করলেন; আর সদাপ্রভু ইস্‌হাকের সহবর্তী ছিলেন, যেমন তিনি তাঁর পিতা অব্রাহামের সহবর্তী ছিলেন; কারণ ইস্‌হাক তাঁর পিতা অব্রাহামের আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছিলেন; তাঁর পিতা তাঁকে যে সঠিক পথের আদেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে তিনি ডানে কি বামে ফিরলেন না।

অধ্যায় ২৭

১ আর সেই সময়, অব্রাহামের মৃত্যুর পর, এষৌ প্রায়ই শিকার করতে মাঠে যেত।

2 আর বাবিলের রাজা নিম্রোদ, অর্থাৎ আম্রফল, প্রায়ই তার বীর সৈন্যদের সাথে মাঠে শিকার করতে যেত এবং দিনের শীতকালে তার সৈন্যদের সাথে ঘুরে বেড়াত।

3 আর নিম্রোদ সারাদিন এষৌর প্রতি লক্ষ্য রাখত, কারণ এষৌর প্রতি নিম্রোদের মনে সব সময় ঈর্ষা জন্মেছিল।

4একদিন এষৌ শিকার করতে মাঠে গেলেন, আর নিম্রোদকে তাঁর দুই পুরুষের সাথে মরুভূমিতে হাঁটতে দেখলেন।
5 আর তার সমস্ত বীরপুরুষ এবং তার লোকেরা মরুভূমিতে তার সাথে ছিল, কিন্তু তারা তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল, এবং তারা তার কাছ থেকে বিভিন্ন দিকে শিকার করতে গেল। এষৌ নিম্রোদের জন্য নিজেকে লুকিয়ে রাখল, আর সে তার জন্য মরুভূমিতে লুকিয়ে রইল।
৬ আর নিম্রোদ ও তার সঙ্গীরা তাকে চিনত না, আর নিম্রোদ ও তার লোকেরা দিনের শীতকালে প্রায়শই মাঠে ঘুরে বেড়াত, আর জানতে চাইত তার লোকেরা মাঠে কোথায় শিকার করছে।
৭ আর নিম্রোদ ও তার সঙ্গী দুজন লোক যেখানে ছিল সেখানে এলে, হঠাৎ এষৌ তার লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে তরবারি বের করে দ্রুত নিম্রোদের কাছে ছুটে গিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন।
8 আর নিম্রোদের সঙ্গী দুই ব্যক্তির সাথে এষৌর ভীষণ লড়াই হল, আর তারা তাকে ডাকলে এষৌ তাদের দিকে ফিরে তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করল।
9 আর নিম্রোদের সমস্ত বীরপুরুষ, যারা তাকে ছেড়ে প্রান্তরে চলে গিয়েছিল, তারা দূর থেকে সেই কান্না শুনতে পেল, এবং তারা সেই দুই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর চিনতে পারল, এবং এর কারণ জানতে দৌড়ে গেল, যখন তারা তাদের রাজা এবং তার সাথে থাকা দুই ব্যক্তিকে প্রান্তরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পেল।
১০ আর এষৌ যখন নিম্রোদের বীরদের দূর থেকে আসতে দেখল, তখন সে পালিয়ে গেল এবং পালিয়ে গেল; আর এষৌ নিম্রোদের সেই মূল্যবান পোশাকগুলো নিয়ে নিল, যা নিম্রোদের পিতা নিম্রোদকে দিয়েছিলেন এবং যা দিয়ে নিম্রোদ সমগ্র দেশকে জয় করেছিল, আর সে দৌড়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখল।
১১ আর এষৌ সেই পোশাকগুলো নিয়ে নিম্রোদের লোকদের ভয়ে শহরে পালিয়ে গেল। যুদ্ধে ক্লান্ত ও ক্লান্ত হয়ে সে তার বাবার বাড়িতে ফিরে এল। সে যখন তার ভাই যাকোবের কাছে এসে তার সামনে বসল, তখন সে শোকে মরতে প্রস্তুত ছিল।
১২ আর সে তার ভাই যাকোবকে বলল, "দেখ, আমি আজই মারা যাব, তাহলে আমি কেন জ্যেষ্ঠাধিকার চাইব?" এই বিষয়ে যাকোব এষৌর সাথে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করলেন এবং এষৌ তার জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করলেন, কারণ এটি প্রভুর দ্বারাই হয়েছিল।
১৩ আর মক্‌পেলা ক্ষেত্রের গুহায় অবস্থিত এষৌর যে অংশ অব্রাহাম কবরস্থানের অধিকারের জন্য হিত্তীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন, তাও এষৌ যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিলেন, আর যাকোব তার ভাই এষৌর কাছ থেকে মূল্য দিয়ে এই সব কিনে নিলেন।
১৪ আর যাকোব এই সমস্ত কথা একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করলেন, এবং সাক্ষীদের সাথে সাক্ষ্য দিলেন, এবং তাতে সীলমোহর করলেন, আর সেই পুস্তক যাকোবের হাতেই রইল।
১৫ কূশের পুত্র নিম্রোদ মারা গেলে পর তার লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে গেল এবং আতঙ্কিত অবস্থায় তাকে তার শহরে কবর দিল। নিম্রোদ মোট দুইশো পনেরো বছর বেঁচে থাকার পর মারা গেল।
16 আর নিম্রোদ দেশবাসীর উপর একশো পঁচাশি বছর রাজত্ব করেছিলেন; আর নিম্রোদ লজ্জা ও ঘৃণায় এষৌর তরবারির আঘাতে মারা গেলেন, আর অব্রাহামের বংশধরেরা স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন, তেমনই তাঁর মৃত্যু ঘটালেন।
১৭ আর নিমরোদের মৃত্যুর পর তার রাজ্য অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং নিমরোদ যে সমস্ত অংশে রাজত্ব করতেন সেগুলি দেশের সংশ্লিষ্ট রাজাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যারা নিমরোদের মৃত্যুর পর সেগুলি পুনরুদ্ধার করে এবং নিমরোদের পরিবারের সমস্ত লোক দীর্ঘকাল ধরে দেশের অন্যান্য সমস্ত রাজাদের দাসত্বে ছিল।

অধ্যায় ২৮

1আর সেই সময়ে, অব্রাহামের মৃত্যুর পর, সেই বছর সদাপ্রভু দেশে এক মহা দুর্ভিক্ষ আনলেন; আর কনান দেশে যখন দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড হচ্ছিল, তখন ইসহাক তাঁর পিতা অব্রাহামের মতো দুর্ভিক্ষের জন্য মিশরে যাওয়ার জন্য উঠলেন।
2 সেই রাতে প্রভু ইস্‌হাকের কাছে দর্শন দিলেন এবং বললেন, "মিসর দেশে যেও না, বরং গরারে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের কাছে যাও, এবং দুর্ভিক্ষ না থামা পর্যন্ত সেখানেই থাকো।"
3তখন ইসহাক সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে উঠিয়া গরারে গেলেন, এবং সেখানে পূর্ণ এক বছর কাটালেন।
8 ইসহাক যখন গরারে এলেন, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁর স্ত্রী রিবিকাকে দেখতে সুন্দরী দেখতে পেল। গরারের লোকেরা ইস্‌হাককে তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "সে আমার বোন, কারণ তিনি তাঁকে তাঁর স্ত্রী বলতে ভয় পেতেন, পাছে দেশের লোকেরা তাঁকে তাঁর স্ত্রী বলে ডাকে।"
5তখন অবীমেলকের অধ্যক্ষরা রাজার কাছে গিয়ে সেই স্ত্রীলোকের প্রশংসা করলেন, কিন্তু তিনি তাদের কোন উত্তর দিলেন না, তাদের কথায় মনোযোগ দিলেন না।
৬ কিন্তু তিনি তাদের বলতে শুনেছিলেন যে ইসহাক তাকে তার বোন বলে ঘোষণা করেছেন, তাই রাজা এই কথাটি নিজের মধ্যেই রেখে দিলেন।
৭ ইসহাক সেই দেশে তিন মাস থাকার পর, অবীমেলক জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, আর দেখছেন ইসহাক তাঁর স্ত্রী রিবিকার সাথে কৌতুক করছেন। ইসহাক রাজার বাইরের বাড়িতে বাস করছিলেন, আর ইসহাকের বাড়িটি রাজপ্রাসাদের বিপরীতে ছিল।
৮ রাজা ইসহাককে বললেন, "তুমি আমাদের সাথে এ কি করলে যে তোমার স্ত্রীকে আমার বোন বলেছিলে? কত সহজেই লোকদের একজন মহান ব্যক্তি তার সাথে শয়ন করতে পারত, আর তুমি আমাদের উপর দোষ চাপাতে পারত?"
9 ইসহাক অবীমেলককে বললেন, "আমি ভীত ছিলাম পাছে আমার স্ত্রীর জন্য আমি মারা যাই, তাই আমি বললাম, "সে আমার বোন।"

১০ সেই সময় অবীমেলক তাঁর সমস্ত রাজপুত্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আদেশ দিলেন। তারা ইসহাক ও তাঁর স্ত্রী রিবিকাকে ধরে রাজার সামনে হাজির করলেন।
১১ রাজা আদেশ দিলেন, তাদের রাজকীয় পোশাক পরাও, শহরের রাস্তায় তাদের ঘোড়ায় চড়াও করো এবং সারা দেশে তাদের সামনে ঘোষণা করো, এই লোকটিই সেই লোক এবং এই তার স্ত্রী; যে কেউ এই লোকটিকে বা তার স্ত্রীকে স্পর্শ করবে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এরপর ইসহাক তার স্ত্রীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন, আর প্রভু ইসহাকের সাথে ছিলেন এবং তিনি ক্রমশ বড় হতে থাকলেন এবং তার কোন অভাব ছিল না।
১২ আর সদাপ্রভু অবীমেলকের দৃষ্টিতে এবং তাহার সমস্ত প্রজাদের দৃষ্টিতে ইস্হাকের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, এবং অবীমেলক ইস্হাকের সহিত সদাচরণ করিলেন, কারণ অবীমেলক তাঁহার পিতা ও অব্রাহামের মধ্যে কৃত শপথ ও নিয়ম স্মরণ করিলেন।
১৩ তখন অবীমেলক ইস্হাককে কহিলেন, দেখ, সমস্ত পৃথিবী তোমার সম্মুখে; তুমি আপন দেশে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত যেখানেই ভাল বোধ হয়, সেখানেই বাস কর; আর অবীমেলক ইস্হাককে ক্ষেত, দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং গরার দেশের উৎকৃষ্টতম অংশ দিলেন, যেন তিনি দুর্ভিক্ষের দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বীজ বপন ও শস্য কাটিয়া ভূমির ফল ভোগ করেন।
১৪ আর ইসহাক সেই দেশে বীজ বপন করলেন, এবং সেই বছর একশো গুণ ফসল পেলেন, আর প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।
১৫ পরে সেই ব্যক্তি বৃদ্ধ হলেন, আর তাঁর অনেক মেষপাল ও পশুপাল এবং প্রচুর দাসদাসী হল।
16 দুর্ভিক্ষের দিন শেষ হয়ে গেলে পর সদাপ্রভু ইস্হাককে দর্শন দিলেন এবং তাঁকে বললেন, "ওঠো, এই স্থান ত্যাগ করে তোমার দেশে, কনান দেশে ফিরে যাও।" তখন ইস্হাক উঠে সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে কনান দেশের হিব্রোণে ফিরে গেলেন।
17এর পরে অর্ফক্ষদের পুত্র শেলক সেই বৎসরে, অর্থাৎ যাকোব ও এষৌর আয়ুর আঠারো বৎসরে, মারা গেলেন; সর্বসুদ্ধ শেলক চারশো তেত্রিশ বৎসর জীবিত থাকিলে মারা গেলেন।
১৮ সেই সময় ইস্হাক তাঁর ছোট ছেলে যাকোবকে শেম ও এবরের বাড়িতে পাঠালেন, আর তিনি সদাপ্রভুর নির্দেশ শিখলেন। যাকোব বত্রিশ বছর শেম ও এবরের বাড়িতে থাকলেন, আর তাঁর ভাই এষৌ যেতে রাজি না হওয়ায় তিনি কনান দেশে তাঁর বাবার বাড়িতেই রইলেন।
১৯ আর এষৌ যা পাওয়া যায় তা বাড়ি আনার জন্য মাঠে-ঘাটে শিকার করে বেড়াত, আর এষৌ সারাদিন তাই করত।
20আর এষৌ ছিল একজন ধূর্ত ও ছলনাময় ব্যক্তি, সে মানুষের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং তাদের গোপনে ঠকাত; আর এষৌ মাঠে একজন বীর পুরুষ ছিল, এবং যথারীতি শিকার করতে যেত; এবং সেয়ীর, অর্থাৎ ইদোম অঞ্চলে উপস্থিত হল।
21 আর তিনি সেয়ীর দেশে এক বছর চার মাস মাঠে শিকার করে কাটালেন।
২২ আর এষৌ সেয়ীর দেশে এক কনানীয়ের কন্যাকে দেখিলেন, তাহার নাম যিহূদীৎ, সে কনানের পুত্র হেতের গোষ্ঠীর এফরের পুত্র বেরির কন্যা।
২৩ পরে এষৌ তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার নিকটে আসিল; যখন এষৌ তাহাকে বিবাহ করিলেন, তখন তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর ছিল, এবং তিনি তাহাকে তাঁহার পিতার নিবাসভূমি হিব্রোণে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে বাস করিলেন।
24আর সেই সময়ে, ইস্হাকের আয়ুর একশো দশম বৎসরে, অর্থাৎ যাকোবের আয়ুর পঞ্চাশতম বৎসরে, সেই বৎসরে নোহের পুত্র শেম মারা গেলেন; মৃত্যুকালে শেমের বয়স ছয়শো বৎসর ছিল।
25শেমের মৃত্যুর পর যাকোব কনান দেশের হিব্রোণে তাঁর বাবার কাছে ফিরে গেলেন।
২৬ যাকোবের জীবনের ছাপ্পান্ন বছরে হারণ থেকে লোকেরা আসল। রেবেকাকে তার ভাই বথুয়েলের ছেলে লাবনের খবর জানানো হল।
২৭ কারণ সেই সময় লাবনের স্ত্রী বন্ধ্যা ছিল এবং তার কোন সন্তান ছিল না, এবং তার সমস্ত দাসীও তার জন্য কোন সন্তান প্রসব করেনি।
28 এরপর প্রভু লাবনের স্ত্রী আদিনাকে স্মরণ করলেন। তিনি গর্ভবতী হয়ে যমজ কন্যার জন্ম দিলেন। লাবন তাঁর কন্যাদের নাম রাখলেন, বড় মেয়ের নাম লেয়া ও ছোট মেয়ের নাম রাহেল।
29 লোকেরা এসে রেবেকাকে এই সব কথা জানাল। রেবেকা খুব আনন্দিত হল যে প্রভু তার ভাইয়ের যত্ন নিয়েছেন এবং তার সন্তান হয়েছে।

অধ্যায় ২৯

1পরে অব্রাহামের পুত্র ইস্হাক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ হইলেন, এবং বয়সের ভারে তাঁহার চক্ষু ভারী হইল, ক্ষীণ হইল, এবং দেখিতে পাইলেন না।
2 সেই সময় ইসহাক তাঁর পুত্র এষৌকে ডেকে বললেন, "তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তোমার তীরন্দাজ ও ধনুক নিয়ে এসো। উঠে মাঠে যাও এবং আমার জন্য মৃগের মাংস এনে দাও। আমার জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি খেয়ে মৃত্যুর আগে তোমাকে আশীর্বাদ করব, কারণ আমি এখন বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হয়ে গেছি।"
3 আর এষৌ তাই করলেন; আর অস্ত্র নিয়ে মাঠে গেলেন, যথারীতি, শিকারের জন্য, যাতে তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন, সেইজন্য তাঁর পিতার কাছে নিয়ে আসেন।
৪ ইসহাক এষৌকে যা যা বলেছিলেন, রেবেকা তা সব শুনলেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে তাঁর ছেলে যাকোবকে ডেকে বললেন, "তোমার বাবা তোমার ভাই এষৌকে এই কথা বলেছিলেন, আর আমিও তা শুনেছি। এখন তুমি তাড়াতাড়ি করো, আমি যা বলব তাই করো।"
5আর তুমি উঠ, পালের কাছে যাও, আর আমার জন্য দুটি সুন্দর ছাগলছানা আনো; আমি তোমার বাবার জন্য সুস্বাদু খাবার আনি। তোমার ভাই তাড়া করে ফিরে আসার আগে

তুমি সুস্বাদু খাবার নিয়ে এসো, যাতে তোমার বাবা তোমাকে আশীর্বাদ করেন।
৬ যাকোব তাড়াতাড়ি করে তাঁর মায়ের আজ্ঞানুসারে কাজ করলেন। এষৌ তাড়া করে ফিরে আসার আগেই সুস্বাদু খাবার রান্না করে বাবার সামনে এনে দিলেন।
৭ তখন ইসহাক যাকোবকে বললেন, "বাবা, তুমি কে?" তিনি বললেন, "আমি তোমার প্রথমজাত এষৌ, তুমি যা আদেশ করেছিলে আমি তাই করেছি। এখন তুমি উঠে আমার শিকারের মাংস খাও, যাতে তুমি যেমন বলেছিলে, তেমনি তোমার প্রাণ আমাকে আশীর্বাদ করে।"
৪তখন ইসহাক উঠে ভোজন পান করলেন, আর তাঁর হৃদয় সান্ত্বনা পেল, আর তিনি যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন এবং যাকোব তাঁর পিতার কাছ থেকে চলে গেলেন; আর ইসহাক যাকোবকে আশীর্বাদ করে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পর, দেখ, এষৌ মাঠ থেকে শিকার করে এসেছিলেন, এবং সুস্বাদু খাবারও রান্না করে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে এসেছিলেন যেন তিনি তা খেতে পারেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন।
9 ইসহাক এষৌকে বললেন, "তুমি আসার আগে কে শিকারের মাংস খেয়ে আমার কাছে এনেছিল এবং আমি যাকে আশীর্বাদ করেছিলাম?" এষৌ জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাই যাকোব এই কাজ করেছেন, আর তাঁর ভাই যাকোবের প্রতি এই আচরণ করায় এষৌর রাগ প্রজ্বলিত হল।
১০ তখন এষৌ বললেন, "তার নাম কি যাকোব রাখা ঠিক নয়? কারণ সে আমাকে দু'বার প্রতারণা করেছে, আমার জ্যেষ্ঠাধিকার কেড়ে নিয়েছে, এখন সে আমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।" এষৌ খুব কাঁদলেন; আর ইসহাক যখন তাঁর পুত্র এষৌর কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন, তখন ইসহাক এষৌকে বললেন, "আমি কি করতে পারি বৎস, তোমার ভাই ছলনা করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিল; আর এষৌ তাঁর পিতার দেওয়া আশীর্বাদের জন্য তাঁর ভাই যাকোবকে ঘৃণা করতেন, আর তাঁর উপর তাঁর রাগ প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠল।"
১১ আর যাকোব আপন ভ্রাতা এষৌকে অতিশয় ভীত হইলেন, এবং উঠিয়া শেমের পুত্র এবরের গৃহে পলায়ন করিলেন; এবং আপন ভ্রাতার ভয়ে সেই স্থানে লুকাইয়া থাকিলেন; আর যাকোব তেষট্টি বৎসর বয়সে কনান দেশ হইতে হিব্রোণ হইতে বাহির হইলেন; আর যাকোব আপন ভ্রাতা এষৌর প্ররোচনায় চৌদ্দ বৎসর বৎসর এবরের গৃহে লুকাইয়া থাকিলেন; এবং তিনি সেখানে সদাপ্রভুর পথ ও তাঁহার আজ্ঞা সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন।
১২ যখন এষৌ দেখলেন যে, যাকোব তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেছেন এবং যাকোব ছলনা করে আশীর্বাদ পেয়েছেন, তখন এষৌ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাঁর পিতামাতার প্রতিও বিরক্ত হলেন; তিনিও উঠে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে সেয়ীরে চলে গেলেন এবং সেখানে বাস করতে লাগলেন; আর এষৌ সেখানে হিত্তীয় এলোনের কন্যা বসমত নামে হিট্টীয় কন্যাদের একজন স্ত্রীকে দেখতে পেলেন; তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলেন; এষৌ তাঁর নাম আদা রাখলেন, কারণ তিনি বললেন, ততদিনে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ চলে গেছে।
১৩ আর এষৌ সেয়ীর দেশে ছয় মাস বাস করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতামাতাকে দেখিলেন না। পরে এষৌ আপন স্ত্রীগণকে লইয়া কনান দেশে ফিরিয়া গেলেন; এবং এষৌ আপন দুই স্ত্রীকে হিব্রোণে আপন পিতার বাটীতে রাখিলেন।
১৪ আর এষৌর স্ত্রীরা তাদের কাজ দিয়ে ইসহাক ও রিবিকাকে বিরক্ত ও বিরক্ত করল, কারণ তারা প্রভুর পথে চলল না, বরং তাদের পিতার শিক্ষানুসারে তাদের পিতার কাঠ ও পাথরের দেবতাদের সেবা করত, আর তারা তাদের পিতার চেয়েও বেশি দুষ্ট ছিল।
১৫ আর তারা তাদের হৃদয়ের মন্দ কামনা অনুসারে চলল, এবং বাল দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান ও ধূপ জ্বালাল, আর ইসহাক ও রেবেকা তাদের প্রতি ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
১৬ তখন রেবেকা বললেন, "হিত্তীয়দের কন্যাদের জন্য আমি আমার জীবন থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; যদি যাকোব এই দেশের কন্যাদের মতো হিত্তীয়দের কন্যাদের একজনকে বিয়ে করে, তবে আমার বেঁচে থাকার কি লাভ?"
১৭ সেই সময় এষৌর স্ত্রী আদা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলেন। এষৌ তাঁর গর্ভে জন্ম নেওয়া পুত্রের নাম ইলীফস রাখলেন। এষৌর বয়স যখন পঁয়ষট্টি বছর তখন তিনি তাকে জন্ম দিলেন।
১৮ আর সেই সময়ে, যাকোবের জীবদ্দশার চৌষট্টি বছরে, অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েল মারা গেলেন; ইশ্মায়েলের মোট আয়ু একশো সাঁইত্রিশ বছর ছিল; পরে তিনি মারা গেলেন।
১৯ ইসহাক যখন শুনলেন যে ইশ্মায়েল মারা গেছেন, তখন তিনি তাঁর জন্য শোক করলেন এবং ইসহাক অনেক দিন ধরে তাঁর জন্য শোক করলেন।
২০ আর চৌদ্দ বছর এবরের বাড়ীতে যাকোব থাকার পর, যাকোব তার পিতামাতার সাথে দেখা করতে আগ্রহী হলেন। যাকোব হিব্রোণে তার পিতামাতার বাড়ীতে এলেন। আর এষৌ সেই সময়ে যাকোব তার প্রতি যা করেছিলেন তা ভুলে গিয়েছিলেন, কারণ সেই সময়ে তিনি তার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়েছিলেন।
21 আর এষৌ যখন যাকোবকে তার পিতামাতার কাছে আসতে দেখল, তখন যাকোব তার প্রতি যা করেছিলেন তা তার মনে পড়ল, এবং তার উপর তার ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল।
22 অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; আর এষৌ কহিলেন, এখন আমার পিতার মৃত্যুর দিন নিকটবর্তী; তিনি যখন মারা যাবেন, তখন আমি আমার ভ্রাতা যাকোবকে বধ করিব।
২৩ এই কথা রিবিকাকে জানানো হলে তিনি তাড়াতাড়ি করে তাঁর পুত্র যাকোবকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "উঠ, হারণে আমার ভাই লাবনের কাছে পালিয়ে যাও, এবং কিছুকাল সেখানে থাকো, যতক্ষণ না তোমার ভাইয়ের রাগ তোমার উপর থেকে নেমে আসে এবং তারপর তুমি ফিরে আসবে।"
24তখন ইসহাক যাকোবকে ডেকে বললেন, "তুমি কনানের কোন মেয়েকে বিয়ে করো না, কারণ আমাদের পিতা অব্রাহাম সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে আমাদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমার বংশকে এই

দেশ দেব; যদি তোমার সন্তানরা তোমার সাথে আমার যে নিয়ম স্থাপন করেছি তা পালন করে, তবে আমি তোমার সন্তানদের প্রতিও যা বলেছি তা পালন করব এবং তাদের ত্যাগ করব না।"

25এখন আমার পুত্র, আমার কথায়, আমি তোমাকে যা যা আজ্ঞা করি, সেই সকল পালন কর; কনানের কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না; উঠ, হারণে তোমার মামার পিতা বথুয়েলের বাড়ীতে যাও, এবং সেখান থেকে তোমার মামার ভাই লাবনের কন্যাদের মধ্য থেকে একজনকে বিবাহ কর।

২৬ অতএব সাবধান, তুমি যে দেশে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে এবং তাঁর সমস্ত পথ ভুলে যাও না, এবং দেশের লোকদের সাথে মেলামেশা করো না, অসারতার পিছনে ছুটো না এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করো না।

27 কিন্তু যখন তুমি সেই দেশে পৌঁছাবে, সেখানে প্রভুর সেবা করবে, তখন আমি তোমাকে যে পথের আদেশ দিয়েছি এবং যা শিখেছি তা থেকে ডানে বা বামে ফিরবে না।

28 আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে তোমাকে অনুগ্রহ করুন, যেন তুমি সেখানে তোমার পছন্দ অনুসারে একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, যে সদাপ্রভুর পথে সৎ ও সরল।

২৯ আর ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার বংশকে তোমার পিতা অব্রাহামের আশীর্বাদ দান করুন, তোমাকে ফলবান ও বহুবংশ করুন, আর তুমি যে দেশে যাচ্ছ, সেখানে তোমার বহুজাতি হোক; এবং ঈশ্বর তোমাকে এই দেশে, তোমার পিতার বাসস্থানের দেশে, সন্তানসন্ততি ও প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে, আনন্দ ও আনন্দের সাথে ফিরিয়ে আনুন।

30পরে ইস্হাক যাকোবকে আজ্ঞা ও আশীর্বাদ সমাপ্ত করিলেন, এবং তাহাকে অনেক উপহার, রূপা ও সোনা দিয়া বিদায় করিলেন; আর যাকোব আপন পিতামাতার কথা শুনিয়া তাহাদিগকে চুম্বন করিলেন, এবং উঠিয়া পদ্দন-অরামে গমন করিলেন; আর যাকোব যখন বের্-শেবা হইতে কনান দেশ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল সাতাত্তর বৎসর।

31যাকোব হারণে যাবার জন্য যখন রওনা হলেন, তখন এষৌ তাঁর পুত্র ইলীফসকে ডাকলেন এবং গোপনে বললেন, "এখন তাড়াতাড়ি করুন, আপনার তরবারি হাতে নিন এবং যাকোবের পিছনে পিছনে যান এবং পথে তার আগে আগে যান এবং তার জন্য লুকিয়ে থাকুন এবং পাহাড়ের কোন একটিতে আপনার তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করুন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে ফিরে আসুন।"

32 আর এষৌর পুত্র ইলীফস একজন সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পিতার শিক্ষানুসারে ধনুর্বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন; তিনি মাঠে একজন বিখ্যাত শিকারী এবং বীর ছিলেন।

33 ইলীফস তার পিতার আদেশ অনুসারে কাজ করলেন। তখন ইলীফসের বয়স তেরো বছর। ইলীফস উঠে তার দশজন মামার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাকোবের পিছনে তাড়া করলেন।

34আর সে যাকোবের পিছনে পিছনে গেল, এবং শিখিম নগরের বিপরীতে কনান দেশের সীমানায় তার জন্য লুকিয়ে রইল।

35যাকোব দেখলেন ইলীফস ও তার লোকেরা তার পিছনে পিছনে আসছেন; আর যাকোব যে স্থানে যাচ্ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, কারণ তিনি জানতেন না যে এটা কি; আর ইলীফস তার তরবারি বের করে ইয়াকুবের দিকে এগিয়ে গেলেন; আর ইয়াকুব তাদের বললেন, "তোমরা এখানে কেন এসেছো? আর তোমাদের তরবারি নিয়ে তাড়া করার কারণ কি?"

36তখন ইলীফস যাকোবের কাছে গেলেন এবং তিনি উত্তর দিলেন, "আমার পিতা আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব এখন আমি আমার পিতার দেওয়া আজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইব না;" এবং যখন যাকোব দেখিলেন যে, এষৌ বল প্রয়োগ করিতে ইলীফসের সহিত কথা কহিলেন, তখন যাকোব নিকটে গিয়া ইলীফস ও তাহার লোকদের কাছে বিনতি করিলেন, তাঁহাকে কহিলেন,

৩৭ দেখ, আমার যা কিছু আছে এবং আমার বাবা-মা আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমার কাছে নিয়ে যাও এবং আমার কাছ থেকে চলে যাও, এবং আমাকে হত্যা করো না, তাহলে এই জিনিস তোমার কাছে ধার্মিকতা হিসেবে গণ্য হবে।

38আর সদাপ্রভু এষৌর পুত্র ইলীফস ও তার লোকদের দৃষ্টিতে যাকোবকে অনুগ্রহ করলেন; তারা যাকোবের কথা শুনল, কিন্তু তাকে হত্যা করল না; আর ইলীফস ও তার লোকেরা যাকোবের সমস্ত সম্পত্তি, বের্-শেবা থেকে তিনি যে রূপা ও সোনা নিয়ে এসেছিলেন, তা সব নিয়ে গেল; তারা তার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখল না।

39 ইলীফস ও তার লোকেরা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল এবং বের-শেবাতে এষৌর কাছে ফিরে গেল। তারা যাকোবের সাথে তাদের যা ঘটেছিল তা সবই তাকে বলল এবং যাকোবের কাছ থেকে যা কিছু নিয়েছিল তা সবই তাকে দিল।

40 আর এষৌ তাঁর পুত্র ইলীফসের প্রতি এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ তাঁরা যাকোবকে হত্যা করেননি।

41তারা এষৌকে উত্তর দিল, "যাকোব আমাদের কাছে বিনতি করেছিল, যেন তাকে হত্যা না করা হয়, তাই আমরা তার প্রতি করুণা প্রকাশ করলাম, আর আমরা তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে তোমার কাছে এনেছি; আর এষৌ ইলীফস যাকোবের কাছ থেকে যে সমস্ত রূপা ও সোনা নিয়েছিল, তা নিয়ে নিজের বাড়িতে রাখল।"

42 সেই সময় এষৌ যখন দেখলেন যে, ইসহাক যাকোবকে আশীর্বাদ করেছেন এবং তাঁকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, তুমি কনানের কোন কন্যাকে বিবাহ করো না, এবং ইসহাক ও রিবিকার দৃষ্টিতে কনানের কন্যারা খারাপ।

43 তারপর সে তার কাকা ইশ্মায়েলের বাড়ীতে গেল এবং তার বড় স্ত্রীদের সাথে ইশ্মায়েলের কন্যা মখলৎকে, অর্থাৎ নবায়োতের বোনকে বিয়ে করল।

অধ্যায় ৩০

1যাকোব হারণের পথে চলতে চলতে মোরিয়া পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং লূস নগরের কাছে সারা রাত সেখানে থাকলেন; আর সেই রাতে সদাপ্রভু সেখানে যাকোবকে দর্শন দিলেন এবং বললেন, "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর

সদাপ্রভু এবং তোমার পিতা ইসহাকের ঈশ্বর; তুমি যে দেশে শুয়ে আছো, সেই ভূমি আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দেব।"

2আর দেখ, আমি তোমার সহবর্তী, এবং তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমাকে রক্ষা করব, এবং আকাশের তারার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করব, এবং তোমার সমস্ত শত্রুকে তোমার সম্মুখে পতিত করব; এবং যখন তারা তোমার সহিত যুদ্ধ করবে, তখন তারা তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না, এবং আমি তোমাকে আনন্দে, সন্তানসন্ততিতে এবং প্রচুর ধনসম্পদে এই দেশে ফিরিয়ে আনব।

3যাকোব ঘুম থেকে জাগলেন এবং যে দর্শন পেয়েছিলেন তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সেই স্থানের নাম রাখলেন বৈথেল।

4যাকোব খুব আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন, আর হাঁটতে হাঁটতে তাঁর পা হালকা মনে হল। তিনি সেখান থেকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশটিতে চলে গেলেন এবং হারণে ফিরে গেলেন এবং রাখালের কূপের ধারে বসলেন।

5আর তিনি সেখানে কয়েকজন লোককে দেখতে পেলেন, যারা হারণ থেকে তাদের পশুপাল চরাতে যাচ্ছিল; আর যাকোব তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা হারণ থেকে এসেছি।

6 তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি নাহোরের ছেলে লাবনকে চেনো?" তারা বলল, "আমরা তাকে চিনি, আর দেখ, তার মেয়ে রাহেল তার বাবার পশুপাল চরাতে আসছে।"

7যাকোব তাদের সাথে কথা বলছেন, এমন সময় লাবনের কন্যা রাহেল তাঁর বাবার মেষপালকদের চরাতে এলেন, কারণ তিনি মেষপালিকা ছিলেন।

8যাকোব যখন তার মামা লাবনের মেয়ে রাহেলকে দেখতে পেল, তখন সে দৌড়ে গিয়ে তাকে চুম্বন করল এবং উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল।

9যাকোব রাহেলকে জানালেন যে তিনি তার পিতৃব্য রিবিকার পুত্র। রাহেল দৌড়ে গিয়ে তার বাবাকে বললেন। যাকোব কাঁদতে থাকলেন কারণ লাবনের বাড়ীতে আনার জন্য তার কাছে কিছুই ছিল না।

১০ লাবন যখন শুনলেন যে তাঁর বোনের ছেলে যাকোব এসেছে, তখন তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং জড়িয়ে ধরলেন। পরে তাঁকে ঘরে এনে রুটি দিলেন এবং তিনি খেলেন।

১১ আর যাকোব লাবনকে তার ভাই এষৌর প্রতি যা করেছিলেন এবং পথে তার পুত্র ইলীফস তার প্রতি যা করেছিলেন তা বললেন।

১২ আর যাকোব এক মাস লাবনের বাড়িতে থাকিলেন, এবং যাকোব লাবনের বাড়িতে ভোজন পান করিলেন; পরে লাবন যাকোবকে কহিলেন, তোমার বেতন কত হইবে, তুমি কি বিনামূল্যে আমার দাস্যকর্ম করিতে পারিবে?

১৩ আর লাবনের কোন পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল, এবং সেই সময়ে তার অন্যান্য স্ত্রী ও দাসীরা বন্ধ্যা ছিল; আর লাবনের স্ত্রী আদিনা কর্তৃক প্রসবিত কন্যাদের নাম এই; জ্যেষ্ঠের নাম লেয়া ও কনিষ্ঠের নাম রাহেল; লেয়া ছিলেন কোমলচক্ষু, কিন্তু রাহেল ছিলেন সুন্দরী ও সুন্দরী, আর যাকোব তাকে ভালোবাসতেন।

14যাকোব লাবনকে বললেন, "তোমার ছোট মেয়ে রাহেলের জন্য আমি সাত বছর তোমার দাস্যকর্ম করব।" লাবন তাতে রাজি হলেন এবং যাকোব তার মেয়ে রাহেলের জন্য সাত বছর লাবনের দাস্যকর্ম করলেন।

১৫ আর যাকোব হারণে বাস করার দ্বিতীয় বছরে, অর্থাৎ যাকোবের জীবনের ঊনপঞ্চাশতম বছরে, সেই বছরে শেমের পুত্র এবর মারা গেলেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চারশো চৌষট্টি বছর।

১৬ আর যখন যাকোব শুনলেন যে এবর মারা গেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং অনেক দিন ধরে তাঁর জন্য শোক ও শোক করলেন।

১৭ যাকোব হারণে বাস করার তৃতীয় বছরে, এষৌর স্ত্রী ইশ্মায়েলের কন্যা বসমতের একটি পুত্র সন্তান হয় এবং এষৌ তার নাম রূয়েল রাখলেন।

১৮ আর লাবনের বাড়ীতে যাকোবের বসবাসের চতুর্থ বছরে, প্রভু লাবনের সাথে দেখা করলেন এবং যাকোবের জন্য তাকে স্মরণ করলেন, এবং তার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেন, এবং তার প্রথম পুত্রের নাম ছিল বিওর, দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল আলিব এবং তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল কোরাশ।

১৯ আর সদাপ্রভু লাবনকে ধন-সম্পদ ও সম্মান দিলেন, পুত্র ও কন্যা দিলেন, আর যাকোবের জন্য লাবনের বংশধরেরা অতিশয় বৃদ্ধি পেলেন।

২০ আর সেই সময়ে যাকোব গৃহে ও ক্ষেত্রে, সর্বপ্রকার কাজে লাবনের সেবা করিতেন, এবং গৃহে ও ক্ষেত্রে লাবনের যাহা কিছু ছিল, তাহাতে সদাপ্রভুর আশীর্বাদ ছিল।

২১ পঞ্চম বছরে এষৌর স্ত্রী বেরির কন্যা যিহূদীৎ কনান দেশে মারা গেলেন। তাঁর কোন পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল।

22 এষৌর গর্ভে তার যেসব কন্যা জন্মেছিল, তাদের নাম এই: বড়টির নাম মর্সীৎ ও ছোটটির নাম পূয়ীৎ।

23 যিহূদীতের মৃত্যুর পর, এষৌ উঠে সেয়ীরে শিকার করতে গেলেন, যথারীতি, মাঠে। এষৌ অনেক দিন সেয়ীরে বাস করলেন।

24 ষষ্ঠ বছরে এষৌ তার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে হিব্বীয় সিবিয়োনের কন্যা অহলীবামাকে বিয়ে করলেন এবং তাকে কনান দেশে নিয়ে গেলেন।

২৫ অহলীবামা গর্ভবতী হয়ে এষৌর জন্য তিন পুত্রের জন্ম দিলেন, যিয়ূশ, যালন এবং কোরহ।

২৬ আর সেই সময়ে, কনান দেশে, এষৌর পশুপালকদের এবং কনান দেশনিবাসীদের পশুপালকদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। কারণ এষৌর পশুপালন ও সম্পত্তি এত বেশি ছিল যে, তিনি কনান দেশে, তাঁর পিতার বাড়িতে থাকতে পারতেন না, এবং তাঁর পশুপালনের জন্য কনান দেশ তাঁকে বহন করতে পারত না।

২৭ আর এষৌ যখন দেখলেন যে, কনান দেশনিবাসীদের সাথে তাঁর বিবাদ বেড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি উঠে তাঁর স্ত্রী, পুত্রকন্যা, এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, তাঁর পশুপাল এবং কনান দেশে অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে দেশনিবাসীদের কাছ থেকে সেয়ীর দেশে চলে গেলেন; আর এষৌ ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সেয়ীর দেশে বাস করতে লাগলেন।

28 কিন্তু এষৌ মাঝে মাঝে কনান দেশে তার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে যেত। এষৌ হোরীয়দের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত এবং সেয়ীরের ছেলেদের সাথে তার মেয়েদের বিয়ে দিত।
29আর তিনি আপন জ্যেষ্ঠ কন্যা মর্সীৎকে আপন স্ত্রীর ভ্রাতা সিবিয়োনের পুত্র অনাকে দিলেন, এবং পূয়িত্ হোরীয় বিল্‌হনের পুত্র অসরকে দিলেন; আর এষৌ ও তাঁহার সন্তানরা পর্বতে বাস করিলেন, আর তাহারা ফলবান ও বহুবংশপ্রাপ্ত হইল।

অধ্যায় ৩১

1সপ্তম বছরে যাকোবের লাবনের সেবাকর্ম সম্পন্ন হল। যাকোব লাবনকে বললেন, "আমার দাসত্বের দিন পূর্ণ হল, তাই আমার স্ত্রী আমাকে দিন।" লাবন তাই করলেন এবং লাবন ও যাকোব সেই স্থানের সমস্ত লোককে একত্র করে ভোজের আয়োজন করলেন।
2 সন্ধ্যাবেলায় লাবন বাড়ীতে এলেন। তারপর যাকোব ও ভোজের লোকেরা সেখানে এলেন। লাবন বাড়ীর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলেন।
3যাকোব লাবনকে বললেন, "তুমি আমাদের সাথে কেন এমন ব্যবহার করছ?" লাবন বললেন, "এই দেশে আমাদের এইরকম আচরণ করার রীতি আছে।"
4পরে লাবন আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া যাকোবের নিকটে আনিলেন; আর তিনি তাহার নিকটে আসিলেন; কিন্তু যাকোব জানিতে পারিলেন না যে, সে লেয়া।
5 লাবন তার মেয়ে লেয়াকে তার দাসী সিল্পা হিসেবে দিলেন।
6 আর ভোজের সকলে জানল লাবন যাকোবের প্রতি কি করেছে, কিন্তু তারা যাকোবকে এই কথা বলল না।
৭ সেই রাতে সমস্ত প্রতিবেশী যাকোবের বাড়িতে এসে ভোজন পান করল এবং আনন্দ করল, আর লেয়ার সামনে খঞ্জনি বাজিয়ে ও নাচ করে বাজাল, আর তারা যাকোবের সামনে হেলিয়া, হেলিয়া বলে সাড়া দিল।
৮ যাকোব তাদের কথা শুনলেন কিন্তু অর্থ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তিনি ভাবলেন যে এই দেশে তাদের এইরকমই রীতি হতে পারে।
9 আর রাতের বেলায় প্রতিবেশীরা যাকোবের কাছে এই কথাগুলো বলল, আর সেই রাতে লাবনের ঘরের সমস্ত বাতি নিভে গেল।
১০ সকালে যখন দিনের আলো ফুটে উঠল, তখন যাকোব তার স্ত্রীর দিকে ফিরে দেখলেন, আর দেখলেন, লেয়া তাঁর কোলে শুয়ে আছেন। যাকোব বললেন, "দেখুন, গত রাতে প্রতিবেশীরা কী বলেছিল, এখন আমি বুঝতে পারছি, হেলিয়া," তারা বলল, কিন্তু আমি তা জানতাম না।
১১ তখন যাকোব লাবনকে ডেকে বললেন, "তুমি আমার সাথে এ কি করলে? আমি রাহেলের জন্য তোমার দাসত্ব করেছি, কিন্তু তুমি কেন আমাকে প্রতারণা করে লেয়াকে দিলে?"
১২ তখন লাবন যাকোবকে উত্তর দিলেন, "আমাদের দেশে বড়ার আগে ছোটার বিবাহ দেওয়া এখন নিয়ম নয়। অতএব যদি তুমি তার বোনকেও একইভাবে বিয়ে করতে চাও, তবে তাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, এই কাজের জন্য তুমি আরও সাত বছর আমার সেবা করবে।"
১৩ যাকোব তাই করলেন, আর রাহেলকেও স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন, আর আরও সাত বছর লাবনের সেবা করলেন। তারপর যাকোব রাহেলের কাছে এলেন; আর তিনি লেয়ার চেয়ে রাহেলকে বেশি ভালোবাসতেন; আর লাবন তাঁর দাসী বিল্‌হাকে দাসী হিসেবে দিলেন।
১৪ আর যখন সদাপ্রভু দেখলেন যে, লেয়াকে ঘৃণা করা হচ্ছে, তখন সদাপ্রভু তাঁর গর্ভ মুক্ত করলেন; আর তিনি গর্ভবতী হয়ে সেই সময়ে যাকোবের চার পুত্রের জন্ম দিলেন।
15 তাদের নাম হল রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি এবং যিহূদা। পরে সে সন্তান প্রসব করল।
১৬ সেই সময় রাহেল বন্ধ্যা ছিল, তার কোন সন্তান ছিল না। রাহেল তার বোন লেয়ার প্রতি ঈর্ষা করত। রাহেল যখন দেখল যে, তার কোন সন্তান নেই, তখন সে তার দাসী বিল্‌হাকে নিয়ে যাকোবের জন্য দুটি পুত্রের জন্ম দিল, দান ও নপ্তালি।
১৭ লেয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান প্রসব বন্ধ হয়ে গেছে, তখন তিনি তাঁর দাসী সিল্পাকে নিয়ে যাকোবের সাথে বিবাহ দিলেন। যাকোবও সিল্পার কাছে গেলেন এবং তিনি গাদ ও আশের নামে যাকোবের দুটি পুত্রের জন্ম দিলেন।
১৮ পরে লেয়া আবার গর্ভবতী হলেন এবং সেই দিনগুলিতে যাকোবের দুটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দিলেন। তাদের নাম ইষাখর, সবূলূন এবং তাদের বোন দীণা।
১৯ সেই সময় রাহেল বন্ধ্যা ছিলেন। রাহেল সেই সময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "হে প্রভু ঈশ্বর, আমাকে স্মরণ করুন এবং আমার তত্ত্বাবধান করুন, কারণ আমার স্বামী এখন আমাকে ত্যাগ করবেন, কারণ আমি তাঁর কোন সন্তান জন্ম দিইনি।"
20 এখন হে প্রভু ঈশ্বর, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা শুনো, আমার কষ্ট দেখো, আর আমাকে দাসীদের একজনের মতো সন্তান দাও, যাতে আমি আর আমার অপমান সহ্য করতে না পারি।
21 ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনলেন এবং তাঁর গর্ভ খুলে দিলেন। রাহেল গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলেন। তিনি বললেন, "সদাপ্রভু আমার অপমান দূর করলেন।" তিনি তাঁর নাম যোষেফ রাখলেন, বললেন, "সদাপ্রভু আমাকে আরও একটি পুত্র দিন।" যাকোবের বয়স যখন একানব্বই বছর তখন তিনি তাকে জন্ম দিলেন।
22 সেই সময় যাকোবের মা রিবিকা তার ধাইমা দবোরাকে, অর্থাৎ ঊষের কন্যাকে এবং ইসহাকের দুইজন দাসকে যাকোবের কাছে পাঠালেন।
২৩ পরে তারা হারণে যাকোবের কাছে এসে বলল, "রেবিকা আমাদের তোমার কাছে পাঠিয়েছেন যেন তুমি কনান দেশে তোমার বাবার বাড়িতে ফিরে যাও।" যাকোব তার মায়ের এই কথা শুনে তাদের কথা শুনলেন।
২৪ এই সময়ে, যাকোব রাহেলের জন্য লাবনের সেবার বাকি সাত বছর পূর্ণ করলেন। হারণে চৌদ্দ বছর বাস করার পর যাকোব লাবনকে বললেন, "আমার স্ত্রীদের আমাকে দাও এবং আমাকে বিদায় দাও, আমি যেন আমার দেশে

ফিরে যেতে পারি; কারণ দেখ, আমার মা কনান দেশ থেকে আমাকে আমার বাবার বাড়িতে ফিরে যেতে বলেছিলেন।"
25 লাবন তাকে বললেন, "না, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, তা নয়; যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আমাকে ছেড়ে যাবেন না; আপনার বেতন আমাকে ঠিক করুন, আমি তা দেব এবং আমার কাছেই থাকবেন।"
২৬ যাকোব তাকে বললেন, "তুমি আমাকে এই পারিশ্রমিক দেবে। আজ আমি তোমার সমস্ত পালের মধ্য দিয়ে যাব এবং ভেড়া ও ছাগলের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত, বিন্দুচিহ্নিত ও বাদামী রঙের সমস্ত মেষশাবক নিয়ে যাব। তুমি যদি আমার জন্য এই কাজ করো, তাহলে আমি ফিরে এসে তোমার পালকে চরাবো এবং আগের মতো তাদের রক্ষা করব।"
27 লাবন তাই করলেন, আর লাবন যাকোবের কথামত পাল থেকে সব কিছু নিয়ে তাঁকে দিলেন।
28 আর যাকোব লাবনের পাল থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তা তার ছেলেদের হাতে তুলে দিলেন, আর যাকোব লাবনের অবশিষ্ট পাল চরাতে লাগলেন।
29 ইসহাকের যে দাসদের তিনি যাকোবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তারা যখন দেখল যে, যাকোব তাদের সাথে কনান দেশে তার বাবার কাছে ফিরে যেতে রাজি নয়, তখন তারা তার কাছ থেকে চলে গেল এবং কনান দেশে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।
30আর দবোরা হারণে যাকোবের সাথে রইলেন, এবং ইসহাকের দাসদের সাথে কনান দেশে ফিরে আসেননি; এবং দবোরা যাকোবের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে হারণে বাস করলেন।
31আর যাকোব আরও ছয় বছর লাবনের সেবা করলেন; আর যখন বাচ্চা হল, তখন লাবনের প্রতি যেমন স্থির করেছিলেন, সেই অনুসারে যাকোব তাদের মধ্য থেকে বিন্দুচিহ্নিত ও বিচিত্র মেষগুলো আলাদা করে রাখলেন; আর যাকোব ছয় বছর লাবনের কাছে তা-ই করলেন; তাতে সেই পুরুষ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেন এবং তাঁর গরু, দাসদাসী, পুরুষ দাস, উট ও গাধা হল।
32যাকোবের দুই শত গরু ছিল, আর তার গরুগুলো ছিল বিশাল আকারের, দেখতে সুন্দর এবং উৎপাদনে খুবই ভালো ছিল। সমস্ত মানব-সন্তান পরিবার যাকোবের গরুগুলো থেকে কিছু পেতে আগ্রহী ছিল, কারণ সেগুলো খুবই সমৃদ্ধ ছিল।
33আর অনেক মনুষ্যপুত্র যাকোবের পালের কিছু অংশ আনতে আসত, আর যাকোব তাদের দাস বা দাসীর জন্য, অথবা গাধা বা উটের জন্য, অথবা যাকোব তাদের কাছ থেকে যা চাইত তাই দিত।
34মানুষের সন্তানদের সাথে এই লেনদেনের মাধ্যমে যাকোব ধন, সম্মান এবং সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন, এবং লাবনের সন্তানরা এই সম্মানের জন্য তাকে ঈর্ষা করত।
৩৫ পরে তিনি লাবনের ছেলেদের এই কথা শুনতে পেলেন, "যাকোব আমাদের পিতার সর্বস্ব হরণ করেছে, আর আমাদের পিতার যা ছিল তা থেকেই তিনি এই সমস্ত গৌরব অর্জন করেছেন।"
36যাকোব লাবন ও তার সন্তানদের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে, সেই সময় তার প্রতি আগের মতো আর তেমনটা ছিল না।
৩৭ ছয় বছর শেষ হলে প্রভু যাকোবকে দর্শন দিয়ে বললেন, "ওঠো, এই দেশ ছেড়ে তোমার জন্মভূমিতে ফিরে যাও, আমি তোমার সাথে থাকব।"
38 সেই সময় যাকোব উঠে তাঁর ছেলেমেয়েদের, স্ত্রীদের এবং সমস্ত জিনিসপত্র উটে চড়িয়ে কনান দেশে তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।
39 লাবন জানত না যে যাকোব তাকে ছেড়ে চলে গেছে, কারণ সেই দিন লাবন মেষদের লোম ছাঁটাই করছিলেন।
৪০ আর রাহেল আপন পিতার মূর্তি চুরি করিয়া লইয়া উটের উপরে লুকাইয়া রাখিল, এবং চলিয়া গেল।
41 আর মূর্তিগুলোর পদ্ধতি এই রকম: প্রথমজাত পুরুষকে নিয়ে তাকে হত্যা করা, তার মাথার চুল কেটে ফেলা, লবণ নিয়ে মাথায় লবণ মাখানো এবং তেল দিয়ে অভিষেক করা, তারপর একটি ছোট তামার ফলক বা সোনার ফলক নিয়ে তার উপর নাম লেখা, এবং ফলকটি তার জিভের নীচে রাখা, এবং মাথাটি জিভের নীচে রেখে ঘরে রাখা, এবং তার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে প্রণাম করা।
৪২ এবং যখন তারা এর কাছে মাথা নত করে, তখন এটি তাদের সাথে কথা বলে, তারা যা চায়, তাতে লেখা নামের শক্তির মাধ্যমে।
৪৩ আর কেউ কেউ পুরুষের মূর্তি, সোনা ও রূপার মূর্তি তৈরি করে, এবং তাদের পরিচিত সময়ে তাদের কাছে যায়, এবং মূর্তিগুলি তারার প্রভাব গ্রহণ করে এবং তাদের ভবিষ্যতের কথা বলে, এবং এইভাবে রাহেল তার বাবার কাছ থেকে চুরি করা মূর্তিগুলি ছিল।
44 আর রাহেল তার বাবার মূর্তিগুলো চুরি করে নিল, যাতে লাবন সেগুলোর মাধ্যমে জানতে না পারে যে ইয়াকুব কোথায় গেছে।
45পরে লাবন বাড়ী ফিরে যাকোব ও তার পরিবারের খবর জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তাকে খুঁজে পেলেন না। লাবন যাকোব কোথায় গেছে তা জানার জন্য তার মূর্তিগুলো খুঁজতে খুঁজতে সেগুলি পেলেন না। পরে তিনি অন্যান্য মূর্তিগুলোর কাছে গেলেন, এবং সেগুলি জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তাকে বলল যে, যাকোব তার কাছ থেকে তার বাবার কাছে, কনান দেশে পালিয়ে গেছে।
46তখন লাবন উঠিয়া আপন ভাইদের ও সকল দাসকে লইয়া বাহিরে গিয়া যাকোবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন, এবং গিলিয়দ পর্বতে তাঁহার হস্ত ধরিলেন।
47 লাবন যাকোবকে বললেন, "তুমি আমার সাথে এ কি করলে যে, আমাকে ঠকিয়ে পালিয়ে গেলে এবং আমার মেয়েদের এবং তাদের সন্তানদেরকে তরবারির ঘাতে বন্দী করে নিয়ে গেলে?"
48 আর তুমি আমাকে তাদের চুম্বন করতে এবং আনন্দের সাথে বিদায় করতে দাওনি, এবং আমার দেবতাদের চুরি করে চলে গেলে।
49তখন যাকোব লাবনকে উত্তর দিলেন, "আমি ভয় পেয়েছিলাম, পাছে তুমি তোমার কন্যাদের আমার কাছ

থেকে জোর করে কেড়ে নাও; আর এখন যার কাছে তুমি তোমার দেবতাদের পাবে, সে মারা যাবে।"
৫০ লাবন মূর্তিগুলো খুঁজে বের করলেন এবং যাকোবের সমস্ত তাঁবু ও আসবাবপত্র খুঁজে দেখলেন, কিন্তু পেলেন না।
51 লাবন যাকোবকে বললেন, "আমরা এক চুক্তি করব এবং তা আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষ্য হবে; যদি তুমি আমার কন্যাদের প্রতি দুঃখ দাও, অথবা আমার কন্যাদের ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করো, তবে ঈশ্বর এই বিষয়ে আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হবেন।"
52তখন তারা পাথর নিয়ে একটা স্তূপ করল। লাবন বলল, "এই স্তূপ তোমার ও আমার মধ্যে সাক্ষী থাকবে।" এইজন্য তিনি এর নাম দিলেন গিলিয়দ।
53আর যাকোব ও লাবন পর্বতে বলিদান করিলেন, এবং সেই স্থানে স্তূপের নিকটে ভোজন করিলেন, এবং সমস্ত রাত পর্বতে থাকিলেন; আর লাবন ভোরে উঠিয়া আপন কন্যাদের সহিত কাঁদিতেন, ও তাহাদিগকে চুম্বন করিলেন, এবং স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।
54 তারপর তিনি তাড়াতাড়ি করে তাঁর সতেরো বছর বয়সী ছেলে বিয়োরকে, নাহোরের পৌত্র, ঊষের পুত্র অবীখোরফকে এবং তাদের সাথে দশ জন পুরুষকে বিদায় করলেন।
55তখন তারা তাড়াতাড়ি করে যাকোবের সামনের পথ ধরে এগিয়ে গেল এবং সেয়ীরের দিকে অন্য পথ দিয়ে গেল।
56 তারা এষৌর কাছে এসে বলল, "তোমার ভাই ও আত্মীয়, তোমার মামার ভাই বথূয়েলের ছেলে লাবন এই কথা বলছে,
৫৭ তুমি কি শুনেছো তোমার ভাই যাকোব আমার সাথে কি করেছে? সে প্রথমে উলঙ্গ ও উলঙ্গ অবস্থায় আমার কাছে এসেছিল, এবং আমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, এবং তাকে সম্মানের সাথে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম, এবং আমি তাকে মহান করেছিলাম, এবং আমার দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমার দুই দাসীও দিয়েছিলাম।
58 ঈশ্বর আমার জন্য তাকে আশীর্বাদ করলেন, আর সে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং তার ছেলেমেয়ে ও দাসী হল।
59 তার প্রচুর পশুপাল, গরু, উট, গাধা, প্রচুর রূপা ও সোনা আছে; আর যখন সে দেখল যে তার সম্পদ বেড়েছে, তখন আমি যখন আমার ভেড়ার লোম ছাঁটাই করতে যাচ্ছিলাম, তখন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল, আর সে উঠে লুকিয়ে পালিয়ে গেল।
৬০ আর সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের উটের পিঠে তুলে নিল, এবং আমার দেশে তার অর্জিত সমস্ত পশুপাল এবং সম্পত্তি নিয়ে গেল, এবং কনান দেশে তার পিতা ইসহাকের কাছে যাওয়ার জন্য মুখ উঁচু করে উঠল।
61 আর সে আমাকে আমার মেয়েদের এবং তাদের সন্তানদের চুম্বন করতে দিল না, এবং সে আমার মেয়েদের তরবারির আঘাতে বন্দী করে নিয়ে গেল, এবং সে আমার দেবতাদেরও চুরি করে পালিয়ে গেল।
62 আর এখন আমি তাকে, তার সবকিছু এবং জাবুক নদীর তীরে রেখে এসেছি; তার কোন কিছুর অভাব নেই।
63 যদি তুমি তার কাছে যেতে চাও, তবে সেখানে যাও, তাকে পাবে, আর তোমার প্রাণ যা ইচ্ছা তার প্রতি তাই করতে পারবে।" আর লাবনের দূতেরা এসে এষৌকে এই সমস্ত কথা জানাল।
64 লাবনের দূতদের সমস্ত কথা এষৌ শুনলেন। আর যাকোবের প্রতি তাঁর রাগ প্রজ্বলিত হল, আর তিনি তাঁর ঘৃণার কথা মনে করলেন, আর তাঁর অন্তরে তাঁর রাগ জ্বলে উঠল।
65তখন এষৌ তাড়াতাড়ি করে তাঁর ছেলেমেয়েদের, দাসদের এবং পরিবারের ষাট জনকে নিয়ে গেলেন। তিনি সেয়ীরের হোরীয় তিনশো চল্লিশ জন লোককে একত্র করলেন এবং টানা তরবারিধারী চারশো জনকে নিয়ে যাকোবকে হত্যা করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন।
66 আর এষৌ এই সংখ্যাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেন, এবং তাঁর পুত্রদের, দাসদের এবং তাঁর পরিবারের ষাট জনকে এক নেতা হিসেবে নিলেন এবং তাদের তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলীফসের তত্ত্বাবধানে দিলেন।
67 আর অবশিষ্ট মাথাগুলো তিনি হোরীয় সেয়ীরের ছয় পুত্রের তত্ত্বাবধানে দিলেন, এবং প্রত্যেক পুরুষকে তার বংশ ও সন্তানদের উপর নিযুক্ত করলেন।
68 এই সমস্ত সৈন্যদল যেমন ছিল তেমনই চলল, আর এষৌ তাদের মধ্যে দিয়ে যাকোবের দিকে এগিয়ে গেল, আর সে তাদের দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেল।
69 লাবনের বার্তাবাহকরা এষৌর কাছ থেকে চলে গেল এবং কনান দেশে গেল। তারা যাকোব ও এষৌর মা রিবিকার বাড়ীতে উপস্থিত হল।
৭০ তারা তাকে বলল, "দেখ, তোমার ছেলে এষৌ চারশো লোক নিয়ে তার ভাই যাকোবের বিরুদ্ধে গেছে, কারণ সে শুনেছে যে সে আসছে, তাই সে তার সাথে যুদ্ধ করতে, তাকে আঘাত করতে এবং তার সর্বস্ব লুট করতে গেছে।"
৭১ তখন রিবিকা তাড়াতাড়ি করে ইস্‌হাকের দাসদের মধ্য থেকে বাহাত্তর জনকে পথে যাকোবের সাথে দেখা করার জন্য পাঠালেন; কারণ তিনি বললেন, হয়তো এষৌ যখন তার সাথে দেখা করবে তখন পথে যুদ্ধ করবে।
৭২ আর ঐ দূতেরা যাকোবের সাথে দেখা করার জন্য পথে চলল, আর তারা যাবুক নদীর বিপরীত দিকে নদীর পথে তার সাথে দেখা করল। যাকোব তাদের দেখে বললেন, এই শিবির ঈশ্বরের কাছ থেকে আমার জন্য নির্ধারিত, আর যাকোব সেই জায়গার নাম মাখনায়িম রাখলেন।
৭৩ আর যাকোব তার বাবার সমস্ত লোকদের চিনতেন, তাই তিনি তাদের চুম্বন করলেন, জড়িয়ে ধরলেন এবং তাদের সাথে গেলেন। যাকোব তাদের তার বাবা ও মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আর তারা বললেন, "তারা ভালো আছেন।"
৭৪ আর সেই দূতেরা যাকোবকে বলল, তোমার মা রিবিকা আমাদের তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এই কথা বলে, 'বৎস, আমি শুনেছি যে, তোমার ভাই এষৌ হোরীয় সেয়ীরের সন্তানদের সাথে পথে তোমার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এসেছে।'
৭৫ আর তাই, আমার পুত্র, আমার কথা শোন এবং তোমার পরামর্শ অনুসারে দেখো তুমি কী করবে, আর যখন সে তোমার কাছে আসে, তখন তাকে প্রার্থনা করো, আর তার সাথে তাড়াহুড়ো করে কথা বলো না, আর তোমার যা আছে

এবং ঈশ্বর তোমাকে যা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন তা থেকে তাকে উপহার দাও।
৭৬ আর যখন সে তোমার ব্যাপার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তার কাছ থেকে কিছুই গোপন করো না, হয়তো সে তোমার প্রতি তার ক্রোধ থেকে মুক্তি পাবে এবং এর মাধ্যমে তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করবে, তুমি এবং তোমার সকলের, কারণ তাকে সম্মান করা তোমার কর্তব্য, কারণ সে তোমার বড় ভাই।
৭৭ আর যখন যাকোব তার মায়ের কথা শুনলেন, যা দূতেরা তাকে বলেছিল, তখন যাকোব জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন এবং তার মা যা আদেশ করেছিলেন তাই করলেন।

অধ্যায় ৩২

1 সেই সময় যাকোব তার ভাই এষৌর কাছে সেয়ীর দেশে দূত পাঠালেন এবং তাকে বিনতির কথা বললেন।
2আর তিনি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন, তোমরা আমার প্রভু এষৌকে এই কথা বল, তোমার দাস যাকোব এই কথা কহেন, আমার প্রভু ভাবিও না যে, আমার পিতা আমাকে যে আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে।
3 কারণ আমি এই বিশ বছর ধরে লাবনের কাছে আছি, আর সে আমাকে প্রতারণা করেছে এবং দশবার আমার বেতন পরিবর্তন করেছে, যেমনটি আমার প্রভুকে আগেই বলা হয়েছে।
4 আর আমি তাঁর বাড়িতে খুব পরিশ্রম করে তাঁর সেবা করেছি, আর পরে ঈশ্বর আমার কষ্ট, আমার পরিশ্রম এবং আমার হাতের কাজ দেখেছিলেন এবং তিনি আমাকে তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ লাভ করান।
৫ এরপর ঈশ্বরের অশেষ করুণা ও করুণার ফলে আমি গরু, গাধা, গরু, পুরুষ দাস ও দাসী অর্জন করলাম।
6আর এখন আমি আমার দেশে, আমার নিজের বাড়িতে, কনান দেশে আমার পিতামাতার কাছে আসছি; এবং আমার প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভের জন্য আমি আমার প্রভুকে এই সমস্ত কথা জানাতে লোক পাঠিয়েছি, যেন তিনি মনে না করেন যে আমি নিজে ধন-সম্পদ অর্জন করেছি, অথবা আমার পিতা আমাকে যে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তা আমার উপকার করেছে।
7 সেই দূতেরা এষৌর কাছে গিয়ে তাকে ইদোম দেশের সীমানায় যাকোবের দিকে যেতে দেখল। হোরীয় সেয়ীরের চারশো লোক খোলা তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।
8যাকোবের দূতেরা এষৌর বিষয়ে যাকোব তাদের যা যা বলেছিলেন, তা সবই এষৌকে জানাল।
9তখন এষৌ গর্ব ও অবজ্ঞার সাথে তাদের উত্তর দিলেন, এবং তাদের বললেন, "আমি সত্যিই শুনেছি এবং সত্যিই আমাকে বলা হয়েছে যে যাকোব লাবনের প্রতি কি করেছেন, যিনি তাকে তার বাড়িতে উচ্চপদস্থ করেছিলেন এবং তার মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তিনি পুত্রকন্যাদের জন্ম দিয়েছিলেন এবং তার সম্পদের মাধ্যমে লাবনের বাড়িতে প্রচুর ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন।"
১০ যখন সে দেখল যে তার ধন-সম্পদ প্রচুর এবং প্রচুর, তখন সে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে লাবনের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল এবং লাবনের মেয়েদের তাদের বাবার সামনে থেকে তরবারির আঘাতে বন্দী হিসেবে নিয়ে গেল। লাবন তাকে কিছু না বলেই তাদের নিয়ে গেল।
১১ আর যাকোব কেবল লাবনের প্রতিই এইরূপ করিয়াছে, তাহা নহে, আমার প্রতিও এইরূপ করিয়াছে, এবং দুইবার আমাকে প্রতারণা করিয়াছে, আমি কি চুপ করিয়া থাকিব?
১২ তাই আজ আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে তার সাথে দেখা করতে এসেছি, এবং আমার মনের ইচ্ছা অনুসারে তার প্রতি আমি যা করব তা করব।
১৩ পরে দূতেরা ফিরে এসে যাকোবকে বলল, "আমরা তোমার ভাই এষৌর কাছে গিয়েছিলাম এবং তোমার সমস্ত কথা তাকে বলেছিলাম; আর সে আমাদের এইরকম উত্তর দিয়েছে; আর দেখ, সে চারশো লোক নিয়ে তোমার সাথে দেখা করতে আসছে।"
১৪ তাহলে এখন তুমি কি করবে তা জেনে নাও এবং দেখো, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন সে তোমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করে।
১৫ আর যখন সে তার ভাইয়ের কথা শুনল যা সে যাকোবের দূতদের কাছে বলেছিল, তখন সে খুব ভয় পেল এবং কষ্ট পেল।
16 তখন যাকোব তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "হে আমার পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাকের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি যখন আমার বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম তখন তুমি আমাকে বলেছিলে,
১৭ আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর এবং ইসহাকের ঈশ্বর। আমি তোমাকে এই দেশ এবং তোমার পরে তোমার বংশধরদের দেব। আমি তোমার বংশকে আকাশের তারার মত করে তুলব, এবং তুমি আকাশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, এবং তোমার ও তোমার বংশধরদের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবে।
১৮ তুমি তোমার বাক্য পূর্ণ করেছ, এবং আমার অন্তরের ইচ্ছানুযায়ী তোমার দাসকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পশুপাল দান করেছ; আমি তোমার কাছে যা যা চেয়েছি, সবই তুমি আমাকে দিয়েছ, ফলে আমার কোন অভাব হয়নি।
১৯ আর তুমি পরে আমাকে বলেছিলে, 'তোমার পিতামাতার কাছে এবং তোমার জন্মস্থানে ফিরে যাও, আমি এখনও তোমার মঙ্গল করব।'
২০ আর এখন যেহেতু আমি এসেছি, আর তুমি আমাকে লাবনের হাত থেকে উদ্ধার করেছ, আমি এষৌর হাতে পড়ব, যারা আমাকে, হ্যাঁ, আমার সন্তানদের মায়েদের সাথে হত্যা করবে।
21 অতএব এখন, হে প্রভু ঈশ্বর, বিনয় করি, আমার ভাই এষৌর হাত থেকেও আমাকে রক্ষা করুন, কারণ আমি তাকে খুব ভয় করি।
22 আর যদি আমার মধ্যে ধার্মিকতা না থাকে, তাহলে অব্রাহাম এবং আমার পিতা ইসহাকের জন্য তা করো।
23কারণ আমি জানি যে দয়া ও করুণার দ্বারা আমি এই সম্পদ অর্জন করেছি; অতএব এখন আমি আপনার কাছে

বিনতি করি, আপনি আজ আপনার দয়া দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমার প্রার্থনার উত্তর দিন।

24 তারপর যাকোব প্রভুর কাছে প্রার্থনা বন্ধ করে দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের, মেষপাল এবং গবাদি পশুদের দুটি দলে ভাগ করলেন। অর্ধেক অংশ তিনি অব্রাহামের দাস ইলীয়েষরের পুত্র দামেশককে তাঁর সন্তানদের সহ একটি শিবিরের জন্য দিলেন এবং বাকি অর্ধেক তাঁর ভাই ইলীয়েষরের পুত্র ইলিয়ানুসকে তাঁর সন্তানদের সহ একটি শিবিরের জন্য দিলেন।

25আর তিনি তাদেরকে এই আদেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের শিবির থেকে দূরে থাকো, একে অপরের খুব কাছে যেও না; যদি এষৌ এক শিবিরে এসে তাকে হত্যা করে, তবে দূরে অবস্থিত অন্য শিবির তাকে এড়িয়ে যাবে।

২৬ আর যাকোব সেই রাত সেখানেই কাটালেন এবং সারা রাত ধরে তাঁর দাসদের সৈন্যদল ও তাঁর সন্তানদের বিষয়ে নির্দেশ দিলেন।

27 আর সেই দিন প্রভু যাকোবের প্রার্থনা শুনলেন, এবং প্রভু যাকোবকে তার ভাই এষৌর হাত থেকে রক্ষা করলেন।

28পরে সদাপ্রভু স্বর্গের দূতদের মধ্যে তিনজন দূতকে পাঠালেন, আর তারা এষৌর আগে আগে গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল।

২৯ আর এই স্বর্গদূতেরা এষৌ ও তার লোকদের কাছে দুই হাজার লোকের মতো আবির্ভূত হলেন, যারা নানা ধরণের যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। এষৌ ও তার সমস্ত লোকের সামনে তারা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে চারজন নেতার সাথে দেখা দিলেন।

30 পরে এক দল এগিয়ে গেল এবং তারা দেখতে পেল যে এষৌ চারশো লোক নিয়ে তার ভাই যাকোবের দিকে আসছে। এই দলটি এষৌ এবং তার লোকদের দিকে ছুটে গেল এবং তাদের ভয় দেখাল। এষৌ ভয় পেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এবং তার সমস্ত লোক সেই জায়গায় তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল, কারণ তারা খুব ভয় পেয়েছিল।

31 আর যখন তারা এষৌর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সমস্ত শিবির তাদের পিছনে পিছনে চিৎকার করে উঠল, আর সমস্ত যোদ্ধা উত্তরে বলল,

৩২ আমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দাস যাকোবের দাস, আর তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে? এষৌ তাদের বললেন, "তাহলে, আমার প্রভু এবং ভাই যাকোব তোমাদের প্রভু, যাকে আমি এই বিশ বছর ধরে দেখিনি, এবং আজ যখন আমি তাকে দেখতে এসেছি, তখন কি তোমরা আমার সাথে এইরকম ব্যবহার করছো?"

33 তখন ফেরেশতারা তাঁকে বললেন, জীবন্ত প্রভুর দিব্য, তুমি যাকোবের কথা বলছো, যদি সে না থাকতো, তাহলে আমরা তোমার এবং তোমার লোকদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখতাম না, কিন্তু কেবল যাকোবের জন্য আমরা তাদের প্রতি কিছুই করব না।

34 এই দলটি এষৌ ও তার লোকদের কাছ থেকে চলে গেল এবং চলে গেল। এষৌ ও তার লোকরা তাদের কাছ থেকে প্রায় এক যুগ দূরে চলে যাওয়ার পর, দ্বিতীয় দলটি সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। তারা এষৌ ও তার লোকদের প্রতিও প্রথম দলটি যেমন করেছিল, তেমনই করল।

৩৫ পরে যখন তারা যাত্রার জন্য তা ত্যাগ করল, দেখ, তৃতীয় দলটি তার দিকে এগিয়ে এল; তারা সকলেই ভীত হয়ে পড়ল; আর এষৌ ঘোড়া থেকে পড়ে গেল; আর সমস্ত দল চিৎকার করে বলল, আমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দাস যাকোবের দাস, আর আমাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে?

36তখন এষৌ আবার তাদের উত্তর দিলেন, "তাহলে, আমার প্রভু যাকোব, তোমাদের প্রভু আমার ভাই, আর বিশ বছর ধরে আমি তাঁর মুখ দেখিনি এবং আজ তাঁর আসার কথা শুনেছি, আজই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর তোমরা কি আমার সাথে এইরকম ব্যবহার করছ?"

37 তারা উত্তরে তাঁকে বলল, "জীবন্ত প্রভুর দিব্য, তুমি যেমন বলেছিলে, যাকোব কি তোমার ভাই ছিল না? আমরা তোমার এবং তোমার লোকদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখিনি। কিন্তু তুমি যাকোবকে তোমার ভাই বলে বলছ, তার জন্য আমরা তোমার বা তোমার লোকদের সাথে হস্তক্ষেপ করব না।"

38 তৃতীয় দলটিও তাদের কাছ থেকে চলে গেল, আর সে তার লোকদের সাথে যাকোবের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু চতুর্থ দলটি তার দিকে এগিয়ে এলো। তারাও তার ও তার লোকদের প্রতি অন্যদের মতোই ব্যবহার করল।

39 আর যখন এষৌ চারজন দূত তাঁর ও তাঁর লোকদের প্রতি যে অত্যাচার করেছিলেন তা দেখলেন, তখন তিনি তাঁর ভাই যাকোবের প্রতি খুব ভয় পেলেন এবং শান্তিতে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন।

40 আর এষৌ যাকোবের প্রতি তার ঘৃণা গোপন রাখলেন, কারণ তিনি তার ভাই যাকোবের জন্য নিজের জীবনের ভয় পেয়েছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি যে চারটি শিবিরে আক্রমণ করেছিলেন তা হল যাকোবের দাস।

41আর যাকোব সেই রাত্রি আপন দাসদের সহিত তাহাদের শিবিরে থাকিলেন, এবং আপন দাসদের সহিত আপনার যাহা কিছু ছিল, এবং আপনার সমস্ত সম্পত্তি হইতে এষৌকে উপহার দেওয়ার জন্য স্থির করিলেন; পরে যাকোব ও আপনার লোকেরা ভোরে উঠিয়া এষৌর জন্য পশুদের মধ্য হইতে উপহার গ্রহণ করিলেন।

42 আর যাকোব আপন ভ্রাতা এষৌকে দেওয়ার জন্য আপন পাল হইতে এই পরিমাণ উপহার মনোনীত করিলেন; তিনি পাল হইতে দুই শত চল্লিশটি ঘাঁটি, এবং উট ও গাধা হইতে ত্রিশটি এবং পাল হইতে পঞ্চাশটি গাভী মনোনীত করিলেন।

43 তিনি তাদের সকলকে দশটি পালে ভাগ করলেন, এবং প্রত্যেকটি পাল আলাদা করে রাখলেন, এবং তাঁর দশজন দাসের হাতে তাদের সমর্পণ করলেন, প্রত্যেকটি পাল আলাদা আলাদা করে।

44 তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা একে অপরের থেকে দূরে থাকো এবং পালের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখো। যখন এষৌ ও তার সঙ্গীরা তোমাদের সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কার, কোথায় যাচ্ছ? তোমাদের সামনে এই সব কার,' তখন তোমরা তাদের বলবে, 'আমরা যাকোবের দাস, আমরা এষৌর সাথে শান্তিতে দেখা করতে এসেছি, আর দেখ, যাকোব আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।'"

45আর আমাদের সামনে যা আছে তা যাকোবের কাছ থেকে তার ভাই এষৌর জন্য প্রেরিত উপহার।
46 আর যদি তারা তোমাকে বলে, সে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে এবং তার মুখ দেখতে না এসে তোমার পিছনে কেন দেরি করছে, তাহলে তুমি তাদের বলবে, সে নিশ্চয়ই তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আমাদের পিছনে আনন্দের সাথে আসছে, কারণ সে বলেছিল, আমি তাকে উপহার দিয়ে শান্ত করব, এবং এর পরে আমি তার মুখ দেখতে পাব, সম্ভবত সে আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে।
47 তাই সমস্ত উপহার তাঁর দাসদের হাতে চলে গেল এবং সেই দিন তাঁর আগে আগে গেল। তিনি সেই রাতে জাবুক নদীর ধারে তাঁর শিবিরে কাটালেন। রাতের আঁধারে তিনি উঠে তাঁর স্ত্রী, দাসী এবং তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে সেই রাতেই তাদের জাবুক নদীর ধারে পার করে দিলেন।
48 পরে যখন সে তার সমস্ত সম্পত্তি নদী পার করে দিল, তখন যাকোব একাই রইলেন, আর একজন লোক তার সাথে দেখা করল, আর সে সেই রাতে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে মল্লযুদ্ধ করল, আর তার সাথে মল্লযুদ্ধ করার ফলে যাকোবের উরুর গর্ত ছিঁড়ে গেল।
49আর ভোরবেলা সেই ব্যক্তি যাকোবকে সেখানে রেখে গেলেন, আর তাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন; আর ভোরবেলা যাকোব নদী পার হয়ে তাঁর উরুতে ভর দিয়ে হাঁটলেন।
৫০ নদী পার হওয়ার পর সূর্যোদয় হল এবং তিনি তাঁর পশুপাল ও সন্তানদের থাকার জায়গায় এলেন।
৫১ আর তারা দুপুর পর্যন্ত চলল, আর যখন তারা যাচ্ছিল তখন উপহার তাদের আগে আগে চলে যাচ্ছিল।
52যাকোব চোখ তুলে তাকালেন, আর দেখলেন, এষৌ দূরে আসছেন, তাঁর সংগে প্রায় চারশো লোক ছিল; আর যাকোব তাঁর ভাইকে খুব ভয় পেলেন।
৫৩ যাকোব তাড়াতাড়ি করে তাঁর সন্তানদের তাঁর স্ত্রীদের ও দাসীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং তাঁর কন্যা দীণাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রেখে তাঁর দাসদের হাতে তুলে দিলেন।
৫৪ তারপর তিনি তাঁর ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর সন্তানদের এবং স্ত্রীদের সামনে দিয়ে গেলেন, এবং মাটিতে প্রণাম করলেন, হ্যাঁ, সাতবার প্রণাম করলেন যতক্ষণ না তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌঁছালেন, এবং ঈশ্বর এষৌ এবং তার লোকদের দৃষ্টিতে যাকোবকে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ লাভ করালেন, কারণ ঈশ্বর যাকোবের প্রার্থনা শুনেছিলেন।
৫৫ আর যাকোবের ভয় ও আতঙ্ক তার ভাই এষৌর উপর নেমে এলো, কারণ ঈশ্বরের দূতেরা এষৌর প্রতি যা করেছিলেন, তাতে এষৌ যাকোবকে ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন, আর যাকোবের প্রতি এষৌর রাগ দয়ায় পরিণত হয়েছিল।
56 আর যখন এষৌ যাকোবকে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখলেন, তখন তিনিও তার কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং তিনি তার গলা জড়িয়ে ধরলেন, এবং তারা চুম্বন করলেন এবং কাঁদলেন।
57আর ঈশ্বর এষৌর সঙ্গীদের হৃদয়ে যাকোবের প্রতি ভয় ও দয়া দিলেন, আর তারাও যাকোবকে চুম্বন করলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন।
58আর এষৌর পুত্র ইলীফস ও তার চার ভাই, এষৌর পুত্র, যাকোবের সাথে কাঁদলেন; এবং তারা তাঁকে চুম্বন করলেন এবং জড়িয়ে ধরলেন, কারণ যাকোবের ভয় তাদের সকলের উপর নেমে এসেছিল।
59 তখন এষৌ চোখ তুলে দেখলেন, যাকোবের সন্তানদের নিয়ে স্ত্রীলোকেরা যাকোবের পিছনে পিছনে হেঁটে এষৌর পথে প্রণাম করছে।
60 তখন এষৌ যাকোবকে বললেন, "ভাই, তোমার সাথে এরা কারা? এরা কি তোমার সন্তান, না তোমার দাস?" যাকোব উত্তরে এষৌকে বললেন, "এরা আমার সন্তান, যাদের ঈশ্বর তোমার দাসকে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন।"
৬১ আর যাকোব যখন এষৌ এবং তার লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন এষৌ সমস্ত শিবিরটি দেখতে পেলেন এবং যাকোবকে বললেন, "গতকাল রাতে আমি যে শিবিরের সাথে দেখা করেছিলাম তার সমস্ত তুমি কোথা থেকে পেলে?" যাকোব বললেন, "আমার প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভের জন্য, ঈশ্বর তোমার দাসকে অনুগ্রহ করে এই জিনিসটি দিয়েছিলেন।"
৬২ পরে এষৌর কাছে উপহার উপস্থিত হইল, আর যাকোব এষৌকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আমি আমার প্রভুর জন্য যে উপহার আনিয়াছি, তাহা লও; এষৌ কহিলেন, আমার এই উদ্দেশ্য কেন? তোমার যাহা আছে, তাহা তোমারই রাখ।
63যাকোব বললেন, "তোমার মুখ দেখার পর, তুমি এখনও শান্তিতে থাকো, তাই এই সব দেওয়া আমার কর্তব্য।"
৬৪ কিন্তু এষৌ উপহার গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন; আর যাকোব তাঁহাকে কহিলেন, হে আমার প্রভু, বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্ত হইতে আমার উপহার গ্রহণ করুন, কারণ আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এইজন্য আমি আপনার মুখ দেখিলাম, যেন আমি ঈশ্বরের মত মুখ দেখিলাম।
65তখন এষৌ উপহার নিলেন, আর যাকোবও এষৌকে রূপা, সোনা ও ধূপ দিলেন, কারণ তিনি তাকে এত জোর করেছিলেন যে তিনি সেগুলো নিয়ে নিলেন।
66 আর এষৌ শিবিরের পশুগুলো ভাগ করে নিলেন, আর অর্ধেকটা তাঁর সংগের লোকদের দিলেন, কারণ তারা বেতন নিয়ে এসেছিল, আর বাকি অর্ধেকটা তাঁর ছেলেদের হাতে দিলেন।
67 আর সে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলীফসের হাতে সেই রূপা, সোনা ও সোনার জিনিসপত্র দিল। এষৌ যাকোবকে বলল, "আমরা তোমার কাছে থাকব, আর আমরা ধীরে ধীরে তোমার সাথে যাব, যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে আমার জায়গায় আসো, যাতে আমরা সেখানে একসাথে বাস করতে পারি।"
68তখন যাকোব তার ভাইকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আমার প্রভু আমাকে যা বলেন আমি তাই করব, কিন্তু আমার প্রভু জানেন যে, বাচ্চারা কোমল, আর আমার সাথে থাকা মেষপাল, গরু ও তাদের বাচ্চারা ধীরে ধীরে চলে, কারণ যদি তারা দ্রুত চলে, তাহলে তারা সবাই মারা যাবে, কারণ তুমি তাদের বোঝা এবং ক্লান্তি জানো।"

69 অতএব আমার প্রভু আপনার দাসের আগে আগে চলে যান, আমি সন্তানদের এবং পশুপালের জন্য ধীরে ধীরে যাব, যতক্ষণ না আমি আমার প্রভুর সেয়ীরে অবস্থিত স্থানে পৌঁছাই।
৭০ তখন এষৌ যাকোবকে বললেন, "আমি আমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তোমার সাথে রাখব, যাতে তারা পথে তোমার যত্ন নেয় এবং তোমার ক্লান্তি ও বোঝা বহন করে।" তিনি বললেন, "প্রভু, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, তাহলে এর কি দরকার?"
৭১ দেখ, আমি তোমার কথা অনুসারে সেয়ীরে তোমার কাছে আসব এবং সেখানে একসাথে বাস করব। তুমি তোমার লোকদের নিয়ে যাও, কারণ আমি তোমার পিছনে যাব।
72 আর যাকোব এষৌকে এই কথা বললেন, যাতে এষৌ ও তার লোকদের তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাকোব কনান দেশে তার বাবার বাড়িতে যেতে পারে।
৭৩ আর এষৌ যাকোবের কথা শুনলেন; আর এষৌ সেয়ীরের পথে তাঁর সঙ্গী চারশো লোককে নিয়ে ফিরে এলেন; আর যাকোব ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সেই দিন কনান দেশের সীমান্তবর্তী প্রান্তে গেলেন, এবং সেখানে কিছুকাল থাকলেন।

অধ্যায় ৩৩

1 কিছু দিন পর যাকোব সেই দেশের সীমানা ত্যাগ করে কনান দেশের শিখিম শহরে, অর্থাৎ শালেমে উপস্থিত হলেন এবং সেই শহরের সামনে বিশ্রাম নিলেন।
2 আর তিনি সেখানকার লোকদের কাছ থেকে পাঁচ শেকল দিয়ে জমির এক টুকরো কিনে নিলেন।
3যাকোব সেখানে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করলেন, সেখানে তিনি তাঁবু স্থাপন করলেন এবং তাঁর পশুপালের জন্য কুঁড়েঘর তৈরি করলেন; এই জন্য তিনি সেই জায়গার নাম রাখলেন সুক্কোৎ।
4যাকোব সুক্কোতে এক বছর ছয় মাস থাকলেন।
৫ সেই সময় দেশ-নিবাসীদের কিছু স্ত্রীলোক শিখিম নগরে গেল নগরবাসীদের কন্যাদের সাথে নাচতে এবং আনন্দ করতে। তারা যখন বেরিয়ে গেল, তখন যাকোবের স্ত্রী রাহেল এবং লেয়া, তাদের পরিবারের সাথে, নগরের কন্যাদের আনন্দ দেখতে গেল।
৬ আর যাকোবের কন্যা দীণাও তাদের সাথে গেল এবং নগরের কন্যাদের দেখতে পেল। তারা সেখানে ঐ কন্যাদের সামনে রইল, আর নগরের সমস্ত লোক তাদের আনন্দ দেখার জন্য তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, আর নগরের সমস্ত মহান লোকেরাও সেখানে উপস্থিত ছিল।
৭ আর হমোরের পুত্র শিখিম, সেই দেশের অধ্যক্ষ, তাদের দেখার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল।
৮ আর শিখিম যাকোবের কন্যা দীণাকে নগরের কন্যাদের সম্মুখে আপন মাতার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিল; তাহাতে সেই কন্যা তাহার অতিশয় সন্তুষ্ট হইল; আর সে সেখানে আপন বন্ধুবান্ধব ও আপন লোকদের জিজ্ঞাসা করিল, এই নগরের মধ্যে যাহাদিগকে আমি চিনি না, তাহাদের মধ্যে যে বসা, সে কার কন্যা?
9তারা তাকে বলল, "এ তো ইব্রীয় ইসহাকের পুত্র যাকোবের কন্যা, যে এই শহরে কিছুদিন ধরে বাস করছে। যখন খবর পেল যে, দেশের মেয়েরা আনন্দ করতে বের হচ্ছে, তখন সে তার মা ও দাসীদের নিয়ে তাদের মধ্যে বসতে গেল, যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ।"
১০ শিখিম যাকোবের কন্যা দীণাকে দেখতে পেল এবং তার দিকে তাকিয়ে তার প্রাণ দীণার প্রতি আকৃষ্ট হল।
১১ পরে সে লোক পাঠিয়ে তাকে জোর করে তুলে নিল; আর দীণা শিখিমের বাড়িতে এলো; সে তাকে জোর করে ধরে তার সাথে শয়ন করল এবং তাকে অপমান করল; সে তাকে অত্যন্ত ভালোবাসল এবং নিজের বাড়িতে রাখল।
১২ তারা এসে যাকোবকে এই কথা জানাল। যখন যাকোব শুনল যে শিখিম তার মেয়ে দীণাকে অশুচি করেছে, তখন যাকোব তার বারোজন দাসকে শিখিমের বাড়ি থেকে দীণাকে আনার জন্য পাঠালেন। তারা গিয়ে দীণাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিখিমের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।
১৩ তারা যখন আসল, তখন শিখিম তার লোকদের নিয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে গেল এবং তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সে তাদের দীণার সামনে আসতে দিল না। কিন্তু শিখিম তাদের সামনে বসে দীণাকে চুম্বন ও জড়িয়ে ধরল।
১৪ পরে যাকোবের দাসেরা ফিরে এসে তাঁকে জানাল, "আমরা যখন এসেছিলাম, তখন তিনি ও তাঁর লোকেরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; আর শিখিম আমাদের চোখের সামনে দীণার প্রতি এইরূপ করেছিল।"
১৫ আর যাকোব আরও জানতে পারলেন যে শিখিম তার মেয়েকে অশুচি করেছে, কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না, আর তার ছেলেরা মাঠে তার পশুপাল চরাতেছিল, আর যাকোব তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপ করে রইল।
১৬ পুত্ররা বাড়ি ফিরে আসার আগে যাকোব তাঁর দাসীদের দুই কন্যাকে দীণার দেখাশোনা করার জন্য এবং তার সাথে থাকার জন্য শিখিমের বাড়িতে পাঠালেন। শিখিম তাঁর তিন বন্ধুকে তাঁর পিতা পেরদের নাতি কিদ্দেকমের পুত্র হমোরের কাছে পাঠালেন, বললেন, "এই মেয়েটিকে আমার সাথে বিয়ে দাও।"
১৭ হিব্বীয় কিদ্দেকমের পুত্র হমোর তার পুত্র শিখিমের বাড়ীতে এসে তার সামনে বসল। হমোর তার পুত্রকে বলল, "শিখিম, তোমার জাতির কন্যাদের মধ্যে কি কোন মহিলা নেই যে তুমি এমন কোন ইব্রীয় মহিলাকে বিয়ে করবে যে তোমার জাতির নয়?
১৮ শিখিম তাহাকে কহিল, তুমি আমার জন্য তাহারই একমাত্র কন্যা লইতে পার, কেননা সে আমার দৃষ্টিতে মনোরম; আর হমোর আপন পুত্রের বাক্যানুসারে করিল, কেননা সে তাহার অতি প্রিয় ছিল।
১৯ আর হমোর এই বিষয়ে কথা বলতে যাকোবের কাছে গেল; আর যখন সে তার ছেলে শিখিমের সাথে কথা বলতে যাকোবের কাছে আসার আগেই তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তখন দেখ, হমোরের ছেলে শিখিমের এই কাজ শুনে যাকোবের ছেলেরা মাঠ থেকে এসেছিল।
২০ তখন সেই লোকেরা তাদের বোনের জন্য খুব দুঃখিত হল, আর তাদের পশুপাল সংগ্রহের সময় হওয়ার আগেই তারা সকলে রাগে জ্বলে উঠে ঘরে ফিরে গেল।

21তখন তারা এসে তাদের বাবার সামনে বসল এবং রাগে জ্বলে উঠল এবং বলল, "এই লোকটির এবং তার পরিবারের মৃত্যু অবশ্যই ঘটবে, কারণ সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর সদাপ্রভু নোহ এবং তার সন্তানদের এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষ কখনও লুটপাট করবে না, ব্যভিচার করবে না; এখন দেখ, শিখিম আমাদের বোনের সাথে ধ্বংসাত্মক আচরণ করেছে এবং ব্যভিচার করেছে, আর নগরের সকলের মধ্যে কেউ তাকে একটি কথাও বলেনি।"

22 তুমি নিশ্চয়ই জানো এবং বোঝো যে, শিখিম, তার বাবা এবং পুরো নগর তার কৃতকর্মের জন্য মৃত্যুর শাস্তি পাবে।

২৩ আর তারা যখন এই বিষয়ে তাদের বাবার সাথে কথা বলছিল, তখন দেখ, শিখিমের পিতা হমোর দীণার বিষয়ে তার ছেলের কথা যাকোবকে বলতে এলো; আর সে যাকোব ও তার ছেলেদের সামনে বসে রইল।

24তখন হমোর তাদের বললেন, "আমার পুত্র শিখিমের প্রাণ তোমাদের কন্যার প্রতি আকুল; আমি বিনয় করি, তোমরা তাকে তার স্ত্রীরূপে দাও এবং আমাদের সাথে বিবাহ দাও; তোমাদের কন্যারা আমাদের দাও, আমরা তোমাদেরকে আমাদের কন্যারা দেব; তোমরা আমাদের দেশে আমাদের সাথে বাস করবে, এবং আমরা এই দেশে এক জাতি হব।"

25 কারণ আমাদের দেশ অনেক বিস্তৃত, তাই তোমরা সেখানে বাস করো, ব্যবসা করো এবং সম্পত্তি অর্জন করো, আর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো, আর কেউ তোমাদের কথা শুনে বাধা দেবে না।

২৬ হমোর যাকোব ও তার পুত্রদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল, আর দেখ, তার পুত্র শিখিম তার পিছনে পিছনে এসে তাদের সামনে বসেছিল।

27 তখন শিখিম যাকোব ও তার পুত্রদের সামনে বললেন, "তোমাদের কন্যার সাথে আমার বিবাহের জন্য আমি তোমাদের অনুগ্রহ পাব। তোমরা যা বলবে আমি তার জন্য তাই করব।"

28 আমার কাছে প্রচুর যৌতুক ও উপহার চাও, আমি তা দেব, আর তুমি যা বলবে আমি তাই করব, আর যে কেউ তোমার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাকে হত্যা করা হবে; কেবল মেয়েটিকে আমাকে বিয়ে দাও।

29 শিমিয়োন ও লেবি হমোর ও তার পুত্র শিখিমকে ছলনা করে উত্তর দিলেন, বললেন, তোমরা আমাদের যা বলেছ, আমরা তোমাদের জন্য তা-ই করব।

30আর দেখ, আমাদের বোন তোমার ঘরে আছে, কিন্তু আমরা এই বিষয়ে আমাদের পিতা ইসহাকের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাকো, কারণ তার সম্মতি ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।

31 কারণ তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের আচরণ জানেন, এবং তিনি আমাদের যা কিছু বলবেন, আমরা তা আপনাকে বলব, আমরা আপনার কাছ থেকে কিছুই গোপন করব না।

32 শিমিয়োন ও লেবি শিখিম ও তার পিতাকে এই কথা বলল, যাতে তারা কোন অজুহাত খুঁজে বের করতে পারে এবং এই বিষয়ে শিখিম ও তার শহরের প্রতি কী করা উচিত তা জানতে পারে।

33শিমিয়োন ও লেবির কথা শুনে শিখিম ও তার বাবা তাদের দৃষ্টিতে ভালো মনে হল, আর শিখিম ও তার বাবা বাড়ী ফেরার জন্য বেরিয়ে এলেন।

34তারা চলে যাওয়ার পর যাকোবের ছেলেরা তাদের বাবাকে বলল, "দেখ, আমরা জানি যে এই দুষ্টদের এবং তাদের শহরের মৃত্যু ঘটবে, কারণ তারা ঈশ্বর নোহ, তাঁর সন্তানদের এবং তাদের পরে তাঁর বংশধরদের যে আদেশ দিয়েছিলেন তা লঙ্ঘন করেছে।"

৩৫ আর শিখিম আমাদের বোন দীণাকে অশুচি করে তার প্রতি এই রকম করেছে বলেও, কারণ আমাদের মধ্যে কখনও এমন জঘন্য কাজ করা হবে না।

36 অতএব এখন তুমি কি করবে তা জেনে নাও এবং ভেবে দেখো, এবং এই নগরের সমস্ত বাসিন্দাদের হত্যা করার জন্য তাদের প্রতি কী করা উচিত তার পরামর্শ ও অজুহাত খোঁজো।

37 শিমিয়োন তাদের বললেন, "তোমাদের জন্য একটা উপযুক্ত পরামর্শ হল: তাদের বলো যেন তারা আমাদের মতো তাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ করে, আর যদি তারা তা করতে না চায়, তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে আমাদের মেয়েকে নিয়ে চলে যাব।"

৩৮ আর যদি তারা এটা করতে রাজি হয় এবং তা করবে, তাহলে যখন তারা যন্ত্রণায় ডুবে যাবে, তখন আমরা আমাদের তরবারি দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করব, যেন কেউ শান্ত এবং শান্তিপ্রিয়, এবং আমরা তাদের মধ্যে থাকা প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করব।

৩৯ শিমিয়োনের পরামর্শ তাদের পছন্দ হল, আর শিমিয়োন ও লেবি তাদের প্রতি যা করার কথা ছিল তাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

40 পরের দিন সকালে শিখিম ও তার বাবা হমোর আবার যাকোব ও তার ছেলেদের কাছে এলেন, দীণার বিষয়ে কথা বলতে এবং যাকোবের ছেলেরা তাদের কথার জবাব শুনতে।

41যাকোবের পুত্ররা তাদের ছলনা করে বলল, "আমরা তোমাদের সমস্ত কথা আমাদের পিতা ইস্হাককে বলেছি, আর তোমাদের কথায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

42 কিন্তু তিনি আমাদের বললেন, 'তাঁর পিতা অব্রাহাম সমস্ত পৃথিবীর প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশধর নয় এমন যে কেউ যদি তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজনকে বিয়ে করতে চায়, তবে আমাদের খৎনা করানোর মতো তাঁর পরিবারের প্রত্যেক পুরুষকে খৎনা করাতে হবে, এবং তারপর আমরা তাকে আমাদের কন্যার বিয়ে দিতে পারি।'

43 আমাদের পিতা আমাদের যে সব কথা বলেছিলেন, আমরা তা আপনাকে জানিয়েছি। আপনি যা বলেছিলেন, আমরা তা করতে পারি না, আমাদের মেয়েকে একজন অচ্ছিন্নত্বক পুরুষের কাছে দিতে পারি না, কারণ এটা আমাদের জন্য লজ্জার।

44 কিন্তু এই বিষয়ে আমরা তোমার সাথে আমাদের কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হব, এবং তোমার কন্যাদেরও গ্রহণ করব, এবং তোমার কথা অনুসারে তোমার মধ্যে বাস করব এবং এক জাতি হব, যদি তুমি আমাদের কথা শোনো এবং

আমাদের মত হতে রাজি হও, যেমন আমরা ত্বকছেদ করি, তেমনি তোমার প্রত্যেক পুরুষের ত্বকছেদ করাও।
45আর যদি তুমি আমাদের কথা না শোনো, আমাদের আদেশ অনুসারে, আমাদের মতই প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ করাতে না চাও, তাহলে আমরা তোমার কাছে এসে তোমার কাছ থেকে আমাদের মেয়েকে নিয়ে চলে যাব।
৪৬ শিখিম ও তার বাবা হমোর যাকোবের ছেলেদের কথা শুনলেন এবং এই কথা তাদের খুব ভালো লাগল। শিখিম ও তার বাবা হমোর যাকোবের ছেলেদের ইচ্ছামত কাজ করতে তাড়াতাড়ি করলেন, কারণ শিখিম দীণাকে খুব ভালোবাসতেন এবং তার প্রতি তার প্রাণ আকৃষ্ট হয়েছিল।
47 তখন শিখিম ও তার বাবা হমোর তাড়াতাড়ি নগরের ফটকের কাছে গেলেন এবং তাদের নগরের সমস্ত লোককে একত্র করলেন এবং যাকোবের পুত্রদের কথা তাদের বললেন,
48আমরা যাকোবের পুত্রদের কাছে গেলাম এবং তাদের কন্যার বিষয়ে তাদের সাথে কথা বললাম। এই লোকেরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে সম্মত হবে। দেখ, আমাদের দেশ তাদের জন্য অনেক বড়, তারা সেখানে বাস করবে এবং ব্যবসা করবে, আর আমরা এক জাতি হব; আমরা তাদের কন্যাদের গ্রহণ করব এবং আমাদের কন্যাদের তাদের বিবাহ দেব।
49 কিন্তু এই পুরুষরা কেবল এই শর্তে এই কাজ করতে সম্মত হবে যে, আমাদের মধ্যে প্রতিটি পুরুষের ত্বকচ্ছেদ করা হবে যেমন তাদের ঈশ্বর তাদের আদেশ দিয়েছিলেন, এবং যখন আমরা তাদের ত্বকছেদ করার নির্দেশ অনুসারে কাজ করব, তখন তারা তাদের পশুপাল এবং সম্পত্তি নিয়ে আমাদের মধ্যে বাস করবে, এবং আমরা তাদের সাথে এক জাতির মতো থাকব।
৫০ নগরের সমস্ত লোক শিখিম ও তার পিতা হমোরের কথা শুনলে, তাদের নগরের সমস্ত লোক এই প্রস্তাবে সম্মত হল এবং তারা ত্বকচ্ছেদ করতে রাজি হল, কারণ শিখিম ও তার পিতা হমোর দেশের অধ্যক্ষ হওয়ায় তারা তাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল।
51 পরের দিন শিখিম ও তার বাবা হমোর খুব ভোরে উঠে তাদের শহরের সমস্ত লোককে শহরের মাঝখানে জড়ো করলেন এবং যাকোবের ছেলেদের ডাকলেন। তারা সেই দিন এবং তার পরের দিন তাদের সমস্ত পুরুষের খৎনা করল।
52 তারপর তারা শিখিম, তার বাবা হমোর এবং শিখিমের পাঁচ ভাইয়ের সুন্নত করল। তারপর তারা সবাই উঠে বাড়ী ফিরে গেল। কারণ শিখিম শহরের বিরুদ্ধে এই ঘটনা প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল। এই বিষয়ে শিমিয়োনের মন্ত্রণা ছিল প্রভুর কাছ থেকে, যাতে প্রভু শিখিম শহরকে যাকোবের দুই ছেলের হাতে তুলে দেন।

অধ্যায় ৩৪

1 সমস্ত সুন্নতকৃত পুরুষের সংখ্যা ছিল ছয়শো পঁয়তাল্লিশ জন এবং দুইশো ছেচল্লিশ জন বালক।
2 কিন্তু হমোরের পিতা পেরদের পুত্র কিদ্দেকম এবং তার ছয় ভাই শিখিম ও তার পিতা হমোরের কথা শুনতে রাজি হলেন না এবং তাদের খৎনা করাতেও রাজি হলেন না, কারণ যাকোবের পুত্রদের প্রস্তাব তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ছিল এবং এতে তাদের ক্রোধ প্রবল হয়ে উঠল, কারণ নগরের লোকেরা তাদের কথা শোনেনি।
3 আর দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় তারা আটটি ছোট বালককে দেখতে পেল, যাদের খৎনা করা হয়নি, কারণ তাদের মায়েরা শিখিম, তার বাবা হমোর এবং নগরের লোকদের কাছ থেকে তাদের লুকিয়ে রেখেছিল।
৪ শিখিম ও তার বাবা হমোর তাদের সুন্নত করানোর জন্য লোক পাঠালেন, ঠিক তখনই কিদ্দেকম ও তার ছয় ভাই তাদের উপর তরবারি নিয়ে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করল।
5আর তারা শিখিম ও তার বাবা হমোরকেও হত্যা করতে চেষ্টা করল এবং এই ঘটনার জন্য তাদের সাথে দীণাকেও হত্যা করতে চেষ্টা করল।
৬ তারা তাদের বলল, "তোমরা এ কি কাজ করেছ? তোমাদের কনানীয় ভাইদের কন্যাদের মধ্যে কি এমন কোন স্ত্রীলোক নেই যে, তোমরা ইব্রীয়দের কন্যাদের বিয়ে করতে চাও, যাদের তোমরা আগে জান না? আর তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা করতে কখনও আজ্ঞা করেনি, তা করতে চাও?"
৭ তুমি কি মনে করো যে, তুমি এই কাজের মাধ্যমে সফল হবে? আর এই বিষয়ে তোমার ভাই কনানীয়দের, যারা আগামীকাল এসে তোমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তাদের কাছে তুমি কি উত্তর দেবে?
৪ আর যদি তোমার কাজ তাদের দৃষ্টিতে ন্যায্য ও ভালো না মনে হয়, তাহলে তুমি আমাদের কথা না শুনে তোমার জীবনের জন্য কি করবে, আর আমার জীবনের জন্য কি করবে?
9 আর যদি দেশের বাসিন্দারা এবং তোমার ভাইয়েরা, হামের সন্তানরা, তোমার এই কাজের কথা শুনে বলে,
১০ একজন ইব্রীয় স্ত্রীলোকের জন্য শিখিম, তার বাবা হমোর এবং তাদের শহরের সমস্ত বাসিন্দারা এমন কাজ করেছিল যা তারা আগে কখনও করেনি এবং যা তাদের পূর্বপুরুষরা কখনও তাদের করতে আদেশ করেনি। তাহলে তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে বা কোথায় তোমার লজ্জা লুকিয়ে রাখবে, তোমার সমস্ত জীবন, তোমার ভাইদের সামনে, কনান দেশবাসীদের সামনে?
১১ অতএব এখন আমরা তোমার এই কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি না, আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের যে জোয়াল দিতে আদেশ করেননি, সেই জোয়াল আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।
১২ দেখ, আগামীকাল আমরা যাব এবং আমাদের সমস্ত ভাইদের, অর্থাৎ এই দেশে বসবাসকারী কনানীয় ভাইদের, একত্র করব; এবং আমরা সকলে এসে তোমাকে এবং তোমার উপর নির্ভরশীল সকলকে আঘাত করব, যাতে তোমার বা তাদের কেউই অবশিষ্ট না থাকে।
১৩ আর হমোর, তার ছেলে শিখিম এবং নগরের সমস্ত লোক কিদ্দেকম ও তার ভাইদের কথা শুনে তাদের প্রাণের

ভয়ে ভীষণ ভীত হল এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল।
১৪ শিখিম ও তার বাবা হমোর তাদের বাবা কিদ্দেকম ও তার ভাইদের উত্তরে বললেন, "তোমরা আমাদের যা বলেছ, সবই সত্য।"
১৫ এখন তোমরা একথা বলো না, মনে মনে কল্পনাও করো না যে, ইব্রীয়দের ভালোবাসার জন্য আমরা এমন কাজ করেছি যা আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের করতে আদেশ করেননি।
১৬ কিন্তু যেহেতু আমরা দেখেছি যে তাদের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছা পূরণ করা তাদের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা ছিল না, কেবল এই শর্ত ছাড়া, তাই আমরা তাদের কথা শুনেছি এবং তাদের কাছ থেকে আমাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আপনি যা দেখেছেন তা করেছি।
১৭ আর যখন আমরা তাদের কাছ থেকে আমাদের অনুরোধ পেয়ে যাব, তখন আমরা তাদের কাছে ফিরে যাব এবং তুমি আমাদের যা বলবে তাদের প্রতি তাই করব।
১৮ তাই আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, অপেক্ষা করো এবং অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমাদের শরীর সুস্থ হয় এবং আমরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠি, এবং তারপর আমরা একসাথে তাদের বিরুদ্ধে যাব এবং তাদের প্রতি তোমাদের হৃদয়ে এবং আমাদের হৃদয়ে যা আছে তাই করব।
১৯ কিদ্দেকম ও তার ভাইদের এই সব কথা, আর হমোর ও তার ছেলে শিখিম ও তাদের শহরের লোকেরা তাদের যে উত্তর দিয়েছিল, তা যাকোবের মেয়ে দীণা শুনল।
২০ আর সে তাড়াতাড়ি করে শিখিমের বাড়িতে তার যত্ন নেওয়ার জন্য তার বাবা যে দাসী পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনকে তার বাবা যাকোব এবং তার ভাইদের কাছে পাঠালো, বলল,
21কিদ্দেকম ও তার ভাইয়েরা তোমার বিষয়ে এইভাবে পরামর্শ দিয়েছিল, আর হমোর, শিখিম ও নগরের লোকেরা তাদের এইভাবে উত্তর দিয়েছিল।
22 এই কথা শুনে যাকোব রেগে গেলেন, তাদের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের উপর তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হল।
23 শিমিয়োন ও লেবি শপথ করে বললেন, "সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে গোটা শহরে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"
24 আর বিশ জন যুবক লুকিয়ে ছিল, যাদের সুন্নত করা হয়নি। এই যুবকরা শিমিয়োন ও লেবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আর শিমিয়োন ও লেবি তাদের আঠারো জনকে হত্যা করেছিল, আর দুজন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে শহরের মধ্যে অবস্থিত চুনের গর্তে পালিয়ে গিয়েছিল। শিমিয়োন ও লেবি তাদের খুঁজতে খুঁজতে তাদের খুঁজে পেল না।
25 শিমিয়োন ও লেবি নগরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং নগরের সমস্ত লোককে তরবারির আঘাতে হত্যা করলেন, কাউকে অবশিষ্ট রাখলেন না।
২৬ আর নগরের মধ্যে মহা হৈচৈ শুরু হল, এবং নগরবাসীদের কান্না আকাশ পর্যন্ত উঠল, এবং সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল।
27 শিমিয়োন ও লেবি সমস্ত নগরকে হত্যা করল; তারা নগরের মধ্যে একজনও পুরুষকে অবশিষ্ট রাখল না।
28 তারা হমোর ও তার পুত্র শিখিমকে তরবারির আঘাতে হত্যা করল এবং দীণাকে শিখিমের ঘর থেকে বের করে এনে সেখান থেকে চলে গেল।
29যাকোবের পুত্ররা গিয়ে ফিরে এসে নিহতদের দেখতে পেল এবং নগর ও ক্ষেতের সমস্ত সম্পত্তি লুট করল।
30 আর যখন তারা লুটপাট লুট করছিল, তখন তিনশো লোক উঠে তাদের দিকে ধুলো ছুঁড়ে মারল এবং পাথর ছুঁড়ে মারল। তখন শিমিয়োন তাদের দিকে ফিরে তাদের সকলকে তরবারির ধারায় হত্যা করল। শিমিয়োন লেবির সামনে থেকে শহরে ফিরে এলো।
31তারা তাদের মেষ, গরু, গরু, স্ত্রীলোক ও শিশুদের সকলকে নিয়ে গেল এবং তাদের সবাইকে নিয়ে গেল। তারা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল এবং তাদের পিতা যাকোবের কাছে সাহসের সাথে উপস্থিত হল।
32 আর যাকোব যখন নগরের প্রতি তারা যা করেছে এবং তাদের কাছ থেকে লুট করা জিনিসপত্র দেখেছে, তখন যাকোব তাদের উপর খুব রেগে গেছে। যাকোব তাদের বলল, "তোমরা আমার সাথে এ কি করলে? দেখ, আমি সেই দেশের কনানীয়দের মধ্যে বিশ্রাম পেয়েছি, এবং তাদের কেউ আমার সাথে হস্তক্ষেপ করেনি।"
33 আর এখন তুমি এই দেশের বাসিন্দাদের কাছে, কনানীয় ও পরিষীয়দের মধ্যে আমাকে ঘৃণার পাত্র করেছ, আর আমি সংখ্যায় খুবই কম। তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে জড়ো হবে এবং তাদের ভাইদের সাথে তোমার কাজের কথা শুনলে আমাকে হত্যা করবে, তাতে আমি ও আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাব।
34 শিমিয়োন, লেবি এবং তাদের ভাইয়েরা তাদের বাবা যাকোবকে উত্তর দিয়ে বলল, "দেখ, আমরা এই দেশে বাস করি, আর শিখিম কি আমাদের বোনের প্রতি এইরূপ করবে? শিখিম যা করেছে তাতে তুমি চুপ করে আছো কেন? সে কি আমাদের বোনের প্রতি রাস্তার বেশ্যার প্রতি এমন ব্যবহার করবে?"
৩৫ শিমিয়োন ও লেবি শিখিম শহর থেকে যে সকল স্ত্রীলোককে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তাদের হত্যা করেনি, তাদের সংখ্যা ছিল পঁচাশি জন, যারা পুরুষের সাথে পরিচিত ছিল না।
36 তাদের মধ্যে ছিল বূনা নামে এক সুন্দরী ও সুন্দরী যুবতী। শিমিয়োন তাকে বিয়ে করেছিলেন। তারা যে পুরুষদের বন্দী করেছিল কিন্তু হত্যা করেনি, তাদের সংখ্যা ছিল সাতচল্লিশ জন, বাকিদের হত্যা করেছিল।
37শিমিয়োন ও লেবি শিখিম নগর থেকে যে সকল যুবক ও যুবতীকে বন্দী করে এনেছিল, তারা সকলেই যাকোবের পুত্রদের এবং তাদের পরবর্তী সন্তানদের দাস ছিল, যতক্ষণ না যাকোবের পুত্ররা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসে।
38 শিমিয়োন ও লেবি যখন নগর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন যে দুই যুবক অবশিষ্ট ছিল, যারা নগরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এবং নগরের লোকদের মধ্যে মারা যায়নি, তারা উঠে দাঁড়াল। সেই যুবকেরা নগরে প্রবেশ করে সেখানে ঘুরে বেড়াল এবং নগরকে পুরুষশূন্য, কেবল স্ত্রীলোকেরা কাঁদতে দেখল। সেই যুবকেরা চিৎকার করে বলল, "দেখ,

ইব্রীয় যাকোবের পুত্ররা এই নগরের প্রতি এই রকম মন্দ কাজ করেছিল, কারণ তারা আজ কনানীয়দের একটি নগর ধ্বংস করেছিল এবং সমস্ত কনান দেশের প্রাণের ভয়ে ভীত হয়নি।"

39আর ঐ লোকেরা নগর হইতে বাহির হইয়া তপ্পক নগরে গেল; এবং সেখানে গিয়া তপ্পক-নিবাসীদিগকে তাহাদের প্রতি যাহা ঘটেছিল, এবং যাকোবের পুত্রেরা শিখিম নগরের প্রতি যাহা করিয়াছিল, তাহা সকল জ্ঞাত করিল।

40 এই খবর তপনাকের রাজা যাশূবের কানে গেল। তিনি সেই যুবকদের দেখার জন্য শিখিম শহরে লোক পাঠালেন, কারণ রাজা এই কথা তাদের বিশ্বাস করলেন না, বললেন, "দুজন লোক কীভাবে শিখিমের মতো এত বড় শহর ধ্বংস করতে পারে?"

41পরে যাশুবের দূতেরা ফিরে এসে তাকে খবর দিল, "আমরা শহরে এসেছি, আর তা ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানে কোন পুরুষ নেই, কেবল মহিলারা কাঁদছে; সেখানে কোন পাল বা গরু নেই, কারণ শহরের যা কিছু ছিল সবই যাকোবের পুত্ররা নিয়ে গেছে।"

42যাশূব এতে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "দুজন লোক কীভাবে এমন কাজ করতে পারে যে, এত বড় শহর ধ্বংস করতে পারে, আর একজনও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না?"

43 কারণ নিম্রোদের সময় থেকে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি, এমনকি দূরবর্তী সময়েও এমন ঘটনা ঘটেনি; তপ্পকের রাজা যাশূব তাঁর লোকদের বললেন, "সাহস করো, আমরা গিয়ে এই ইব্রীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, এবং তারা শহরের প্রতি যেমন করেছিল, তাদের প্রতিও তেমন করব, আর আমরা শহরের লোকদের প্রতিশোধ নেব।"

৪৪ তপনাকের রাজা যাশূব এই বিষয়ে তাঁর পরামর্শদাতাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে বললেন, "তুমি একা ইব্রীয়দের উপর জয়লাভ করতে পারবে না, কারণ পুরো শহরের জন্য এই কাজ করার জন্য তাদের অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে।"

45 যদি তাদের মধ্যে দুজন পুরো শহর ধ্বংস করে, আর কেউ তাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তাহলে তুমি যদি তাদের বিরুদ্ধে যাও, তাহলে তারা সবাই আমাদের বিরুদ্ধে উঠে আমাদেরও ধ্বংস করবে।

46 কিন্তু যদি তুমি আমাদের চারপাশের সমস্ত রাজাদের কাছে পাঠাও এবং তাদের একত্রিত করো, তাহলে আমরা তাদের সাথে যাব এবং যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করব; তারপর তুমি তাদের জয় করবে।

47যাশূব তাঁর মন্ত্রীদের কথা শুনলেন, আর তাদের কথা তাঁর ও তাঁর লোকদের পছন্দ হল, আর তিনি তা-ই করলেন; আর তপ্পক-রাজ যাশূব শিখিম ও তপ্পক-ঘেরাও করা ইমোরীয়দের সমস্ত রাজাদের কাছে এই কথা পাঠালেন,

48 আমার সাথে উঠে এসো এবং আমাকে সাহায্য করো। আমরা ইব্রীয় যাকোব ও তার সমস্ত পুত্রদের হত্যা করব এবং পৃথিবী থেকে তাদের ধ্বংস করব। কারণ সে শিখিম শহরের প্রতি এই রকম করেছে, আর তুমি কি তা জানো না?

49 ইমোরীয়দের সমস্ত রাজারা শিখিম শহরের উপর যাকোবের পুত্রদের যে দুর্দশা করেছিল তা শুনতে পেয়ে তাদের দেখে খুব অবাক হয়ে গেল।

৫০ তখন ইমোরীয়দের সাত রাজা তাদের সমস্ত সৈন্যদল, প্রায় দশ হাজার খোলা তরবারিধারী সৈন্য নিয়ে একত্র হলেন এবং যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন; আর যাকোব শুনতে পেলেন যে, ইমোরীয়দের রাজারা তার পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একত্রিত হয়েছেন; তাতে যাকোব অত্যন্ত ভয় পেলেন এবং তিনি উদ্বিগ্ন হলেন।

51 তখন যাকোব শিমিয়োন ও লেবির বিরুদ্ধে চিৎকার করে বললেন, "তোমরা এ কি কাজ করেছ? কেন তোমরা আমার ক্ষতি করেছ? কেন তোমরা কনানের সমস্ত সন্তানদের আমার বিরুদ্ধে এনে আমাকে ও আমার পরিবারের সবাইকে ধ্বংস করেছ? কারণ আমি, এমনকি আমার পরিবারও, বিশ্রামে ছিলাম, আর তোমরা আমার প্রতি এই কাজ করেছ এবং তোমাদের কাজের মাধ্যমে দেশের বাসিন্দাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছ।"

52 তখন যিহূদা তার বাবাকে উত্তর দিল, "আমার ভাই শিমিয়োন ও লেবি কি শিখিমের সমস্ত লোককে হত্যা করেছিল? নিশ্চয়ই এর কারণ ছিল শিখিম আমাদের বোনকে অবমাননা করেছিল এবং নোহ ও তার সন্তানদের প্রতি আমাদের ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিল, কারণ শিখিম আমাদের বোনকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে ব্যভিচার করেছিল।"

৫৩ শিখিম এই সব দুষ্কর্ম করল এবং তার নগরবাসীদের মধ্যে কেউ তাকে বাধা দিয়ে বলল না, "তুমি কেন এই কাজ করবে? নিশ্চয়ই এর জন্য আমার ভাইয়েরা গিয়ে নগর আক্রমণ করেছিল, আর সদাপ্রভু তাদের হাতে তা তুলে দিয়েছিলেন, কারণ সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিল। তাহলে কি তারা এই সব কিছুই করেছে? তারা কি বিনা কারণে?

54 আর এখন তুমি কেন ভীত বা দুঃখিত? আমার ভাইদের উপর কেন তুমি অসন্তুষ্ট? আর তাদের উপর কেন তোমার রাগ জ্বলছে?

৫৫ আমাদের ঈশ্বর যিনি শিখিম শহর ও তার বাসিন্দাদের তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আসা সমস্ত কনানীয় রাজাদেরও আমাদের হাতে তুলে দেবেন; আর আমার ভাইয়েরা শিখিমের প্রতি যা করেছিল, আমরাও তাদের প্রতি তাই করব।

৫৬ এখন তাদের ব্যাপারে শান্ত থাকো এবং তোমার ভয় দূর করো, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর আস্থা রাখো, এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং আমাদের উদ্ধার করেন এবং আমাদের শত্রুদের আমাদের হাতে তুলে দেন।

৫৭ তখন যিহূদা তার বাবার একজন ভৃত্যকে ডেকে বলল, "যাও, দেখো আমাদের বিরুদ্ধে আসা রাজারা তাদের সৈন্যদল নিয়ে কোথায় আছে।"

58 তখন সেই ভৃত্যটি গিয়ে অনেক দূর থেকে তাকিয়ে সীহোন পর্বতের বিপরীতে উঠে গেল এবং দেখল যে রাজাদের সমস্ত সৈন্য মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে যিহূদার কাছে ফিরে এসে বলল, "দেখ, রাজারা তাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে মাঠে অবস্থান করছেন, সমুদ্রের তীরের বালির মতো অসংখ্য লোক।"

59 যিহূদা শিমিয়োন, লেবি এবং তার সমস্ত ভাইদের বলল, "তোমরা নিজেদের শক্তিশালী করো এবং বীরত্বের সন্তান

হও, কারণ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন, তাদের ভয় করো না।”
60 তোমরা প্রত্যেকে যুদ্ধের অস্ত্র, ধনুক এবং তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হও, আমরা এই অচ্ছিন্নত্বক লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব; প্রভু আমাদের ঈশ্বর, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।
61 তখন তারা উঠে পড়ল, ছোট-বড় প্রত্যেকে নিজের নিজের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করল, অর্থাৎ যাকোবের এগারো জন পুত্র এবং তাদের সাথে যাকোবের সমস্ত দাস।
62 আর ইসহাকের যে সকল দাস হেবরনে ইসহাকের সহিত ছিল, সকলেই সকল প্রকার যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের নিকটে আসিল; এবং যাকোবের পুত্রগণ ও তাহাদের দাসগণ, একশত বারো জন পুরুষ, এই রাজাদের নিকটে গেল, এবং যাকোবও তাহাদের সহিত গেল।
63 যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতা ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাকের কাছে হিব্রোণে, অর্থাৎ কিরিয়াথ-অর্বে পাঠালেন, বললেন,
64 আমাদের জন্য আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করুন, যেন তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আসা কনানীয়দের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেন এবং আমাদের হাতে তাদের তুলে দেন।
৬৫ আর ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাক তার পুত্রদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আর বললেন, হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি আমার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, বলেছিলে, আমি তোমার বংশকে আকাশের তারার মত বৃদ্ধি করব, আর তুমি আমাকেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, আর তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছ, এখন যখন কনানের রাজারা একত্রিত হচ্ছে, আমার সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কারণ তারা কোন সহিংসতা করেনি।
66 অতএব, হে প্রভু ঈশ্বর, সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে বিনতি করি, এই রাজারা যেন আমার পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, তাদের পরামর্শ বিকৃত কর।
৬৭ আর এই রাজাদের এবং তাদের প্রজাদের হৃদয়ে আমার পুত্রদের ভয় জাগিয়ে দাও এবং তাদের অহংকারকে নীচু করো, যাতে তারা আমার পুত্রদের থেকে দূরে সরে যায়।
68 আর তোমার শক্তিশালী হাত ও প্রসারিত বাহু দিয়ে আমার ছেলেদের এবং তাদের দাসদের তাদের হাত থেকে রক্ষা করো, কারণ এই সমস্ত করার ক্ষমতা ও পরাক্রম তোমার হাতে।
69 আর যাকোবের পুত্ররা এবং তাদের দাসেরা এই রাজাদের কাছে গেল, এবং তারা তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর ভরসা করল, এবং তারা যখন যাচ্ছিল, তখন তাদের পিতা যাকোবও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে প্রভু ঈশ্বর, শক্তিশালী ও মহিমান্বিত ঈশ্বর, যিনি প্রাচীন কাল থেকে, সেখান থেকে এখন পর্যন্ত এবং চিরকাল রাজত্ব করে আসছেন;
৭০ তুমিই সেই ব্যক্তি যিনি যুদ্ধ শুরু করেন এবং সেগুলো বন্ধ করেন, তোমার হাতেই শক্তি ও পরাক্রম, উন্নত ও পতনের ক্ষমতা; হে আমার প্রার্থনা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হোক, যেন তুমি তোমার করুণা দিয়ে আমার দিকে ফিরে আসো, আমার পুত্রদের ভয়ে এই রাজাদের এবং তাদের প্রজাদের হৃদয়ে মুগ্ধ করো, তাদের এবং তাদের শিবিরগুলিকে ভীত করো, এবং তোমার মহান করুণা দিয়ে যারা তোমার উপর নির্ভর করে তাদের সকলকে উদ্ধার করো, কারণ তুমিই মানুষকে আমাদের অধীনে আনতে পারো এবং জাতিগুলিকে আমাদের অধীনে আনতে পারো।

অধ্যায় ৩৫

1তখন ইমোরীয়দের সমস্ত রাজা আসিয়া যাকোবের পুত্রদের প্রতি কি করা যাইবে, তাহার পরামর্শার্থে ক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন; কারণ তাহারা তখনও তাহাদের ভয় পাইয়া কহিলেন, দেখ, তাহাদের মধ্যে দুই জন সমস্ত শিখিম নগরকে বধ করিয়াছে।
2 প্রভু ইসহাক ও যাকোবের প্রার্থনা শুনলেন এবং রাজাদের সমস্ত পরামর্শদাতাদের হৃদয়কে ভয়ে ভরিয়ে দিলেন, তাই তারা একযোগে চিৎকার করে উঠল,
3 আজ কি তুমি বোকা, নাকি তোমার মধ্যে কোন বুদ্ধি নেই যে, তুমি ইব্রীয়দের সাথে যুদ্ধ করবে? আর আজ কেন তুমি নিজের ধ্বংস দেখে আনন্দিত হবে?
4 দেখ, তাদের মধ্যে দুজন ভয় বা ভয় ছাড়াই শিখিম শহরে এসে পৌঁছালো, এবং শহরের সমস্ত বাসিন্দাদের হত্যা করলো, তাদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালো না, আর তুমি কিভাবে তাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে?
5 তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে তাদের ঈশ্বর তাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী, এবং তাদের জন্য এমন মহৎ কাজ করেছেন যা পূর্বকাল থেকে কখনও করা হয়নি; এবং জাতিদের সমস্ত দেবতাদের মধ্যে, তাঁর মতো মহৎ কাজ কেউ করতে পারে না।
6 তিনি নিম্রোদের হাত থেকে এবং তাঁর সমস্ত লোকদের হাত থেকে, যারা বহুবার তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তাদের হাত থেকে তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রীয় অব্রাহামকে উদ্ধার করেছিলেন।
৭ রাজা নিম্রোদ যে আগুনে তাকে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই আগুন থেকেও তিনি তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তার ঈশ্বরও তাকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন।
৮ আর কে এমনটা করতে পারে? নিশ্চয়ই ইব্রাহিমই ছিলেন যিনি এলমের পাঁচজন রাজাকে হত্যা করেছিলেন, যখন তারা তার ভাইয়ের ছেলেকে স্পর্শ করেছিল, যে সেই সময় সদোমে বাস করত।
9 আর তার গৃহের বিশ্বস্ত দাস ও তার কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে গেল, আর তারা এক রাতেই এলমের রাজাদের তাড়া করে তাদের হত্যা করল, এবং তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সমস্ত সম্পত্তি তার ভাইয়ের ছেলেকে ফিরিয়ে দিল।
১০ আর তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এই ইব্রীয়দের ঈশ্বর তাদের উপর খুবই আনন্দিত, এবং তারাও তাঁর উপর আনন্দিত, কারণ তারা জানে যে তিনি তাদের সমস্ত শত্রুর হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেছেন।
১১ আর দেখো, তার ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার মাধ্যমে, অব্রাহাম তার একমাত্র এবং মূল্যবান পুত্রকে নিয়ে তার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোমবলি হিসেবে মানুষ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, আর যদি ঈশ্বর তাকে এই কাজ থেকে

বিরত না রাখতেন, তাহলে তিনি তার ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার মাধ্যমে তা করতেন।

১২ ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ দেখলেন এবং তাঁর কাছে শপথ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রদের এবং তাঁর সমস্ত বংশধরদের উপর যে কোনও বিপদ আসবে তা থেকে রক্ষা করবেন, কারণ তিনি এই কাজ করেছিলেন এবং তাঁর ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে তাঁর সন্তানের প্রতি তাঁর করুণা দমন করেছিলেন।

১৩ আর তুমি কি শোনো নি যে, তাদের ঈশ্বর মিশরের রাজা ফরৌণ ও গরারের রাজা অবীমেলকের প্রতি কি করেছিলেন? অব্রাহামের স্ত্রীকে, যিনি তাকে বলেছিলেন, "সে আমার বোন, পাছে তারা তার জন্য তাকে হত্যা করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবে?" আর ঈশ্বর তাদের ও তাদের লোকদের প্রতি যা যা শুনেছ, তাই করেছিলেন।

১৪ আর দেখ, আমরা নিজের চোখে দেখলাম যে, যাকোবের ভাই এষৌ চারশো লোক নিয়ে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার কাছে এসেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি তার বাবার আশীর্বাদ তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন।

১৫ আর যখন সে সিরিয়া থেকে এসেছিল, তখন সে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, সন্তানদের সাথে মাকে আঘাত করতে, আর তার হাত থেকে তাকে কে রক্ষা করেছিল তার ঈশ্বর ছাড়া যার উপর সে ভরসা করেছিল? তিনি তাকে তার ভাইয়ের হাত থেকে এবং তার শত্রুদের হাত থেকেও রক্ষা করেছিলেন, এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি আবার তাদের রক্ষা করবেন।

১৬ কে না জানে যে, তাদের ঈশ্বরই তাদের শক্তি দিয়ে শিখিম শহরের উপর যে অমঙ্গলের কথা তোমরা শুনেছ, তা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

১৭ তাহলে কি দুজন মানুষ তাদের নিজেদের শক্তিতে শিখিমের মতো এত বড় শহর ধ্বংস করতে পারত যদি না তাদের ঈশ্বরের উপর তারা ভরসা করত? সে তাদের শহরে শহরের বাসিন্দাদের হত্যা করার জন্য এই সব কথা বলেছিল এবং তাদের সাথে করেছিল।

১৮ আর তুমি কি তাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে যারা তোমার শহর থেকে একত্রিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, এমনকি যদি তোমার সাহায্যে আরও হাজার গুণ বেশি লোক আসে?

১৯ তোমরা নিশ্চয়ই জানো এবং বোঝো যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসোনি, বরং তাদের ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছো, যিনি তাদেরকে বেছে নিয়েছিলেন, আর তাই আজ তোমরা সকলে ধ্বংস হতে এসেছো।

20 অতএব এখন তোমরা নিজেদের উপর যে অমঙ্গল আনতে চাইছো তা থেকে বিরত থাকো। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না যাওয়াই তোমাদের জন্য ভালো হবে, যদিও তারা সংখ্যায় খুব কম, কারণ তাদের ঈশ্বর তাদের সাথে আছেন।

21 যখন ইমোরীয়দের রাজারা তাদের পরামর্শদাতাদের সমস্ত কথা শুনলেন, তখন তাদের হৃদয় ভীত হয়ে উঠল এবং তারা যাকোবের পুত্রদের ভয় পেল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি হল না।

22তারা তাদের পরামর্শদাতাদের কথায় মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনত, আর পরামর্শদাতাদের কথা রাজাদের খুব পছন্দ হত, আর তারা তাই করত।

23আর রাজারা মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং যাকোবের পুত্রদের থেকে দূরে থাকলেন, কারণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তারা সাহস করলেন না, কারণ তারা তাদের ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন এবং তাদের ভয়ে তাদের অন্তর গলে গেল।

24 কারণ এই ঘটনা প্রভুর কাছ থেকে তাদের কাছে এসেছিল, কারণ তিনি তাঁর দাস ইসহাক ও যাকোবের প্রার্থনা শুনেছিলেন, কারণ তারা তাঁর উপর নির্ভর করেছিলেন; এবং সেই দিন এই সমস্ত রাজারা তাদের সৈন্যদল নিয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের শহরে ফিরে গেলেন, এবং সেই সময় তারা যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করেননি।

25যাকোবের পুত্ররা সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সীহোন পর্বতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু যখন দেখল যে, এই রাজারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেনি, তখন তারা ঘরে ফিরে গেল।

অধ্যায় ৩৬

1সেই সময় সদাপ্রভু যাকোবকে দর্শন দিয়ে বললেন, উঠ, বৈথেলে যাও এবং সেখানে থাকো, এবং সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করো, যিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন, যিনি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছেন।

2তখন যাকোব তাঁর ছেলেদের এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে উঠে পড়লেন এবং সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে বৈথেলে উপস্থিত হলেন।

3যাকোব যখন বৈথেলে গেলেন তখন তাঁর বয়স ছিল নিরানব্বই বছর। যাকোব, তাঁর পুত্ররা এবং তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক লুসের বৈথেলে রইলেন। সেখানে তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন, যিনি তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। যাকোব ও তাঁর পুত্ররা ছয় মাস বেথেলে রইলেন।

4 সেই সময় রিবিকার ধাত্রী ঊষের কন্যা দবোরা মারা গেলেন, যিনি যাকোবের সহপাঠী ছিলেন; যাকোব তাকে বৈথেলের নীচে একটি ওক গাছের নীচে কবর দিলেন।

5আর যাকোবের মা বথুয়েলের কন্যা রিবিকাও সেই সময়ে হিব্রোণে, অর্থাৎ কিরিয়াৎ-অর্বে মারা যান এবং মকপেলার গুহায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়, যা অব্রাহাম হেতের সন্তানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন।

6রিবিকার একশো তেত্রিশ বছর বয়স হলে তিনি মারা গেলেন। যাকোব যখন শুনলেন যে তাঁর মা রিবিকা মারা গেছেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের জন্য খুব কাঁদলেন এবং তাঁর জন্য এবং ওক গাছের নীচে তাঁর ধাই দবোরার জন্য খুব শোক করলেন, আর সেই জায়গার নাম অলোন-বাখুৎ রাখলেন।

৭ আর সেই সময়ে অরামীয় লাবন মারা গেলেন, কারণ ঈশ্বর তাকে আঘাত করেছিলেন কারণ তিনি তাঁর ও যাকোবের মধ্যে স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন।

8 আর যখন সদাপ্রভু যাকোবকে দর্শন দিলেন, তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর নাম ইস্রায়েল রাখলেন, তখন যাকোবের স্ত্রী রাহেল গর্ভবতী হলেন।
9 সেই সময় যাকোব এবং তার সমস্ত লোক বৈথেল থেকে তার বাবার বাড়ী হিব্রোণে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন।
১০ তারা যখন পথে যাচ্ছিল, তখন ইফ্রাথে পৌঁছানোর আর কিছু দূরে ছিল না। রাহেলের একটি পুত্র সন্তান হল। প্রসব-যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হল।
১১ আর যাকোব ইফ্রাথের, অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথে তাকে কবর দিলেন এবং তার কবরের উপরে একটি স্তম্ভ স্থাপন করলেন, যা আজও সেখানে আছে; রাহেলের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলে তিনি মারা গেলেন।
১২ আর যাকোব রাহেলের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের নাম বিন্যামীন রাখলেন, কারণ তিনি দক্ষিণ দিকের দেশে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
১৩ রাহেলের মৃত্যুর পর যাকোব তার দাসী বিলহার তাঁবুতে তার তাঁবু স্থাপন করলেন।
১৪ এই কারণে রূবেণ তার মা লেয়ার প্রতি ঈর্ষান্বিত হল এবং রেগে গেল। সে রাগে উঠে বিল্‌হার তাঁবুতে প্রবেশ করল এবং সেখান থেকে তার বাবার বিছানা সরিয়ে ফেলল।
১৫ সেই সময় রূবেণ তার পিতার শয়নকক্ষ অপবিত্র করেছিল বলে তার সন্তানদের কাছ থেকে জ্যেষ্ঠাধিকার, রাজকীয় পদ ও যাজকীয় পদের সাথে সাথে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই জ্যেষ্ঠাধিকার যোষেফকে, রাজকীয় পদ যিহূদাকে এবং যাজকত্ব লেবিকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ রূবেণ তার পিতার শয়নকক্ষ অশুচি করেছিল।
১৬ পদ্দন-অরামে জন্মগ্রহণকারী যাকোবের বংশের তালিকা এই। যাকোবের বারো জন পুত্র ছিল।
১৭ লেয়ার পুত্ররা হলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর, সবূলূন এবং তাদের বোন দীণা; আর রাহেলের পুত্ররা হলেন যোষেফ ও বিন্যামীন।
১৮ লেয়ার দাসী সিল্পার পুত্রদের নাম ছিল গাদ ও আশের। রাহেলের দাসী বিলহার পুত্রদের নাম ছিল দান ও নপ্তালি। পদ্দন-অরামে যাকোবের এই সকল পুত্রের জন্ম হয়েছিল।
১৯ পরে যাকোব, তাঁর পুত্ররা এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাত্রা করে হিব্রোণে অবস্থিত মম্রিতে, অর্থাৎ কিরিয়াৎ-অর্বে উপস্থিত হলেন। এই জায়গাটিই অব্রাহাম ও ইসহাক প্রবাস করেছিলেন। যাকোব তাঁর পুত্রদের এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে তাঁর পিতার কাছে হিব্রোণে বাস করলেন।
২০ পরে তাহার ভ্রাতা এষৌ, তাহার পুত্রগণ ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি সেয়ীর দেশে গমন করিলেন, এবং সেই স্থানে বাস করিলেন, এবং সেয়ীর দেশে তাহাদের সম্পত্তি হইল; আর এষৌর সন্তানগণ সেয়ীর দেশে ফলবান ও অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।
21 কনান দেশে জন্মগ্রহণকারী এষৌর বংশের তালিকা এই। এষৌর পাঁচ পুত্র ছিল।
22 আদা এষৌর জন্য তার প্রথম পুত্র ইলীফসকে প্রসব করলেন এবং তার জন্য রূয়েলকেও প্রসব করলেন। অহলীবামার জন্য যিয়ূশ, যালম ও কোরহের জন্ম হল।
23 কনান দেশে জন্মগ্রহণকারী এষৌর সন্তানরা এই; এষৌর পুত্র ইলীফসের পুত্রদের নাম তৈমন, ওমার, সফো, গয়িতম, কনস ও অমালেক। রূয়েলের পুত্রদের নাম নহৎ, সেরহ, শামা ও মিসা।
24 যিয়ূশের পুত্রদের নাম ছিল তিম্না, অল্ব, যিথেৎ; আর যালমের পুত্রদের নাম ছিল অলা, পীনোর ও কনস।
25কোরহের পুত্ররা হলেন তৈমন, মিব্‌সর, মগ্‌দীয়েল ও এরম; সেয়ীর দেশে তাদের বংশ অনুসারে এষৌর সন্তানদের এই গোষ্ঠীগুলি ছিল।
26 সেয়ীরের দেশনিবাসী হোরীয় সেয়ীরের পুত্রদের নাম এই: লোটন, শোবল, সিবিয়োন, অনা, দীশন, এৎসর ও দিশোন, এই সাত পুত্র।
27 লোটনের সন্তান হোরি, হেমন এবং তাদের বোন তিম্না। তিম্না যাকোব ও তার পুত্রদের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা তার কথা শুনতে রাজি হয়নি। সে গিয়ে এষৌর পুত্র ইলীফসের উপপত্নী হল এবং তার জন্য সে অমালেককে জন্ম দিল।
28 শোবলের পুত্ররা হল অল্বান, মানহৎ, এবল, শফো ও ওনম। সিবিয়োনের পুত্ররা হল অয়া ও অনা। এই সেই অনা, যে তার পিতা সিবিয়োনের গাধা চরাবার সময় মরুভূমিতে ইয়েমীয়দের খুঁজে পেয়েছিল।
২৯ এবং যখন সে তার বাবার গাধাগুলোকে চরাতেছিল, তখন সে বিভিন্ন সময়ে তাদের খাওয়ানোর জন্য মরুভূমিতে নিয়ে যেত।
30 আর একদিন তিনি তাদের সমুদ্রের তীরে, লোকদের মরুভূমির বিপরীতে, এক মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন। তিনি যখন তাদের খাবার দিচ্ছিলেন, তখন দেখ, সমুদ্রের অপর পারে থেকে এক প্রচণ্ড ঝড় এসে সেখানে চরানো গাধাগুলোর উপর আছড়ে পড়ল, আর তারা সবাই দাঁড়িয়ে রইল।
31 এরপর সমুদ্রের ওপারে মরুভূমি থেকে প্রায় একশো বিশটি বড় এবং ভয়ঙ্কর প্রাণী বেরিয়ে এল এবং তারা সকলে গাধাগুলো যেখানে ছিল সেখানে এসে বসল।
32 আর ঐ পশুদের মাঝখান থেকে নীচের দিকে মানুষের সন্তানদের আকৃতি ছিল, আর মাঝখান থেকে উপরের দিকে, কিছু ভালুকের আকৃতি ছিল, আবার কিছু রক্ষকের আকৃতি ছিল, তাদের পিছনের দিকে কাঁধের মাঝখান থেকে লেজ মাটি পর্যন্ত পৌঁছেছিল, যেমন ডুচিফাথের লেজ, এবং এই পশুরা এসে এই গাধাগুলিতে চড়ে তাদের নিয়ে গেল, এবং আজও চলে যাচ্ছে।
33 আর ঐ জন্তুদের মধ্যে একটি অনার কাছে এসে তার লেজ দিয়ে তাকে আঘাত করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।
34 এই কাজ দেখে সে নিজের জীবনের ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল, এবং পালিয়ে শহরে পালিয়ে গেল।
৩৫ পরে সে তার প্রতি যা যা ঘটেছে তার সব কথা তার ছেলেদের ও ভাইদের কাছে বলল। অনেক লোক গাধাগুলো খুঁজতে গেল কিন্তু তাদের পেল না। অনা ও তার ভাইয়েরা সেই দিন থেকে আর সেই জায়গায় গেল না, কারণ তারা তাদের প্রাণের ভয়ে ভীত ছিল।
৩৬ আর সেয়ীরের পুত্র অনার সন্তান দিশোন ও তাহার ভগিনী অহলীবামা; দিশোনের সন্তান হিম্‌দান, ইশ্বন, যিত্রণ ও করাণ; এৎসরের সন্তান বিল্‌হন, সাবন ও আকন; আর দিশোনের সন্তান ঊষ ও অরাণ।

37 সেয়ীরে হোরীয় সেয়ীরের সন্তানদের গোষ্ঠী এই রকম ছিল। তাদের বংশধরদের নাম ছিল তাদের বংশধরদের নাম।
38এষৌ ও তাঁর সন্তানরা সেই দেশের বাসিন্দা হোরীয় সেয়ীরের দেশে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তাদের সম্পত্তি ছিল এবং তারা প্রচুর ফলবান ও বহুবংশ লাভ করেছিল। যাকোব, তাঁর সন্তানরা এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি, সদাপ্রভু তাদের পিতা অব্রাহামকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, তেমনি কনান দেশে তাদের পিতা ইসহাকের সাথে বাস করতে লাগলেন।

অধ্যায় ৩৭

1 আর যাকোবের জীবনের একশো পঞ্চম বছরে, অর্থাৎ কনান দেশে সন্তানদের সাথে যাকোবের বসবাসের নবম বছর, তিনি পদ্দন-অরাম থেকে এলেন।
2 সেই দিনগুলিতে যাকোব তাঁর সন্তানদের নিয়ে হিব্রোণ থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা এবং তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি শিখিম শহরে ফিরে এলেন এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। কারণ যাকোবের সন্তানরা শিখিম শহরে তাদের পশুপালের জন্য উত্তম ও উর্বর চারণভূমি পেয়েছিল। শিখিম শহরটি তখন পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে প্রায় তিনশো পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছিল।
3 শিমিয়োন ও লেবি নগর আক্রমণ করার আগে পদ্দন-অরাম থেকে আসার সময় যাকোব শিখিমের পিতা হমোরের কাছ থেকে যে ক্ষেত কিনেছিলেন, সেই অংশে যাকোব, তাঁর পুত্ররা এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাস করত।
4আর শিখিম নগরের পার্শ্ববর্তী কনানীয় ও ইমোরীয়দের সকল রাজা শুনলেন যে, যাকোবের পুত্ররা আবার শিখিমে এসে সেখানে বাস করছে।
5 তারা বলল, "ইব্রীয় যাকোবের পুত্ররা কি আবার শহরে এসে বাস করবে? তারা কি এখন ফিরে এসে শহরে বসবাসকারীদের তাড়িয়ে দেবে, নাকি তাদের হত্যা করবে?"
6কনানের সমস্ত রাজা আবার একত্রিত হলেন এবং যাকোব ও তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হলেন।
৭ তপ্পকের রাজা যাশূব তার প্রতিবেশী সমস্ত রাজাদের কাছে, অর্থাৎ গাশের রাজা এলন, শীলোর রাজা ঈহুরি, হসরের রাজা পারাথোন, সার্তোনের রাজা সূষি, বৈৎ-কোরণের রাজা লাবন এবং অৎনায়মার রাজা শাবীরের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন,
8 আমার কাছে এসে আমাকে সাহায্য করো। এসো, আমরা ইব্রীয় যাকোবকে, তার পুত্রদের এবং তার সমস্ত সম্পত্তিকে আঘাত করি। কারণ তারা আবার শিখিম দখল করতে এবং আগের মতো সেখানকার বাসিন্দাদের হত্যা করতে এসেছে।
9আর এই সমস্ত রাজা একত্র হইয়া তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য লইয়া আসিল, সমুদ্রতীরের বালির ন্যায় অগণিত এক জাতি, এবং তাঁহারা সকলেই তপ্পকের বিপরীতে অবস্থিত ছিলেন।
১০ তপ্পকের রাজা যাশূব তাঁর সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের সাথে নগরের বাইরে তপ্পকের বিপরীতে শিবির স্থাপন করলেন। তারা এই সমস্ত রাজাদের সাতটি দলে ভাগ করলেন, অর্থাৎ যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে সাতটি দল।
১১ আর তারা যাকোব ও তার পুত্রের কাছে এই সংবাদ পাঠালো, "তোমরা সকলে আমাদের কাছে বেরিয়ে এসো, আমরা সমভূমিতে একত্রে সাক্ষাৎকার নেব এবং শিখিমের লোকদের যাদের তোমরা তাদের নগরে হত্যা করেছিলে তাদের প্রতিশোধ নেব। এখন তোমরা আবার শিখিম নগরে ফিরে যাবে এবং সেখানে বাস করবে এবং পূর্বের মত সেখানকার বাসিন্দাদের হত্যা করবে।"
১২ যাকোবের পুত্ররা এই কথা শুনল এবং কনানের রাজাদের কথায় তাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হল; আর যাকোবের দশ পুত্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, প্রত্যেকে তাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করল; তাদের সাথে তাদের একশো দু'জন দাস যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ছিল।
13আর যাকোবের এই সমস্ত পুত্র, তাহাদের দাসগণ সহ, ঐ রাজাদের নিকটে গেল; এবং তাহাদের পিতা যাকোব তাহাদের সহিত ছিলেন; এবং তাহারা সকলে শিখিমের স্তূপের উপরে দাঁড়াইল।
14আর যাকোব আপন পুত্রদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন, এবং সদাপ্রভুর কাছে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন, হে ঈশ্বর, তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগকে গঠন করিয়াছ এবং আমরা তোমার হস্তের কর্ম্ম; আমি বিনতি করি, তুমি তোমার করুণা দ্বারা আমার পুত্রদের তাহাদের শত্রুদের হস্ত হইতে উদ্ধার কর, যারা আজ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং তাহাদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিতেছে, কারণ তোমার হস্তেই শক্তি ও পরাক্রম আছে, তুমি অল্প লোককে বহু লোকের হাত হইতে রক্ষা করিতে পার।
১৫ আর আমার পুত্রদের, তোমার দাসদের, তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, তাদের দমন করার জন্য এবং তাদের শত্রুদের তাদের সামনে পরাজিত করার জন্য, হৃদয়ের শক্তি ও শক্তি দাও; এবং আমার পুত্রদের এবং তাদের দাসদের কনানীয়দের হাতে মারা যেতে দিও না।
১৬ কিন্তু যদি তোমার দৃষ্টিতে আমার পুত্রদের এবং তাদের দাসদের প্রাণ হরণ করা ভালো মনে হয়, তাহলে তোমার মহান করুণায় তোমার দাসদের হাতে তাদের গ্রহণ করো, যেন তারা আজ ইমোরীয়দের রাজাদের হাতে বিনষ্ট না হয়।
17যাকোব যখন সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা বন্ধ করলেন, তখন পৃথিবী তার স্থান থেকে কেঁপে উঠল, এবং সূর্য অন্ধকার হয়ে গেল, এবং এই সমস্ত রাজারা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাদের উপর এক বিরাট আতঙ্ক নেমে এলো।
১৮ আর প্রভু যাকোবের প্রার্থনা শুনলেন, এবং যাকোবের পুত্রদের ভয় ও ভয়ে প্রভু সমস্ত রাজাদের এবং তাদের সেনাবাহিনীর হৃদয়কে অভিভূত করলেন।
১৯ কারণ প্রভু তাদের রথের শব্দ, যাকোবের পুত্রদের শক্তিশালী ঘোড়ার শব্দ এবং তাদের সাথে আসা এক বিশাল সেনাবাহিনীর শব্দ শুনতে দিলেন।
২০ আর এই রাজারা যাকোবের পুত্রদের উপর ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল, আর যখন তারা তাদের এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল, তখন দেখ, যাকোবের পুত্ররা একশো বারো জন লোক

নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করল, তারা বিরাট ও প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল।
21 আর যখন রাজারা যাকোবের পুত্রদের তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, তখন তারা আরও ভীত হয়ে পড়লেন, এবং তারা আগের মতোই যাকোবের পুত্রদের সামনে থেকে পিছু হটতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ না করতে আগ্রহী হলেন।
22 কিন্তু তারা পিছু হটল না, বলল, "ইব্রীয়দের সামনে থেকে এভাবে দুবার পিছু হটা আমাদের লজ্জার বিষয় হবে।"
23যাকোবের পুত্ররা কাছে এসে ঐ সমস্ত রাজাদের ও তাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল, আর তারা দেখতে পেল, তারা সমুদ্রের বালির মতো বিশাল এক জাতি।
24যাকোবের পুত্ররা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বলল, "হে প্রভু, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের সাহায্য করুন এবং আমাদের উত্তর দিন, কারণ আমরা আপনার উপর নির্ভর করি এবং আজ আমাদের বিরুদ্ধে আসা এই অচ্ছিন্নত্বক লোকদের হাতে আমাদের মৃত্যু না হোক।"
25যাকোবের পুত্ররা তাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করল এবং প্রত্যেকে তাদের ঢাল ও বর্শা হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেল।
২৬ আর যাকোবের পুত্র যিহূদা তার ভাইদের আগে আগে দৌড়ে গেল, আর তার সাথে তার দশজন দাসও ছিল, তারপর সে এই রাজাদের দিকে এগিয়ে গেল।
27 তপ্পকের রাজা যাশূবও তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রথমে যিহূদার সামনে এলেন। যিহূদা যাশূব ও তার সৈন্যদলকে তার দিকে আসতে দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠল, তার অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল এবং সে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল যেখানে যিহূদা তার প্রাণের জন্য সাহস করেছিল।
28 আর যাশূব ও তার সমস্ত সৈন্যদল যিহূদার দিকে এগিয়ে আসছিল, সে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও শক্তিশালী ঘোড়ায় চড়েছিল; যাশূব একজন অত্যন্ত বীর যোদ্ধা ছিল, এবং তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোহা ও পিতল দিয়ে ঢাকা ছিল।
২৯ আর যখন সে ঘোড়ায় চড়ত, তখন সে সামনে এবং পিছনে উভয় হাত দিয়ে তীর ছুঁড়ত, যেমনটি তার সমস্ত যুদ্ধে তার রীতি ছিল, এবং সে কখনই তার তীর লক্ষ্য করার স্থানটি মিস করত না।
30 আর যাশূব যখন যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন এবং যিহূদার বিরুদ্ধে অনেক তীর ছুঁড়ছিলেন, তখন প্রভু যাশূবের হাত বেঁধে দিলেন, এবং তিনি যে সমস্ত তীর ছুঁড়েছিলেন সেগুলি তার নিজের লোকদের উপরই আঘাত করল।
31 তবুও, যাশুব তীর দিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য যিহূদার দিকে এগিয়ে যেতে থাকল, কিন্তু তাদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ত্রিশ হাত ছিল, এবং যখন যিহূদা যশুবকে তার দিকে তীর ছুঁড়তে দেখল, তখন সে তার ক্রোধ-উত্তেজিত শক্তি নিয়ে তার দিকে ছুটে গেল।
32তখন যিহূদা মাটি থেকে ষাট শেকল ওজনের একটা বড় পাথর তুলে নিল। যিহূদা যাশূবের দিকে দৌড়ে গেল এবং সেই পাথর তার ঢালে লাগল, যার আঘাতে যাশূব হতভম্ব হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল।
33 আর যাশূবের হাত থেকে ঢালটি ফেটে গেল, এবং আঘাতের জোরে প্রায় পনের হাত দূরে ছড়িয়ে পড়ল, এবং ঢালটি দ্বিতীয় শিবিরের সামনে পড়ে গেল।
34যাশূবের সাথে আসা রাজারা দূর থেকে যাকোবের পুত্র যিহূদার শক্তি এবং যাশূবের প্রতি সে যা করেছিল তা দেখে যিহূদাকে ভয় পেয়ে গেল।
৩৫ আর তারা যাশুবের শিবিরের কাছে জড়ো হল, তার বিভ্রান্তি দেখে, আর যিহূদা তার তরবারি বের করে যাশুবের শিবিরের বিয়াল্লিশ জনকে হত্যা করল, তাতে যাশুবের শিবিরের সমস্ত লোক যিহূদার সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল না, এবং তারা যাশুবকে ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর যাশুব তখনও মাটিতে পড়ে ছিল।
36যাশূব যখন দেখল যে তার সৈন্যদলের সমস্ত লোক তার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি করে যিহূদার বিরুদ্ধে উঠে পড়ল এবং যিহূদার বিরুদ্ধে দাঁড়াল।
37 আর যাশূব যিহূদার বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধ করল, ঢালের উপর ঢাল রাখল, আর যাশূবের সমস্ত লোক পালিয়ে গেল, কারণ তারা যিহূদার ভয়ে ভীত ছিল।
38 আর যাশূব যিহূদার মাথায় আঘাত করার জন্য তার বর্শা হাতে নিল, কিন্তু যিহূদা তাড়াতাড়ি যাশূবের বর্শার বিরুদ্ধে তার ঢাল নিজের মাথার কাছে রাখল, তাতে যাশূবের বর্শার আঘাতে যিহূদার ঢাল ভেঙে গেল এবং ঢালটিও ভেঙে গেল।
39 যিহূদা যখন দেখল যে তার ঢাল দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, তখন সে তাড়াতাড়ি তার তরবারি বের করে যাশূবের গোড়ালিতে আঘাত করল এবং তার পা কেটে ফেলল, যার ফলে যাশূব মাটিতে পড়ে গেল এবং তার হাত থেকে বর্শা পড়ে গেল।
40 যিহূদা তাড়াতাড়ি করে যাশূবের বর্শা তুলে নিল, যা দিয়ে সে তার মাথা কেটে তার পায়ের কাছে ফেলে দিল।
41 আর যখন যাকোবের পুত্ররা দেখল যে যিহূদা যাশূবের প্রতি কি করেছে, তখন তারা সকলে অন্য রাজাদের দলে ছুটে গেল, এবং যাকোবের পুত্ররা যাশূবের সেনাবাহিনীর সাথে এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত রাজাদের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করল।
42 আর যাকোবের পুত্ররা তাদের পনের হাজার লোককে হত্যা করল, এবং তারা তাদের লাউ গাছ মারবার মতো আঘাত করল, আর বাকিরা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেল।
43 আর যিহূদা তখনও যাশূবের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার পোশাক খুলে ফেলল।
44 আর যিহূদাও যাশূবের চারপাশের লোহা ও পিতল খুলে ফেলল, আর দেখ, যাশূবের সেনাপতিদের নয়জন পুরুষ যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল।
45তখন যিহূদা তাড়াতাড়ি করে মাটি থেকে একটা পাথর তুলে নিল এবং তা দিয়ে তাদের একজনের মাথায় আঘাত করল, তাতে তার মাথার খুলি ভেঙে গেল এবং ঘোড়া থেকে দেহটি মাটিতে পড়ে গেল।
46 যিহূদার শক্তি দেখে অবশিষ্ট আটজন সেনাপতি অত্যন্ত ভীত হয়ে পালিয়ে গেল। যিহূদা তার দশজন লোক নিয়ে তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল এবং তাদের ধরে ফেলে হত্যা করল।
৪৭ আর যাকোবের পুত্ররা তখনও রাজাদের সৈন্যদের আক্রমণ করছিল, এবং তাদের অনেককে হত্যা করেছিল,

কিন্তু সেই রাজারা সাহসের সাথে তাদের সেনাপতিদের সাথে তাদের অবস্থান ধরে রেখেছিল, এবং তাদের স্থান থেকে পিছু হটেনি, এবং তারা তাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে চিৎকার করেছিল যারা যাকোবের পুত্রদের সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাদের কথা শোনেনি, কারণ তারা তাদের জীবনের ভয়ে ভীত ছিল পাছে তারা মারা যায়।
48যাকোবের সমস্ত পুত্র রাজাদের সৈন্যদলকে আঘাত করার পর ফিরে এসে যিহূদার সামনে উপস্থিত হল, আর যিহূদা তখনও যাশূবের আটজন সেনাপতিকে হত্যা করছিল এবং তাদের পোশাক খুলে ফেলছিল।
49 লেবি দেখলেন গাশের রাজা এলোন তাঁর চৌদ্দজন সেনাপতিকে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, কিন্তু লেবি তা নিশ্চিতভাবে জানতেন না।
৫০ তখন এলোন তার সেনাপতিদের নিয়ে আরও কাছে এলেন, আর লেবি পিছনে ফিরে দেখলেন যে, তাকে পিছনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। লেবি তার বারোজন দাসকে নিয়ে দৌড়ে গেলেন এবং তারা গিয়ে এলোন ও তার সেনাপতিদের তরবারির ধারালো আঘাতে হত্যা করলেন।

অধ্যায় ৩৮

১ শীলোর রাজা ইহুরী এলোনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন, আর তিনি যাকোবের কাছে এলেন, ঠিক তখনই যাকোব তার হাতে থাকা ধনুকটি বের করে ইহুরীকে আঘাত করলেন, যার ফলে তার মৃত্যু হল।
2 আর যখন শীলোর রাজা ইহুরী মারা গেলেন, তখন বাকি চারজন রাজা বাকি সেনাপতিদের সাথে তাদের স্থান থেকে পালিয়ে গেলেন, এবং তারা পিছু হটতে চেষ্টা করলেন, বললেন, "আমাদের আর শক্তি নেই ইব্রীয়দের বিরুদ্ধে, যখন তারা তিনজন রাজা এবং তাদের সেনাপতিদের হত্যা করেছে, যারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল।"
3 আর যখন যাকোবের পুত্ররা দেখল যে অবশিষ্ট রাজারা তাদের পদ থেকে সরে গেছে, তখন তারা তাদের পিছনে তাড়া করল। আর যাকোবও শিখিমের ঢিবি থেকে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে এলো, এবং তারা রাজাদের পিছনে পিছনে গেল এবং তাদের দাসদের নিয়ে তাদের কাছে গেল।
৪ আর রাজারা, সেনাপতিরা তাদের বাকি সৈন্যদলের সাথে, যখন তারা যাকোবের পুত্রদের তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে, তখন তারা তাদের প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল এবং কাষর শহরে পৌঁছাল।
৫ আর যাকোবের পুত্ররা কাষর নগরের দ্বার পর্যন্ত তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল। তারা রাজাদের ও তাদের সৈন্যদের মধ্যে প্রায় চার হাজার লোককে আঘাত করল। তারা যখন রাজাদের সেনাবাহিনীকে আঘাত করছিল, তখন যাকোব তার ধনুক নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং রাজাদের আঘাত করার জন্য নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং তিনি তাদের সকলকে হত্যা করেছিলেন।
6 তিনি খাসরের রাজা পারাথোনকে কাসর শহরের ফটকে হত্যা করলেন, এবং পরে তিনি সার্টনের রাজা সূষীকে, বৈৎকোরিণের রাজা লাবনকে এবং মকনাইমার রাজা শাবীরকে আঘাত করলেন, এবং তিনি তাদের সকলকে তীর দিয়ে হত্যা করলেন, প্রত্যেকের দিকে একটি তীর, এবং তারা মারা গেল।
৭ আর যাকোবের পুত্ররা যখন দেখল যে সমস্ত রাজা মারা গেছে এবং তারা ভেঙে পড়েছে এবং পিছু হটছে, তখন তারা খৎসরের ফটকের বিপরীতে রাজাদের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং এখনও তাদের প্রায় চারশো লোককে হত্যা করল।
8 আর সেই যুদ্ধে যাকোবের তিনজন দাস নিহত হল। যখন যিহূদা দেখল যে তার তিনজন দাস মারা গেছে, তখন সে খুবই দুঃখিত হল এবং ইমোরীয়দের প্রতি তার অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল।
9 রাজাদের সৈন্যদলের অবশিষ্ট সমস্ত লোক তাদের প্রাণের ভয়ে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল, এবং তারা দৌড়ে গিয়ে কাষর শহরের প্রাচীরের ফটক ভেঙে ফেলল, এবং তারা সকলেই নিরাপত্তার জন্য শহরে প্রবেশ করল।
১০ আর তারা কাৎসর নগরের মাঝখানে লুকিয়ে রইল, কারণ কাৎসর নগরটি ছিল অত্যন্ত বৃহৎ এবং প্রশস্ত; আর যখন এই সমস্ত সৈন্য নগরে প্রবেশ করল, তখন যাকোবের পুত্ররা নগরে তাদের পিছনে পিছনে দৌড়ে গেল।
১১ আর যুদ্ধে অভিজ্ঞ চারজন বীর সেই নগর থেকে বেরিয়ে নগরের প্রবেশপথে দাঁড়াল, হাতে খোলা তরবারি ও বর্শা নিয়ে, এবং যাকোবের পুত্রদের সম্মুখে দাঁড়াল, এবং তাদেরকে নগরে প্রবেশ করতে দিল না।
১২ কিন্তু নপ্তালি দৌড়ে তাদের মাঝখানে এসে তার তরবারি দিয়ে তাদের দুজনকে আঘাত করল এবং এক আঘাতে তাদের মাথা কেটে ফেলল।
১৩ তারপর সে অন্য দুজনের দিকে ফিরে দেখল, তারা পালিয়ে গেছে। সে তাদের তাড়া করে ধরে ফেলল, আঘাত করে হত্যা করল।
14যাকোবের পুত্ররা শহরে এসে দেখল, আর নগরের ভেতরে আরেকটি প্রাচীর আছে, তারা প্রাচীরের ফটক খুঁজতে খুঁজতে তা পেল না। তখন যিহূদা প্রাচীরের উপরে লাফিয়ে উঠল, আর শিমিয়োন ও লেবি তার পিছনে পিছনে গেল, আর তারা তিনজনই প্রাচীর থেকে শহরে নেমে এলো।
১৫ আর শিমিয়োন ও লেবি নগরে নিরাপদে প্রবেশকারী সকল পুরুষকে হত্যা করল, এবং নগরবাসীদের, তাদের স্ত্রীদের ও শিশুদেরকেও তরবারির আঘাতে হত্যা করল; আর নগরের কান্না আকাশ পর্যন্ত উঠল।
১৬ আর দান ও নপ্তালি বিলাপের শব্দ কেন হচ্ছে তা দেখার জন্য দেয়ালের উপরে দৌড়ে গেল, কারণ যাকোবের পুত্ররা তাদের ভাইদের জন্য চিন্তিত ছিল। তারা নগরবাসীদের কাঁদতে কাঁদতে ও মিনতি করতে শুনতে পেল, তারা বলছে, নগরে আমাদের যা কিছু আছে সব নিয়ে যাও, চলে যাও, কেবল আমাদের হত্যা করো না।
১৭ যিহূদা, শিমিয়োন ও লেবি যখন নগর-নিবাসীদের আঘাত করা বন্ধ করলেন, তখন তারা প্রাচীরের উপরে উঠে প্রাচীরের উপরে থাকা দান ও নপ্তালিকে এবং তাদের অন্যান্য ভাইদের ডাকলেন; শিমিয়োন ও লেবি তাদেরকে নগরে প্রবেশের পথের কথা জানালেন; আর যাকোবের সমস্ত পুত্র লুটপাট আনতে এলেন।

১৮ আর যাকোবের পুত্ররা কাৎসর নগরের লুটতরাজ, মেষপাল, গরু, এবং সম্পত্তি, এবং যা কিছু লুট করা সম্ভব ছিল, সব নিয়ে সেই দিনই নগর থেকে চলে গেল।

১৯ পরের দিন যাকোবের ছেলেরা সার্টনে গেল, কারণ তারা শুনতে পেল যে সার্টনের লোকেরা যারা শহরে থেকে গিয়েছিল তারা তাদের রাজাকে হত্যা করার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য জড়ো হচ্ছে। সার্টন ছিল একটি খুব উঁচু এবং সুরক্ষিত শহর এবং শহরটিকে ঘিরে একটি গভীর প্রাচীর ছিল।

২০ আর প্রাচীরের স্তম্ভটি প্রায় পঞ্চাশ হাত ও চওড়া চল্লিশ হাত ছিল, এবং প্রাচীরের কারণে নগরে প্রবেশের কোন স্থান ছিল না; আর যাকোবের পুত্ররা নগরের প্রাচীরটি দেখিয়া তাহাতে প্রবেশের পথ খুঁজিল, কিন্তু পাইল না।

21 কারণ নগরের প্রবেশপথটি ছিল পিছনের দিকে, এবং যে কেউ শহরে প্রবেশ করতে চাইত সে সেই পথ দিয়ে আসত এবং পুরো নগর প্রদক্ষিণ করত, এবং পরে সে নগরে প্রবেশ করত।

22যাকোবের পুত্ররা যখন দেখল যে তারা শহরে ঢোকার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তখন তাদের রাগ খুব জ্বলে উঠল এবং নগরবাসীরা যখন দেখল যে যাকোবের পুত্ররা তাদের কাছে আসছে তখন তারা তাদের ভয়ে ভীত হল, কারণ তারা তাদের শক্তি এবং কাৎসরের প্রতি তারা যা করেছে তা শুনেছিল।

২৩ আর সার্টন শহরের বাসিন্দারা যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শহরে একত্রিত হওয়ার পর তাদের দিকে যেতে পারল না, পাছে তারা শহরে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু যখন তারা দেখল যে তারা তাদের দিকে আসছে, তখন তারা তাদের থেকে খুব ভয় পেল, কারণ তারা তাদের শক্তি এবং তারা ছাৎসরের প্রতি যা করেছে তা শুনেছিল।

২৪ তাই সার্টনের বাসিন্দারা যাকোবের পুত্রদের আসার আগেই শহরের রাস্তার সেতুটি দ্রুত সরিয়ে নিয়ে শহরে নিয়ে আসে।

25যাকোবের পুত্ররা এসে শহরে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল, কিন্তু তা খুঁজে পেল না। নগরের বাসিন্দারা প্রাচীরের উপরে উঠে দেখল, আর দেখ, যাকোবের পুত্ররা শহরে ঢোকার পথ খুঁজছে।

26 আর নগরবাসীরা প্রাচীরের উপর থেকে যাকোবের পুত্রদের নিন্দা করল এবং তাদের অভিশাপ দিল। যাকোবের পুত্ররা সেই নিন্দা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং তাদের অন্তরে তাদের ক্রোধ জ্বলে উঠল।

27যাকোবের পুত্ররা তাদের উপর রেগে গেল। তারা সকলে উঠে তাদের শক্তির জোরে প্রাচীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠল এবং তাদের শক্তির জোরে চল্লিশ হাত প্রস্থের প্রাচীর অতিক্রম করল।

28 তারা প্রাচীর পেরিয়ে শহরের প্রাচীরের নীচে দাঁড়াল এবং দেখতে পেল শহরের সমস্ত ফটক লোহার দরজা দিয়ে ঘেরা।

29যাকোবের পুত্ররা নগরের ফটকগুলির দরজা ভাঙতে এগিয়ে এলো, কিন্তু বাসিন্দারা তাদের যেতে দিল না, কারণ তারা প্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর পাথর এবং তীর ছুঁড়ছিল।

৩০ প্রাচীরের উপরে যারা ছিল তাদের সংখ্যা প্রায় চারশো ছিল। যখন যাকোবের পুত্ররা দেখল যে, নগরের লোকেরা তাদেরকে নগরের দ্বার খুলতে দিচ্ছে না, তখন তারা লাফিয়ে দেয়ালের চূড়ায় উঠে গেল, আর যিহূদা প্রথমে নগরের পূর্ব দিকে গেল।

31 গাদ ও আশের তার পিছনে পিছনে শহরের পশ্চিম কোণে, শিমিয়োন ও লেবি উত্তরে এবং দান ও রূবেণ দক্ষিণে গেল।

32 আর প্রাচীরের উপরে থাকা লোকেরা, অর্থাৎ নগর-নিবাসীরা, যাকোবের পুত্রদের তাদের দিকে আসতে দেখে, প্রাচীর থেকে পালিয়ে নগরে নেমে এসে নগরের মাঝখানে লুকিয়ে রইল।

33 আর ইষাখর ও নপ্তালি, যারা প্রাচীরের নীচে ছিল, তারা এগিয়ে এসে নগরের দ্বার ভেঙে ফেলল এবং নগরের দ্বারগুলিতে আগুন জ্বালাল, তাতে লোহা গলে গেল। আর যাকোবের সমস্ত পুত্র এবং তাদের সমস্ত লোক নগরে প্রবেশ করল এবং সার্টন নগরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করল এবং তরবারির ধারায় তাদের আঘাত করল, কিন্তু কেউ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারল না।

34 আর প্রায় দুইশো লোক নগর হইতে পলায়ন করিল, এবং সকলে গিয়া নগরের মধ্যে এক দুর্গে লুকাইল; আর যিহূদা দুর্গ পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ করিল, এবং সে দুর্গটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহা লোকদের উপরে পড়িল, এবং তাহারা সকলেই মারা গেল।

৩৫ পরে যাকোবের পুত্ররা সেই দুর্গের ছাদের পথ ধরে উপরে উঠল, আর তারা দেখতে পেল, আর দেখল, নগরের মধ্যে দূরে আরেকটি শক্তিশালী ও উঁচু দুর্গ আছে, যার চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে। যাকোবের পুত্ররা তাড়াতাড়ি নেমে তাদের সমস্ত লোকদের নিয়ে সেই দুর্গে গেল, আর দেখল যে, প্রায় তিনশো পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট শিশু দিয়ে তা পরিপূর্ণ।

36যাকোবের পুত্ররা দুর্গের মধ্যে থাকা লোকদের উপর ভীষণ আঘাত করল, আর তারা তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

37 শিমিয়োন ও লেবি তাদের পিছনে তাড়া করতে করতে, যখন তারা লুকিয়ে ছিল সেই জায়গা থেকে বারো জন বীর ও বলবান লোক বেরিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করল।

38 আর সেই বারো জন লোক শিমিয়োন ও লেবির বিরুদ্ধে এক প্রবল যুদ্ধ চালিয়ে গেল, কিন্তু শিমিয়োন ও লেবি তাদের পরাজিত করতে পারল না, এবং সেই বীর পুরুষরা শিমিয়োন ও লেবির ঢাল ভেঙে ফেলল, এবং তাদের মধ্যে একজন তার তরবারি দিয়ে লেবির মাথায় আঘাত করল, যখন লেবি তাড়াতাড়ি তার মাথায় হাত রাখল, কারণ সে তরবারির ভয়ে ভীত ছিল, এবং তরবারি লেবির হাতে আঘাত করল, এবং লেবির হাত কেটে ফেলার জন্য এটি খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি করেনি।

39 লেবি তার হাতে থাকা বীরের তরবারিটি নিয়ে তার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিলেন এবং সেই বীরের মাথায় আঘাত করে তার মাথা কেটে ফেললেন।

40 আর এগারো জন লোক লেবির সাথে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল, কারণ তারা দেখেছিল যে তাদের একজন মারা গেছে, এবং যাকোবের পুত্ররা যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু

যাকোবের পুত্ররা তাদের পরাজিত করতে পারেনি, কারণ তারা খুব শক্তিশালী ছিল।
৪১ যাকোবের পুত্ররা যখন দেখল যে তারা তাদের পরাজিত করতে পারছে না, তখন শিমিয়োন জোরে চিৎকার করে উঠল এবং এগারো জন শক্তিশালী লোক শিমিয়োনের চিৎকার শুনে হতবাক হয়ে গেল।
42 আর দূর থেকে যিহূদা শিমিয়োনের চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেল, এবং নপ্তালি ও যিহূদা তাদের ঢাল নিয়ে শিমিয়োন ও লেবির দিকে দৌড়ে গেল এবং তাদের সেই শক্তিশালী লোকদের সাথে লড়াই করতে দেখল, কিন্তু তাদের ঢাল ভেঙে যাওয়ায় তারা তাদের পরাজিত করতে পারল না।
43 নপ্তালি যখন দেখল শিমিয়োন ও লেবির ঢালগুলো ভেঙে গেছে, তখন সে তার দাসদের কাছ থেকে দুটি ঢাল নিয়ে শিমিয়োন ও লেবির কাছে নিয়ে এল।
44 আর সেই দিন শিমিয়োন, লেবি ও যিহূদা তিনজনই সূর্যাস্ত পর্যন্ত এগারো জন বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, কিন্তু তাদের পরাজিত করতে পারল না।
45 এই কথা যাকোবকে জানানো হলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র নপ্তালি এই বীরদের বিরুদ্ধে গেলেন।
46 তখন যাকোব কাছে এসে তার ধনুক টেনে সেই বীরদের কাছে গেলেন এবং তাদের তিনজনকে ধনুকের আঘাতে হত্যা করলেন। বাকি আটজন পিছু হটলেন। আর দেখ, তাদের বিরুদ্ধে সামনে ও পিছনে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তারা প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল এবং যাকোবের ছেলেদের সামনে দাঁড়াতে পারল না, আর তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।
47 আর পলায়নের সময় দান ও আশেরের লোকেরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। তারা হঠাৎ তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের দুজনকে হত্যা করল। পরে যিহূদা ও তার ভাইয়েরা তাদের পিছনে তাড়া করে তাদের বাকিদের আক্রমণ করে হত্যা করল।
48যাকোবের সমস্ত পুত্র ফিরে এসে শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়াল, কোন পুরুষকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। তারা শহরের একটি গুহায় প্রায় বিশ জন যুবককে দেখতে পেল। গাদ ও আশের তাদের সকলকে হত্যা করল। দান ও নপ্তালি দ্বিতীয় দুর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া বাকি লোকদের উপর আক্রমণ করে তাদের সকলকে হত্যা করল।
49 আর যাকোবের পুত্ররা সার্টন নগরের সকলকে হত্যা করল, কিন্তু নারী ও শিশুদেরকে নগরে রেখে গেল, তাদের হত্যা করল না।
৫০ আর সার্টন শহরের সমস্ত বাসিন্দা ছিল শক্তিশালী পুরুষ, তাদের একজন এক হাজার লোককে তাড়া করত, আর তাদের দুজন বাকি দশ হাজার লোকের হাত থেকে পালিয়ে যেত না।
৫১ আর যাকোবের পুত্ররা সার্টন শহরের সমস্ত বাসিন্দাকে তরবারির ধারায় হত্যা করল, যাতে কেউ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে, এবং তারা মহিলাদের শহরেই রেখে গেল।
৫২ আর যাকোবের পুত্ররা শহরের সমস্ত লুটপাট নিয়ে গেল, এবং যা ইচ্ছা তা দখল করে নিল, এবং তারা শহর থেকে মেষপাল, গরু এবং সম্পত্তি নিয়ে গেল। যাকোবের পুত্ররা সার্টন এবং তার বাসিন্দাদের প্রতি যেমন করেছিল, তেমনি তারা কাষর এবং তার বাসিন্দাদের প্রতিও করেছিল, এবং তারা ফিরে গেল এবং চলে গেল।

অধ্যায় ৩৯

১ আর যখন যাকোবের পুত্ররা সার্টন শহর থেকে বেরিয়েছিল, তখন তারা প্রায় দুইশো হাত এগিয়ে গিয়েছিল, যখন তারা তপ্পকবাসীদের তাদের দিকে এগিয়ে আসার মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ তারা তপ্পক রাজা এবং তার সমস্ত লোককে আঘাত করেছিল বলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিল।
2 তাই তপ্পক শহরে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা সবাই যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে এল, এবং তারা তাদের কাছ থেকে খসর ও সার্টনের কাছ থেকে লুট করা জিনিসপত্র এবং লুটপাট পুনরুদ্ধার করার পরিকল্পনা করল।
3 তপ্পকের বাকি লোকেরা সেই স্থানে যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করল, আর যাকোবের পুত্ররা তাদের আঘাত করল, আর তারা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর তারা তাদের অর্বেলন নগর পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গেল, আর তারা সকলেই যাকোবের পুত্রদের সামনে মারা গেল।
4যাকোবের পুত্ররা তপ্পকের লুটপাট লুট করার জন্য তপ্পকে ফিরে এলো। তারা তপ্পকে এসে শুনতে পেল যে, অর্বেলনের লোকেরা তাদের ভাইদের লুটপাট উদ্ধার করার জন্য তাদের সাথে দেখা করতে বেরিয়েছে। তাই যাকোবের পুত্ররা তাদের দশজন লোককে শহর লুট করার জন্য তপ্পকে রেখে গেল এবং তারা অর্বেলনের লোকদের দিকে এগিয়ে গেল।
5আর অর্বেলের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল, কারণ তাদের স্ত্রীরা যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিল; তারা প্রায় চারশো পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
6 তখন যাকোবের সমস্ত পুত্র উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল, এবং তারা সকলেই আর্বেলনের বাসিন্দাদের দিকে দৌড়ে গেল, এবং একটি দুর্দান্ত ও প্রচণ্ড শব্দে।
৭ আর অর্বেলনের বাসিন্দারা যাকোবের পুত্রদের চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল, সিংহের গর্জনের মতো তাদের গর্জন, সমুদ্র ও তার ঢেউয়ের গর্জনের মতো তাদের গর্জন।
8যাকোবের পুত্রদের জন্য তাদের হৃদয় ভীত ও ভীত হয়ে উঠল, এবং তারা তাদের ভয়ে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল, এবং তারা তাদের সামনে থেকে শহরে পালিয়ে গেল।যাকোবের পুত্ররা নগরের ফটক পর্যন্ত তাদের পিছনে তাড়া করে নিয়ে গেল, এবং তারা নগরের মধ্যে তাদের ধরে ফেলল।
9 আর যাকোবের পুত্ররা নগরে তাদের সাথে যুদ্ধ করল, আর তাদের সমস্ত স্ত্রীলোকরা যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে ফিঙ্গার ছুঁড়ে মারতে লাগল, আর সেই দিনটি সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলল।
১০ কিন্তু যাকোবের পুত্ররা তাদের উপর জয়লাভ করতে পারল না, এবং সেই যুদ্ধে যাকোবের পুত্ররা প্রায় মারা পড়েছিল, এবং যাকোবের পুত্ররা প্রভুর কাছে কান্নাকাটি

করল এবং সন্ধ্যার দিকে অত্যন্ত শক্তি অর্জন করল, এবং যাকোবের পুত্ররা আর্বেলানের সমস্ত বাসিন্দা, পুরুষ, মহিলা এবং ছোট বাচ্চাদের তরবারির দ্বারে হত্যা করল।

১১ আর সার্টন থেকে পালিয়ে আসা বাকি লোকদেরও, যাকোবের পুত্ররা আর্বেলানে তাদের হত্যা করেছিল, আর ইয়াকুবের পুত্ররা আর্বেলান ও তপনাকের প্রতিও তাই করেছিল যেমন তারা চাসর ও সার্টনের প্রতি করেছিল, আর যখন মহিলারা দেখল যে সমস্ত পুরুষ মারা গেছে, তখন তারা শহরের ছাদে গিয়ে বৃষ্টির মতো পাথর বর্ষণ করে ইয়াকুবের পুত্রদের উপর আঘাত করেছিল।

১২ তখন যাকোবের পুত্ররা তাড়াতাড়ি করে শহরে প্রবেশ করল এবং সমস্ত স্ত্রীলোকদের ধরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। যাকোবের পুত্ররা সমস্ত লুট, মেষপাল, গরু ও পশুপাল লুট করে নিল।

১৩ যাকোবের পুত্ররা তপ্নক, কাৎসর ও শীলোর প্রতি যেমন করেছিল, মরুয়মার প্রতিও তেমনি করল, এবং সেখান থেকে ফিরে চলে গেল।

১৪ পঞ্চম দিনে যাকোবের পুত্ররা শুনতে পেল যে গাশের লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জড়ো হয়েছে, কারণ তারা তাদের রাজা এবং তাদের সেনাপতিদের হত্যা করেছে। গাশ শহরে চৌদ্দ জন সেনাপতি ছিল এবং যাকোবের পুত্ররা প্রথম যুদ্ধে তাদের সকলকে হত্যা করেছিল।

১৫ সেই দিন যাকোবের পুত্ররা যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করে গাশের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল। গাশ শহরে ইমোরীয়দের এক শক্তিশালী ও শক্তিশালী জাতি ছিল। গাশ ছিল ইমোরীয়দের সমস্ত শহরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত শহর এবং এর তিনটি প্রাচীর ছিল।

১৬ যাকোবের পুত্ররা গাশে এসে দেখতে পেল যে, নগরের দ্বারগুলি তালাবদ্ধ, এবং প্রায় পাঁচশো লোক বাইরের প্রাচীরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, এবং সমুদ্রতীরের বালির ন্যায় অসংখ্য লোক নগরের বাইরের দিক থেকে যাকোবের পুত্রদের জন্য ওৎ পেতে আছে।

17যাকোবের পুত্ররা নগরের দ্বার খুলতে এগিয়ে এলো, আর যখন তারা নিকটবর্তী হল, তখন দেখ, নগরের পিছনে যারা লুকিয়ে ছিল তারা তাদের স্থান থেকে বেরিয়ে এসে যাকোবের পুত্রদের ঘিরে ফেলল।

১৮ যাকোবের পুত্ররা গাশের লোকদের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। তাদের সামনে ও পিছনে উভয় দিকেই যুদ্ধ চলছিল। প্রাচীরের উপর থাকা সমস্ত লোক প্রাচীর থেকে তাদের উপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছিল।

১৯ যিহূদা যখন দেখল যে গাশের লোকেরা তাদের জন্য ভারী হয়ে উঠছে, তখন তারা অত্যন্ত তীব্র ও তীব্র চিৎকার করল। যিহূদার কান্নার শব্দে গাশের সমস্ত লোক ভীত হয়ে পড়ল। তার তীব্র চিৎকারে লোকেরা প্রাচীর থেকে পড়ে গেল; আর শহরের বাইরের ও ভেতরে যারা ছিল তারা সকলেই প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল।

২০ যাকোবের পুত্ররা যখন নগরের দরজা ভাঙতে যাচ্ছিল, তখন গাশের লোকেরা প্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর পাথর ও তীর ছুঁড়ে মারল এবং তাদেরকে ফটক থেকে তাড়িয়ে দিল।

21 পরে যাকোবের পুত্ররা নগরের বাইরে থেকে তাদের সঙ্গী গাশের লোকদের বিরুদ্ধে ফিরে এসে তাদের উপর এমনভাবে আঘাত করল যেন তারা লাউ গাছে আঘাত করছে; তাই তারা যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না, কারণ যিহূদার চিৎকারে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

22যাকোবের পুত্ররা নগরের বাইরে থাকা সকলকে হত্যা করল। যাকোবের পুত্ররা নগরে প্রবেশ করতে এবং নগর প্রাচীরের নীচে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো, কিন্তু তারা পারল না কারণ নগরে অবশিষ্ট গাশের সমস্ত লোক গাশের প্রাচীর ঘিরে রেখেছিল, ফলে যাকোবের পুত্ররা তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নগরের কাছে যেতে পারল না।

২৩ যাকোবের পুত্ররা প্রাচীরের নীচে যুদ্ধ করার জন্য এক কোণার কাছে এসে পৌঁছাল, গাশের বাসিন্দারা তাদের উপর বৃষ্টির মতো তীর ও পাথর ছুঁড়ে মারল এবং তারা প্রাচীরের নীচে থেকে পালিয়ে গেল।

24 আর গাশের লোকেরা যারা দেয়ালের উপরে ছিল, তারা দেখল যে যাকোবের পুত্ররা দেয়ালের নিচ থেকে তাদের পরাজিত করতে পারছে না, তাই তারা এই কথা বলে যাকোবের পুত্রদের তিরস্কার করল, বলল,

২৫ যুদ্ধে তোমাদের কি হয়েছে, যা তোমরা জয় করতে পারছো না? তাহলে কি তোমরা শক্তিশালী গাশ শহর এবং তার বাসিন্দাদের সাথে এমন আচরণ করতে পারো যেমন ইমোরীয়দের শহরগুলির সাথে করেছিলে, যারা এত শক্তিশালী ছিল না? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল তাদের সাথে তুমি এই কাজ করেছিলে এবং শহরের প্রবেশপথে তাদের হত্যা করেছিলে, কারণ যখন তারা তোমার চিৎকারের শব্দে ভীত হয়েছিল তখন তাদের কোন শক্তি ছিল না।

২৬ আর এখন কি তোমরা এই স্থানে যুদ্ধ করতে পারবে? নিশ্চয়ই এখানে তোমাদের সকলকে মরতে হবে, আর আমরা তোমাদের ধ্বংস করা শহরগুলির প্রতিশোধ নেব।

27 গাশের বাসিন্দারা যাকোবের পুত্রদের তীব্র নিন্দা করতে লাগল এবং তাদের দেবতাদের দিয়ে তাদের অপমান করতে লাগল, এবং প্রাচীর থেকে তাদের উপর তীর ও পাথর ছুঁড়তে লাগল।

28 যিহূদা ও তার ভাইয়েরা গাশের বাসিন্দাদের কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল। এই বিষয়ে যিহূদা তার ঈশ্বরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে চিৎকার করে বলল, "হে প্রভু, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের সাহায্য করুন, সাহায্য করুন।"

29 আর সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, তার টানা তরবারি হাতে নিয়ে, অনেক দূরে দৌড়ে গেল, এবং মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে তার শক্তিতে দেয়ালের উপর আরোহণ করল, আর তার তরবারি তার হাত থেকে পড়ে গেল।

30 আর যিহূদা প্রাচীরের উপর চিৎকার করতে লাগল, আর প্রাচীরের উপর থাকা সমস্ত লোক ভীত হয়ে পড়ল, এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক প্রাচীর থেকে শহরে পড়ে মারা গেল; আর যারা প্রাচীরের উপর ছিল তারা যিহূদার শক্তি দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে শহরে পালিয়ে গেল।

31আর কিছু লোক প্রাচীরের উপর যিহূদার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস পাইল; এবং যিহূদার হস্তে তরবারি নাই দেখিলে তাহাকে বধ করিতে নিকটবর্তী হইল, এবং তাহাকে

প্রাচীর হইতে তাহার ভাইদের কাছে ছুঁড়ে ফেলিবার জন্য ভাবিল; আর নগরের বিশ জন লোক তাহাদের সাহায্যার্থে আসিল, এবং যিহূদাকে ঘেরাও করিল, এবং সকলে তাহার উপরে চিৎকার করিল, এবং খোলা তরবারি লইয়া তাহার নিকটে আসিল, এবং যিহূদা ভীত হইল; আর যিহূদা প্রাচীরের উপর হইতে আপন ভাইদের ডাকিল।

32যাকোব ও তার ছেলেরা দেয়ালের নিচ থেকে ধনুক টেনে দেয়ালের উপর থাকা তিনজন লোককে আঘাত করল। যিহূদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হে প্রভু, আমাদের সাহায্য করুন, হে প্রভু, আমাদের উদ্ধার করুন।" এই বলে সে দেয়ালের উপর দিয়ে জোরে চিৎকার করল, আর সেই কান্না অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেল।

33 এই চিৎকারের পর তিনি আবার চিৎকার করলেন, আর প্রাচীরের উপরে যিহূদাকে ঘিরে থাকা সমস্ত লোক ভীত হয়ে পড়ল, এবং যিহূদার চিৎকার ও কম্পনের শব্দে তারা প্রত্যেকে তাদের হাত থেকে তরবারি ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেল।

34 যিহূদা তাদের হাত থেকে পড়ে যাওয়া তরবারিগুলো নিয়ে নিল এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করল এবং তাদের বিশ জনকে প্রাচীরের উপরে হত্যা করল।

৩৫ কিন্তু প্রায় আশি জন পুরুষ ও মহিলা নগর থেকে প্রাচীর বেয়ে উঠে এলো এবং তারা সকলে যিহূদাকে ঘিরে ফেললো, আর প্রভু তাদের অন্তরে যিহূদার প্রতি ভয় ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে তারা তাঁর কাছে যেতে পারলো না।

36যাকোব ও তার সঙ্গীরা দেয়ালের নিচ থেকে ধনুর্বন্ধ টেনে বের করে দিলেন এবং দেয়ালের উপরে দশজনকে হত্যা করলেন, আর তারা ইয়াকুব ও তার ছেলেদের সামনে দেয়ালের নীচে পড়ে গেল।

37 প্রাচীরের উপর থাকা লোকেরা যখন দেখল যে তাদের বিশ জন লোক মারা পড়েছে, তখনও তারা খোলা তরবারি নিয়ে যিহূদার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু যিহূদার শক্তি দেখে তারা খুব ভীত হয়ে পড়েছিল, তাই তারা তার কাছে যেতে পারল না।

38 আর তাদের একজন বীর সৈনিক, যার নাম অরুদ, যিহূদার মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করতে এগিয়ে এলো, কিন্তু যিহূদা তাড়াহুড়ো করে তার ঢাল তার মাথায় রাখল, আর তরবারি ঢালে আঘাত করল এবং ঢালটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

39 আর সেই বীর যিহূদাকে আঘাত করার পর, যিহূদার ভয়ে, প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে গেল, আর তার পা দেয়ালে পিছলে গেল এবং সে দেয়ালের নীচে থাকা যাকোবের ছেলেদের মধ্যে পড়ে গেল, আর যাকোবের ছেলেরা তাকে আঘাত করে হত্যা করল।

40 সেই শক্তিশালী লোকটির আঘাতে যিহূদার মাথা ব্যথা করছিল এবং যিহূদা প্রায় মারা যাচ্ছিল।

41 আর যিহূদা আঘাতের যন্ত্রণায় দেয়ালের উপর চেঁচিয়ে উঠল, যখন দান তার কথা শুনল, তখন তার ভেতরে ক্রোধ জ্বলে উঠল। সেও উঠে দূরে চলে গেল এবং দৌড়ে গেল এবং ক্রোধে উদ্দীপ্ত শক্তিতে ভূমি থেকে লাফিয়ে দেয়ালের উপর আরোহণ করল।

42 দান যখন যিহূদার কাছের প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছাল, তখন প্রাচীরের উপরকার সমস্ত লোক পালিয়ে গেল, যারা যিহূদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তারা দ্বিতীয় প্রাচীরের কাছে গেল এবং দ্বিতীয় প্রাচীর থেকে দান ও যিহূদার উপর তীর ও পাথর ছুঁড়ে তাদের প্রাচীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

43 তীর ও পাথর দান ও যিহূদার উপর আঘাত করল, এবং তারা প্রাচীরের উপরে প্রায় নিহত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এবং দান ও যিহূদা যেখানেই প্রাচীর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই দ্বিতীয় প্রাচীর থেকে তীর ও পাথর দিয়ে তাদের আক্রমণ করা হয়েছিল।

44 আর যাকোব ও তার পুত্ররা তখনও প্রথম প্রাচীরের নীচে শহরের প্রবেশপথে ছিলেন, এবং তারা নগরবাসীদের বিরুদ্ধে তাদের ধনুক টানতে সক্ষম হননি, কারণ তারা দ্বিতীয় প্রাচীরের উপরে ছিলেন, তাই তারা তাদের দেখতে পাননি।

45 আর দান ও যিহূদা যখন দ্বিতীয় প্রাচীর থেকে তাদের উপর পড়া পাথর ও তীর সহ্য করতে পারল না, তখন তারা দুজনেই নগরের লোকদের কাছে দ্বিতীয় প্রাচীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; এবং দ্বিতীয় প্রাচীরের উপরে থাকা নগরের লোকেরা যখন দেখল যে দান ও যিহূদা দ্বিতীয় প্রাচীরের উপরে তাদের কাছে এসেছে, তখন তারা সকলে চিৎকার করে দেয়ালের মাঝখানে নেমে গেল।

46 আর যাকোব ও তার পুত্ররা নগরের প্রবেশপথে থাকা লোকদের কাছ থেকে চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল, এবং তারা দান ও যিহূদার জন্য উদ্বিগ্ন হল, কারণ তারা দ্বিতীয় প্রাচীরের উপরে ছিল।

47 নপ্তালি তার ক্রোধে উদ্দীপ্ত শক্তি নিয়ে উঠে গেল এবং নগরে যে চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছিল তার কারণ দেখার জন্য প্রথম প্রাচীরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইষাখর ও সবূলূন নগরের দরজা ভাঙতে এগিয়ে এলো এবং নগরের দরজা খুলে দিয়ে নগরে প্রবেশ করল।

48 নপ্তালি প্রথম প্রাচীর থেকে দ্বিতীয় স্থানে লাফিয়ে উঠে তার ভাইদের এবং প্রাচীরের উপরে থাকা গাশের বাসিন্দাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। নপ্তালি তার ভাইদের সাহায্য করতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এসেছে দেখে তারা সবাই পালিয়ে নগরে নেমে গেল। যাকোব, তার সমস্ত পুত্র এবং তাদের সমস্ত যুবক তাদের কাছে শহরে ফিরে এলো।

49 আর যিহূদা, দান ও নপ্তালি প্রাচীর হইতে নামিয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং নগর-নিবাসীদের পশ্চাৎ

৫০ নগরের বাসিন্দারা সকলে নগরে নেমে এলো, আর যাকোবের পুত্ররা বিভিন্ন দিকে তাদের কাছে এলো, আর তাদের বিরুদ্ধে সামনে ও পিছনে যুদ্ধ শুরু হলো, আর যাকোবের পুত্ররা তাদের ভীষণভাবে আঘাত করলো, এবং তাদের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করলো, তাদের কেউই যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলো না।

51 আর নগরে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হল, এবং তা জলের স্রোতের মতো ছিল, এবং রক্ত নগরের বাইরের অংশে স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে বৈৎকোরিণের মরুভূমিতে পৌঁছে গেল।

52 বৈৎকোরীণের লোকেরা দূর থেকে গাশ শহর থেকে রক্ত পড়তে দেখল, আর তাদের মধ্য থেকে প্রায় সত্তর জন

লোক রক্ত দেখতে দৌড়ে গেল, এবং যেখানে রক্ত ছিল সেখানে উপস্থিত হল।
53 তারা রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে গাশ শহরের প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছাল। তারা শহর থেকে রক্ত বের হতে দেখল এবং গাশের বাসিন্দাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল, কারণ তা আকাশে উঠেছিল এবং রক্ত পানির স্রোতের মতো প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হচ্ছিল।
54যাকোবের সমস্ত পুত্র গাশ-নিবাসীদের আঘাত করে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোককে হত্যা করতে লাগল। কোরীণের লোকেরা বলল, "এটা নিশ্চয়ই ইব্রীয়দের কাজ, কারণ তারা এখনও ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে যুদ্ধ করছে।"
55 তখন সেই লোকেরা তাড়াতাড়ি করে বৈৎকোরীণে ছুটে গেল, এবং প্রত্যেকে তাদের যুদ্ধের অস্ত্র নিয়ে বৈৎকোরীণের সমস্ত বাসিন্দাদের ডাকল, যারা যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেছিল।
৫৬ যাকোবের পুত্ররা গাশের লোকদের হত্যা করার পর, নিহতদের সকলের জিনিসপত্র লুট করার জন্য শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়াল। শহরের ভেতরে প্রবেশ করে আরও এগিয়ে গেলে তারা তিনজন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষের মুখোমুখি হল, যাদের হাতে কোন তরবারি ছিল না।
57যাকোবের পুত্ররা যেখানে ছিল সেখানে এলো, আর সেই শক্তিশালী লোকেরা পালিয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন সবূলূনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে দেখতে পেল যে সে একটি ছোটো ছেলে, আর তার শক্তি দিয়ে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলেছে।
58তখন যাকোব তরবারি নিয়ে তার কাছে দৌড়ে গেলেন এবং যাকোব তরবারি দিয়ে তার কোমরের নীচে আঘাত করে তাকে দুই টুকরো করে ফেললেন, আর তার দেহ সবূলূনের উপর পড়ল।
59 দ্বিতীয়জন এগিয়ে এসে যাকোবকে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। যাকোব তার দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল, আর শিমিয়োন ও লেবি দৌড়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার কোমরে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল।
৬০ আর সেই শক্তিশালী লোকটি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল, আর যিহূদা তার পা রাখার আগেই তার কাছে এসে তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল, ফলে তার মাথা ফেটে গেল এবং সে মারা গেল।
61 আর তৃতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি, যখন দেখল যে তার সঙ্গীরা নিহত হয়েছে, তখন সে যাকোবের পুত্রদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর যাকোবের পুত্ররা শহরে তার পিছনে ধাওয়া করল; আর যখন সেই শক্তিশালী ব্যক্তি পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে শহরের বাসিন্দাদের একটি তরবারি দেখতে পেল, এবং সে তা তুলে নিল এবং যাকোবের পুত্রদের দিকে ফিরে সেই তরবারি দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করল।
62আর সেই বীর পুরুষ তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করার জন্য যিহূদার দিকে দৌড়ে গেল, কিন্তু যিহূদার হাতে কোন ঢাল ছিল না; আর যখন সে তাকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হয়েছিল, তখন নপ্তালি তাড়াতাড়ি করে তার ঢালটি যিহূদার মাথায় রাখল, আর সেই বীর পুরুষের তরবারি নপ্তালির ঢালে বিদ্ধ হল এবং যিহূদা তরবারি থেকে রক্ষা পেল।
63 আর শিমিয়োন ও লেবি তাদের তরবারি নিয়ে সেই শক্তিশালী লোকটির উপর দৌড়ে গেল এবং তাদের তরবারি দিয়ে তাকে জোর করে আঘাত করল, এবং দুটি তরবারি শক্তিশালী লোকটির শরীরে প্রবেশ করে এবং দৈর্ঘ্য অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।
64 আর যাকোবের পুত্ররা সেই সময়ে তিনজন বীরকে, গাশের সমস্ত বাসিন্দাদের সাথে, হত্যা করল, আর দিন প্রায় ডুবে গেল।
৬৫ আর যাকোবের পুত্ররা গাশের চারপাশে ঘুরে বেড়াল এবং শহরের সমস্ত লুটের জিনিসপত্র, এমনকি ছোট বাচ্চাদের এবং মহিলাদেরও বাঁচতে দিল না, এবং যাকোবের পুত্ররা সার্টন এবং শীলোর প্রতি যেমন করেছিল, গাশের প্রতিও তেমনই করল।

অধ্যায় ৪০

1যাকোবের পুত্ররা গাশের সমস্ত লুটের জিনিসপত্র নিয়ে রাতের বেলায় শহর থেকে বেরিয়ে গেল।
2 তারা বৈৎকোরীণের দুর্গের দিকে যাত্রা করছিল, এবং বৈৎকোরীণের বাসিন্দারা তাদের সাথে লড়াই করার জন্য দুর্গে যাচ্ছিল, এবং সেই রাতে যাকোবের পুত্ররা বৈৎকোরীণের দুর্গে বৈৎকোরীণের বাসিন্দাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল।
3 বৈৎকোরীণের সমস্ত বাসিন্দারা ছিল বীর যোদ্ধা, তাদের একজনও হাজার লোকের সামনে থেকে পালাতে পারেনি, এবং তারা সেই রাতে দুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এবং সেই রাতে তাদের চিৎকার দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, এবং তাদের চিৎকারে পৃথিবী কেঁপে উঠল।
৪ আর যাকোবের সমস্ত পুত্র সেই লোকদের ভয় পেল, কারণ তারা অন্ধকারে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল না, এবং তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল, এবং যাকোবের পুত্ররা প্রভুর কাছে কেঁদে বলল, "হে প্রভু, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের উদ্ধার করুন যাতে আমরা এই অচ্ছিন্নত্বক লোকদের হাতে মারা না পড়ি।"
5তখন সদাপ্রভু যাকোবের পুত্রদের রবে কর্ণপাত করিলেন, এবং সদাপ্রভু বৈৎ-কোরীণের লোকদের উপর মহা ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহারা রাতের অন্ধকারে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিল, এবং পরস্পরকে অনেক লোককে আঘাত করিল।
৬ আর যাকোবের পুত্ররা যখন জানতে পারল যে, সদাপ্রভু তাদের মধ্যে বিপথগামীতার আত্মা ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং তারা প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীর সাথে যুদ্ধ করছে, তখন তারা বৈৎ-কোরীণের লোকদের দল থেকে বেরিয়ে বৈৎ-কোরীণের দুর্গের ঢাল পর্যন্ত আরও দূরে গেল এবং সেই রাতে তাদের যুবকদের সাথে নিরাপদে সেখানে রইল।
৭ বৈৎকোরীণের লোকেরা সারা রাত ধরে যুদ্ধ করল, একজন তার ভাইয়ের সাথে, আর একজন তার প্রতিবেশীর সাথে। তারা দুর্গের চারদিকে চিৎকার করে উঠল, আর তাদের কান্না দূর থেকে শোনা গেল, আর তাদের আওয়াজে

সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল, কারণ তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চেয়ে শক্তিশালী ছিল।
৪ আর কনানীয়দের নগর-নিবাসী, হিত্তীয়, ইমোরীয়, হিব্বীয় এবং কনানের সমস্ত রাজা, এবং যর্দনের ওপারের সমস্ত লোক সেই রাতে সেই চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল।
9তারা বলল, "এগুলো সত্যিই সেই ইব্রীয়দের যুদ্ধ যারা সাতটি শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা তাদের কাছে এসেছিল; আর কে সেই ইব্রীয়দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে?"
১০ কনানীয়দের নগর-নিবাসী সকলে এবং যর্দনের ওপারস্থ সকলে যাকোবের পুত্রদের ভয়ে ভীত হইল, কারণ তাহারা কহিল, দেখ, ঐ নগর-নিবাসীদের প্রতি যাহা করা হইয়াছিল, আমাদের প্রতিও তাহাই করা হইবে; কারণ তাহাদের মহাশক্তির সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে?
১১ সেই রাতে কোরিণীয়দের চিৎকার খুব জোরে জোরে উঠল, আর তা আরও বেড়ে গেল; তারা সকাল পর্যন্ত একে অপরকে আঘাত করল, আর তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেল।
১২ ভোর হলে যাকোবের সমস্ত পুত্র ভোরে উঠে দুর্গে গেল এবং অবশিষ্ট কোরীয়দের উপর ভয়াবহ আক্রমণ করল, এবং তারা সকলেই দুর্গের মধ্যেই নিহত হল।
১৩ ষষ্ঠ দিন উপস্থিত হল এবং কনানের সমস্ত বাসিন্দা দূর থেকে বৈৎকোরীণের দুর্গে মৃত অবস্থায় সমস্ত লোককে পড়ে থাকতে দেখতে পেল, এবং তারা ভেড়া ও ছাগলের মৃতদেহের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
14যাকোবের পুত্ররা গাশ থেকে লুট করা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বৈৎ-কোরীণে গেল। তারা দেখতে পেল যে শহরটি সমুদ্রের বালির মতো লোকে পরিপূর্ণ, তাই তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করল এবং যাকোবের পুত্ররা সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে তাদের হত্যা করল।
15 যাকোবের পুত্ররা গাশ, তপ্পুক, কাৎসর, সার্তোন এবং শীলোর প্রতি যা করেছিল, বৈৎ-কোরীণের প্রতিও তাই করল।
16যাকোবের পুত্ররা বৈৎ-কোরীণের লুট এবং নগরের সমস্ত লুট জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং সেই দিনই তারা শিখিমে তাদের বাড়ীতে ফিরে গেল।
১৭ পরে যাকোবের পুত্ররা শিখিম নগরে ফিরে এলো, এবং নগরের বাইরে রয়ে গেল, এবং যুদ্ধ থেকে সেখানে বিশ্রাম নিল এবং সারা রাত সেখানেই রইল।
১৮ আর তাদের সমস্ত দাসেরা নগর হইতে লুটকৃত সমস্ত লুটপাট লইয়া নগরের বাহিরে চলিয়া গেল, নগরে প্রবেশ করিল না, কারণ তাহারা ভাবিল, হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে আরও যুদ্ধ হইবে, এবং তাহারা শিখিমে আমাদের অবরোধ করিতে আসিতে পারে।
১৯ আর যাকোব, তাঁর পুত্ররা এবং তাদের দাসেরা সেই রাত এবং পরের দিন সেই জমির অংশে রইলেন, যা যাকোব পাঁচ শেকল দিয়ে হমোর থেকে কিনেছিলেন, এবং তারা যা কিছু লুট করেছিল তার সবই তাদের কাছে ছিল।
২০ যাকোবের পুত্ররা যে সমস্ত লুট জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, তা মাঠের অংশে ছিল, সমুদ্রের তীরের বালির মতো বিশাল।
21 আর দেশের বাসিন্দারা দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করল, আর দেশের সমস্ত বাসিন্দা যাকোবের পুত্রদের ভয়ে ভীত হল, যারা এই কাজ করেছিল, কারণ প্রাচীনকালের কোন রাজা কখনও এই রকম কাজ করেননি।
22 তখন কনানীয়দের সাতজন রাজা যাকোবের পুত্রদের সাথে শান্তি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ তারা যাকোবের পুত্রদের ভয়ে তাদের প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন।
23 সেই দিন, অর্থাৎ সপ্তম দিনে, হিব্রোণের রাজা যাফিয় গোপনে অয়ের রাজা, গিবিয়োনের রাজা, শালেমের রাজা, অদূলামের রাজা, লাখীশের রাজা, কাৎসরের রাজা এবং তাদের অধীনস্থ সমস্ত কনানীয় রাজাদের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন:
24 তোমরা আমার সাথে উঠে এসো, আমরা যাকোবের সন্তানদের কাছে যাব। আমি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব এবং তাদের সাথে একটা চুক্তি করব। পাছে শিখিম ও তার চারপাশের শহরগুলোর প্রতি যেমন তারা করেছিল, তেমনি তোমাদের সমস্ত দেশও যাকোবের সন্তানদের তরবারি দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন তোমরা শুনেছ এবং দেখেছ।
25 আর যখন তুমি আমার কাছে আসবে, তখন অনেক লোক নিয়ে আসবে না, বরং প্রত্যেক রাজা তার তিনজন প্রধান সেনাপতিকে এবং প্রত্যেক সেনাপতি তার তিনজন কর্মচারীকে নিয়ে আসবে।
২৬ আর তোমরা সকলে হিব্রোণে এসো, আমরা একত্রে যাকোবের পুত্রদের কাছে যাব এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করব যেন তারা আমাদের সাথে শান্তির চুক্তি করে।
27আর সেই সকল রাজা হিব্রোণের রাজার আদেশ অনুসারে কাজ করলেন, কারণ তারা সকলেই তাঁর পরামর্শ ও আদেশের অধীনে ছিলেন; আর কনানের সমস্ত রাজা যাকোবের পুত্রদের সাথে সন্ধি করার জন্য তাদের কাছে যেতে একত্র হলেন; আর যাকোবের পুত্ররা ফিরে এসে শিখিমের ক্ষেতের অংশে চলে গেলেন, কারণ তারা দেশের রাজাদের উপর নির্ভর করত না।
28যাকোবের ছেলেরা ফিরে এসে সেই ক্ষেতের অংশে দশ দিন রইল, আর কেউ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলো না।
29যাকোবের পুত্ররা যখন দেখল যে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন তারা সকলে একত্র হয়ে শিখিম শহরে গেল; আর যাকোবের পুত্ররা শিখিমে রয়ে গেল।
30 চল্লিশ দিন পর, ইমোরীয়দের সমস্ত রাজা তাদের সমস্ত স্থান থেকে একত্র হয়ে হিব্রোণে হিব্রোণের রাজা যাফিয়ের কাছে এলেন।
31যাকোবের পুত্রদের সাথে শান্তি স্থাপনের জন্য হিব্রোণে আসা রাজাদের সংখ্যা ছিল একুশ জন, তাদের সাথে আসা সেনাপতিদের সংখ্যা ছিল ঊনসত্তর জন এবং তাদের লোক সংখ্যা ছিল একশো নিরানব্বই জন। এই রাজারা এবং তাদের লোকরা সকলেই হিব্রোণ পর্বতের ধারে বিশ্রাম নিলেন।
32 হিব্রোণের রাজা তাঁর তিনজন সেনাপতি এবং নয়জন পুরুষ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, আর এই রাজারা যাকোবের পুত্রদের কাছে গিয়ে সন্ধি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।
33 তারা হিব্রোণের রাজাকে বলল, "আপনার লোকদের নিয়ে আমাদের আগে আগে যান এবং আমাদের হয়ে যাকোবের পুত্রদের কাছে কথা বলুন, আমরা আপনার

পিছনে আসব এবং আপনার কথা সত্য বলে প্রমাণ করব।" হিব্রোণের রাজা তাই করলেন।
34যাকোবের পুত্ররা শুনতে পেল যে কনানের সমস্ত রাজারা হিব্রোণে একত্রিত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছে। তখন যাকোবের পুত্ররা তাদের চারজন দাসকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠাল, বলল, "যাও, এই রাজাদের খোঁজ করো এবং তাদের লোকদের খুঁজে বের করো, তারা সংখ্যায় কম না অনেক, আর যদি তারা সংখ্যায় কম হয়, তাহলে তাদের সকলকে গণনা করে ফিরে এসো।"
৩৫ আর যাকোবের দাসেরা গোপনে এই রাজাদের কাছে গেল, এবং যাকোবের পুত্রদের আদেশ অনুসারে কাজ করল। সেদিন তারা যাকোবের পুত্রদের কাছে ফিরে এসে তাদের বলল, আমরা সেই রাজাদের কাছে গিয়েছিলাম, আর তারা সংখ্যায় খুব কম, আর আমরা তাদের সকলকে গণনা করেছিলাম, আর দেখ, তারা ছিল দুইশো আটাশ জন, রাজা ও পুরুষ।
36যাকোবের পুত্ররা বলল, "তারা সংখ্যায় অল্প, তাই আমরা সকলে তাদের কাছে যাব না।" তখন সকালে যাকোবের পুত্ররা উঠে তাদের মধ্য থেকে বাষট্টি জনকে বেছে নিল, আর যাকোবের পুত্রদের মধ্যে দশজন তাদের সাথে গেল; তারা তাদের যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করল, কারণ তারা বলল, "তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছে, কারণ তারা জানত না যে তারা তাদের সাথে সন্ধি করতে আসছে।"
37যাকোবের ছেলেরা তাদের দাসদের নিয়ে শিখিমের ফটকে সেই রাজাদের কাছে গেল, আর তাদের বাবা যাকোবও তাদের সাথে ছিলেন।
38 তারা যখন বাইরে এলো, তখন দেখো, হিব্রোণের রাজা, তার তিনজন সেনাপতি এবং তার সাথে নয়জন লোক যাকোবের পুত্রদের বিরুদ্ধে রাস্তা দিয়ে আসছেন। যাকোবের পুত্ররা তাদের চোখ তুলে দেখতে পেল, দূরে হিব্রোণের রাজা যাফিয় তার সেনাপতিদের সাথে তাদের দিকে আসছেন। যাকোবের পুত্ররা শিখিমের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু এগিয়ে গেল না।
39 আর হিব্রোণের রাজা ও তাঁর সেনাপতিরা এগিয়ে যেতে লাগলেন, অবশেষে তিনি যাকোবের পুত্রদের কাছে এলেন; আর তিনি ও তাঁর সেনাপতিরা মাটিতে উবুড় হয়ে তাদের সামনে প্রণাম করলেন; আর হিব্রোণের রাজা তাঁর সেনাপতিদের সাথে যাকোব ও তাঁর পুত্রদের সামনে বসেছিলেন।
40 তখন যাকোবের পুত্ররা তাঁকে বলল, "হে হিব্রোণের রাজা, আপনার কি হয়েছে? আজ আপনি আমাদের কাছে কেন এসেছেন? আমাদের কাছ থেকে আপনার কি দাবি?" হিব্রোণের রাজা যাকোবকে বললেন, "হে আমার প্রভু, বিনয় করি, কনানীয়দের সমস্ত রাজা আজ আপনার সাথে সন্ধি করতে এসেছেন।"
41যাকোবের পুত্ররা হিব্রোণের রাজার কথা শুনল, কিন্তু তারা তার প্রস্তাবে রাজি হল না, কারণ যাকোবের পুত্ররা তার উপর বিশ্বাস করল না, কারণ তারা মনে করল যে হিব্রোণের রাজা তাদের সাথে ছলনা করে কথা বলেছেন।
42 যাকোবের পুত্রদের কথা শুনে হিব্রোণের রাজা জানতে পারলেন যে, তারা তার কথা বিশ্বাস করেনি। তাই হেব্রোণের রাজা যাকোবের আরও কাছে গিয়ে বললেন, "হে আমার প্রভু, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, এই সমস্ত রাজারা শান্তিপূর্ণভাবে আপনার কাছে এসেছেন, কারণ তারা তাদের সমস্ত লোক নিয়ে আসেনি, এবং তাদের যুদ্ধের অস্ত্রও সাথে করে আনেনি, কারণ তারা আমার প্রভু এবং তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে শান্তি চাইতে এসেছে।"
43 তখন যাকোবের পুত্ররা হিব্রোণের রাজাকে উত্তর দিল, "এই সমস্ত রাজাদের কাছে পাঠাও, যদি তুমি আমাদের কাছে সত্য কথা বলো, তাহলে তাদের প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের সামনে আসুক; আর যদি তারা নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের কাছে আসে, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে তারা আমাদের কাছ থেকে শান্তি চাইছে।"
৪৪ আর হিব্রোণের রাজা যাফিয় তার একজন লোককে রাজাদের কাছে পাঠালেন, আর তারা সকলে যাকোবের পুত্রদের সামনে এসে মাটিতে মাথা নত করে তাদের প্রণাম করলেন। আর এই রাজারা যাকোব ও তার পুত্রদের সামনে বসে তাদের সাথে কথা বললেন,
45 তুমি তোমার তরবারি এবং অতি শক্তিশালী বাহু দিয়ে ইমোরীয়দের রাজাদের প্রতি যা করেছ তা আমরা শুনেছি, যাতে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে না পারে। তাই আমরা আমাদের জীবনের জন্য তোমাকে ভয় করেছিলাম, পাছে তাদের প্রতি যেমন হয়েছিল, আমাদের প্রতিও তেমনই ঘটে।
৪৬ তাই আমরা আমাদের মধ্যে শান্তির চুক্তি করতে তোমার কাছে এসেছি, আর এখন আমাদের সাথে শান্তি ও সত্যের একটি চুক্তি করো, যে তুমি আমাদের সাথে হস্তক্ষেপ করবে না, যেমন আমরা তোমার সাথে হস্তক্ষেপ করিনি।
47যাকোবের পুত্ররা বুঝতে পারল যে, তারা সত্যিই তাদের কাছ থেকে শান্তি চাইতে এসেছে, তাই যাকোবের পুত্ররা তাদের কথা শুনে তাদের সাথে একটি চুক্তি করল।
48 আর যাকোবের পুত্ররা তাদের কাছে শপথ করল যে তারা তাদের সাথে হস্তক্ষেপ করবে না, এবং কনানীয়দের সমস্ত রাজাও তাদের কাছে শপথ করল, আর সেই দিন থেকে যাকোবের পুত্ররা তাদের দাস বানাল।
49 এরপর এই রাজাদের সমস্ত সেনাপতিরা তাদের লোকদের নিয়ে যাকোবের কাছে এলেন, তারা যাকোব এবং তার পুত্রদের জন্য উপহার নিয়ে তাঁর সামনে এলেন এবং মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।
৫০ তখন এই রাজারা যাকোবের পুত্রদের উৎসাহিত করলেন এবং ইমোরীয়দের সাতটি শহর থেকে যে সমস্ত লুটপাট তারা দখল করেছিল তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুরোধ করলেন। যাকোবের পুত্ররা তাই করলেন এবং যা কিছু তারা দখল করেছিল, অর্থাৎ স্ত্রীলোক, শিশু, পশুপাল এবং সমস্ত লুটপাট যা তারা নিয়ে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদের বিদায় করে দিলেন এবং প্রত্যেকে যার যার শহরে চলে গেলেন।
51আর এই সকল রাজা আবার যাকোবের পুত্রদের কাছে প্রণিপাত করিলেন, এবং সেই সময়ে তাহারা তাহাদের জন্য অনেক উপহার পাঠাইলেন অথবা আনিয়া দিলেন; এবং যাকোবের পুত্রগণ ঐ রাজাদের ও তাহাদের লোকদিগকে বিদায় করিলেন, এবং তাহারা শান্তিতে তাহাদের নিকট

হইতে আপন আপন নগরে চলিয়া গেল, এবং যাকোবের পুত্রগণও তাহাদের গৃহ শিখিমে ফিরিয়া গেলেন।
52 আর সেই দিন থেকে ইস্রায়েল-সন্তানরা কনান দেশ অধিকার না করা পর্যন্ত যাকোবের পুত্রদের এবং কনানীয়দের রাজাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছিল।

অধ্যায় ৪১

১ বছরের পরিবর্তনের সময় যাকোবের পুত্ররা শিখিম থেকে যাত্রা করে হিব্রোণে তাদের পিতা ইসহাকের কাছে এসে পৌঁছাল এবং সেখানেই বাস করতে লাগল। তারা প্রতিদিন শিখিমে তাদের পশুপাল চরাতে লাগল, কারণ সেই সময় সেখানে ভালো ও উর্বর চারণভূমি ছিল। যাকোব, তাঁর পুত্ররা এবং তাদের পরিবারের সকলে হিব্রোণ উপত্যকায় বাস করত।
2আর সেই সময়ে, অর্থাৎ যাকোবের আয়ুর একশো ষোড়শ বৎসরে, পদ্দন-অরাম হইতে যাকোবের আবির্ভাবের দশম বৎসরে, যাকোবের স্ত্রী লেয়া মারা গেলেন; হিব্রোণে যখন তিনি মারা যান, তখন তাঁহার বয়স ছিল একান্ন বৎসর।
3যাকোব ও তাঁর পুত্ররা তাঁকে হিব্রোণের মক্‌পেলা ক্ষেতের গুহায় কবর দিলেন। এই গুহা অব্রাহাম কবরস্থানের অধিকারের জন্য হিত্তীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন।
4যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতার সাথে হিব্রোণ উপত্যকায় বাস করত। দেশের সমস্ত লোক তাদের শক্তি সম্পর্কে জানত এবং তাদের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।
5যাকোবের পুত্র যোষেফ এবং তার ভাই বিন্যামীন, যাকোবের স্ত্রী রাহেলের পুত্ররা, সেই সময়ে তখনও ছোট ছিলেন, এবং ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে তাদের ভাইদের সাথে যুদ্ধের সময় বের হননি।
6আর যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণের শক্তি ও মহত্ত্ব দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা করিলেন, তাহাদের প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন, এবং তাহাদের উপরে নিজেকে উচ্চ করিলেন; এবং তাঁহার পিতা যাকোবও তাঁহার সকল পুত্র অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন, কারণ তিনি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার পুত্র ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার স্নেহের জন্য তিনি তাঁহার জন্য নানা রঙের একটি জামা বানাইলেন।
৭ যোষেফ যখন দেখলেন যে তাঁর বাবা তাঁর ভাইদের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসেন, তখন তিনি তাঁর ভাইদের চেয়ে নিজেকে আরও উঁচু করে তুলতে লাগলেন এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর বাবার কাছে খারাপ খবর জানালেন।
৪যাকোবের পুত্ররা তাদের প্রতি যোষেফের সমস্ত ব্যবহার এবং তাদের পিতা তাদের সকলের চেয়ে যোষেফকে বেশি ভালোবাসতেন তা দেখে তাকে ঘৃণা করতে লাগল এবং সারা জীবন তার সাথে শান্তিতে কথা বলতে পারল না।
9 যোষেফের বয়স তখন সতেরো বছর, আর তিনি তখনও তাঁর ভাইদের চেয়ে নিজেকে উঁচু করে তুলতেন এবং তাদের চেয়ে নিজেকে উঁচু করে তুলতে চাইতেন।
১০ সেই সময় সে একটা স্বপ্ন দেখল। সে তার ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের স্বপ্নের কথা বলল। সে তাদের বলল, "আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম, দেখো, আমরা সবাই মাঠে আঁটি বাঁধছি। আমার আঁটি উঠে মাটিতে পড়ে রইল, আর তোমাদের আঁটিগুলো তাকে ঘিরে ধরে প্রণাম করল।"
১১ তাহার ভাইয়েরা উত্তর করিয়া কহিল, তুমি যে স্বপ্ন দেখিলে, তাহার অর্থ কি? তুমি কি মনে মনে ভাবিতেছ যে, তুমি আমাদের উপরে রাজত্ব করিবে, না রাজত্ব করিবে?
১২ তারপর সে এসে তার বাবা যাকোবকে এই কথা বলল। যাকোব যোষেফের মুখ থেকে এই কথা শুনে তাকে চুম্বন করলেন এবং যাকোব যোষেফকে আশীর্বাদ করলেন।
১৩ আর যখন যাকোবের পুত্ররা দেখল যে তাদের পিতা যোষেফকে আশীর্বাদ করেছেন, তাকে চুম্বন করেছেন এবং তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তখন তারা তার প্রতি ঈর্ষা করতে লাগল এবং তাকে আরও ঘৃণা করতে লাগল।
14এর পরে যোষেফ আর একটি স্বপ্ন দেখলেন এবং তাঁর ভাইদের সামনে সেই স্বপ্নটি তাঁর পিতাকে বললেন। যোষেফ তাঁর পিতা ও ভাইদের বললেন, "আমি আবার একটি স্বপ্ন দেখলাম, দেখ, সূর্য, চন্দ্র এবং এগারোটি তারা আমাকে প্রণাম করল।"
১৫ পরে তাঁর পিতা যোষেফের কথা ও তাঁর স্বপ্ন শুনলেন, আর এই বিষয়ের জন্য তাঁর ভাইয়েরা যোষেফকে ঘৃণা করেন দেখে যাকোব তাঁর ভাইদের সামনে এই বিষয়ে তিরস্কার করলেন, বললেন, "তুমি যে স্বপ্ন দেখলে, আর তোমার চেয়ে বড় ভাইদের সামনে নিজেকে বড় করে দেখানোর অর্থ কি?"
১৬ তুমি কি মনে মনে কল্পনা করছো যে, আমি, তোমার মা এবং তোমার এগারো ভাই এসে তোমাকে প্রণাম করব, আর তুমি এইসব কথা বলছো?
১৭ তার কথা ও স্বপ্ন দেখে তার ভাইয়েরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হল এবং তারা তাকে ঘৃণা করতে লাগল। যাকোব সেই স্বপ্নগুলো তার হৃদয়ে লুকিয়ে রাখলেন।
১৮ একদিন যাকোবের ছেলেরা তাদের বাবার পশুপাল চরাতে শিখিমে গেল, কারণ সেই সময় তারা এখনও রাখাল ছিল; আর সেই দিন যাকোবের ছেলেরা শিখিমে চরাতে থাকাকালীন তারা বিলম্ব করল, এবং পশুপাল সংগ্রহের সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছাল না।
১৯ যাকোব যখন দেখলেন যে তাঁর ছেলেরা শিখিমে দেরি করে আসছে, তখন তিনি মনে মনে বললেন, "হয়তো শিখিমের লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উঠে পড়েছে, তাই আজ তাদের আসতে দেরি হচ্ছে।"
20তখন যাকোব আপন পুত্র যোষেফকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন, দেখ, তোমার ভ্রাতৃগণ আজ শিখিমে চরে বেড়াইতেছে, আর দেখ, তাহারা এখনও ফিরিয়া আসে নাই; অতএব এখন গিয়া দেখ, তাহারা কোথায়, এবং তোমার ভ্রাতৃগণের মঙ্গল ও পালের মঙ্গল সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দেও।
21পরে যাকোব আপন পুত্র যোষেফকে হিব্রোণের উপত্যকায় পাঠাইলেন; আর যোষেফ আপন ভাইদের ডাকিতে শিখিমে আসিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পাইলেন না; আর যোষেফ আপন ভাইয়েরা কোথায় গিয়াছে, তাহা দেখিতে শিখিমের নিকটবর্তী ক্ষেতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু মরুভূমিতে তিনি পথ ভুলিয়া গেলেন, এবং কোন্ পথে যাইবেন, তাহা জানিতে পারিলেন না।

22 আর প্রভুর এক দূত তাকে মাঠের দিকে যাওয়ার পথে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেলেন, আর যোষেফ প্রভুর দূতকে বললেন, "আমি আমার ভাইদের খুঁজছি; তুমি কি শুনতে পাওনি তারা কোথায় খাচ্ছে?" আর প্রভুর দূত যোষেফকে বললেন, "আমি তোমার ভাইদের এখানে খাওয়াতে দেখেছি, আর তাদের বলতে শুনেছি তারা দোথনে খাওয়াতে যাবে।"
23 যোষেফ প্রভুর দূতের কথা শুনলেন এবং দোথনে তাঁর ভাইদের কাছে গেলেন এবং দোথনে তাদের মেষপাল চরাতে দেখলেন।
24পরে যোষেফ আপন ভাইদের কাছে গেলেন, এবং তিনি তাহাদের নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই তাহারা তাহাকে বধ করিবার সংকল্প করিল।
25 শিমিয়োন তার ভাইদের বলল, "দেখ, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি আজ আমাদের কাছে আসছেন। তাই এখন এসো, আমরা তাকে হত্যা করে প্রান্তরের কোন একটি গর্তে ফেলে দেই। তার বাবা যখন আমাদের কাছ থেকে তাকে খুঁজবে, তখন আমরা বলবো, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে।"
২৬ রূবেণ যোষেফের বিষয়ে ভাইদের কথা শুনে তাদের বললেন, "তোমরা এই কাজ করা উচিত নয়, কারণ আমরা আমাদের পিতা যাকোবের দিকে কি করে তাকাবো? তাকে এই গর্তে ফেলে দাও যাতে সে সেখানে মারা যায়, কিন্তু তার রক্তপাতের জন্য তার উপর হাত বাড়াও না।" রূবেণ তাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তার বাবার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য এই কথা বলেছিল।
27পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আসিলে তাহাদের সম্মুখে বসিল; আর তাহারা তাহার উপরে উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ভূমিতে আঘাত করিল, এবং তাহার পরা বহু রঙের জামাটি খুলিয়া ফেলিল।
28 তারপর তারা তাকে ধরে একটা গর্তে ফেলে দিল, আর সেই গর্তে আর জল ছিল না, কেবল সাপ আর বিচ্ছু ছিল। আর যোষেফ গর্তে থাকা সাপ আর বিচ্ছুদের ভয়ে ভীত হলেন। যোষেফ জোরে চিৎকার করলেন, আর প্রভু সাপ আর বিচ্ছুদের গর্তে লুকিয়ে রাখলেন, আর তারা যোষেফের কোন ক্ষতি করল না।
29 তখন যোষেফ কূপ থেকে তাঁর ভাইদের ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের প্রতি কি করেছি? আমি কি পাপ করেছি? তোমরা কেন আমার বিষয়ে সদাপ্রভুকে ভয় করো না? আমি কি তোমাদের অস্থি ও মাংসের নই? আর তোমাদের পিতা, আমার পিতা, যাকোব কি নই? আজ কেন তোমরা আমার প্রতি এই কাজ করছ? আর তোমরা কিভাবে আমাদের পিতা যাকোবের দিকে মুখ তুলে তাকাবে?"
30 আর সে চিৎকার করে কূপ থেকে তার ভাইদের ডাকতে থাকল, আর বলল, "হে যিহূদা, শিমিয়োন ও লেবি, আমার ভাইয়েরা, তোমরা আমাকে যে অন্ধকারে রেখেছ সেখান থেকে আমাকে তুলে নাও, আর আজ আমার প্রতি করুণা করতে এসো, হে প্রভুর সন্তানরা, আমার পিতা যাকোবের সন্তানরা। আর যদি আমি তোমাদের কাছে পাপ করে থাকি, তাহলে কি তোমরা অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সন্তান নও? যদি তারা কোন অনাথকে দেখত, অথবা ক্ষুধার্তকে দেখত, তাহলে তারা তাকে খেতে রুটি দিত, অথবা তৃষ্ণার্তকে দেখত, তারা তাকে পান করতে জল দিত, অথবা যে উলঙ্গ ছিল, তারা তাকে পোশাক দিয়ে ঢেকে দিত!"
31 তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার করুণা কিভাবে বন্ধ করবে? আমি তোমারই মাংস ও হাড়ের সন্তান। যদি আমি তোমার প্রতি পাপ করে থাকি, তবে তুমি অবশ্যই আমার বাবার জন্য এটা করবে!
32 যোষেফ কূপের মধ্য থেকে এই কথাগুলো বললেন, কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কথা শুনতে পারল না, আর যোষেফের কথায় কানও দিতে পারল না। যোষেফ গর্তের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে লাগলেন।
33 যোষেফ বললেন, "আহা, আমার ভাইয়েরা আমার প্রতি যা করেছে এবং আজ তারা আমাকে যে কথা বলেছে, তা যদি আমার বাবা আজ জানতেন।"
34 আর তার ভাইয়েরা গর্তের মধ্যে তার কান্না ও কান্না শুনতে পেল, আর তার ভাইয়েরা গিয়ে গর্ত থেকে নিজেদের সরিয়ে নিল, যাতে তারা যোষেফের কান্না এবং গর্তে তার কান্না শুনতে না পায়।

অধ্যায় ৪২

1তারা গিয়ে বিপরীত দিকে, প্রায় একটি তীরন্দাজের দূরত্বে বসল, এবং সেখানে রুটি খেতে বসল, এবং খাওয়ার সময় তারা পরামর্শ করল যে তার সাথে কি করা যায়, তাকে হত্যা করা উচিত, না তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে আনা উচিত।
2 তারা যখন পরামর্শ করছিল, তখন তারা চোখ তুলে দেখল, আর দেখল একদল ইশ্মায়েলীয় গিলিয়দের পথ ধরে মিসরে নেমে আসছে।
3 তখন যিহূদা তাদের বলল, "আমাদের ভাইকে হত্যা করলে আমাদের কী লাভ হবে? হয়তো ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে তাকে দাবি করবেন; তাহলে তার প্রতি তোমাদের এই পরামর্শ দেওয়া হবে: দেখ, ইশ্মায়েলীয়দের এই দলটি মিশরে যাচ্ছে।
4 অতএব এখন এসো, আমরা তাকে তাদের হাতে তুলে দেই, আমাদের হাত তার উপর না পড়ুক, তারা তাকে তাদের সাথে নিয়ে যাবে, আর সে দেশের লোকদের মধ্যে হারিয়ে যাবে, আর আমরা নিজের হাতে তাকে হত্যা করব না।" এই প্রস্তাব তার ভাইদের কাছে ভালো লাগলো এবং তারা যিহূদার কথামত কাজ করল।
5 আর যখন তারা এই বিষয়ে আলোচনা করছিল, এবং ইশ্মায়েলীয়দের দল তাদের কাছে আসার আগেই, সাতজন মিদিয়নীয় ব্যবসায়ী তাদের পাশ দিয়ে গেল। তারা যেতে যেতে পিপাসার্ত হয়ে উঠল। তারা চোখ তুলে সেই কূপটি দেখতে পেল যেখানে যোষেফকে রক্তদান করা হয়েছিল, এবং তারা তাকিয়ে দেখল যে তার উপরে সব ধরণের পাখি রয়েছে।
৬ আর সেই মিদিয়নীয়রা জল পান করার জন্য কূপের দিকে দৌড়ে গেল, কারণ তারা ভেবেছিল তাতে জল আছে। কূপের সামনে এসে তারা কূপের মধ্যে যোষেফের কান্না ও রোদনের শব্দ শুনতে পেল। তারা কূপের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে একটি সুন্দর ও সুন্দর যুবক ছিল।
৭ তারা তাকে ডেকে বলল, "তুমি কে? কে তোমাকে এখানে এনেছে, আর কে তোমাকে মরুভূমির এই গর্তে ফেলেছে?" তারা সকলেই যোষেফকে তুলতে সাহায্য করল এবং তাকে

টেনে বের করে গর্ত থেকে তুলে আনল এবং তাকে নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করল এবং তার ভাইদের পাশ দিয়ে গেল।

৪তারা তাদের বলল, "আমাদের দাসকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চলে যাও, কেন তোমরা এমন করছ? আমরা নিশ্চয়ই এই যুবকটিকে গর্তে ফেলেছিলাম কারণ সে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, আর তোমরা এসে তাকে তুলে নিয়ে যাও; এখন আমাদের দাসকে আমাদের ফিরিয়ে দাও।"

9 মিদিয়নীয়রা উত্তরে যাকোবের পুত্রদের বলল, "এ কি তোমাদের দাস, না এই লোকটি তোমাদের সেবা করে? হয়তো তোমরা সকলেই তার দাস, কারণ সে তোমাদের সকলের চেয়ে সুন্দর এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত, আর তোমরা সকলে আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলছ কেন?"

10অতএব এখন আমরা তোমার কথা শুনব না, তোমার কথায় মনোযোগ দেব না, কারণ আমরা মরুভূমির গর্তে যুবকটিকে পেয়েছিলাম এবং তাকে ধরে এনেছি; অতএব আমরা এগিয়ে যাব।

১১ তখন যাকোবের সমস্ত পুত্র তাদের কাছে এসে তাদের কাছে উঠে বলল, "আমাদের দাসকে আমাদের ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমরা সকলে কেন তরবারির আঘাতে মারা পড়বে?" মিদিয়নীয়রা তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠল, আর তারা তাদের তরবারি বের করে যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল।

১২ আর দেখ, শিমিয়োন তাদের বিরুদ্ধে তার আসন থেকে উঠে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল এবং তার তরবারি বের করে মিদিয়নীয়দের দিকে এগিয়ে গেল এবং তাদের সামনে এমন এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করল যে, তার চিৎকার দূর থেকে শোনা গেল এবং শিমিয়োনের চিৎকারে পৃথিবী কেঁপে উঠল।

১৩ শিমিয়োন ও তার চিৎকারের শব্দে মিদিয়নীয়রা ভীত হয়ে পড়ল এবং মাটিতে পড়ে গেল এবং ভীষণ ভয় পেল।

১৪ শিমিয়োন তাদের বললেন, "আমি শিমিয়োন, ইব্রীয় যাকোবের পুত্র, আমি কেবল আমার ভাইয়ের সাথে শিখিম শহর এবং ইমোরীয়দের শহর ধ্বংস করেছি; ঈশ্বর আমার প্রতিও তাই করবেন, যদি তোমাদের সমস্ত ভাই, মিদিয়নীয়রা এবং কনানের রাজারা তোমাদের সাথে আসে, তবুও তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।"

15 অতএব এখন তুমি যে যুবকটিকে নিয়ে এসেছো তা আমাদের ফিরিয়ে দাও, নাহলে আমি তোমার মাংস আকাশের পাখিদের এবং পৃথিবীর পশুদের দেব।

১৬ মিদিয়নীয়রা শিমিয়োনকে আরও ভয় পেল, আর তারা ভয়, ভয় এবং করুণ কথায় যাকোবের পুত্রদের কাছে এসে বলল,

১৭ তুমি নিশ্চয়ই বলেছ যে, ঐ যুবক তোমার দাস, আর সে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আর তাই তুমি তাকে গর্তে ফেলেছ; তাহলে যে দাস তার মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তার সাথে তুমি কি করবে? এখন তাকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও, তার জন্য তোমার যা কিছু প্রয়োজন, আমরা তোমাকে তা দেব; আর যাকোবের পুত্ররা যাতে তাদের ভাইকে হত্যা না করে, সেজন্য সদাপ্রভু এই কাজ করতে পেরে সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮ মিদিয়নীয়রা যোষেফকে দেখতে সুন্দর ও সুন্দরী দেখে মনে মনে তাকে কামনা করতে লাগল এবং তার ভাইদের কাছ থেকে তাকে কিনে নিতে আগ্রহী হল।

১৯ যাকোবের পুত্ররা মিদিয়নীয়দের কথা শুনল এবং তাদের ভাই যোষেফকে বিশটি রূপার মুদ্রায় তাদের কাছে বিক্রি করে দিল। কিন্তু তাদের ভাই রূবেণ তাদের সাথে ছিল না। মিদিয়নীয়রা যোষেফকে ধরে গিলিয়দের দিকে যাত্রা শুরু করল।

২০ তারা পথ দিয়ে যাচ্ছিল, আর মিদিয়নীয়রা যুবকটিকে কিনে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল। তারা একে অপরকে বলল, "আমরা এ কি করলাম, ইব্রীয়দের কাছ থেকে এই যুবকটিকে নিয়ে, যে দেখতে সুন্দর ও সুন্দরী।"

21 হয়তো এই যুবকটিকে ইব্রীয়দের দেশ থেকে চুরি করা হয়েছে, তাহলে আমরা কেন এই কাজ করলাম? আর যদি তাকে খুঁজতে বের করা হয় এবং আমাদের হাতে পাওয়া যায়, তাহলে আমরা তার মাধ্যমেই মারা যাব।

22 এখন নিশ্চয়ই সাহসী ও শক্তিশালী লোকেরা তাকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, আজ তুমি যাকে দেখেছো তার একজনের শক্তির সমান; হয়তো তারা তাদের শক্তি এবং শক্তিশালী বাহু দিয়ে তাকে তার দেশ থেকে চুরি করেছে, এবং তাই আমরা তাদের যে সামান্য মূল্য দিয়েছিলাম তার বিনিময়ে তাকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

23 আর যখন তারা এইভাবে কথা বলছিল, তখন তারা দেখতে পেল যে, প্রথমে ইশ্মায়েলীয়দের দল আসছে, যাকে যাকোবের পুত্ররা দেখেছিল, তারা মিদিয়নীয়দের দিকে এগিয়ে আসছে। মিদিয়নীয়রা একে অপরকে বলল, "এস, আমরা এই যুবকটিকে আমাদের দিকে আসা ইশ্মায়েলীয়দের দলের কাছে বিক্রি করে দেই; আমরা তাকে যে সামান্য জিনিস দিয়েছিলাম তা তার জন্য নেব, তাহলে আমরা তার মন্দ থেকে মুক্তি পাব।"

24তারা তাই করল, এবং তারা ইশ্মায়েলীয়দের কাছে গেল, আর মিদিয়নীয়রা যোষেফকে বিশটি রূপার মুদ্রায় ইশ্মায়েলীয়দের কাছে বিক্রি করে দিল, যা তারা তার ভাইদের দিয়েছিল।

২৫ মিদিয়নীয়রা গিলিয়দের পথে রওনা হল। ইশ্মায়েলীয়রা যোষেফকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাকে একটি উটের পিঠে চড়তে দিল এবং তারা তাকে মিশরে নিয়ে গেল।

২৬ যোষেফ শুনলেন যে ইশ্মায়েলীয়রা মিশরে যাচ্ছে। আর যোষেফ এই ভেবে বিলাপ করলেন ও কাঁদলেন যে, কেনান দেশ থেকে তাঁর পিতার কাছ থেকে তাঁকে এত দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি উটের পিঠে চড়ে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন। তাদের একজন লোক তাঁকে লক্ষ্য করে উট থেকে নামিয়ে পায়ে হেঁটে নিয়ে গেল। তবুও যোষেফ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে আমার বাবা, আমার বাবা।"

27তখন ইশ্মায়েলীয়দের একজন উঠে যোষেফের গালে আঘাত করল, আর তিনি কাঁদতে লাগলেন; আর যোষেফ পথে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, আর তাঁর প্রাণের তিক্ততার জন্য তিনি এগিয়ে যেতে পারলেন না; তারা সকলে তাঁকে আঘাত করে পথে কষ্ট দিল, আর তাঁকে ভয় দেখাল যাতে তিনি কাঁদতে না পারেন।

28 প্রভু যোষেফের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তার কষ্ট দেখতে পেলেন, এবং প্রভু সেই লোকদের উপর অন্ধকার ও বিভ্রান্তি নেমে আনলেন, এবং যারা তাকে আঘাত করেছিল তাদের প্রত্যেকের হাত শুকিয়ে গেল।
29 তারা একে অপরকে বলল, "ঈশ্বর আমাদের পথে এ কি করলেন?" কিন্তু তারা বুঝতে পারল না যে যোষেফের জন্য তাদের উপর এই ঘটনা ঘটেছে। তারা পথে এগিয়ে গেল এবং ইফ্রাথের সেই পথ ধরে গেল যেখানে রাহেলকে কবর দেওয়া হয়েছিল।
৩০ পরে যোষেফ তাঁর মায়ের কবরে পৌঁছালেন, আর যোষেফ তাড়াতাড়ি করে তাঁর মায়ের কবরের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং কবরের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন।
31আর যোষেফ আপন মাতার কবরের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কহিলেন, হে আমার মা, হে আমার মা, হে আমার জন্মদাতা, এখন জাগো, উঠ, তোমার পুত্রকে দেখ, সে দাসরূপে বিক্রি হইয়াছে, আর কেহ তাহার প্রতি করুণা করে না।
32 ওঠো, তোমার ছেলেকে দেখো, আমার কষ্টের জন্য আমার সাথে কাঁদো, আর আমার ভাইদের হৃদয় দেখো।
33 আমার মাকে জাগিয়ে তোলো, জাগিয়ে তোলো, আমার জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলো, আর আমার ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দাও। ওহ, ওরা আমার জামাটা কেড়ে নিয়েছে, আর ইতিমধ্যেই দুবার আমাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছে, আর আমার বাবার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে, আর আমার প্রতি করুণা করার কেউ নেই।
34 তুমি তাদের জাগিয়ে তোলো এবং ঈশ্বরের সামনে তাদের বিরুদ্ধে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো, আর দেখো ঈশ্বর বিচারে কাকে ধার্মিক বলে গণ্য করবেন এবং কাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন।
৩৫ ওঠো, হে মা, ঘুম থেকে জেগে ওঠো, আর দেখো আমার বাবা আজ আমার সাথে কেমন আছেন, আর তাকে সান্ত্বনা দাও এবং তার হৃদয়কে শান্ত করো।
36 যোষেফ এই কথাগুলো বলতে থাকলেন, আর যোষেফ তাঁর মায়ের কবরের উপরে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন; আর কথা বন্ধ করে দিলেন, আর তিক্ত হৃদয়ে কবরের উপরে পাথরের মত স্থির হয়ে রইলেন।
37 যোষেফ মাটির নিচ থেকে তাঁর সাথে কথা বলতে শুনতে পেলেন, যা তাঁর হৃদয়ের তিক্ততা, কান্নাকাটি ও প্রার্থনার স্বরে এই কথাগুলি বলল:
৩৮ আমার পুত্র, আমার পুত্র যোষেফ, আমি তোমার কান্নার শব্দ এবং তোমার বিলাপের শব্দ শুনেছি; আমি তোমার অশ্রু দেখেছি; আমি তোমার কষ্টগুলি জানি, আমার পুত্র, এবং তোমার জন্য এটি আমাকে দুঃখিত করে, এবং আমার দুঃখের সাথে প্রচুর দুঃখ যোগ হয়েছে।
39 অতএব এখন আমার পুত্র, আমার পুত্র যোষেফ, প্রভুর উপর ভরসা রাখো, তাঁর জন্য অপেক্ষা করো এবং ভয় করো না, কারণ প্রভু তোমার সাথে আছেন, তিনি তোমাকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।
40 "বৎস, ওঠো, তোমার মনিবদের সাথে মিশরে যাও, ভয় করো না, কারণ প্রভু তোমার সাথে আছেন, বৎস।" যোষেফকে সে এই একই কথা বলতে লাগলো, আর সে চুপ করে রইলো।
41 যোষেফ এই কথা শুনলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং কাঁদতে থাকলেন; এর পরে একজন ইশ্মায়েলীয় তাকে কবরের উপরে কাঁদতে ও কাঁদতে দেখে তার উপর তার ক্রোধ প্রজ্বলিত হল, এবং সে তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল, এবং তাকে আঘাত করে অভিশাপ দিল।
42 য়োষেফ লোকদের বললেন, "তোমাদের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাবো এবং আমাকে আমার বাবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক, আর তিনি তোমাদের প্রচুর ধন-সম্পদ দেবেন।"
43তারা উত্তরে তাকে বলল, "তুমি কি একজন দাস নও? তোমার বাবা কোথায়? যদি তোমার বাবা থাকত, তাহলে তোমাকে এত কম দামে দাস হিসেবে দুবার বিক্রি হতে হত না।" এই কথা শুনে তাদের রাগ তখনও তার উপর জ্বলে উঠল, আর তারা তাকে মারধর ও শাস্তি দিতে থাকল, আর যোষেফ খুব কাঁদতে লাগলেন।
44 প্রভু যোষেফের কষ্ট দেখলেন, এবং প্রভু আবার সেই লোকদের আঘাত করলেন এবং তাদের শাস্তি দিলেন। প্রভু পৃথিবীতে তাদের অন্ধকার করে দিলেন, বিদ্যুৎ চমকালো এবং বজ্রপাত হল, বজ্রপাতের শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং প্রচণ্ড বাতাস বইল, এবং লোকেরা ভয় পেয়ে গেল এবং কোথায় যাবে তা বুঝতে পারল না।
45 কিন্তু পশু ও উট দাঁড়িয়ে রইল, আর তাদের নিয়ে চলল, কিন্তু তারা যেতে রাজি হল না, বরং তাদের আঘাত করল, আর তারা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল; আর লোকেরা একে অপরকে বলল, "ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কি করলেন? আমাদের অপরাধ কি, আর আমাদের পাপ কি যে আমাদের প্রতি এই ঘটনা ঘটল?"
46তখন তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিয়ে বলল, "হয়তো এই দাসকে কষ্ট দেওয়ার পাপের জন্যই আজ আমাদের উপর এই ঘটনা ঘটেছে; অতএব এখন তোমরা তাঁর কাছে দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করো যেন তিনি আমাদের ক্ষমা করেন, তাহলে আমরা জানতে পারব কার দোষে আমাদের উপর এই অমঙ্গল ঘটছে; আর যদি ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করেন, তাহলে আমরা জানতে পারব যে এই দাসকে কষ্ট দেওয়ার পাপের জন্যই আমাদের উপর এই সব ঘটেছে।"
47তারা তাই করল, আর যোষেফের কাছে বিনতি করল এবং ক্ষমা করার জন্য তাকে অনুরোধ করল; আর বলল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে এবং তোমার কাছে পাপ করেছি, অতএব এখন তুমি তোমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি আমাদের মধ্য থেকে এই মৃত্যু দূর করেন, কারণ আমরা তার কাছে পাপ করেছি।
48 যোষেফ তাদের কথা অনুসারে কাজ করলেন; আর সদাপ্রভু যোষেফের কথা শুনলেন; আর সদাপ্রভু যোষেফের জন্য সেই লোকদের উপর যে মহামারী চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা দূর করলেন; আর পশুরা মাটি থেকে উঠে তাদের চালাতে লাগল, আর তারা এগিয়ে গেল; তাতে প্রচণ্ড ঝড় থামল এবং পৃথিবী শান্ত হল; আর সেই লোকেরা মিশরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করল; আর লোকেরা বুঝতে

পারল যে যোষেফের জন্যই তাদের উপর এই অমঙ্গল এসেছে।

49তারা একে অপরকে বলল, "দেখ, আমরা জানি যে, তারই জন্য এই বিপদ আমাদের উপর এসেছে; তাহলে এখন আমরা কেন আমাদের প্রাণের উপর এই মৃত্যু আনব? এসো, আমরা এই দাসের প্রতি কি করব, তা নিয়ে আলোচনা করি।"

৫০ একজন উত্তর দিল, "সে আমাদের বলেছে যেন তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে আনা হয়; এখন এসো, আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি এবং তিনি যে জায়গায় বলবেন সেখানে যাই এবং তার পরিবারের কাছ থেকে আমরা তার জন্য যে মূল্য দিয়েছিলাম তা নিই এবং তারপর চলে যাই।"

51 আর একজন আবার উত্তর দিল, দেখো, এই পরামর্শ খুবই ভালো, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না কারণ পথ আমাদের থেকে অনেক দূরে, এবং আমরা আমাদের পথ থেকে সরে যেতে পারি না।

52আর একজন উত্তর দিল এবং তাদের বলল, এই পরামর্শ মেনে নিতে হবে, আমরা এর থেকে বিচ্যুত হব না; দেখো আমরা আজ মিশরে যাচ্ছি, এবং যখন আমরা মিশরে পৌঁছাব, তখন আমরা তাকে সেখানে চড়া দামে বিক্রি করব, এবং আমরা তার মন্দ থেকে মুক্তি পাব।

53 এই কথা লোকদের কাছে খুশি হল এবং তারা তাই করল, এবং যোষেফের সাথে মিশরের দিকে যাত্রা করল।

অধ্যায় ৪৩

1 আর যখন যাকোবের পুত্ররা তাদের ভাই যোষেফকে মিদিয়নীয়দের কাছে বিক্রি করে দিল, তখন তাদের হৃদয় তার জন্য দুঃখিত হল, এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল, এবং তারা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার খোঁজ করল, কিন্তু তাকে পেল না।

2আর রূবেণ যোষেফকে যে কূপে রাখা হয়েছিল, সেই কূপে ফিরে গেল, যেন তাকে তুলে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়; আর রূবেণ গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কোন কথা শুনতে পেল না, সে যোষেফকে ডাকল, যোষেফ! কিন্তু কেউ উত্তর দিল না, একটা কথাও বলল না।

3আর রূবেণ কহিল, যোষেফ ভয়ে মারা গিয়াছে, অথবা কোন সর্প তাহাকে মেরে ফেলিয়াছে; আর রূবেণ গর্তে নামিয়া যোষেফের অন্বেষণ করিল, কিন্তু গর্তে তাহাকে পাইল না, এবং আবার বাহির হইয়া আসিল।

৪ তখন রূবেণ তাঁর পোশাক ছিঁড়ে বললেন, "ছেলেটি তো নেই, আর যদি আমার বাবা মারা যায়, তাহলে আমি তার বিষয়ে কীভাবে তাঁর সাথে মিলিত হব?" পরে তিনি তাঁর ভাইদের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তারা যোষেফের জন্য শোক করছে এবং কীভাবে তাদের বাবাকে তার বিষয়ে মিলিত করা যায়, তা নিয়ে পরামর্শ করছে। রূবেণ তাঁর ভাইদের বললেন, "আমি কূপের কাছে এসে দেখলাম, আর দেখ, যোষেফ সেখানে নেই। তাহলে আমরা আমাদের বাবাকে কি বলব? কারণ আমার বাবা আমার কাছ থেকে কেবল ছেলেটিকেই খুঁজবেন।"

5তার ভাইয়েরা তাকে উত্তর দিল, "আমরা এইভাবে এইভাবে কাজ করেছি, আর এই কাজের জন্য আমাদের হৃদয় পরে দুঃখিত হয়েছিল, আর এখন আমরা আমাদের পিতাকে কীভাবে এর সাথে মিলিত করব তার অজুহাত খুঁজতে বসে আছি।"

6 রূবেণ তাদের বলল, "তোমরা আমাদের পিতার পাকা চুল শোকে কবরে নামিয়ে এ কি করেছ? তোমরা যা করেছ তা ঠিক নয়।"

7আর রূবেণ তাহাদের সহিত বসিল, এবং তাহারা সকলে উঠিয়া পরস্পর শপথ করিল যে, যাকোবকে এই কথা বলিবে না; এবং সকলে কহিল, যে ব্যক্তি আমাদের পিতাকে, কিম্বা তাঁহার পরিজনকে, কিম্বা দেশীয় কোন সন্তানকে এই কথা জানাইবে, আমরা সকলে তাহার বিরুদ্ধে উঠিব এবং খড়্গ দ্বারা তাহাকে বধ করিব।

৪ এই বিষয়ে যাকোবের পুত্ররা, ছোট থেকে বড় পর্যন্ত, একে অপরকে ভয় পেত, এবং কেউই একটি কথাও বলত না, এবং তারা তাদের হৃদয়ে এই কথা গোপন রাখত।

9 এরপর তারা বসে তাদের বাবা যাকোবকে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু বলার জন্য সিদ্ধান্ত নিল এবং চিন্তা করল।

১০ ইষাখর তাদের বললেন, "তোমাদের জন্য একটা পরামর্শ হল, যদি এই কাজ করা তোমাদের ভালো মনে হয়, তাহলে যোষেফের পোশাকটি ছিঁড়ে ফেলো এবং একটি ছাগল মেরে তার রক্তে ডুবিয়ে রাখো।"

১১ আর আমাদের বাবার কাছে পাঠাও, আর যখন সে দেখবে, তখন সে বলবে, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে, তাই তার জামা ছিঁড়ে ফেলো, দেখো তার রক্ত তার জামার উপর লেগে আছে, আর তুমি এটা করলে আমরা আমাদের বাবার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবো।

১২ ইষাখরের পরামর্শ তাদের কাছে খুশি হল, আর তারা তাঁর কথা শুনল এবং ইষাখরের পরামর্শ অনুসারে কাজ করল।

১৩ তখন তারা তাড়াতাড়ি করে যোষেফের জামাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল, আর একটা ছাগল মেরে জামাটা ছাগলের রক্তে ডুবিয়ে ধুলোয় মাড়িয়ে দিল। তারপর তারা নপ্তালির হাতে জামাটা তাদের বাবা যাকোবের কাছে পাঠিয়ে দিল, আর তাকে এই কথাগুলো বলতে আদেশ দিল:

১৪ আমরা পশুপাল জড়ো করে শিখিমের রাস্তা পর্যন্ত আরও দূরে এসে পৌঁছালাম, এমন সময় মরুভূমিতে রক্ত ও ধুলোয় ভেজা এই জামাটি রাস্তায় দেখতে পেলাম; এখন জেনে নাও এটা তোমার ছেলের জামা কি না।

১৫ নপ্তালি তার বাবার কাছে গেল এবং সে তাকে সেই শালটি দিল এবং তার ভাইরা তাকে যা যা আদেশ করেছিল, সে সবই তাকে বলল।

১৬ যাকোব যোষেফের পোশাকটি দেখে চিনতে পারলেন এবং মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলেন। পরে তিনি উঠে জোরে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললেন, "এটা আমার ছেলে যোষেফের পোশাক।"

১৭ তখন যাকোব তাড়াতাড়ি করে তার এক ভৃত্যকে তার ছেলেদের কাছে পাঠালেন। ভৃত্যটি তাদের কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, তারা পথ ধরে পালের পাল নিয়ে আসছে।

১৮ পরে সন্ধ্যাবেলায় যাকোবের পুত্ররা তাদের বাবার কাছে এসে দেখল তাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং

তাদের মাথায় ধুলো লেগে আছে। তারা তাদের পিতাকে কাঁদতে কাঁদতে দেখতে পেল।

১৯ তখন যাকোব তাঁর পুত্রদের বললেন, "আমাকে সত্যি করে বলো তো, আজ হঠাৎ তোমরা আমার উপর কি বিপদ এনেছ?" তারা তাদের পিতা যাকোবকে উত্তর দিয়ে বলল, "আমরা আজ মেষপাল জড়ো করার পর পথে যাচ্ছিলাম, আর মরুভূমির পথ ধরে শিখিম শহরে এসে পৌঁছালাম, আর মাটিতে রক্তে ভরা এই জামাটি দেখতে পেলাম, আর আমরা তা বুঝতে পেরেছি, আর যদি তোমরা জানতে পারো, তাহলে তোমাদের কাছে পাঠালাম।"

20যাকোব তার ছেলেদের কথা শুনে জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "এটা আমার ছেলের জামা, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে; যোষেফ ছিঁড়ে গেছে, কারণ আমি আজ তাকে পাঠিয়েছি তোমার ও পশুপালের মঙ্গল আছে কিনা তা দেখার জন্য এবং তোমার কাছ থেকে আমাকে খবর দেওয়ার জন্য।" আমি যেমন তাকে আদেশ দিয়েছিলাম সে তেমনই চলে গেল। আজ তার প্রতি এই ঘটনা ঘটল, কারণ আমি ভেবেছিলাম আমার ছেলে তোমার সাথে আছে।

21যাকোবের পুত্ররা উত্তরে বলল, "সে আমাদের কাছে আসেনি, আর তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময় থেকে এখন পর্যন্ত আমরা তাকে দেখিনি।"

22 তাদের কথা শুনে যাকোব আবার জোরে চিৎকার করে উঠলেন, আর উঠে নিজের পোশাক ছিঁড়লেন, কোমরে চট জড়িয়ে নিলেন, আর খুব কাঁদলেন, শোক করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে উচ্চস্বরে বললেন,

23 আমার পুত্র যোষেফ, হে আমার পুত্র যোষেফ, তোমার ভাইদের মঙ্গলের জন্য আজ আমি তোমাকে পাঠালাম, আর দেখ, তুমি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে; আমার হাত দিয়েই আমার পুত্রের প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে।

24তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার ছেলে যোষেফ, তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে; তুমি আমার জীবনে কত মিষ্টি ছিলে, আর এখন তোমার মৃত্যু আমার কাছে কত তিক্ত!

২৫ ০ তোমার পরিবর্তে আমি মারা গেছি, আমার ছেলে যোষেফ, কারণ তোমার জন্য আমার মন খারাপ, হে আমার ছেলে, হে আমার ছেলে। যোষেফ আমার ছেলে, তুমি কোথায়, আর তোমাকে কোথায় টেনে আনা হয়েছে? ওঠো, তোমার জায়গা থেকে ওঠো, আর তোমার জন্য আমার দুঃখ দেখো, হে আমার ছেলে যোষেফ।

26 এখন এসো, আমার চোখ থেকে গাল বেয়ে যে অশ্রুধারা ঝরছে তা গণনা করো, এবং প্রভুর সামনে তুলে ধরো, যাতে তাঁর ক্রোধ আমার উপর থেকে সরে যায়।

২৭ ০ আমার পুত্র যোষেফ, তুমি কীভাবে এমন একজনের হাতে পড়ে গেলে যার দ্বারা পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পড়েনি; কারণ তুমি একজন শত্রুর আঘাতে নিহত হয়েছ, নিষ্ঠুরতার সাথে, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে আমার পাপের অজস্রতার কারণে তোমার সাথে এটি ঘটেছে।

28 "এখন জাগিয়ে দেখ, তোমার জন্য আমার কষ্ট কতটা তিক্ত! যদিও আমি তোমাকে লালন-পালন করিনি, তোমাকে গঠন করিনি, তোমাকে শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রাণ দিইনি, কিন্তু ঈশ্বরই তোমাকে গঠন করেছেন, তোমার হাড় তৈরি করেছেন এবং মাংস দিয়ে সেগুলো ঢেকেছেন, তোমার নাকে জীবনের নিঃশ্বাস ফুঁকিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাকে আমাকে দিয়েছেন।"

29 ঈশ্বর, যিনি তোমাকে আমার কাছে দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, আর তোমার উপর এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

30আর যাকোব যোষেফের বিষয়ে এই কথাগুলোই বলতে লাগলেন, আর তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন; মাটিতে পড়ে গিয়ে নীরব হয়ে গেলেন।

31যাকোবের সমস্ত পুত্র তাদের বাবার কষ্ট দেখে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল এবং তারাও খুব কাঁদতে লাগল।

32 তখন যিহূদা উঠে তার বাবার মাথা মাটি থেকে তুলে নিজের কোলে রাখল, আর তার গাল থেকে বাবার চোখের জল মুছে দিল। যিহূদা খুব কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আর তার বাবার মাথা পাথরের মতো স্থির হয়ে তার কোলে হেলান দিয়েছিল।

33যাকোবের পুত্ররা তাদের বাবার কষ্ট দেখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, আর যাকোব তখনও পাথরের মতো মাটিতে শুয়ে ছিলেন।

34তারপর তাঁর সমস্ত পুত্র, তাঁর দাস এবং দাসীদের সন্তানরা উঠে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর চারপাশে দাঁড়াল, কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেতে রাজি হলেন না।

৩৫ তখন যাকোবের সমস্ত পরিবার উঠে যোষেফ ও তাদের বাবার কষ্টের জন্য মহা শোক করল। এই খবর যাকোবের পিতা অব্রাহামের পুত্র ইস্হাকের কানে গেল। ইস্হাক ও তাঁর পরিবারের সকলে যোষেফের জন্য খুব কাঁদলেন। পরে তিনি তাঁর লোকদের নিয়ে হিব্রোণে তাঁর বাসস্থান ছেড়ে চলে গেলেন এবং তাঁর পুত্র যাকোবকে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু তিনি সান্ত্বনা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না।

36 এরপর যাকোব মাটি থেকে উঠলেন, আর তাঁর গাল বেয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন, "ওঠো, তোমাদের তরবারি ও ধনুক নিয়ে মাঠে যাও, আর আমার ছেলের মৃতদেহ খুঁজে পাও কিনা তা খুঁজে আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তা কবর দিতে পারি।"

৩৭ আমি অনুরোধ করছি, পশুদের মধ্যে থেকেও তাদের খুঁজে বের করো এবং তাদের শিকার করো, এবং যা আগে আসবে তা ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো, হয়তো প্রভু আজ আমার কষ্টে করুণা করবেন, এবং তোমার সামনে সেই ব্যক্তিকে প্রস্তুত করবেন যিনি আমার ছেলেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন, এবং আমার কাছে আনবেন, এবং আমি আমার ছেলের প্রতিশোধ নেব।

38আর তাহার পুত্রগণ তাহাদের পিতার আজ্ঞানুসারে কর্ম করিল, এবং তাহারা ভোরে উঠিয়া প্রত্যেকে আপন আপন তলোয়ার ও ধনুক হাতে লইয়া পশুদিগকে শিকার করিতে মাঠে বাহির হইল।

39 আর যাকোব তখনও জোরে জোরে কাঁদছিলেন এবং ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক হাঁটছিলেন এবং হাত চাপড়াচ্ছিলেন, বললেন, "আমার ছেলে যোষেফ, আমার ছেলে যোষেফ।"

40 আর যাকোবের পুত্ররা পশুদের ধরতে প্রান্তরে গেল, আর দেখ, একটি নেকড়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল, আর তারা তাকে ধরে তাদের বাবার কাছে নিয়ে গেল। তারা তাকে বলল, "এটাই আমরা প্রথম খুঁজে পেয়েছি, আর তুমি যেমন আমাদের আদেশ করেছিলে, আমরা তাকে তোমার কাছে এনেছি, আর তোমার ছেলের মৃতদেহ আমরা পাইনি।"

৪১ তারপর যাকোব তার ছেলেদের হাত থেকে পশুটিকে নিয়ে জোরে জোরে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠলেন, পশুটিকে হাতে ধরে, আর তিক্ত হৃদয়ে পশুটিকে বললেন, "তুমি আমার ছেলে যোষেফকে কেন গ্রাস করলে? আর পৃথিবীর ঈশ্বরকে ভয় করলে না, আর আমার ছেলে যোষেফের জন্য আমার কষ্টকেও কেন ভয় পেলে না?"

42 আর তুমি আমার ছেলেকে অকারণে গ্রাস করেছ, কারণ সে কোন হিংস্রতা করেনি, এবং এর ফলে তুমি তার জন্য আমাকে দোষী করেছ, তাই ঈশ্বর তার প্রতিশোধ নেবেন যার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

43 আর প্রভু যাকোবকে তার কথা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পশুটির মুখ খুললেন, এবং এটি যাকোবকে উত্তর দিল এবং তাকে এই কথাগুলি বলল,

৪৪ যিনি পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই জীবন্ত ঈশ্বরের কসম, আর আপনার আত্মার কসম, হে প্রভু, আমি আপনার পুত্রকে দেখিনি, তাকে ছিঁড়েও ফেলিনি, কিন্তু দূর দেশ থেকে আমি আমার পুত্রকে খুঁজতে এসেছিলাম, যে আজ আমার কাছ থেকে চলে গেছে, আর আমি জানি না সে জীবিত আছে কি মৃত।

45 আজ আমি আমার ছেলের খোঁজে মাঠে এসেছি, আর তোমার ছেলেরা আমাকে খুঁজে পেয়ে আমাকে ধরে আমার দুঃখ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আজ আমাকে তোমার সামনে এনেছে, আর এখন আমি আমার সমস্ত কথা তোমাকে বলেছি।

46 "এখন, হে মানুষের সন্তান, আমি তোমার হাতে, আর আজ আমার প্রতি তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো মনে হয় তাই করো। কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জীবনের কসম, আমি তোমার পুত্রকে দেখিনি, তাকে টুকরো টুকরো করিনি, আর আমার জীবনের সমস্ত দিন মানুষের মাংস আমার মুখে প্রবেশ করেনি।

47 আর যাকোব যখন সেই জন্তুটির কথা শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, এবং তাঁর হাত থেকে জন্তুটিকে তাড়িয়ে দিলেন, আর সে তার পথে চলে গেল।

48আর যাকোব যোষেফের জন্য দিনের পর দিন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন, এবং পুত্রের জন্য অনেক দিন শোক করলেন।

অধ্যায় ৪৪

1 মিদিয়নীয়দের কাছ থেকে যোষেফকে কিনে নেওয়া ইশ্মায়েলের ছেলেরা, যারা তাকে তার ভাইদের কাছ থেকে কিনেছিল, তারা যোষেফের সাথে মিশরে গেল। তারা মিশরের সীমানায় এসে পৌঁছাল। মিশরের কাছে পৌঁছানোর পর, তারা অব্রাহামের পুত্র মদানের চারজন ছেলের সাথে দেখা করল, যারা মিশর দেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

2 তখন ইশ্মায়েলীয়রা তাদের বলল, "তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে এই দাসকে কিনতে চাও?" তারা বলল, "ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও।" তারা যোষেফকে তাদের হাতে তুলে দিল। তারা তাকে দেখতে পেল যে সে খুবই সুন্দর যুবক, তাই তারা তাকে বিশ শেকেল দিয়ে কিনে নিল।

3 ইশ্মায়েলীয়রা মিশরের দিকে তাদের যাত্রা শুরু করল এবং মদানীয়রাও সেই দিন মিশরে ফিরে এল। মদানীয়রা একে অপরকে বলল, "দেখ, আমরা শুনেছি যে, ফেরাউনের একজন কর্মচারী, রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি পোটীফর একজন ভালো দাস খুঁজছেন, যিনি তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর সামনে দাঁড়াবেন এবং তাঁর বাড়ির ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হবেন।"

4 অতএব এখন এস, আমরা তাকে তার কাছে বিক্রি করে দেই, যদি সে আমাদের যা চাই তা দিতে পারে।

5তখন সেই মদানীয়রা গিয়ে পোটীফরের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলল, "আমরা শুনেছি যে আপনি আপনার সেবা করার জন্য একজন ভালো দাস খুঁজছেন। দেখুন, আমাদের একজন দাস আছে যে আপনাকে সন্তুষ্ট করবে, যদি আপনি আমাদের যা চাই তা দিতে পারেন, তাহলে আমরা তাকে আপনার কাছে বিক্রি করে দেব।"

6 পোটীফর বললেন, "ওকে আমার সামনে নিয়ে এসো, আমি তাকে দেখতে পাব। যদি সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে তুমি যা চাইবে তা আমি তোমাকে দেব।"

7তখন মদানী লোকেরা গিয়ে যোষেফকে নিয়ে এসে পোটীফরের সামনে দাঁড় করালো; পোটীফর তাকে দেখে খুব খুশি হলেন। পোটীফর তাদের বললেন, "এই যুবকের জন্য তোমাদের কী দরকার বল?"

৪ তারা বলল, "আমরা তার জন্য চারশো রূপার মুদ্রা চাই।" পোটিফর বলল, "তুমি যদি তার বিক্রির রেকর্ড আমার কাছে এনে দাও এবং তার ইতিহাস বলো, তাহলে আমি তোমাকে তা দেব, কারণ হয়তো সে চুরি হয়ে গেছে, কারণ এই যুবকটি দাসও নয়, দাসের ছেলেও নয়, কিন্তু আমি তার মধ্যে একজন সুদর্শন এবং সুন্দর ব্যক্তির চেহারা দেখতে পাচ্ছি।"

9তখন মদানী লোকেরা গিয়ে সেই ইশ্মায়েলীয়দের তাঁর কাছে নিয়ে আসল, যারা তাঁকে তাদের কাছে বিক্রি করেছিল। তারা তাঁকে বলল, "সে একজন দাস এবং আমরা তাঁকে তাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।"

১০ পোটীফর ইশ্মায়েলীয়দের কথা শুনে মেদানীয়দের কাছে রূপা দান করল। মেদানীয়রা সেই রূপা নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করল এবং ইশ্মায়েলীয়রাও ঘরে ফিরে গেল।

১১ তখন পোটীফর যোষেফকে লইয়া আপন গৃহে আনিয়া তাঁহার সেবা করিলেন; আর যোষেফ পোটীফরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলেন, এবং তাঁহার উপর আস্থা রাখিলেন, এবং তাঁহাকে আপন গৃহের অধ্যক্ষ করিলেন, এবং তাঁহার সর্বস্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

১২ আর প্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন এবং তিনি একজন সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। প্রভু যোষেফের জন্য পোটীফরের পরিবারকে আশীর্বাদ করলেন।

১৩ আর পোটীফর তার সবকিছু যোষেফের হাতে ছেড়ে দিলেন, আর যোষেফই জিনিসপত্রের ভেতরে-বাইরে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন, আর পোটীফরের বাড়িতে সবকিছুই তার ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত।
১৪ যোষেফের বয়স আঠারো বছর। তিনি ছিলেন সুন্দর চোখ ও সুন্দর চেহারার যুবক। সারা মিশরে তাঁর মত আর কেউ ছিল না।
১৫ সেই সময় যখন যোষেফ তার মনিবের বাড়িতে ছিলেন, ঘরে যাতায়াত করতেন এবং তার মনিবের সেবা করতেন, তখন তার মনিবের স্ত্রী সিলিকা যোষেফের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং দেখলেন, তিনি একজন সুন্দর ও সুন্দর যুবক।
১৬ আর সে মনে মনে তার সৌন্দর্য কামনা করল, আর তার প্রাণ যোষেফের উপর নিবদ্ধ রইল, আর দিনের পর দিন তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, আর সিলিকা প্রতিদিন যোষেফকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, কিন্তু যোষেফ তার মনিবের স্ত্রীকে দেখার জন্য চোখ তুলে তাকালেন না।
১৭ তখন সিলীকা তাকে বলল, "তোমার চেহারা ও আকৃতি কত সুন্দর! আমি সব দাসদের দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু তোমার মত এত সুন্দর দাসী আর দেখিনি।" যোষেফ তাকে বললেন, "যাঁরা আমাকে আমার মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"
১৮ সে তাকে বলল, "তোমার চোখ দুটো কত সুন্দর, যা দিয়ে তুমি মিশরের সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোককে মুগ্ধ করেছ; আর সে তাকে বলল, "আমরা জীবিত থাকাকালীন ওরা কত সুন্দর, কিন্তু যদি তুমি কবরে ওদের দেখতে পাও, তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে।"
১৯ সে তাকে বলল, "তোমার সব কথা কত সুন্দর ও মনোরম; এখন, বিনয় করি, ঘরের মধ্যে যে বীণা আছে তা নিয়ে তোমার হাতে বাজাও, আর আমরা তোমার কথা শুনি।"
20 তিনি তাকে বললেন, "আমার ঈশ্বরের প্রশংসা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করার সময় আমার কথাগুলো কত সুন্দর ও মনোরম লাগে।" তিনি তাকে বললেন, "তোমার মাথার চুলগুলো কত সুন্দর! দেখ, ঘরে যে সোনার চিরুনি আছে, তা নাও এবং তোমার মাথার চুলগুলো কোঁকড়া করে দাও।"
21 তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি কতক্ষণ এইসব কথা বলবে? আমাকে এইসব কথা বলা বন্ধ করো, আর উঠে তোমার ঘরের কাজকর্ম করো।"
22আর সে তাহাকে কহিল, আমার বাটীতে কেহ নাই, তোমার কথা ও তোমার ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই করিবার নাই; তবুও সে যোষেফকে আপন নিকটে আনিতে পারিল না, এবং সেও তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল না, বরং ভূমিতে দৃষ্টি রাখিল।
২৩ আর সিলিকা মনে মনে যোষেফকে তার সাথে শয়ন করতে বলল। আর যখন যোষেফ ঘরে বসে তার কাজ করছিলেন, তখন সিলিকা এসে তার সামনে বসল এবং প্রতিদিন তাকে তার সাথে শয়ন করতে, অথবা তার দিকে তাকাতে প্রলুব্ধ করল, কিন্তু যোষেফ তার কথা শুনলেন না।
24 সে তাকে বলল, "তুমি যদি আমার কথামত না করো, তাহলে আমি তোমাকে মৃত্যুর শাস্তি দেব এবং তোমার উপর লোহার জোয়াল চাপিয়ে দেব।"
25 যোষেফ তাকে বললেন, "মানুষ সৃষ্টিকারী ঈশ্বর বন্দীদের শৃঙ্খল মুক্ত করেন, আর তিনিই আমাকে তোমার কারাগার থেকে ও তোমার বিচার থেকে উদ্ধার করবেন।"
২৬ আর যখন সে তাকে রাজি করাতে পারল না, এবং তার আত্মা এখনও তার উপর স্থির ছিল, তখন তার কামনা তাকে এক ভয়াবহ অসুস্থতায় ঠেলে দিল।
২৭ মিশরের সমস্ত স্ত্রীলোক তার সাথে দেখা করতে এসে তাকে বলল, "তুমি কেন এই অবনতির মধ্যে আছো? তুমি তো কোন কিছুরই অভাব করো না; তোমার স্বামী রাজার দৃষ্টিতে একজন মহান ও সম্মানিত রাজপুত্র, তোমার কি তোমার মনের ইচ্ছার কিছুরই অভাব থাকা উচিত?"
28 তখন সিলীকা তাদের উত্তরে বললেন, "আজ তোমাদের জানা যাবে যে, তোমরা আমাকে যখন দেখছ, তখন এই অশান্তি কোথা থেকে এসেছে।" তিনি তাঁর দাসীদের সকল স্ত্রীলোকের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করলেন, আর সকল স্ত্রীলোক সিলীকার ঘরে ভোজন করলেন।
29 আর সে তাদের ছুরি দিল যাতে তারা লেবুর খোসা ছাড়িয়ে খায়, আর সে আদেশ দিল যেন তারা যোষেফকে দামী পোশাক পরায় এবং তাকে তাদের সামনে হাজির করা হয়। তখন যোষেফ তাদের চোখের সামনে এলো এবং সমস্ত মহিলা যোষেফের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তার দিক থেকে তাদের চোখ সরাতে পারল না। তারা সকলে তাদের হাতে থাকা ছুরি দিয়ে তাদের হাত কেটে ফেলল, আর তাদের হাতে থাকা সমস্ত লেবুর রক্তে ভরা।
30 আর তারা জানত না যে তারা কী করেছে, তবুও তারা যোষেফের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল, এবং তার দিক থেকে তাদের চোখের পাতা ফিরিয়ে নিল না।
31 সিলিকা তাদের কাজ দেখে তাদের বলল, "তোমরা এ কি কাজ করেছ? দেখ, আমি তোমাদের খেতে লেবু দিয়েছিলাম, আর তোমরা সকলেই তোমাদের হাত কেটে ফেলেছ।"
32 আর সমস্ত স্ত্রীলোক তাদের হাত দেখতে পেল, আর দেখল সেগুলো রক্তে ভরা, আর তাদের পোশাকের উপর রক্ত ঝরছে। তারা তাকে বলল, "তোমার ঘরের এই দাসী আমাদের পরাজিত করেছে, আর আমরা তার সৌন্দর্য দেখে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না।"
33 আর সে তাদের বলল, "তোমরা যখন তার দিকে তাকিয়েছিলে, তখনই তোমাদের উপর এই ঘটনা ঘটেছে, আর তোমরা নিজেকে তার থেকে দূরে রাখতে পারোনি। তাহলে আমি কীভাবে নিজেকে থামাতে পারি যখন সে সবসময় আমার বাড়িতে থাকে, আর আমি তাকে দিনের পর দিন আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখি? তাহলে আমি কীভাবে এই কারণে পতন বা এমনকি ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি?"
34 তারা তাকে বলল, "কথাগুলো সত্যি, কারণ ঘরে এই সুন্দর রূপ দেখে কে তাকে এড়িয়ে চলতে পারে, আর সে কি তোমার ঘরের দাস ও পরিচারক নয়? আর তুমি কেন তাকে তোমার হৃদয়ের কথা বলো না এবং এই ঘটনার জন্য তোমার প্রাণকে ধ্বংস হতে দাও না?"
৩৫ আর সে তাদের বলল, "আমি প্রতিদিন তাকে রাজি করানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু সে আমার ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি হচ্ছে না, আর আমি তাকে সবকিছু ভালো করার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তবুও তার কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাচ্ছি না; অতএব, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি এখন এক অবনতিশীল অবস্থায় আছি।"

36আর যোষেফের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষার জন্য সিলীকা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, এবং তার জন্য সে ভীষণ প্রেমে পড়ল; আর সিলীকার বাড়ির লোকেরা এবং তার স্বামী এই বিষয় কিছুই জানত না যে, যোষেফের প্রতি তার ভালোবাসার জন্য সিলীকা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

37তার বাড়ির সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেন অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ছো, আর তোমার কোন অভাব নেই?" সে তাদের বলল, "আমি জানি না যে, প্রতিদিন আমার উপর এই জিনিসটা বেড়েই চলেছে।"

38আর সমস্ত স্ত্রীলোক ও তার বান্ধবীরা প্রতিদিন তাকে দেখতে আসত, আর তারা তার সাথে কথা বলত, আর সে তাদের বলত, "এটা কেবল যোষেফের ভালোবাসার কারণেই সম্ভব।" তারা তাকে বলল, "ওকে প্রলুব্ধ করে গোপনে ধরে ফেলো, হয়তো সে তোমার কথা শুনবে এবং তোমার কাছ থেকে এই মৃত্যুকে দূরে রাখবে।"

39আর সিলিকা যোষেফের প্রতি তার ভালোবাসার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল, এবং সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল, অবশেষে তার দাঁড়ানোর শক্তি কমে গেল।

40 আর এক দিন যোষেফ ঘরে তাঁর মনিবের কাজ করছিলেন, এমন সময় সিলিকা গোপনে এসে হঠাৎ তাঁর উপর আক্রমণ করলেন; আর যোষেফ তাঁর বিরুদ্ধে উঠলেন, আর তিনি তাঁর চেয়েও শক্তিশালী হয়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

41 তখন সিলিকা তার প্রতি তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য কাঁদতে লাগল, এবং কাঁদতে কাঁদতে তাকে অনুরোধ করল, এবং তার চোখের জল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, এবং সে বিনতির স্বরে এবং তিক্ত আত্মার সাথে তাকে বলল,

৪২ তুমি কি কখনও আমার মতো এত সুন্দরী, অথবা আমার চেয়েও ভালো কোন মহিলার কথা শুনেছো, দেখেছো বা জেনেছো, যে প্রতিদিন তোমার সাথে কথা বলে, তোমার প্রতি ভালোবাসায় পতন ঘটায়, তোমাকে এই সমস্ত সম্মান প্রদান করে, তবুও তুমি আমার কথা শোনো না?

43 আর যদি তোমার প্রভুর ভয় থাকে, পাছে তিনি তোমাকে শাস্তি দেন, তাহলে রাজার কসম, এই কাজের মাধ্যমে তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; অতএব এখন, প্রার্থনা করো, আমার কথা শোনো, এবং আমি তোমাকে যে সম্মান দিয়েছি তার জন্য সম্মত হও, এবং আমার কাছ থেকে এই মৃত্যুকে দূরে রাখো, তাহলে তোমার জন্য আমি কেন মরব? " এই বলে সে কথা বন্ধ করে দিল।

44তখন যোষেফ উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার কথা ত্যাগ কর, এই বিষয় আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও; দেখ, আমার প্রভু জানেন না যে, ঘরে আমার কি আছে, কারণ তাঁহার সর্বস্ব তিনি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তবে আমি আমার প্রভুর বাটীতে এই সকল কিরূপে করিব?

45 কারণ তিনি তাঁর গৃহে আমাকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন, এবং তিনি আমাকে তাঁর গৃহের অধ্যক্ষও করেছেন, এবং তিনি আমাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, আর এই গৃহে আমার চেয়ে মহান আর কেউ নেই, এবং আমার প্রভু আমাকে কিছুই নিষেধ করেননি, কেবল তুমি, যিনি তাঁর স্ত্রী, তাহলে তুমি কীভাবে আমাকে এই কথা বলতে পারো, এবং আমি কীভাবে ঈশ্বর এবং তোমার স্বামীর প্রতি এই মহা পাপ ও পাপ করতে পারি?

46 অতএব এখন তুমি আমার কাছ থেকে বিরত থাকো, আর এই ধরণের কথা আর বলো না, কারণ আমি তোমার কথা শুনব না।" কিন্তু যোষেফ যখন সিলিকাকে এই কথাগুলো বললেন, তখন সে তার কথা শুনল না, বরং সে প্রতিদিন তাকে তার কথা শোনার জন্য প্রলুব্ধ করল।

47 এর পরে মিশরের নদী তার চারপাশ থেকে পূর্ণ হয়ে গেল, এবং মিশরের সমস্ত বাসিন্দারা বেরিয়ে পড়ল, এবং রাজা ও রাজপুত্ররাও খঞ্জনি বাজিয়ে ও নৃত্য করে বেরিয়ে পড়ল, কারণ মিশরে এটি ছিল এক বিরাট আনন্দের উৎসব, এবং সিহোর সমুদ্র প্লাবিত হওয়ার সময় একটি ছুটির দিন, এবং তারা সারা দিন আনন্দ করার জন্য সেখানে গিয়েছিল।

48 মিশরীয়রা যখন তাদের রীতি অনুসারে আনন্দ করার জন্য নদীতে গেল, তখন পোটীফরের পরিবারের সকল লোক তাদের সাথে গেল, কিন্তু সিলিকা তাদের সাথে যেতে রাজি হল না, কারণ সে বলল, "আমি অসুস্থ," এবং সে ঘরে একা রইল, এবং ঘরে তার সাথে অন্য কেউ ছিল না।

49 আর সে উঠে তার মন্দিরে গেল, এবং রাজকীয় পোশাক পরে নিজেকে সাজিয়ে নিল, এবং তার মাথায় সোনা ও রূপা দিয়ে মোড়ানো মূল্যবান গোমেদ পাথর পরিয়ে দিল, এবং সে তার মুখ ও ত্বককে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের পবিত্র তরল দিয়ে সাজিয়ে তুলল, এবং সে মন্দির ও ঘরকে তেজপাতা ও লোবান দিয়ে সুগন্ধি মেখে দিল, এবং গন্ধরস ও অগুরু ছড়িয়ে দিল, এবং পরে সে মন্দিরের প্রবেশপথে, সেই বাড়ির প্রবেশপথে বসে রইল, যেখান দিয়ে যোষেফ তার কাজ করতে যাচ্ছিলেন, আর দেখ, যোষেফ মাঠ থেকে এসে তার প্রভুর কাজ করতে ঘরে প্রবেশ করলেন।

৫০ আর যে জায়গা দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল, সেখানে এসে সেলিকার সমস্ত কাজ দেখে ফিরে গেল।

51সেলিকা যোষেফকে তার কাছ থেকে সরে যেতে দেখে তাকে ডাক দিয়ে বলল, "কি হয়েছে যোষেফ? তুমি তোমার কাজে যাও। দেখ, আমি তোমার জন্য জায়গা করে দেব, যতক্ষণ না তুমি তোমার জায়গায় বসো।"

52 পরে যোষেফ ফিরে এসে ঘরে ফিরে এলেন, এবং সেখান থেকে তাঁর বসার জায়গায় চলে গেলেন, এবং যথারীতি তাঁর মনিবের কাজ করতে বসলেন, আর দেখ, সেলিকা রাজকীয় পোশাক পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর পোশাকের সুগন্ধ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

৫৩ তখন সে তাড়াতাড়ি করে যোষেফ ও তার পোশাক ধরে বলল, "রাজার কসম, যদি তুমি আমার অনুরোধ পালন না করো, তাহলে আজই তোমার মৃত্যু হবে।" সে তাড়াতাড়ি করে অন্য হাত বাড়িয়ে নিজের পোশাকের নিচ থেকে একটি তরবারি বের করে যোষেফের ঘাড়ে রাখল এবং বলল, "ওঠো, আমার অনুরোধ পালন করো, যদি না করো, তাহলে আজই মারা যাও।"

54আর যোষেফ তাহার এই কর্মে ভীত হইলেন, এবং তাহার নিকট হইতে পালাতে উঠিলেন, আর সে তাহার বস্ত্রের অগ্রভাগ ধরিল, আর তাহার পলায়নের ভয়ে সেলিখা যে বস্ত্র

ধরিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল; আর যোষেফ সেলিকার হস্তে সেই বস্ত্র রাখিয়া দৌড়ে বাহিরে চলিয়া গেলেন, কারণ তিনি ভয় পাইলেন।

৫৫ আর যখন সিলিকা দেখল যে যোষেফের পোশাক ছিঁড়ে গেছে, আর সে তা তার হাতেই ফেলে পালিয়ে গেছে, তখন সে তার প্রাণের ভয়ে ভীত হল, পাছে তার সম্পর্কে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। সে উঠে ধূর্ততার সাথে কাজ করল, তার পোশাক খুলে ফেলে অন্য পোশাক পরল।

56আর সে যোষেফের পোশাকটি নিয়ে তার পাশে রাখল, এবং তার বাড়ির লোকেরা নদীতে যাওয়ার আগে, সে গিয়ে যেখানে অসুস্থ অবস্থায় বসেছিল সেখানে বসে পড়ল। সে তখন ঘরে থাকা একটি যুবককে ডাকল এবং তাকে বাড়ির লোকদের ডাকতে আদেশ দিল।

57 তাদের দেখে সে উচ্চস্বরে বিলাপ করে বলল, "দেখো, তোমাদের মনিব আমার ঘরে একজন ইব্রীয়কে এনেছেন, কারণ আজ সে আমার সাথে শয়ন করতে এসেছে।"

58 কারণ তুমি যখন বাইরে চলে গেলে, সে ঘরে এসেছিল, আর ঘরে কেউ নেই দেখে সে আমার কাছে এসে আমার সাথে শয়ন করার ইচ্ছায় আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

59 আমি তার পোশাক ধরে ছিঁড়ে ফেললাম এবং জোরে চিৎকার করে তাকে ডাকলাম, কিন্তু আমি যখন চিৎকার করলাম তখন সে তার জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে আমার সামনে তার পোশাক ফেলে পালিয়ে গেল।

৬০ কিন্তু তার বাড়ির লোকেরা কিছুই বলল না, কিন্তু তাদের রাগ যোষেফের উপর ভীষণ জ্বলে উঠল। তারা তার মনিবের কাছে গিয়ে তার ছলের কথাগুলো বলল।

61পরে পোটীফর ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল, আর তাহার স্ত্রী তাহাকে চিৎকার করিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি করিলে, আমার গৃহে এক দাসকে আনিয়া আসিলে? সে আজ আমার সহিত আমোদ করিতে আসিল; আজ সে আমার সহিত এইরূপ করিল।

62 পোটিফর তার স্ত্রীর কথা শুনে যোষেফকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন, আর তারা তার প্রতি তাই করল।

63 আর যখন তারা তাকে মারছিল, তখন যোষেফ জোরে ডাকলেন এবং স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, "হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি জানো যে আমি এই সমস্ত কিছু থেকে নির্দোষ, আর কেন আজ আমি মিথ্যা বলে মরব, এই অচ্ছিন্নত্বক দুষ্ট লোকদের হাতে, যাদের তুমি জানো?"

64 আর যখন পোটীফরের লোকেরা যোষেফকে মারছিল, তখন তিনি কাঁদতে

৬৫ তুমি এই লোকটির কাছ থেকে কী চাও, আর কেন তুমি তার সাথে এই খারাপ ব্যবহার করছো? আমার মা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলে; লেনদেনটা এমনই হয়েছিল।

66 আর বালকটি তাদের যা কিছু ঘটেছিল তা সঠিকভাবে বলল, এবং সেলিকা প্রতিদিন যোষেফকে যে সব কথা বলেছিল তা তাদের কাছে বর্ণনা করল।

67 ছেলেটির কথা শুনে সমস্ত লোক অবাক হয়ে গেল, আর ছেলেটি কথা বলা বন্ধ করে দিল এবং চুপ করে রইল।

68পুত্রের কথায় পোটীফর খুবই লজ্জিত হলেন এবং তিনি তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন যেন তারা যোষেফকে আর মারধর না করে, আর তারা যোষেফকে মারধর বন্ধ করে দিল।

৬৯ পোটিফর যোষেফকে ধরে রাজার বিচারক যাজকদের সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন, যাতে তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিচার করতে পারেন।

৭০ তখন পোটীফর ও যোষেফ রাজার বিচারক যাজকদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের বললেন, "তোমরা সিদ্ধান্ত নাও, একজন দাসের কী বিচার করা উচিত, কারণ সে এই কাজ করেছে।"

৭১ তখন পুরোহিতেরা যোষেফকে বললেন, "আপনার প্রভুর প্রতি আপনি কেন এই কাজ করলেন?" যোষেফ তাদের উত্তরে বললেন, "আমার প্রভুরা, ব্যাপারটা এমনই ছিল; আর পোটীফর যোষেফকে বললেন, "আমার যা কিছু ছিল, আমি তা তোমাদের হাতেই অর্পণ করেছি, আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই তোমার কাছ থেকে গোপন করিনি, আর আপনি কীভাবে এই দুষ্কর্ম করতে পারলেন?"

৭২ যোষেফ উত্তর দিলেন, "না, আমার প্রভু, জীবন্ত প্রভুর দিব্য এবং আপনার প্রাণের দিব্য, আমার প্রভু, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনি যে কথা শুনেছেন তা মিথ্যা, কারণ আজ ঘটনাটি এমনই হয়েছে।"

৭৩ তোমার ঘরে থাকার পর এক বছর কেটে গেল; তুমি কি আমার মধ্যে কোন অন্যায় দেখেছ, অথবা এমন কিছু দেখেছ যার জন্য তুমি আমার প্রাণ দাবি করতে পারো?

৭৪ তখন যাজকরা পোটীফরকে বললেন, "বিনয় করে, তুমি লোক পাঠাও, ওরা যোষেফের ছেঁড়া পোশাকটি আমাদের কাছে আনুক, আর আমরা তাতে ছিঁড়ে যাওয়া দেখতে পাই। যদি ছিঁড়ে যাওয়া পোশাকের সামনে থাকে, তাহলে তার মুখ অবশ্যই তার বিপরীতে ছিল এবং সে অবশ্যই তাকে ধরে তার কাছে এসেছিল, আর তোমার স্ত্রী যা কিছু বলেছে তা ছলনা করে করেছে।"

৭৫ তারা বিচারক পুরোহিতদের সামনে যোষেফের পোশাকটি নিয়ে এলো। তারা দেখতে পেল যে, যোষেফের সামনে ছিঁড়ে গেছে। বিচারক পুরোহিতরা সকলেই বুঝতে পারল যে, সে তাকে চাপ দিয়েছে। তারা বলল, "এই দাসের মৃত্যুদণ্ড নয়, কারণ সে কিছুই করেনি, বরং তার রায় হল, তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে খবর তার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তার জন্য তাকে কারাগারে রাখা হোক।"

৭৬ পোটীফর তাদের কথা শুনে তাকে কারাগারে রাখলেন, যেখানে রাজার বন্দীরা বন্দী থাকে; আর যোষেফ বারো বছর ধরে কারাগারে ছিলেন।

৭৭ তবুও, তার মনিবের স্ত্রী তার কাছ থেকে সরে গেলেন না, এবং তার কথা শোনার জন্য দিনের পর দিন তার সাথে কথা বলা বন্ধ করলেন না। তিন মাস শেষে সেলিকা প্রতিদিন যোষেফের কাছে বন্দীশালায় যেতে লাগলেন এবং তাকে তার কথা শোনার জন্য প্ররোচিত করলেন। সেলিকা যোষেফকে বললেন, "তুমি কতদিন এই বাড়িতে থাকবে? কিন্তু এখন আমার কথা শোন, আমি তোমাকে এই ঘর থেকে বের করে আনব।"

78তখন যোষেফ তাহাকে উত্তর দিলেন, তোমার কথা শুনিয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার চেয়ে এই গৃহে থাকিতে আমার পক্ষে ভাল; তাহাতে সে তাহাকে কহিল, তুমি যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ না কর, তবে আমি তোমার চোখ উপড়ে ফেলিব, তোমার পায়ে বেড়ি পরাইব, এবং যাহাদের তুমি পূর্বে জান না, তাহাদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব।

৭৯ তখন যোষেফ তাকে উত্তর দিলেন, "দেখ, তুমি আমার প্রতি যা কিছু করতে পারো, তা থেকে সারা পৃথিবীর ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম; কারণ তিনি অন্ধদের চোখ খুলে দেন, বাঁধাদের মুক্ত করেন এবং দেশের সাথে অপরিচিত সকল অপরিচিত লোককে রক্ষা করেন।"

৮০ আর যখন সিলিকা যোষেফকে তার কথা শুনতে রাজি করাতে পারল না, তখন সে তাকে প্ররোচিত করতে গেল না; আর যোষেফ তখনও বন্দী ঘরে বন্দী ছিলেন। আর যোষেফের পিতা যাকোব এবং কনান দেশে থাকা তার সমস্ত ভাইয়েরা সেই দিনগুলিতেও যোষেফের জন্য শোক ও রোদন করতে লাগল, কারণ যাকোব তার পুত্র যোষেফের জন্য সান্ত্বনা পেতে অস্বীকৃতি জানালেন; এবং যাকোব উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং সেই সমস্ত দিন কাঁদতে লাগলেন।

অধ্যায় ৪৫

1আর সেই বছর, অর্থাৎ ভাইয়েরা যোষেফকে বিক্রি করার পর, যোষেফ যে বছর মিসরে গিয়েছিলেন, সেই বছর যাকোবের পুত্র রূবেণ তিম্নায় গিয়ে কনানীয় আবির কন্যা ইলীয়ূরামকে বিবাহ করলেন এবং তার কাছে গেলেন।

2আর রূবেণের স্ত্রী ইলীয়ূরাম গর্ভবতী হয়ে হনোক, পালূ, হৎস্রোণ ও কর্মি নামে চার পুত্রের জন্ম দিলেন; আর তার ভাই শিমিয়োন তার বোন দীণাকে বিয়ে করলেন; আর সে তার জন্য মমূয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন ও সোখর নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দিল।

3 পরে সে কনানীয়া স্ত্রীলোক বুনার কাছে এল। বুনাই সেই বূনা, যাকে শিমিয়োন শিখিম শহর থেকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। বুনা দীণার সামনে ছিল এবং তার সেবা করত। শিমিয়োন তার কাছে এলে সে তার জন্য শৌলের জন্ম দিল।

4 সেই সময় যিহূদা অদূলামে গেল এবং হীরা নামে অদূলামীয় এক ব্যক্তির কাছে এল। যিহূদা সেখানে কনানীয় এক ব্যক্তির কন্যাকে দেখতে পেল, যার নাম ছিল অলীয়াত, সে শূয়ার কন্যা। সে তাকে বিয়ে করে তার কাছে গেল। অলীয়াত যিহূদার জন্য এর, ওনন ও শীলো নামে তিন পুত্রের জন্ম দিল।

5 লেবি ও ইষাখর পূর্ব দিকের দেশে গেলেন এবং এবরের পৌত্র, যক্তনের পুত্র, যোববের কন্যাদের বিবাহ করলেন; আর যক্তনের পুত্র যোববের দুটি কন্যা ছিল; বড়টির নাম অদীনা ও ছোটটির নাম অরীদা।

৬ লেবি আদিনাকে এবং ইষাখর আরিদাকে বিয়ে করলেন। তারা কনান দেশে তাদের বাবার বাড়িতে গেলেন। লেবির গর্ভে আদিনা গের্শোন, কহাৎ ও মরারি নামে তিন ছেলের জন্ম দিলেন।

7আর আরিদার ইষাখরের জন্য তোলয়, পূয়া, ইয়োব ও শম্রোণ, এই চার পুত্রের জন্ম হয়; আর দান মোয়াব দেশে গিয়ে মোয়াবী চামুদানের কন্যা অফ্লাতকে বিবাহ করে তাকে কনান দেশে নিয়ে গেল।

৪অফ্লাত বন্ধ্যা ছিল, তার কোন সন্তান ছিল না। পরে ঈশ্বর দানের স্ত্রী অফ্লাতকে স্মরণ করলেন; তিনি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন এবং তার নাম কূশীম রাখলেন।

9 গাদ ও নপ্তালি হারণে গিয়ে সেখান থেকে নাহোরের পৌত্র, ঊষের পুত্র, অমূরামের কন্যাদের বিয়ে করলেন।

১০ আর অমূরামের কন্যাদের নাম এই; জ্যেষ্ঠের নাম মরীমা ও কনিষ্ঠের নাম উষীৎ; নপ্তালি মরীমাকে গ্রহণ করলেন, আর গাদ উষীৎকে গ্রহণ করলেন; এবং তাদেরকে কনান দেশে, তাদের পিতার বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

১১ নপ্তালির জন্য মরিমাহের চার পুত্র ছিল যহসিয়েল, গূনি, যাসের ও শালেম; আর গাদের জন্য উষীতের সাত পুত্র ছিল সিফিয়োন, হগি, শূনি, ইষ্বোন, এরি, অরোদী ও অরালি।

১২ আশের গিয়ে ইশ্মায়েলের পৌত্র, হদদের পুত্র, অফ্লালের কন্যা আদোনকে বিয়ে করলেন এবং তাকে কনান দেশে নিয়ে গেলেন।

১৩ সেই সময়ে আশেরের স্ত্রী আদোন মারা গেলেন, তাঁর কোন সন্তান ছিল না; আদোনের মৃত্যুর পর আশের নদীর ওপারে গিয়ে শেমের নাতি এবরের পুত্র অবীমায়েলের কন্যা হদূরাকে বিয়ে করলেন।

১৪ সেই যুবতী দেখতে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিল। সে শেমের পৌত্র, এলমের পুত্র, মল্কীয়েলের স্ত্রী ছিল।

১৫ মল্কীয়েলের জন্য হদুরার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করল। তিনি তার নাম রাখলেন সেরহ। এর পর মল্কীয়েল মারা গেল। হদুরা তার বাবার বাড়িতে চলে গেল।

১৬ আশেরে স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তিনি গিয়ে হদুরার সাথে বিবাহ করলেন এবং তাকে কনান দেশে নিয়ে গেলেন। তাঁর মেয়ে সেরখকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাঁর বয়স ছিল তিন বছর। মেয়েটি যাকোবের বাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছিল।

17 সেই মেয়েটি দেখতে সুন্দরী ছিল, এবং সে যাকোবের সন্তানদের পবিত্র পথে চলত; তার কোন কিছুর অভাব ছিল না, এবং সদাপ্রভু তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেছিলেন।

১৮ আশেরের স্ত্রী হদুরার গর্ভবতী হয়ে যিম্না, যিশবা, যিশবি ও বরীয় নামে চার পুত্রের জন্ম দিলেন।

১৯ সবূলূন মিদিয়নে গেল এবং মিদিয়নের পৌত্র অবীদার পুত্র মোলদের কন্যা মরীশাকে বিবাহ করে কনান দেশে নিয়ে গেল।

20 মেরুশা সবূলূন সেরদ, ইলোন ও যখলীলের জন্ম দিলেন; তিন ছেলে।

21পরে যাকোব তেরহের পৌত্র সোবার পুত্র অরামের নিকটে লোক পাঠাইলেন, আর তিনি অরামের কন্যা বিন্যামীন মখলিয়াকে আপন পুত্রের জন্য গ্রহণ করিলেন; তাহাতে তিনি কনান দেশে যাকোবের গৃহে আসিলেন; বিন্যামীন যখন অরামের কন্যা মখলিয়াকে বিবাহ করিলেন, তখন তাহার বয়স দশ বৎসর।

22 মখলিয়া গর্ভবতী হয়ে বিন্যামীনের বেলা, বেখর, অশবেল, গেরা ও নামান নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দিলেন; পরে বিন্যামীন গিয়ে অব্রাহামের পুত্র শমরোণের কন্যা অরিবাৎকে বিবাহ করলেন, তাঁর প্রথম স্ত্রীর পাশাপাশি, তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর; আর অরিবাৎ বিন্যামীনের জন্য আখী, ভোশ, মুপিম, চুপীম ও অর্দ নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দিলেন।

23 সেই সময় যিহূদা শেমের বাড়ীতে গেল এবং তার বড় ছেলে এরের সাথে শেমের পুত্র এলমের কন্যা তামরকে বিয়ে করল।

24পরে এর তার স্ত্রী তামরের কাছে এলেন, আর সে তার স্ত্রী হল; আর তার কাছে এসে সে বাইরে থেকে তার বংশ ধ্বংস করল, আর তার কাজ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ ছিল, তাই সদাপ্রভু তাকে হত্যা করলেন।
২৫ আর যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের মৃত্যুর পর যিহূদা ওননকে বলল, "তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে যাও এবং তাকে পরের আত্মীয় হিসাবে বিয়ে করো, এবং তোমার ভাইয়ের বংশ বৃদ্ধি করো।"
২৬ আর ওনন তামরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার কাছে আসিল; আর ওননও আপন ভ্রাতার কার্য্যের অনুরূপ করিল, এবং তাহার কার্য্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হইল, এবং তিনি তাহাকেও বধ করিলেন।
27 ওননের মৃত্যুর পর, যিহূদা তামরকে বলল, "আমার পুত্র শীলো বড় না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পিতার বাড়িতে থাকো।" কিন্তু যিহূদা তামরকে শীলোর সাথে বিয়ে দিতে আর রাজি হল না, কারণ সে বলল, "হয়তো সেও তার ভাইদের মতো মারা যাবে।"
28 তখন তামর উঠে তার বাবার বাড়িতে চলে গেল এবং তামর কিছু দিন তার বাবার বাড়িতেই রইল।
২৯ আর সেই বছরের ঋতুতে, যিহূদার স্ত্রী আলিয়াথ মারা গেল; এবং যিহূদা তার স্ত্রীর জন্য সান্ত্বনা পেল, এবং আলিয়াথের মৃত্যুর পর, যিহূদা তার বন্ধু হীরার সাথে তাদের ভেড়ার লোম ছাঁটাই করার জন্য তিম্নায় গেল।
30 তামর শুনতে পেল যে, যিহূদা তিম্নায় মেষদের লোম ছাঁটাই করতে গেছে এবং শীলো বড় হয়েছে, আর যিহূদা তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়।
31 তখন তামর উঠে বিধবার পোশাক ত্যাগ করে ঘোমটা দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলল এবং তিম্নার পথে জনপথে গিয়ে বসল।
32 যিহূদা গিয়ে তাকে দেখে তাকে গ্রহণ করল। সে তার কাছে গেল। সে তার গর্ভে গর্ভবতী হল। প্রসবের সময় তার গর্ভে যমজ সন্তান ছিল। সে প্রথম সন্তানের নাম পেরস এবং দ্বিতীয় সন্তানের নাম সেরহ রাখল।

অধ্যায় ৪৬

1সেই সময় যোষেফ তখনও মিশরের কারাগারে বন্দী ছিলেন।
2 সেই সময় ফরৌণের দাসেরা, মিশরের রাজার পানীয়বাহক ও রুটিওয়ালাদের প্রধান, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
3পরে পানপাত্র বাহক দ্রাক্ষারস নিয়ে রাজার সামনে পান করার জন্য রাখল, আর রুটিওয়ালা ভোজনের জন্য রাজার সামনে রুটি রাখল, আর রাজা দ্রাক্ষারস পান করলেন এবং রুটি ভোজন করলেন, তিনি এবং তাঁর দাসেরা ও পরিচারকেরা, যারা রাজার টেবিলে ভোজন করেছিলেন।
4 আর যখন তারা খাচ্ছিল এবং পান করছিল, তখন পানপাত্রবাহক এবং রুটিওয়ালা সেখানেই রইল। আর ফরৌণের মন্ত্রীরা পানপাত্রবাহকের আনা দ্রাক্ষারসে অনেক মাছি দেখতে পেল এবং রুটিওয়ালার রুটিতে নীল পাথর পাওয়া গেল।
5আর রক্ষীদলের সেনাপতি যোষেফকে ফরৌণের কর্মচারীদের পরিচারক নিযুক্ত করলেন, আর ফরৌণের কর্মচারীরা এক বছর কারারুদ্ধ রইল।
৬ আর বছরের শেষে, তারা দুজনেই এক রাতে, যেখানে তারা কারাগার ছিল, সেখানে স্বপ্ন দেখল। সকালে যোষেফ যথারীতি তাদের দেখাশোনা করার জন্য তাদের কাছে এলেন। তিনি তাদের দেখলেন, আর তাদের মুখ বিষণ্ণ ও বিষণ্ণ।
৭ যোষেফ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মুখ বিষণ্ণ ও বিষণ্ণ কেন? তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা একটি স্বপ্ন দেখিলাম, কিন্তু তাহার অর্থ করিবার কেহ নাই; আর যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমাদের স্বপ্ন আমাকে বলো, ঈশ্বর তোমাদের ইচ্ছানুসারে শান্তির উত্তর দিবেন।
৪আর পানপাত্রবাহক যোষেফকে তাহার স্বপ্নের কথা কহিলেন, আর তিনি কহিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটি বৃহৎ দ্রাক্ষালতা ছিল, এবং সেই দ্রাক্ষালতার উপরে আমি তিনটি শাখা দেখিলাম, এবং সেই দ্রাক্ষালতা দ্রুত ফুলিয়া উঠিল, এবং অনেক উচ্চতায় উঠিল, এবং তাহার থোকাগুলি পাকা হইয়া দ্রাক্ষালতা হইল।
9আর আমি দ্রাক্ষা লইয়া পাত্রে ছেঁকে ফেলিলাম, এবং ফরৌণের হস্তে দিলাম, আর তিনি পান করিলেন; আর যোষেফ তাহাকে কহিলেন, দ্রাক্ষালতার উপর যে তিনটি শাখা আছে, তাহা তিন দিন।
১০ কিন্তু তিন দিনের মধ্যে রাজা তোমাকে বের করে আনার আদেশ দেবেন এবং তোমাকে তোমার পদে পুনর্বহাল করবেন; আর তুমি যখন তার পানীয় পরিবেশক ছিলে, তখন যেমন করেছিলে, তেমনি তুমি রাজাকে তার দ্রাক্ষারস পান করতে দেবে; কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে আমার প্রতি অনুগ্রহ হোক, তোমার মঙ্গল হলে তুমি ফেরাউনের কাছে আমার কথা স্মরণ করবে এবং আমার প্রতি দয়া করবে এবং আমাকে এই কারাগার থেকে মুক্ত করবে, কারণ আমাকে কনান দেশ থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই স্থানে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল।
১১ আর আমার প্রভুর স্ত্রীর বিষয়ে তোমাকে যা বলা হয়েছে তাও মিথ্যা, কারণ তারা আমাকে বিনামূল্যে এই কারাগারে আটকে রেখেছে; আর পানীয় পরিবেশক যোষেফকে উত্তর দিয়ে বলল, "রাজা যদি আমার সাথে প্রথমবারের মতো ভালো ব্যবহার করেন, যেমন তুমি শেষবার আমাকে ব্যাখ্যা করেছ, তাহলে আমি তোমার যা ইচ্ছা তাই করব এবং তোমাকে এই কারাগারে থেকে বের করে আনব।"
১২ আর রুটিওয়ালা যখন দেখল যে যোষেফ পানপাত্রবাহকের স্বপ্নের অর্থ সঠিকভাবে করেছেন, তখন সেও কাছে এসে যোষেফকে তার সমস্ত স্বপ্নের কথা বলল।
১৩ তিনি তাকে বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথার উপর তিনটি সাদা ঝুড়ি। আমি তাকিয়ে দেখলাম, আর উপরের ঝুড়িতে ফেরাউনের জন্য সব ধরণের সেকা খাবার আছে, আর দেখ, পাখিরা আমার মাথা থেকে সেগুলো খাচ্ছে।"
১৪ যোষেফ তাহাকে কহিলেন, তুমি যে তিনটি ঝুড়ি দেখিলে, তাহা তিন দিন; আর তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ তোমার মস্তক বিসর্জন দিয়া তোমাকে একটি গাছে

ঝুলাইবেন, এবং তুমি যেমন স্বপ্নে দেখিয়াছ, তেমনি পাখিরা তোমার মাংস খাইবে।
১৫ সেই দিনগুলিতে রাণীর প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসছিল, এবং সেই দিনই মিশরের রাজার একটি পুত্র সন্তান প্রসব হয়েছিল। তারা ঘোষণা করল যে রাজা তাঁর প্রথম পুত্র সন্তানকে গ্রহণ করেছেন। মিশরের সমস্ত লোক, ফেরাউনের কর্মচারী ও কর্মচারীরা অত্যন্ত আনন্দিত হল।
১৬ আর তাঁর জন্মের তৃতীয় দিনে ফরৌণ তাঁর কর্মচারীদের ও দাসদের জন্য, সোয়র দেশের ও মিসরের সৈন্যদের জন্য একটি ভোজ আয়োজন করলেন।
১৭ আর মিশরের সমস্ত প্রজা এবং ফরৌণের কর্মচারীরা রাজার পুত্রের ভোজে তাঁর সাথে ভোজন পান করতে এবং রাজার আনন্দে আনন্দ করতে এসেছিল।
১৮ রাজার সমস্ত কর্মচারী ও কর্মচারীরা সেই সময় আট দিন ধরে উৎসবে আনন্দ করল এবং আট দিন ধরে রাজপ্রাসাদে নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র, খঞ্জনি ও নৃত্য বাজিয়ে আনন্দ করল।
19আর যে পানপাত্রবাহককে যোষেফ স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যোষেফকে ভুলে গেলেন এবং যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুসারে তিনি রাজার কাছে তার কথা বললেন না, কারণ যোষেফ মানুষের উপর নির্ভর করেছিলেন বলে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই ঘটনা সদাপ্রভুর কাছ থেকে এসেছিল।
20 এরপর যোষেফ দুই বছর কারাগারে থাকলেন, অর্থাৎ বারো বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত।

অধ্যায় ৪৭

1 সেই সময় অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক কনান দেশে বাস করছিলেন; তাঁর বয়স ছিল একশো আশি বছর, আর তাঁর পুত্র, যাকোবের ভাই এষৌ ইদোম দেশে ছিলেন; সেয়ীর-সন্তানদের মধ্যে তাঁর ও তাঁর পুত্রদের সম্পত্তি ছিল।
2 এষৌ শুনতে পেলেন যে তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি তাঁর পুত্রদের এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কনান দেশে তাঁর পিতার বাড়িতে গেলেন। যাকোব এবং তাঁর পুত্ররা হিব্রোণে বসবাসের স্থান ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং সকলে তাদের পিতা ইসহাকের কাছে গেলেন এবং এষৌ এবং তাঁর পুত্রদের তাঁবুতে দেখতে পেলেন।
3যাকোব ও তাঁর পুত্ররা তাঁর পিতা ইসহাকের সামনে বসেছিলেন, আর যাকোব তখনও তাঁর পুত্র যোষেফের জন্য শোক করছিলেন।
4 ইসহাক যাকোবকে বললেন, "তোমার ছেলেদের আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাদের আশীর্বাদ করব।" এই বলে যাকোব তার এগারো ছেলেকে তার বাবা ইসহাকের সামনে নিয়ে এলেন।
5পরে ইসহাক যাকোবের সমস্ত পুত্রের উপরে আপন হস্ত রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং এক এক করিয়া চুম্বন করিলেন; আর ইসহাক সেই দিন তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন, এবং তোমাদের বংশ সংখ্যায় আকাশের তারার ন্যায় বৃদ্ধি করুন।
6 ইসহাক এষৌর পুত্রদেরও আশীর্বাদ করলেন, বললেন, "ঈশ্বর তোমাদের সকলের কাছে এবং তোমাদের সমস্ত শত্রুদের কাছে ত্রাস ও ত্রাসের কারণ করুন।"
7 তখন ইসহাক যাকোব ও তার পুত্রদের ডাকলেন। তারা সকলে এসে ইসহাকের সামনে বসল। ইসহাক যাকোবকে বললেন, "সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে বললেন, 'তোমার সন্তানরা যদি আমার বিধি ও পথ পালন করে, আর তোমার পিতা অব্রাহামের কাছে আমি যে শপথ করেছিলাম তা পালন করি, তাহলে আমি তোমার বংশকে এই দেশ অধিকারের জন্য দেব।'"
8 অতএব এখন আমার পুত্র, তোমার সন্তানদের এবং তোমার নাতি-নাতনিদের সন্তানদেরকে সদাপ্রভুকে ভয় করতে এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে এমন সৎ পথে চলতে শেখাও, কারণ যদি তুমি সদাপ্রভুর পথ এবং তাঁর বিধি পালন করো, তবে সদাপ্রভুও তোমার প্রতি অব্রাহামের সাথে তাঁর চুক্তি রক্ষা করবেন এবং তোমার ও তোমার বংশের চিরকাল মঙ্গল করবেন।
9 ইসহাক যাকোব ও তার সন্তানদের আদেশ দেওয়া শেষ করলে পর তিনি মারা গেলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে সংগৃহীত হলেন।
১০ তখন যাকোব ও এষৌ তাদের পিতা ইসহাকের মুখের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ইসহাকের বয়স যখন একশো আশি বছর তখন তিনি কনান দেশে হিব্রোণে মারা যান। তাঁর ছেলেরা তাঁকে মকপেলার গুহায় নিয়ে গেল। এই গুহা অব্রাহাম হিত্তীয়দের কাছ থেকে কবরস্থানের অধিকার হিসেবে কিনেছিলেন।
১১ আর কনান দেশের সমস্ত রাজা ইসহাককে কবর দেওয়ার জন্য যাকোব এবং এষৌর সাথে গেলেন, আর কনানের সমস্ত রাজা ইসহাকের মৃত্যুতে তাঁকে সম্মান করলেন।
১২ আর যাকোবের পুত্ররা এবং এষৌর পুত্ররা খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, হাঁটতে হাঁটতে বিলাপ করতে করতে কিরিয়ৎ-অর্বে পৌঁছাল।
১৩ আর যাকোব ও এষৌ তাদের বাবা ইস্‌হাককে হিব্রোণের কিরিয়ৎ-অর্বে অবস্থিত মক্‌পেলার গুহায় কবর দিলেন এবং রাজাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো মহাসম্মানের সাথে তাঁকে কবর দিলেন।
14যাকোব, তার ছেলেরা, এষৌ এবং তার ছেলেরা এবং কনানের সমস্ত রাজারা মহা ও ভারী শোক প্রকাশ করলেন এবং তাকে কবর দিলেন এবং অনেক দিন ধরে তার জন্য শোক করলেন।
১৫ আর ইস্‌হাকের মৃত্যুর পর, তিনি তাঁর পশুপাল, সম্পত্তি এবং সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের হাতে ছেড়ে দিলেন; আর এষৌ যাকোবকে বললেন, "দেখুন, আমাদের পিতার যা কিছু অবশিষ্ট আছে, আমরা তা দুই ভাগে ভাগ করে নেব, আর আমারই পছন্দ থাকবে।" যাকোব বললেন, "আমরা তাই করব।"
১৬ আর যাকোব কনান দেশে ইস্‌হাকের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, অর্থাৎ পশুপাল ও সম্পত্তি সব নিয়ে এষৌ ও তার পুত্রদের সামনে দুই ভাগে ভাগ করে দিলেন। এষৌকে

বলেলেন, "দেখ, এই সব তোমার সামনে আছে; তুমি যে অর্ধেক নিতে চাও, তার অর্ধেক তুমি বেছে নাও।"
১৭ তখন যাকোব এষৌকে বললেন, "আমি তোমাকে যা বলব তা শোন। স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাকের কাছে বলেছিলেন, 'আমি তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য এই দেশ অধিকার করব।'"
১৮ অতএব এখন আমাদের পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমার সম্মুখে, আর দেখ, সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে; তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহা ইচ্ছা, তাহা মনোনীত কর।
১৯ যদি তুমি চাও যে পুরো দেশটা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য চিরতরে গ্রহণ করো, তাহলে আমি এই সম্পদ নেব, আর তুমি যদি চাও যে সম্পদ, তা তোমার জন্য গ্রহণ করো, আর আমি এই দেশটা আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য চিরতরে অধিকার করে নেব।
20 ইশ্মায়েলের পুত্র নবায়োৎ তার সন্তানদের সাথে সেই দেশে ছিল। এষৌ সেই দিন গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করে বলল,
21যাকোব আমাকে এই কথা বলেছেন, এবং এইভাবে উত্তর দিয়েছেন; এখন আপনার পরামর্শ দিন, আমরা শুনব।
22 নবায়োৎ বললেন, "যাকোব তোমাকে এই কি কথা বললেন? দেখ, কনানের সমস্ত সন্তান তাদের দেশে নিরাপদে বাস করছে, আর যাকোব বলছেন যে তিনি চিরকাল তার বংশধরদের সাথে এটি অধিকার করবেন।"
23অতএব এখন যাও, তোমার বাবার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে যাও এবং তোমার ভাই যাকোবকে তার কথা অনুসারে সেই দেশে রেখে যাও।
24তখন এষৌ উঠে যাকোবের কাছে ফিরে গেলেন এবং ইশ্মায়েলের পুত্র নবায়োতের পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন; আর এষৌ ইস্‌হাকের সমস্ত ধন-সম্পদ, প্রাণ, পশু, গবাদি পশু, সম্পত্তি এবং সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে গেলেন; তিনি তাঁর ভাই যাকোবকে কিছুই দিলেন না; এবং যাকোব মিসরের স্রোত থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত সমস্ত কনান দেশ দখল করলেন এবং চিরস্থায়ী অধিকার হিসেবে, তাঁর সন্তানদের এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য তা চিরকালের জন্য অধিকার করলেন।
25আর যাকোব আপন ভাই এষৌর হইতে হিব্রোণে অবস্থিত মক্‌পেলার গুহাটিও গ্রহণ করিলেন, যাহা অব্রাহাম ইফ্রোণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার ও তাঁহার বংশের চিরকালের জন্য কবরস্থানের অধিকার হয়।
২৬ আর যাকোব ক্রয়-বইতে এই সকল লিপিবদ্ধ করিলেন, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, এবং চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সহিত এই সকল সাক্ষ্য দিলেন।
27 আর যাকোব পুস্তকে যা লিখেছিলেন তা এই: কনান দেশ এবং হিত্তীয়, হিব্বীয়, যিবূষীয়, ইমোরীয়, পরিষীয় ও গির্গাশীয়দের সমস্ত শহর, মিসর নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত সমস্ত সাতটি জাতি।
28 আর যাকোব তার ভাই এষৌর কাছ থেকে কিরিয়াথ-অর্ব শহর এবং তার মধ্যে অবস্থিত গুহা, পুরোটাই মূল্য দিয়ে কিনে নিলেন, যেন সে তার উত্তরসূরী বংশধরদের জন্য চিরকালের জন্য সম্পত্তি হিসেবে পায়।
29আর যাকোব ক্রয়পত্র, স্বাক্ষর, আজ্ঞা, নিয়ম এবং প্রকাশকৃত পুস্তক লইয়া একটি মাটির পাত্রে রাখিলেন, যেন সেগুলি দীর্ঘকাল থাকে, এবং সেগুলি আপন সন্তানদের হস্তে সমর্পণ করিল।
৩০ মৃত্যুর পর পিতা যাহা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এষৌ আপন ভ্রাতা যাকোবের নিকট হইতে লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত সম্পত্তি, মানুষ, পশু, উট, গাধা, গরু, মেষশাবক, রূপা, সোনা, পাথর, বীণা, এবং অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের সমস্ত ধনসম্পদ লইয়া গেলেন; মৃত্যুর পর ইসহাকের যাহা যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে এষৌ নিজের জন্য লইয়া গেলেন না, এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না।
31 আর এষৌ এই সব নিয়ে তার ভাই যাকোব এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে দূরে হোরীয় সেয়ীরের দেশে তার নিজের বাড়িতে চলে গেল।
৩২ সেয়ীরের সন্তানদের মধ্যে এষৌরও সম্পত্তি ছিল, আর সেই দিন থেকে এষৌ আর কনান দেশে ফিরে যাননি।
33 আর সমগ্র কনান দেশ ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য চিরস্থায়ী অধিকারস্বরূপ হইল, এবং এষৌ ও তাহার সমস্ত সন্তান সেয়ীরের পর্বত অধিকার করিল।

অধ্যায় ৪৮

1 ইসহাকের মৃত্যুর পর সেই সময়ে, প্রভু আদেশ দিলেন এবং সারা পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ঘটালেন।
2সেই সময় মিশরের রাজা ফরৌণ মিশরে তাঁর সিংহাসনে বসে ছিলেন। তিনি বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখলেন। ফরৌণ স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি মিশরের নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।
3তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখলেন, নদী থেকে সাতটা মোটাসোটা মাংসল ও সুন্দর গাভী উঠে আসছে।
4 তাদের পরে আরও সাতটা রোগা মাংসল ও বিশ্রী গাভী উঠে আসল, আর সেই সাতটা বিশ্রী গাভী সুন্দর গাভীগুলোকে গিলে ফেলল, তবুও তাদের চেহারা আগের মতোই খারাপ ছিল।
5 পরে তিনি জাগিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখলেন, আর দেখ, এক বৃন্তে সাতটি মোটা ও ভালো শীষ উঠল, এবং পূবীর বাতাসে ঝলসানো সাতটি ক্ষীণ শীষ উঠল, এবং সেই ক্ষীণ শীষ পূর্ণ শীষগুলিকে গিলে ফেলল; আর ফরৌণ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন।
6পরে সকালে রাজার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, আর স্বপ্নের জন্য তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। রাজা তাড়াতাড়ি করে লোক পাঠিয়ে মিশরের সমস্ত জাদুকর ও জ্ঞানী লোকদের ডেকে পাঠালেন, আর তারা এসে ফরৌণের সামনে দাঁড়াল।
7রাজা তাদের বললেন, "আমি স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু তার অর্থ করার কেউ নেই; তারা রাজাকে বলল, "আপনার স্বপ্ন আপনার দাসদের বলুন, আমরা তা শুনতে চাই।"
8 রাজা তাদের স্বপ্নের কথা বললেন, আর তারা সকলে এককণ্ঠে রাজাকে উত্তর দিয়ে বলল, "মহারাজ চিরজীবী হোন; আর এই হল আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।"
9তুমি যে সাতটি উত্তম গাভী দেখলে, তা হল শেষকালে তোমার গর্ভে জন্ম নেওয়া সাতটি কন্যা, আর তুমি যে সাতটি গাভী দেখেছ, সেগুলো তাদের পরে উঠে এসে গিলে

ফেলেছে, এগুলো এই চিহ্ন যে, তোমার গর্ভে জন্ম নেওয়া সকল কন্যা রাজার জীবদ্দশায় মারা যাবে।

১০ আর তুমি দ্বিতীয় স্বপ্নে যা দেখলে যে, এক বৃন্তে সাতটি পূর্ণ উত্তম শস্যের শীষ গজাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা এই যে, শেষকালে তুমি নিজের জন্য মিশর দেশে সাতটি শহর নির্মাণ করবে; আর তুমি যে সাতটি শুষ্ক শস্যের শীষ পরে গজাতে এবং তোমার চোখে দেখতে পেয়ে গ্রাস করতে দেখেছ, তা এই চিহ্ন যে, তুমি যে শহরগুলি তৈরি করবে সেগুলি শেষকালে, রাজার জীবদ্দশায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১ যখন তারা এই কথাগুলো বলল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, আর তাদের প্রতি তাঁর মনও স্থির করলেন না, কারণ রাজা তাঁর জ্ঞানে জানতেন যে তারা স্বপ্নের সঠিক অর্থ বলে না; আর তারা রাজার সামনে কথা শেষ করলে, রাজা তাদের উত্তর দিলেন, বললেন, "তোমরা আমাকে এ কি কথা বলছো? নিশ্চয়ই তোমরা মিথ্যা কথা বলেছ এবং মিথ্যা কথা বলেছ; অতএব এখন আমার স্বপ্নের সঠিক অর্থ বল, যাতে তোমরা মারা না যাও।"

১২ রাজা এই আদেশ দিলেন, এবং তিনি আবার অন্যান্য জ্ঞানী লোকদের ডাকলেন; তারা এসে রাজার সামনে দাঁড়াল; আর রাজা তাদের কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন, আর তারা সকলেই প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁকে উত্তর দিলেন। এতে রাজার ক্রোধ প্রজ্বলিত হল এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। রাজা তাদের বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছো এবং তোমাদের কথায় মিথ্যা কথা বলছো।

১৩ আর রাজা আদেশ দিলেন যে, সমগ্র মিশরে এই ঘোষণা জারি করা হোক যে, রাজা ও তাঁর প্রধান লোকেরা ঠিক করেছেন যে, যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে ও বোঝে, কিন্তু আজ রাজার কাছে আসতে না পারে, তাকে হত্যা করা হবে।

১৪ আর যে ব্যক্তি রাজার কাছে তাঁর স্বপ্নের সঠিক অর্থ বলবে, তাকে রাজার কাছ থেকে যা যা চাইবে তা-ই দেওয়া হবে।" তখন মিসর দেশের সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, মিশর, গোশন, রামিষেষ, তখপঞ্চ, সোয়ার এবং মিসরের সীমান্তবর্তী সমস্ত জাদুকর ও যাদুকররা বাদশাহর সামনে উপস্থিত হল এবং সকলেই রাজার সামনে দাঁড়াল।

15আর মিসরের সমস্ত নগর থেকে সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, রাজকর্মচারী ও রাজকর্মচারীরা একত্র হয়ে রাজার সামনে বসলেন; আর রাজা জ্ঞানী ব্যক্তিদের ও রাজকর্মচারীদের সামনে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন; আর যারা রাজার সামনে বসেছিল তারা সকলেই এই দর্শনে অবাক হয়ে গেল।

১৬ রাজার পূর্ববর্তী সকল জ্ঞানী ব্যক্তি স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন; তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার কাছে স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করে বললেন, "ঐ সাতটি উত্তম গাভী সাতজন রাজা, যারা রাজার বংশ থেকে মিশরে উত্থিত হবে।"

17আর সেই সাতটি দুষ্ট গাভী হল সাতটি রাজপুত্র, যারা শেষকালে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাদের ধ্বংস করবে; আর সেই সাতটি শস্যের শীষ হল মিশরের সাতটি মহান রাজপুত্র, যারা আমাদের প্রভু মহারাজের যুদ্ধে তাদের শত্রুদের সাতটি কম শক্তিশালী রাজপুত্রের হাতে পড়বে।

18 তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে বলল, "ঐ সাতটি ভালো গাভী হল মিশরের শক্তিশালী শহর, আর সাতটি খারাপ গাভী হল কনান দেশের সাতটি জাতি, যারা শেষকালে মিশরের সাতটি শহরের বিরুদ্ধে এসে তাদের ধ্বংস করবে।"

১৯ আর দ্বিতীয় স্বপ্নে তুমি যা দেখলে, সাতটি ভালো ও মন্দ শস্যের শীষ, তা এই চিহ্ন যে, মিশরের শাসন আবার তোমার বংশের কাছে আগের মতোই ফিরে আসবে।

২০ আর তার রাজত্বকালে মিশরের নগরের লোকেরা তাদের চেয়ে শক্তিশালী কনানের সাতটি নগরের বিরুদ্ধে উঠবে এবং তাদের ধ্বংস করবে, এবং মিশরের শাসন তোমার বংশের কাছে ফিরে আসবে।

21 তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজাকে বলল, "এই হল আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; সাতটি ভালো গাভী হল সাতটি রাণী, যাদেরকে আপনি শেষকালে বিয়ে করবেন, এবং সাতটি খারাপ গাভী ইঙ্গিত দেয় যে রাজার জীবদ্দশায় সেই মহিলারা সকলেই মারা যাবে।"

২২ আর দ্বিতীয় স্বপ্নে তুমি যে সাতটি ভালো ও মন্দ শস্যের শীষ দেখেছ, তা চৌদ্দটি শিশু, এবং শেষের দিনগুলিতে তারা উঠে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে, এবং তাদের মধ্যে সাতজন তাদের চেয়ে শক্তিশালী সাতজনকে আঘাত করবে।

23 আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজাকে এই কথা বলল, "সাতটি ভালো গাভী ইঙ্গিত দেয় যে তোমার সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, এবং তারা শেষ সময়ে তোমার সাতটি নাতি-নাতনিকে হত্যা করবে; আর দ্বিতীয় স্বপ্নে তুমি যে সাতটি ভালো শস্যের শীষ দেখেছ, তা হল সেই রাজপুত্র যাদের বিরুদ্ধে আরও সাতজন কম শক্তিশালী রাজপুত্র যুদ্ধ করবে এবং শেষ সময়ে তাদের ধ্বংস করবে, এবং তোমার সন্তানদের প্রতিশোধ নেবে, এবং সরকার আবার তোমার বংশের কাছে ফিরে আসবে।"

24 রাজা মিশরের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমস্ত কথা এবং তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনলেন, কিন্তু তার কোনটিই রাজার কাছে সন্তুষ্ট হল না।

25 রাজা তাঁর জ্ঞানে বুঝতে পারলেন যে, এই সমস্ত কথা তারা একেবারে ঠিকভাবে বলছে না, কারণ মিশরের জ্ঞানী লোকদের কথা ব্যর্থ করার জন্যই প্রভুর কাছ থেকে এটা হয়েছিল, যাতে যোষেফ বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং মিশরে মহান হতে পারেন।

২৬ রাজা দেখলেন যে, মিশরের সমস্ত জ্ঞানী ও জাদুকরদের মধ্যে কেউই তাঁর সাথে সঠিক কথা বলছেন না। এতে রাজার ক্রোধ প্রজ্বলিত হল এবং তাঁর অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল।

27 রাজা সমস্ত জ্ঞানী ও যাদুকরদের তাঁর সামনে থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ দিলেন, আর তারা সকলেই লজ্জা ও অপমান নিয়ে রাজার সামনে থেকে চলে গেল।

28আর রাজা আদেশ দিলেন, সমগ্র মিশরে এই ঘোষণা করা হোক যে, মিসরে থাকা সমস্ত জাদুকরদের হত্যা করা হোক, এবং তাদের একজনকেও বাঁচতে দেওয়া না হোক।

29 তখন রাজার রক্ষীবাহিনীর সেনাপতিরা উঠে প্রত্যেকে নিজের নিজের তরবারি বের করে মিশরের জাদুকরদের এবং জ্ঞানী লোকদের আঘাত করতে লাগল।

30 এরপর রাজার প্রধান পানপাত্রবাহক মেরদ এসে রাজার সামনে প্রণাম করে তাঁর সামনে বসলেন।
31 তখন পানপাত্রবাহক রাজাকে বললেন, "মহারাজ চিরজীবী হোন, দেশে তাঁর কর্তৃত্ব উন্নত হোক।"
32 সেই দিনগুলিতে, অর্থাৎ দুই বছর আগে তুমি তোমার দাসের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে কারাগারে রেখেছিলে; আর আমি ও রুটিওয়ালাদের প্রধান কিছুদিন সেই কারাগারে ছিলাম।
33আর আমাদের সাথে রক্ষক-সেনাপতির একজন ইব্রীয় দাস ছিল, তার নাম যোষেফ, কারণ তার মনিব তার উপর রাগ করে তাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন, আর তিনি সেখানে আমাদের সেবা করেছিলেন।
34আর কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা ওয়ার্ডে ছিলাম, তখন এক রাতে আমি এবং রুটিওয়ালাদের প্রধান স্বপ্ন দেখলাম; আমরা প্রত্যেকে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুসারে স্বপ্ন দেখলাম।
৩৫ আর আমরা সকালে এসে সেই ভৃত্যকে তা বললাম, আর সে আমাদের স্বপ্নের অর্থ বলল, প্রত্যেকের স্বপ্ন অনুসারে, সে কি সঠিক অর্থ করেছে?
36আর তিনি আমাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ঘটনাটিও সেইরূপ হইল; তাঁহার কোন বাক্যই মাটিতে পড়িল না।
37 অতএব এখন আমার প্রভু ও মহারাজ, মিশরের লোকদের বিনা কারণে হত্যা করবেন না; দেখুন, সেই দাসটি এখনও রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি তার প্রভুর দ্বারা গৃহে, বন্দী ঘরে আটক আছে।
38 যদি রাজার ইচ্ছা হয়, তাহলে তিনি যেন তাকে আপনার কাছে ডেকে পাঠান এবং তিনি আপনাকে আপনার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলবেন।
39 রাজা প্রধান পানীয় পরিবেশকের কথা শুনলেন এবং আদেশ দিলেন যে মিশরের জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করা উচিত নয়।
40 রাজা তাঁর দাসদের যোষেফকে তাঁর সামনে আনতে আদেশ দিলেন। রাজা তাদের বললেন, "তোমরা তার কাছে যাও এবং তাকে ভয় দেখাও না, পাছে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ঠিকভাবে কথা বলতে না পারে।"
41 রাজার দাসেরা যোষেফের কাছে গেল, আর তাড়াতাড়ি তাকে কারাগার থেকে বের করে আনল। রাজার দাসেরা তার চুল কামিয়ে দিল, আর সে তার কারাগারের পোশাক পরিবর্তন করে রাজার সামনে উপস্থিত হল।
42 রাজা তাঁর রাজসিংহাসনে বসে ছিলেন রাজকীয় পোশাক পরে, সোনার এফোদ পরেছিলেন এবং তার উপর থাকা খাঁটি সোনা ঝলমল করছিল, এবং মণি, চুনি, পান্না এবং রাজার মাথায় থাকা সমস্ত মূল্যবান পাথর দেখে চোখ ধাঁধানো হয়ে গেল, আর যোষেফ রাজার প্রতি খুব অবাক হলেন।
43 আর রাজা যে সিংহাসনে বসেছিলেন তা সোনা, রূপা এবং গোমেদ পাথর দিয়ে মোড়ানো ছিল এবং তার সিঁড়ি ছিল সত্তরটি।
44 আর মিশরের সর্বত্র তাদের রীতি ছিল, যে কেউ রাজার সাথে কথা বলতে আসত, সে যদি রাজপুত্র হতো অথবা রাজার দৃষ্টিতে সম্মানিত হতো, সে একত্রিশতম ধাপ পর্যন্ত রাজার সিংহাসনে আরোহণ করত এবং রাজা ছত্রিশতম ধাপ পর্যন্ত নেমে তার সাথে কথা বলত।
৪৫ যদি সে সাধারণ লোকদের মধ্যে একজন হত, তাহলে সে তৃতীয় ধাপে উঠতে পারত, আর রাজা চতুর্থ ধাপে নেমে তার সাথে কথা বলতেন, আর তাদের রীতি ছিল যে, যে কেউ সত্তরটি ভাষায় কথা বলতে পারত, সে সত্তরটি ধাপে উঠে যেত, আর উপরে উঠে রাজার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কথা বলত।
৪৬ আর যে ব্যক্তি সত্তরটি পূর্ণ করতে পারত না, সে যতগুলো ভাষা জানত, ততগুলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারত।
47 আর সেই সময়ে মিশরে প্রথা ছিল যে, সত্তরটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন এমন কেউ তাদের উপর রাজত্ব করবে না।
48আর যোষেফ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাজার সম্মুখে ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন, এবং তৃতীয় সিঁড়িতে উঠিলেন; আর রাজা চতুর্থ সিঁড়িতে বসিয়া যোষেফের সহিত কথা কহিলেন।
49 রাজা যোষেফকে বললেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু তার অর্থ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন অর্থকারী নেই। আমি আজ মিশরের সমস্ত জাদুকর ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আমার কাছে আসার আদেশ দিয়েছি। আমি তাদের কাছে আমার স্বপ্ন বর্ণনা করেছি, কিন্তু কেউই আমাকে তার অর্থ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।"
৫০ "এরপর আজ আমি তোমার বিষয়ে শুনলাম যে, তুমি একজন জ্ঞানী লোক এবং তুমি যে স্বপ্ন শোনো তার সঠিক অর্থ করতে পারো।
51তখন যোষেফ ফরৌণকে উত্তর করিলেন, "ফরৌণ আপনার স্বপ্নের কথা কহিয়া দিন; নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা ঈশ্বরের হাতে।" আর ফরৌণ যোষেফকে আপনার স্বপ্ন, অর্থাৎ গরুর স্বপ্ন ও শস্যের শীষের স্বপ্ন বলিলেন, আর রাজা কথা কহিতে ক্ষান্ত হইলেন।
৫২ আর যোষেফ তখন রাজার সামনে ঈশ্বরের আত্মায় পরিহিত হলেন, এবং সেই দিন থেকে রাজার উপর কী ঘটবে তা তিনি জানতেন, এবং রাজার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তিনি জানতেন, এবং তিনি রাজার সামনে কথা বলতেন।
৫৩ রাজার দৃষ্টিতে যোষেফ অনুগ্রহ পেলেন, আর রাজা তাঁর কান ও হৃদয় নিয়ে তাঁর সমস্ত কথা শুনলেন। যোষেফ রাজাকে বললেন, "ভেবে দেখো না যে, এ দুটি স্বপ্ন, কারণ এটি কেবল একটি স্বপ্ন, কারণ ঈশ্বর তাঁর স্বপ্নে রাজাকে সারা দেশে যা করার জন্য মনোনীত করেছেন, তা তিনি রাজাকে দেখিয়েছেন, আর তোমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা এই:
54 সাতটি ভালো গাভী ও শস্যের শীষ সাত বছর, আর সাতটি খারাপ গাভী ও শস্যের শীষও সাত বছর; এটা একটাই স্বপ্ন।
55 দেখ, আসন্ন সাত বছর সারা দেশে প্রচুর ফসল হবে, আর তার পরে দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে, এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ; দেশ থেকে সমস্ত ফসলের কথা ভুলে যাবে, আর দুর্ভিক্ষ দেশের বাসিন্দাদের গ্রাস করবে।

৫৬ রাজা একটি স্বপ্ন দেখলেন, আর সেই স্বপ্নটিই ফরৌণকে বারবার শোনা গেল কারণ ঈশ্বর এই কাজটি স্থির করেছেন এবং ঈশ্বর শীঘ্রই তা সফল করবেন।
57 অতএব এখন আমি তোমাকে পরামর্শ দেব এবং তোমার প্রাণ ও দেশনিবাসীদের প্রাণ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করব। তুমি তোমার রাজ্যের সর্বত্র একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকের সন্ধান করবে, যে শাসনকার্যের সমস্ত বিষয় জানে এবং তাকে মিশর দেশের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করবে।
৫৮ আর তুমি যাকে মিশরের উপরে নিযুক্ত করবে, সে যেন তার অধীনে কর্মচারীদের নিযুক্ত করে, যাতে তারা আসন্ন সুস্বাস্থ্যের বছরগুলির সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করে এবং তোমার নির্ধারিত ভাণ্ডারে শস্য সঞ্চয় করে।
59 আর তারা দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য সেই খাদ্য সংরক্ষণ করুক, যাতে তোমার, তোমার প্রজাদের এবং তোমার সমস্ত দেশের জন্য তা পাওয়া যায়, এবং তুমি ও তোমার দেশ দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না হও।
60 দেশের সমস্ত বাসিন্দাদেরও এই আদেশ দেওয়া হোক যে, তারা যেন সাতটি ভালো বছরে তাদের ক্ষেতের ফসল, সর্বপ্রকার খাদ্য সংগ্রহ করে এবং তাদের ভাণ্ডারে জমা করে, যাতে দুর্ভিক্ষের সময় তাদের জন্য তা পাওয়া যায় এবং তারা তাতেই বেঁচে থাকে।
৬১ এটাই তোমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা, এবং তোমার এবং তোমার সমস্ত প্রজাদের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।
62 রাজা উত্তরে যোষেফকে বললেন, "কে বলে এবং কে জানে যে তোমার কথা সঠিক?" তিনি রাজাকে বললেন, "এটা তোমার জন্য একটা চিহ্ন হবে যে আমার সমস্ত কথা সত্য এবং আমার পরামর্শ তোমার জন্য মঙ্গলজনক।"
৬৩ দেখ, আজ তোমার স্ত্রী প্রসবের চেয়ারে বসে আছে, আর সে তোমার জন্য একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তার সাথে আনন্দ করবে; যখন তোমার সন্তান তার মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তোমার প্রথমজাত পুত্র, যেটি এই দুই বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছে, মারা যাবে, এবং তুমি আজ তোমার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানের জন্য সান্ত্বনা পাবে।
64পরে যোষেফ রাজার কাছে এই কথা বলা শেষ করলেন, এবং রাজার কাছে প্রণাম করলেন এবং বাইরে চলে গেলেন; আর যোষেফ রাজার সামনে থেকে চলে গেলেন, আর যোষেফ রাজার কাছে যে চিহ্নগুলি বলেছিলেন তা সেই দিনই পূর্ণ হল।
65 আর সেই দিন রাণীর একটি পুত্র সন্তান হয় এবং রাজা তার পুত্রের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হন, এবং সংবাদদাতা রাজার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর, রাজার দাসেরা রাজার প্রথমজাত পুত্রকে মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান।
66 রাজপ্রাসাদে বিরাট শোক ও কোলাহল শুরু হল, আর রাজা তা শুনতে পেলেন, আর বললেন, "আমি ঘরে এত শোক ও বিলাপ কিসের?" তারা রাজাকে জানাল যে, তাঁর প্রথমজাত পুত্র মারা গেছে; তখন রাজা জানতে পারলেন যে, যোষেফের সমস্ত কথাই সঠিক ছিল, আর যোষেফের কথা অনুসারে সেই দিন তাঁর গর্ভে যে শিশুটি জন্মেছিল, রাজা তাঁর পুত্রের জন্য সান্ত্বনা পেলেন।

অধ্যায় ৪৯

1এই ঘটনার পর রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁর সমস্ত কর্মচারী, কর্মচারী, রাজকর্মচারী ও রাজপরিবারের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে একত্র করলেন; তারা সকলেই রাজার সামনে উপস্থিত হলেন।
2 রাজা তাদের বললেন, "দেখ, তোমরা এই ইব্রীয় লোকটির সমস্ত কথা এবং সে যে সমস্ত চিহ্ন-কার্য সম্পাদনের কথা বলেছিল তা দেখেছ ও শুনেছ, আর তার কোন কথাই মাটিতে পড়েনি।"
3 তুমি জানো যে, তিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আর তা অবশ্যই ঘটবে। তাই এখন পরামর্শ করো এবং জেনে নাও যে, তুমি কী করবে এবং কীভাবে দেশ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পাবে।
4 এখনই খোঁজ করে দেখ, যার হৃদয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আছে, তার মতো আর কেউ পাওয়া যায় কিনা; আমি তাকেই দেশের উপরে নিযুক্ত করব।
5 কারণ তুমি শুনেছ যে, সেই ইব্রীয় লোকটি এই বিষয়ে কি পরামর্শ দিয়েছে যাতে দুর্ভিক্ষ থেকে দেশ রক্ষা করা যায়, আর আমি জানি যে, যে হিব্রু লোকটি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, তার পরামর্শ ছাড়া দেশ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পাবে না।
6তখন সকলে রাজাকে উত্তর করিয়া কহিল, এই বিষয়ে সেই ইব্রীয় যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা উত্তম; অতএব হে আমাদের প্রভু ও মহারাজ, দেখুন, সমগ্র দেশ আপনার হস্তগত; আপনার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন।
৭ তুমি যাকে মনোনীত করবে এবং যাকে তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তার জ্ঞান দিয়ে দেশ রক্ষা করতে সক্ষম বলে জানো, তাকেই রাজা দেশের উপর তার অধীনস্থ করার জন্য নিযুক্ত করবেন।
8 রাজা সকল কর্মচারীকে বললেন, "আমি মনে করি ঈশ্বর যখন সেই ইব্রীয় লোকটিকে তাঁর সমস্ত কথা জানিয়ে দিয়েছেন, তখন থেকে তাঁর মতো বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি সারা দেশে আর কেউ নেই; যদি তোমাদের দৃষ্টিতে তা ভালো মনে হয়, তাহলে আমি তাকে দেশের উপরে নিযুক্ত করব, কারণ সে তার জ্ঞান দিয়ে দেশ রক্ষা করবে।"
9তখন সকল রাজকর্মচারী রাজাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, কিন্তু মিসরের আইনে নিশ্চয়ই লিখিত আছে, এবং ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তি মিসরের উপরে রাজত্ব করিবে না, এবং রাজার পরে দ্বিতীয় হইবে না, কেবল মনুষ্য-সন্তানদের সমস্ত ভাষায় জ্ঞানী ব্যক্তি।
১০ অতএব আমাদের প্রভু ও মহারাজ, দেখুন, এই ইব্রীয় লোকটি কেবল হিব্রু ভাষাতেই কথা বলতে পারে, আর তাহলে সে কীভাবে আমাদের উপরে দ্বিতীয় শাসক হতে পারে, যে আমাদের ভাষাও জানে না?
১১ এখন আমরা অনুরোধ করছি, তুমি তাকে ডেকে পাঠাও, তাকে তোমার সামনে আসতে দাও, এবং তাকে সব বিষয়ে পরীক্ষা করো, এবং তোমার যা ঠিক মনে হয় তাই করো।

১২ রাজা বললেন, "কাল তা করা হবে, আর তুমি যা বলেছ তা ভালো।" আর সেই দিন সমস্ত কর্মচারী রাজার সামনে উপস্থিত হলেন।
১৩ সেই রাতে প্রভু তাঁর একজন পরিচারক দূতকে পাঠালেন, আর তিনি মিশরে যোষেফের কাছে আসলেন। প্রভুর দূত যোষেফের উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর দেখ, যোষেফ রাতে তাঁর প্রভুর বাড়িতে, জেলখানায় বিছানায় শুয়ে ছিলেন, কারণ তাঁর প্রভু তাঁর স্ত্রীর জন্য তাঁকে জেলখানায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
14তখন দূত তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন, আর যোষেফ উঠে তাঁর পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন; আর দেখ, সদাপ্রভুর দূত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; আর সদাপ্রভুর দূত যোষেফের সাথে কথা বললেন, আর সেই রাতে তিনি তাঁকে মানুষের সমস্ত ভাষা শিখিয়ে দিলেন, আর তিনি তাঁর নাম যিহোশেফ রাখলেন।
15পরে সদাপ্রভুর দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং যোষেফ ফিরিয়া আসিয়া আপন বিছানায় শুইয়া পড়িলেন; আর যোষেফ যে দর্শন পাইলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য হইলেন।
১৬ আর সকালে রাজা তাঁর সমস্ত কর্মচারী ও দাসদের ডাকলেন, আর তারা সকলে এসে রাজার সামনে বসল। রাজা যোষেফকে আনার আদেশ দিলেন, আর রাজার দাসেরা গিয়ে যোষেফকে ফেরাউনের সামনে নিয়ে গেল।
১৭ রাজা বেরিয়ে এসে সিংহাসনের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন, আর যোষেফ রাজার সাথে সকল ভাষায় কথা বললেন, আর যোষেফ তাঁর কাছে গিয়ে রাজার সাথে কথা বললেন, যতক্ষণ না তিনি সপ্তরতম ধাপে রাজার সামনে উপস্থিত হলেন, এবং তিনি রাজার সামনে বসলেন।
18আর রাজা যোষেফের জন্য অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং যোষেফের সমস্ত বাক্য শুনিয়া রাজার সহিত সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন।
১৯ রাজা ও তাঁর কর্মচারীদের দৃষ্টিতে এই কথাটি ভালো মনে হল যে, যোষেফকে সমগ্র মিশর দেশের উপর দ্বিতীয় রাজা হিসেবে নিযুক্ত করা উচিত। তখন রাজা যোষেফকে বললেন,
20তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে যে, মিসর দেশের উপরে একজন জ্ঞানী লোক নিযুক্ত করো, যেন তার জ্ঞান দিয়ে দেশকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করা যায়; অতএব, ঈশ্বর তোমাকে এই সমস্ত জ্ঞাত করেছেন, এবং তুমি যে সমস্ত কথা বলেছ, সেগুলিও বলেছেন, তাই সারা দেশে তোমার মত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক আর নেই।
21 আর তোমার নাম আর যোষেফ বলা হবে না, বরং তোমার নাম হবে সাফনাথ পানেয়; তুমি আমার পরে দ্বিতীয় হবে, এবং তোমার বাক্য অনুসারে আমার রাজ্যের সমস্ত কাজ হবে, এবং তোমার বাক্য অনুসারে আমার লোকেরা বাইরে যাবে এবং আসবে।
22আর তোমার হস্ত হইতে আমার দাসগণ ও কর্মচারীরা প্রতি মাসে তাহাদের বেতন পাইবে, এবং দেশের সকল লোক তোমার নিকটে প্রণিপাত করিবে; কেবল আমার সিংহাসনে আমি তোমার অপেক্ষা মহান হইব।
23 রাজা তখন তাঁর হাত থেকে আংটি খুলে যোষেফের হাতে পরিয়ে দিলেন। রাজা যোষেফকে রাজকীয় পোশাক পরিয়ে দিলেন, তাঁর মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেন এবং গলায় সোনার হার পরিয়ে দিলেন।
24 রাজা তাঁর দাসদের আদেশ দিলেন, আর তারা তাঁকে রাজার রথের বিপরীতে থাকা দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাল। তিনি তাঁকে রাজার ঘোড়াগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী ঘোড়ায় চড়িয়ে মিসরের রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।
25আর রাজা আদেশ দিলেন, যারা খঞ্জনি, বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায়, তারা যেন যোষেফের সাথে যায়; এক হাজার খঞ্জনি, এক হাজার মেখোলথ এবং এক হাজার নেবালি তাঁর পিছনে পিছনে যায়।
২৬ আর পাঁচ হাজার লোক, হাতে ঝলমলে খোলা তরবারি নিয়ে, যোষেফের সামনে এগিয়ে চলল এবং খেলা করতে করতে। রাজার বিশ হাজার বীর সোনা দিয়ে মোড়া চামড়ার কোমরবন্ধনী পরে যোষেফের ডানদিকে এবং বিশ হাজার বামদিকে এগিয়ে চলল। সমস্ত মহিলা ও কুমারী ছাদে অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যোষেফের প্রতি আনন্দ ও আনন্দ করছিল এবং যোষেফের রূপ ও সৌন্দর্য দেখছিল।
27 রাজার লোকেরা তাঁর আগে ও পিছনে যাচ্ছিল, ধূপ, দারচিনি ও নানা রকমের সুগন্ধি সুগন্ধি দিয়ে রাস্তা সুগন্ধি করছিল, আর পথের ধারে গন্ধরস ও অগুরু ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বিশ জন লোক তাঁর সামনে সারা দেশে জোরে জোরে এই কথা ঘোষণা করছিল:
২৮ তুমি কি এই লোকটিকে দেখছো যাকে রাজা তার দ্বিতীয় জন হিসেবে মনোনীত করেছেন? সরকারের সমস্ত কাজ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং যে তার আদেশ লঙ্ঘন করবে, অথবা তার সামনে মাটিতে মাথা নত করবে না, সে মারা যাবে, কারণ সে রাজা এবং তার দ্বিতীয় জনকে বিদ্রোহ করে।
29 আর ঘোষকরা ঘোষণা করা বন্ধ করলে, মিশরের সমস্ত লোক যোষেফের সামনে মাটিতে পড়ে প্রণাম করল এবং বলল, "রাজা বেঁচে থাকুন, তাঁর দ্বিতীয় রাজাও বেঁচে থাকুন।" আর মিশরের সমস্ত লোক পথ ধরে প্রণাম করল। আর ঘোষকরা তাদের কাছে এলে তারা প্রণাম করল এবং যোষেফের সামনে নানা ধরণের খঞ্জনি, মেখোল ও নেবাল বাজিয়ে আনন্দ করল।
৩০ তখন যোষেফ তাঁর ঘোড়ায় চড়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে ডাকলেন এবং বললেন, "তিনি দরিদ্রকে ধুলো থেকে তুলেন, তিনি দরিদ্রকে গোবরের স্তূপ থেকে তুলেন।" হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ধন্য সেই ব্যক্তি যে তোমার উপর নির্ভর করে।
31আর যোষেফ ফরৌণের দাস ও কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে মিশরের সর্বত্র ভ্রমণ করলেন, এবং তারা তাঁকে সমগ্র মিশর দেশ এবং রাজার সমস্ত ধন-সম্পদ দেখালেন।
32আর যোষেফ ফিরিয়া আসিয়া সেই দিন ফরৌণের নিকটে উপস্থিত হইলেন; আর রাজা যোষেফকে মিশর দেশে এক অধিকার, ক্ষেত ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকার দিলেন; আর রাজা যোষেফকে তিন সহস্র তালন্ত রূপা, এক সহস্র তালন্ত স্বর্ণ, এবং গোমেদক, সূক্ষ্ম পাথর এবং অনেক উপহার দিলেন।
33পরের দিন রাজা সমস্ত মিশরীয়দের যোষেফের কাছে উপহার ও উপহার আনতে আদেশ দিলেন, আর যে রাজার

আদেশ অমান্য করবে তাকে হত্যা করতে হবে; আর তারা নগরের চকে একটি উঁচু স্থান তৈরি করল এবং সেখানে পোশাক বিছিয়ে দিল; আর যে কেউ যোষেফের কাছে কিছু আনত, সে উঁচু স্থানে রাখত।
34আর সমস্ত মিশরীয় সেই উচ্চস্থলীতে কিছু নিক্ষেপ করিল; একজন এক জন সোনার কানের দুল, অন্য জন আংটি, কানের দুল, সোনা ও রূপার কাজের নানা পাত্র, এবং গোমেদক ও সূক্ষ্ম পাথর সেই উচ্চস্থলীর উপরে নিক্ষেপ করিল; প্রত্যেকে আপন আপন সম্পত্তি হইতে কিছু না কিছু দান করিল।
৩৫ যোষেফ এই সকল লইয়া আপন ভাণ্ডারে রাখিলেন, এবং রাজার সমস্ত কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যোষেফকে উচ্চপদস্থ করিলেন, এবং রাজা তাহাকে আপন দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে মনোনীত করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহাকে অনেক উপহার দিলেন।
36 রাজা ওনের পুরোহিত অহীরামের ছেলে পোটিফেরার কাছে লোক পাঠালেন, আর পোটিফের তার ছোট মেয়ে অস্নাৎকে নিয়ে যোষেফের সাথে বিয়ে দিলেন।
৩৭ আর সেই মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, কুমারী, যাকে কোন পুরুষ কখনও চিনত না, আর যোষেফ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন; আর রাজা যোষেফকে বললেন, আমি ফরৌণ, আর তুমি ছাড়া অন্য কেউ হাত পা তুলে মিশর দেশের সর্বত্র আমার লোকদের শাসন করতে সাহস পাবে না।
38 যোষেফ যখন ফরৌণের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর ছিল। পরে যোষেফ রাজার সামনে থেকে চলে গেলেন এবং মিশরে তিনি দ্বিতীয় রাজা হলেন।
39আর রাজা যোষেফকে তাঁর বাড়িতে সেবা করার জন্য একশো জন দাস দিলেন, আর যোষেফও অনেক দাস কিনে পাঠালেন এবং তারা যোষেফের বাড়িতেই রইল।
40 এরপর যোষেফ রাজপ্রাসাদের উঠানের সামনে রাজাদের প্রাসাদের মতো একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করলেন এবং সেই গৃহে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করলেন, যা দেখতে খুবই মার্জিত এবং তাঁর থাকার জন্য সুবিধাজনক ছিল; যোষেফ তাঁর গৃহ নির্মাণে তিন বছর সময় ব্যয় করলেন।
41আর যোষেফ আপনার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা দিয়ে একটি অতি সুন্দর সিংহাসন নির্মাণ করলেন, এবং তা গোমেদ ও সূক্ষ্ম পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন, এবং তার উপরে সমগ্র মিশর দেশের প্রতিমূর্তি, এবং সমগ্র মিশর দেশকে জলসেচকারী মিশরের নদীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করলেন; আর যোষেফ নিজ গৃহে নিজ সিংহাসনে স্থিরভাবে বসলেন এবং সদাপ্রভু যোষেফের জ্ঞান বৃদ্ধি করলেন।
42 মিশরের সমস্ত বাসিন্দা, ফরৌণের কর্মচারীরা এবং তার রাজকর্মচারীরা যোষেফকে অত্যন্ত ভালোবাসত, কারণ এই কাজটি প্রভুর কাছ থেকে যোষেফের উপর এসেছিল।
43 যোষেফের এক সৈন্যবাহিনী ছিল যারা যুদ্ধ করত। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার ছয়শো, যারা অস্ত্র বহন করে শত্রুর বিরুদ্ধে রাজা ও যোষেফকে সাহায্য করতে পারত। বাদশাহ্র কর্মচারী, তাঁর দাস এবং মিসরের অগণিত বাসিন্দারাও ছিল।
44আর যোষেফ আপন বীরগণকে ও আপন সমস্ত সৈন্যদলকে ঢাল, বর্শা, টুপি, বর্ম এবং ফিঙ্গার নিক্ষেপের জন্য পাথর দিলেন।

অধ্যায় ৫০

1 সেই সময় তর্শীশের লোকেরা ইশ্মায়েলের ছেলেদের বিরুদ্ধে এসে তাদের সাথে যুদ্ধ করল, আর তর্শীশের লোকেরা অনেক দিন ধরে ইশ্মায়েলীয়দের লুণ্ঠন করল।
2 সেই সময় ইশ্মায়েলের সন্তানদের সংখ্যা কম ছিল, তাই তারা তর্শীশের সন্তানদের উপর জয়লাভ করতে পারেনি, বরং তাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়েছিল।
3 তখন ইশ্মায়েলীয়দের বৃদ্ধ নেতারা মিশরের রাজার কাছে একটি চিঠি পাঠালেন, "আমি বিনয় করি, তর্শীশের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনার দাসদের, কর্মকর্তাদের এবং সৈন্যদের পাঠান, কারণ আমরা অনেক দিন ধরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।"
৪ আর ফরৌণ যোষেফকে তাঁর সাথে থাকা বীর সৈন্যদের এবং রাজপ্রাসাদের থেকে তাঁর বীর সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন।
5তারা তর্শীশ-সন্তানদের বিরুদ্ধে ইশ্মায়েলের সন্তানদের সাহায্য করার জন্য হবীলা দেশে গেল। ইশ্মায়েলের সন্তানরা তর্শীশ-সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করল। যোষেফ তর্শীশীয়দের আক্রমণ করে তাদের সমস্ত দেশ অধিকার করলেন এবং ইশ্মায়েলের সন্তানরা আজও সেখানে বাস করছে।
6 আর তর্শীশ দেশ পরাজিত হলে, সমস্ত তর্শীশীয় পালিয়ে গেল এবং তাদের ভাই যবন-সন্তানদের সীমানায় এসে পৌঁছাল। যোষেফ তাঁর সমস্ত বীর সৈন্য ও সৈন্যদল নিয়ে মিশরে ফিরে গেলেন, তাদের একজনও নিখোঁজ হলেন না।
৭ আর বছরের পালাবদলের সময়, যোষেফের মিশরে রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে, যোষেফ যেমন বলেছিলেন, সদাপ্রভু সাত বছর ধরে সারা দেশে প্রচুর ফসল দিলেন; কারণ সদাপ্রভু সেই সাত বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত ফসলে আশীর্বাদ করেছিলেন, এবং লোকেরা খেয়ে খুব তৃপ্ত হয়েছিল।
৪ সেই সময় যোষেফের অধীনে কিছু কর্মচারী ছিল। তারা সুবর্ণ বছরের সমস্ত শস্য সংগ্রহ করত এবং প্রতি বছর শস্য জমা করে যোষেফের ভাণ্ডারে রাখত।
9আর যখনই তারা শস্য সংগ্রহ করত, তখন যোষেফ তাদের শীষের মধ্যে থাকা শস্য এবং ক্ষেতের মাটিও সঙ্গে করে আনতে আদেশ করতেন, যেন তা নষ্ট না হয়।
১০ আর যোষেফ বৎসর বৎসর সেই অনুসারে করিলেন, এবং সমুদ্রের বালির ন্যায় প্রচুর শস্য সঞ্চয় করিলেন, কারণ তাঁহার ভাণ্ডার প্রচুর ছিল, এবং প্রচুর পরিমাণে গণনা করা যাইত না।
১১ আর মিশরের সমস্ত বাসিন্দাও সাতটি ভালো বছরে তাদের ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু তারা যোষেফের মতো তার প্রতিকার করেনি।
১২ আর যোষেফ ও মিশরীয়রা সাত বছরের শস্য সংগ্রহ করে সমস্ত দেশের ভরণপোষণের জন্য সাত বছরের দুর্ভিক্ষের জন্য জমির জন্য মজুদ করে রাখলেন।

১৩ দুর্ভিক্ষের সময় ভরণপোষণের জন্য মিসর-নিবাসীরা প্রত্যেকে তাদের গোলাঘর এবং গোপন স্থান শস্য দিয়ে ভরে ফেলল।

১৪ আর যোষেফ মিশরের সমস্ত শহরে তাঁর সংগৃহীত সমস্ত খাদ্য মজুদ করলেন, এবং সমস্ত গুদাম বন্ধ করে তাদের উপরে প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

১৫ যোষেফের স্ত্রী পোটীফেরার কন্যা অস্নাতের গর্ভে মনঃশি ও ইফ্রয়িম নামে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যোষেফের বয়স যখন চৌত্রিশ বছর তখন তিনি এই দুই পুত্রের জন্ম দেন।

১৬ আর ছেলেরা বড় হয়ে তাঁর পথে ও তাঁর নির্দেশে চলল; তারা তাদের পিতার শেখানো পথ থেকে, ডানে কি বামে বিচ্যুত হল না।

১৭ আর সদাপ্রভু সেই বালকদের সহবর্তী ছিলেন, আর তাহারা বড় হইল, এবং সমস্ত জ্ঞানে ও শাসনকার্যের সমস্ত কার্যে বুদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন করিল; আর রাজার সমস্ত কর্মচারী ও মিসর-নিবাসী তাঁহার প্রধান লোকেরা সেই বালকদের উচ্চপদস্থ করিল, এবং তাহারা রাজার সন্তানদের মধ্যে প্রতিপালিত হইল।

১৮ দেশজুড়ে যে সাত বছর প্রচুর ফসল ছিল, তা শেষ হয়ে গেল। তারপর যোষেফের কথা অনুসারে সাত বছর দুর্ভিক্ষের সময় এল। সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

১৯ মিসরের সমস্ত লোক দেখল যে, মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, আর দুর্ভিক্ষ তাদের উপর প্রচণ্ড আকার ধারণ করায় মিসরের সমস্ত লোক তাদের শস্যের গোলা খুলে দিল।

২০ কিন্তু তারা তাদের গুদামে থাকা সমস্ত খাবার পোকামাকড় দ্বারা পরিপূর্ণ এবং খাওয়ার অযোগ্য দেখতে পেল। ফলে দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আর মিশরের সমস্ত লোক ফরৌণের কাছে এসে কাঁদল, কারণ দুর্ভিক্ষ তাদের উপর ভারী হয়ে উঠছিল।

২১ তখন তারা ফরৌণকে বলল, "আপনার দাসদের খাবার দিন। আমরা এবং আমাদের সন্তানরা কেন আপনার চোখের সামনে ক্ষুধায় মারা যাব?"

22 ফরৌণ তাদের উত্তরে বললেন, "তোমরা কেন আমার কাছে কাঁদছো? যোষেফ কি সাত বছরের শস্য সঞ্চয় করার নির্দেশ দেননি, দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর জন্য? আর কেন তোমরা তার কথা শোনোনি?"

23 মিশরের লোকেরা রাজাকে উত্তর দিল, "প্রভু, আপনার জীবন্ত প্রাণের দিব্য, আপনার দাসেরা যোষেফের আদেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করেছে। আপনার দাসেরা সাত বছরের শস্য সংগ্রহ করে আজও ভাণ্ডারে জমা করে রেখেছে।"

২৪ আর যখন তোমার দাসদের উপর দুর্ভিক্ষ প্রবল হইল, তখন আমরা আমাদের গোলাঘর খুলিলাম, আর দেখিলাম, আমাদের সমস্ত উৎপাদিত ফসল পোকামাকড়ে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং খাদ্যের অযোগ্য ছিল।

২৫ মিসর-নিবাসীদের উপর যা যা ঘটেছে, তা শুনে রাজা দুর্ভিক্ষের জন্য ভীষণ ভীত হলেন এবং তিনি খুবই ভীত হলেন; আর রাজা মিসরীয়দের উত্তরে বললেন, "তোমাদের প্রতি এই সব ঘটেছে, তাই যোষেফের কাছে যাও, তিনি তোমাদের যা বলবেন তাই করো, তাঁর আদেশ অমান্য করো না।"

২৬ তখন মিশরের সমস্ত লোক বেরিয়ে যোষেফের কাছে এসে বলল, "আমাদের খাবার দাও, তাহলে আমরা কেন তোমার সামনে ক্ষুধায় মারা যাব? কারণ তোমার আদেশ অনুসারে আমরা সাত বছর ধরে আমাদের ফসল সংগ্রহ করে সঞ্চয় করেছিলাম, আর এইভাবে আমাদের উপর এসে পড়েছে।"

27 মিশরীয়দের সমস্ত কথা এবং তাদের প্রতি যা ঘটেছিল তা শুনে যোষেফ তার সমস্ত ফসলের গোলা খুলে দিলেন এবং মিশরীয়দের কাছে তা বিক্রি করলেন।

28 সারা দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়ে উঠল, আর সমস্ত দেশেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, কিন্তু মিশরে বিক্রির জন্য ফসল ছিল।

২৯ মিসর-নিবাসী সকলে শস্য কিনতে যোষেফের কাছে আসিল, কারণ দুর্ভিক্ষ তাহাদের উপরে প্রচণ্ড হইল, এবং তাহাদের সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গেল; আর যোষেফ প্রতিদিন মিশরের সকল লোকের কাছে তাহা বিক্রি করিতেন।

৩০ আর কনানের সমস্ত বাসিন্দা, পলেষ্টীয়রা, যর্দনের ওপারের লোকেরা, পূর্বের লোকরা এবং দূরবর্তী ও নিকটবর্তী দেশের সমস্ত নগরের লোকেরা শুনল যে মিশরে শস্য আছে, তাই তারা সকলেই শস্য কিনতে মিশরে এল, কারণ দুর্ভিক্ষ তাদের উপর প্রচণ্ড ছিল।

31আর যোষেফ শস্যের গোলা খুললেন এবং সেগুলোর উপরে কর্মচারীদের নিযুক্ত করলেন; আর তারা প্রতিদিন দাঁড়িয়ে যারা আসত তাদের সকলের কাছে বিক্রি করত।

32 য়োষেফ জানতেন যে তাঁর ভাইয়েরাও শস্য কিনতে মিশরে আসবেন, কারণ সারা দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল ছিল। তাই য়োষেফ তাঁর সমস্ত লোকদের আদেশ দিলেন যেন তারা মিশরের সর্বত্র এই ঘোষণা ঘোষণা করে, বললেন,

33 রাজা, তাঁর দ্বিতীয় এবং তাদের প্রধানদের ইচ্ছা হল, যে কেউ মিশরে শস্য কিনতে চায় সে তার দাসদের মিশরে পাঠাবে না, কেবল তার পুত্রদের পাঠাবে। আর যে কেউ মিশর থেকে শস্য কিনে এসে সারা দেশে বিক্রি করতে যাবে, তাকেও হত্যা করা হবে, কারণ তার পরিবারের ভরণপোষণ ছাড়া আর কেউ তা কিনতে পারবে না।

34 আর যে কেউ দুই কি তিনটি পশু চালাবে তাকে মরতে হবে, কারণ একজন মানুষ কেবল তার নিজের পশু চালাবে।

৩৫ আর যোষেফ মিশরের দ্বারগুলিতে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে কেহ শস্য কিনতে আসিবে, তাহাকে তাহার নাম, তাহার পিতার নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিত না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করিতে দিও না; এবং দিনে যাহা লিখিত হয়, তাহারা সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে পাঠাও, যেন আমি তাহাদের নাম জানিতে পারি।

36আর যোষেফ মিশরের সর্বত্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন, এবং তাহাদিগকে এই সকল কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিলেন।

৩৭ আর যোষেফ এই সকল কার্য করিলেন, এবং এই সকল বিধি প্রণয়ন করিলেন, যেন তিনি জানিতে পারেন যে, কখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ শস্য ক্রয় করিতে মিসরে আসিবে; এবং যোষেফের আজ্ঞানুসারে যোষেফের লোকেরা প্রতিদিন মিসরে এই বাক্য ও বিধি ঘোষণা করিত।

38 পূর্ব ও পশ্চিম দেশের এবং সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত লোক মিসরে যোষেফের প্রণীত নিয়ম ও নিয়মের কথা শুনতে পেল। পৃথিবীর প্রান্তভাগের লোকেরা প্রতিদিন মিসরে এসে শস্য কিনে নিয়ে যেত এবং তারপর চলে যেত।
39 মিশরের সমস্ত অধ্যক্ষ যোষেফের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন। যারা শস্য কিনতে মিসরে আসত, দ্বাররক্ষকরা তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম লিখে প্রতিদিন সন্ধ্যায় যোষেফের সামনে নিয়ে আসত।

অধ্যায় ৫১

1পরে যাকোব শুনলেন যে মিশরে শস্য আছে, তাই তিনি তাঁর পুত্রদের মিশরে শস্য কিনতে যেতে বললেন, কারণ তাদের উপরও দুর্ভিক্ষ প্রবল ছিল। তাই তিনি তাঁর পুত্রদের ডেকে বললেন,
2 দেখ, আমি শুনছি মিশরে শস্য আছে, আর পৃথিবীর সমস্ত লোক সেখানে শস্য কিনতে যায়, তাহলে এখন কেন তোমরা সমস্ত পৃথিবীর সামনে নিজেদের সন্তুষ্ট দেখাবে? তোমরাও মিশরে যাও এবং সেখানে যারা আসবে তাদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য কিছু শস্য কিনে আন, যাতে আমরা মারা না যাই।
3যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতার কথা শুনল এবং মিশরে আসা অন্যান্য লোকদের মধ্যে শস্য কিনতে যাওয়ার জন্য উঠল।
4তাদের বাবা যাকোব তাদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা যখন শহরে প্রবেশ করবে তখন একই দ্বারে একসাথে প্রবেশ করবে না, কারণ দেশবাসীরা এখানে থাকবে।"
৫ পরে যাকোবের পুত্ররা বেরিয়ে মিশরে গেল, আর যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতার আদেশ অনুসারে সবকিছু করল; আর যাকোব বিন্যামীনকে পাঠালেন না, কারণ তিনি ভেবেছিলেন, পাছে পথে তার ভাইয়ের মতো তার উপর কোন দুর্ঘটনা ঘটে; আর যাকোবের দশ পুত্র বেরিয়ে গেল।
6যাকোবের ছেলেরা যখন পথে যাচ্ছিল, তখন তারা যোষেফের প্রতি যা করেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হল। তারা একে অপরকে বলল, "আমরা জানি আমাদের ভাই যোষেফ মিশরে গিয়েছিল, এখন আমরা যেখানেই যাই তাকে খুঁজব। যদি তাকে পাই, তাহলে মুক্তিপণ হিসেবে তার মনিবের কাছ থেকে তাকে নিয়ে যাব, আর যদি না পাই, তাহলে জোর করে, আর তার জন্য মরব।"
7যাকোবের পুত্ররা এই কথায় রাজি হল এবং যোষেফকে তার প্রভুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদেরকে শক্তিশালী করল; আর যাকোবের পুত্ররা মিশরে গেল; আর যখন তারা মিশরের কাছে এলো, তখন তারা একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং মিশরের দশটি দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল; আর দ্বাররক্ষীরা সেই দিন তাদের নাম লিখে সন্ধ্যাবেলায় যোষেফের কাছে নিয়ে এল।
8আর যোষেফ নগরের দ্বাররক্ষকদের হাত থেকে নামগুলি পাঠ করলেন, আর তিনি দেখলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা নগরের দশটি দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছে; আর যোষেফ সেই সময় মিশরের সর্বত্র এই ঘোষণা ঘোষণা করলেন, বললেন,
৯ তোমরা সকল ভাণ্ডার রক্ষীরা বেরিয়ে যাও, সমস্ত ভাণ্ডার বন্ধ করে দাও এবং কেবল একটি ভাণ্ডার খোলা রাখো, যাতে যারা আসবে তারা সেখান থেকে কিনতে পারে।
১০ আর সেই সময়ে যোষেফের সমস্ত কর্মচারীরা তাই করল, এবং তারা সমস্ত দোকান বন্ধ করে দিল এবং কেবল একটি খোলা রাখল।
১১ আর যোষেফ আপন ভাইদের লিখিত নাম খোলা ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে দিলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, যে কেহ তোমার নিকটে শস্য কিনতে আসিবে, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিও; আর এই নামের লোক তোমার সম্মুখে আসিলে, তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইও; তাহারা তাহাই করিল।
১২ আর যাকোবের পুত্ররা যখন শহরে প্রবেশ করল, তখন তারা শস্য কেনার আগে যোষেফের খোঁজে শহরে একত্রিত হল।
১৩ তারা বেশ্যাদের প্রাচীরের কাছে গেল এবং তিন দিন ধরে বেশ্যাদের প্রাচীরের মধ্যে যোষেফকে খুঁজতে লাগল, কারণ তারা ভেবেছিল যোষেফ বেশ্যাদের প্রাচীরের মধ্যে আসবে, কারণ যোষেফ অত্যন্ত সুন্দর এবং সুন্দর ছিলেন। যাকোবের পুত্ররা তিন দিন ধরে যোষেফকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু তারা তাঁকে পেল না।
১৪ আর যে ব্যক্তি খোলা গোলাঘরের দেখাশোনা করত, সে যোষেফের দেওয়া নামগুলো খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেল না।
১৫ পরে তিনি যোষেফের কাছে এই কথা পাঠাইলেন, "তিন দিন পেরিয়ে গেছে, আর যাদের নাম তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তারা এখনও আসেনি; তাই যোষেফ সমস্ত মিসরে সেই লোকদের খুঁজে বের করে যোষেফের সামনে আনার জন্য দাসদের পাঠালেন।"
১৬ যোষেফের দাসেরা মিশরে গিয়ে তাদের খুঁজে পেল না। তারা গোশনে গেল, কিন্তু সেখানেও তাদের খুঁজে পেল না। তারপর রামিষেষ শহরে গিয়েও তাদের খুঁজে পেল না।
১৭ যোষেফ তাঁর ভাইদের খোঁজে ষোল জন দাস পাঠালেন। তারা গিয়ে শহরের চার কোণে ছড়িয়ে পড়ল। আর চারজন দাস বেশ্যাদের বাড়িতে গেল এবং সেখানে দশজন লোককে তাদের ভাইকে খুঁজতে দেখতে পেল।
১৮ তখন সেই চারজন লোক তাদের ধরে তাঁর সামনে নিয়ে এলো এবং তাঁকে মাটিতে প্রণাম করল। যোষেফ তাঁর মন্দিরে তাঁর সিংহাসনে বসে ছিলেন, রাজকীয় পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁর মাথায় সোনার একটি বড় মুকুট ছিল এবং সমস্ত বীর তাঁর চারপাশে বসে ছিলেন।
১৯ যাকোবের পুত্ররা য়োষেফকে দেখল এবং তাঁর রূপ, সৌন্দর্য ও গৌরব তাদের চোখে অসাধারণ লাগলো, আর তারা আবার মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।
20 যোষেফ তাঁর ভাইদের দেখতে পেলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারলেন না, কারণ তাদের চোখে যোষেফ খুব মহান ছিলেন, তাই তারা তাঁকে চিনতে পারলেন না।
21 যোষেফ তাদের বললেন, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ?" তারা সকলে উত্তর দিল, "আপনার দাসেরা কনান দেশ থেকে শস্য কিনতে এসেছেন, কারণ সারা দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। আপনার দাসেরা শুনেছেন যে মিশরে শস্য আছে, তাই তারা তাদের ভরণপোষণের জন্য শস্য কিনতে অন্যদের মধ্যে এসেছে।"

22 যোষেফ তাদের বললেন, "তোমরা যদি তোমাদের কথামতো জিনিসপত্র কিনতে এসে থাকো, তাহলে নগরের দশটি দরজা দিয়ে কেন আসছো? এটা হতে পারে যে তোমরা দেশের ভেতর দিয়ে খোঁজ করতে এসেছো।"
২৩ তখন সকলে একত্রে যোষেফকে উত্তর দিলেন, "হুজুর, আমরা ঠিক বলছি না। আপনার দাসেরা গুপ্তচর নই, আমরা শস্য কিনতে এসেছি, কারণ আপনার দাসেরা সকলে ভাই, কনান দেশের এক ব্যক্তির সন্তান। আমাদের পিতা আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন, তোমরা নগরে প্রবেশ করলে এক দ্বারে একসাথে প্রবেশ করো না, কারণ দেশবাসীরা এখানে থাকবে।"
24আর যোষেফ আবার তাদের উত্তর দিলেন, বললেন, আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, তা-ই হল, তোমরা দেশ অনুসন্ধান করতে এসেছ, তাই তোমরা সকলে নগরের দশটি দ্বার দিয়ে এসেছ; তোমরা দেশের নগ্নতা দেখতে এসেছ।
২৫ যারা শস্য কিনতে আসে তারা অবশ্যই তাদের পথে চলে যাবে, আর তুমি ইতিমধ্যেই তিন দিন ধরে দেশে আছো, আর এই তিন দিন ধরে যে বেশ্যাদের দেয়ালে ছিলে সেখানে তুমি কি করছো? নিশ্চয়ই গুপ্তচররা এই কাজগুলো করে।
২৬ তারা যোষেফকে বলল, "আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এই কথা বলা দূরে থাকুক। আমরা বারো ভাই, আমাদের পিতা যাকোবের পুত্র, কনান দেশে, ইব্রীয় অব্রাহামের পুত্র, ইসহাকের পুত্র। আর দেখ, ছোট ভাইটি আজ কনান দেশে আমাদের পিতার কাছে আছে, আর একজন নেই, কারণ সে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো সে এই দেশেই আছে, তাই আমরা সারা দেশে তাকে খুঁজছি, এমনকি সেখানে তাকে খুঁজতে বেশ্যাদের বাড়িতেও এসেছি।"
27 যোষেফ তাদের বললেন, "তোমরা কি সারা পৃথিবীতে তাঁকে খুঁজে বের করেছ যে, তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য কেবল মিশরই বাকি ছিল? আর তোমাদের ভাই মিশরে থাকলেও বেশ্যাদের বাড়িতে তার কী করা উচিত? তোমরা কি বলোনি যে, তোমরা অব্রাহামের পুত্র ইসহাকের সন্তান, তাহলে যাকোবের পুত্ররা বেশ্যাদের বাড়িতে কি করবে?"
28তারা তাকে বলল, "আমরা শুনেছি যে ইশ্মায়েলীয়রা তাকে আমাদের কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে এবং আমাদের বলা হয়েছে যে তারা তাকে মিশরে বিক্রি করেছে। আর তোমার দাস, আমাদের ভাই, খুব সুন্দর এবং সুন্দর, তাই আমরা ভেবেছিলাম সে অবশ্যই বেশ্যাদের বাড়িতে থাকবে, তাই তোমার দাসরা তাকে খুঁজতে এবং তার জন্য মুক্তিপণ দিতে সেখানে গিয়েছিল।"
29তখনও যোষেফ তাদের উত্তর দিলেন, বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছ ও মিথ্যা কথা বলছ, নিজেদের অব্রাহামের সন্তান বলে থাকো; ফরৌণের কসম, তোমরা গুপ্তচর; তাই তোমরা বেশ্যাদের বাড়িতে এসেছ যাতে তোমাদের পরিচয় না হয়।
৩০ যোষেফ তাদের বললেন, "আর এখন যদি তোমরা তাকে খুঁজে পাও এবং তার মালিক তোমাদের কাছ থেকে অনেক দাম দাবি করে, তাহলে কি তোমরা তার জন্য তা দেবে?" তারা বলল, "তাই দেওয়া হবে।"
31তখন সে তাদের বলল, "আর যদি তার মনিব তাকে অনেক দাম দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজি না হয়, তাহলে তার জন্য তোমরা তার কী করবে?" তারা উত্তরে বলল, "যদি সে তাকে আমাদের হাতে না দেয়, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করব এবং আমাদের ভাইকে ধরে নিয়ে চলে যাব।"
32 য়োষেফ তাদের বললেন, "আমি তোমাদের যা বললাম তা এই; তোমরা গুপ্তচর, কারণ তোমরা এই দেশের লোকদের হত্যা করতে এসেছ। আমরা শুনেছি যে, তোমাদের দুই ভাই তোমাদের বোনের জন্য কনান দেশের শিখিমের সমস্ত লোককে হত্যা করেছে, আর এখন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মিশরেও সেই একই কাজ করতে আসছো।"
33কেবল এই ভাবেই আমি জানতে পারব যে তোমরা সত্যবাদী; যদি তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে তোমাদের বাবার কাছ থেকে তোমাদের ছোট ভাইকে এখানে আমার কাছে আনতে পাঠাও, আর এই কাজ করে আমি বুঝতে পারব যে তোমরা ঠিক বলছো।
34তখন যোষেফ তাঁর সত্তর জন বীরকে ডাকলেন এবং তাদের বললেন, "এই লোকদের নিয়ে যাও এবং প্রহরায় নিয়ে যাও।"
৩৫ তারপর সেই বীরেরা দশজনকে ধরে কারাগারে রাখল, আর তারা তিন দিন ধরে কারাগারে রইল।
৩৬ তৃতীয় দিনে যোষেফ তাদের কারাগার থেকে বের করে আনলেন এবং বললেন, "তোমরা যদি সত্যিকারের লোক হও, তাহলে তোমরা বেঁচে থাকবে। তোমাদের ভাইদের মধ্যে একজন কারাগারে আটক থাকবে। তোমরা কনান দেশে তোমাদের পরিবারের জন্য শস্য নিয়ে যাবে। তারপর তোমাদের ছোট ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি জানতে পারব যে তোমরা যখন এই কাজ করবে, তখন তোমরা সত্যিকারের লোক।"
37 যোষেফ তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং খুব কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কারণ তাদের জন্য তাঁর করুণা হয়েছিল। তিনি মুখ ধুয়ে আবার তাদের কাছে ফিরে এলেন এবং তাদের কাছ থেকে শিমিয়োনকে নিয়ে তাকে বেঁধে রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু শিমিয়োন তা করতে রাজি হলেন না, কারণ তিনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা তাকে বেঁধে রাখতে পারতেন না।
38তখন যোষেফ তাঁর বীর সৈন্যদের ডাকলেন এবং সত্তর জন বীর পুরুষ হাতে খোলা তরবারি নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন; আর যাকোবের পুত্ররা তাদের দেখে ভীত হয়ে পড়লেন।
39 যোষেফ তাদের বললেন, "এই লোকটিকে ধরে কারাগারে আটকে রাখো, যতক্ষণ না তার ভাইয়েরা তার কাছে আসে।" তখন যোষেফের বীর লোকেরা তাড়াতাড়ি করে শিমিয়োনকে ধরে তাকে বেঁধে ফেলল। শিমিয়োন জোরে জোরে চিৎকার করল এবং তার কান্না অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেল।
40 আর যোষেফের সমস্ত বীর পুরুষ সেই চিৎকারের শব্দে ভীত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, এবং খুব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।
41আর যোষেফের সঙ্গী সকলে পলায়ন করিল, কারণ তাহারা আপন আপন প্রাণের ভয়ে অতিশয় ভীত হইল;

কেবল যোষেফ ও তাঁহার পুত্র মনঃশি সেখানে রহিলেন; আর যোষেফের পুত্র মনঃশি শিমিয়োনের বল দেখিতে পাইলেন, এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।
42তখন যোষেফের পুত্র মনঃশি শিমিয়োনের বিরুদ্ধে উঠলেন, এবং মনঃশি শিমিয়োনের ঘাড়ের পিছনে মুষ্টি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন, তাতে শিমিয়োনের রাগ শান্ত হল।
43 মনঃশি শিমিয়োনকে ধরে জোর করে বেঁধে বন্দীশালায় নিয়ে গেলেন। যাকোবের সমস্ত পুত্র সেই যুবকের এই কাজ দেখে অবাক হয়ে গেল।
44 শিমিয়োন তার ভাইদের বললেন, "তোমরা কেউ বলো না যে, এটা একজন মিশরীয়ের আঘাত, কিন্তু এটা আমার বাবার পরিবারের আঘাত।"
৪৫ এরপর যোষেফ ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ককে ডাকতে আদেশ দিলেন, যেন তারা যতটা বয়ে নিয়ে যেতে পারে, ততটা শস্য তাদের বস্তায় ভরে দেয়, প্রত্যেকের টাকা তার বস্তায় ফিরিয়ে দেয় এবং তাদের পথের জন্য খাবার দেয়; আর তিনি তাদের প্রতি এইরূপ করলেন।
46আর যোষেফ তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন, সাবধান, আমি তোমাদের যেমন বলিয়াছি, তেমনি তোমাদের ভাইকে আনিয়া আমার আজ্ঞা লঙঘন করিও না; আর তোমরা যখন তোমাদের ভাইকে আমার কাছে আনিয়াছ, তখন আমি জানিব যে, তোমরা সৎ লোক, এবং তোমরা দেশে ব্যবসা করিবে; এবং আমি তোমাদের ভাইকে তোমাদের কাছে ফিরাইয়া দিব, এবং তোমরা শান্তিতে তোমাদের পিতার কাছে ফিরিয়া যাইবে।
47 তখন তারা সকলে উত্তর দিল, "আমাদের প্রভু যা বলেছেন আমরা তাই করব।" এই বলে তারা তাঁকে মাটিতে প্রণাম করল।
48আর প্রত্যেকে আপন আপন গাধার পিঠে শস্য তুলিয়া কনান দেশে পিতার কাছে যাইবার জন্য বাহির হইল; এবং তাহারা সরাইখানায় উপস্থিত হইলে লেবি আপন গাধার জন্য খাদ্য দেওয়ার জন্য আপন বস্তা বিছিয়া দেখিল, এবং দেখ, তাহার পূর্ণ ওজনের টাকা এখনও তাহার বস্তার মধ্যেই রহিয়াছে।
49 তখন সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হয়ে তার ভাইদের বলল, "আমার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, আর দেখ, তা আমার থলেতেই আছে।" এই কথা শুনে সেই লোকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে বলল, "ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কি করলেন?"
৫০ তারা সকলে বলল, "আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি, অর্থাৎ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের প্রতি সদাপ্রভুর যে দয়া ছিল, তা কোথায় গেল? আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য তিনি আজ আমাদের মিশরের রাজার হাতে তুলে দিয়েছেন।"
51 যিহূদা তাদের বলল, "আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে পাপী, কারণ আমরা আমাদের ভাইকে, আমাদের নিজেদের মাংস বিক্রি করেছি; তাই তোমরা কেন বলছ, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি সদাপ্রভুর দয়া কোথায়?'
৫২ রূবেণ তাদের বলল, "আমি তোমাদের বলিনি, 'ছেলেটির বিরুদ্ধে পাপ করো না,' আর তোমরা আমার কথা শোননি? এখন ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে তাকে দাবি করছেন, আর তোমরা কি করে বলতে সাহস পাও, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রভুর দয়া কোথায়?' তোমরা যখন প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ?'
53আর তারা সেই স্থানে রাত্রিযাপন করল, এবং খুব ভোরে উঠে তাদের গাধার পিঠে শস্য বোঝাই করল, এবং তাদের নিয়ে এগিয়ে গেল এবং কনান দেশে তাদের পিতার বাড়িতে উপস্থিত হল।
54পরে যাকোব ও তার পরিজন তার ছেলেদের সাথে দেখা করতে বের হলেন; আর যাকোব দেখলেন, তাদের ভাই শিমিয়োন তাদের সাথে নেই। তখন যাকোব তার ছেলেদের বললেন, "তোমাদের ভাই শিমিয়োন কোথায়, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না?" তখন তার ছেলেরা তাকে মিশরে তাদের উপর যা যা ঘটেছিল সব বলল।

অধ্যায় ৫২

1পরে তারা তাদের ঘরে ঢুকে প্রত্যেকে নিজের নিজের বস্তা খুলল এবং দেখল, প্রত্যেকের টাকার থলি সেখানে আছে; এতে তারা এবং তাদের বাবা খুব ভীত হলেন।
2যাকোব তাদের বললেন, "তোমরা আমার সাথে এ কি করলে? তোমাদের ভাই যোষেফকে তোমাদের মঙ্গল কামনা করতে পাঠিয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে বলেছিলে, কোন বন্য জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে।"
3 আর শিমিয়োন তোমাদের সাথে খাদ্য কিনতে গিয়েছিল, আর তোমরা বলছো মিশরের রাজা তাকে কারাগারে আটকে রেখেছে, আর তোমরা বিন্যামীনকে হত্যা করার জন্য তাকেও ধরে নিয়ে যেতে চাও, আর বিন্যামীন ও তার ভাই যোষেফের জন্য আমার চুলের ধূসরতা শোকে কবরে নামিয়ে দিতে চাও।
4অতএব, আমার ছেলে তোমাদের সাথে যাবে না, কারণ তার ভাই মারা গেছে, সে একাই রয়ে গেছে; আর তুমি যে পথে যাও, সেই পথে তার উপর বিপদ ঘটতে পারে, যেমন তার ভাইয়ের উপর হয়েছিল।
5আর রূবেণ আপন পিতাকে কহিল, আমি যদি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সম্মুখে না উপস্থিত না করি, তবে তুমি আমার দুই পুত্রকে বধ করিবে; আর যাকোব আপন পুত্রদের কহিল, তোমরা এখানে থাক, মিসরে যেও না, কারণ আমার পুত্র তোমাদের সহিত মিসরে যাইবে না, এবং আপন ভাইয়ের ন্যায় মরিবে না।
৬ তখন যিহূদা তাদের বলল, "শস্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার কাছ থেকে দূরে থাকো। তারপর সে বলবে, 'তোমাদের ভাইকে নিয়ে যাও,' যখন সে দুর্ভিক্ষের কারণে নিজের এবং তার পরিবারের জীবন বিপন্ন দেখতে পাবে।"
৭ সেই সময় সারা দেশে দুর্ভিক্ষ তীব্র আকার ধারণ করল। পৃথিবীর সমস্ত লোক খাদ্য কিনতে মিশরে গেল। কারণ দুর্ভিক্ষ তাদের মধ্যে ভীষণভাবে প্রবল হয়ে উঠল। যাকোবের পুত্ররা শস্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক বছর দুই মাস কনান দেশে রইল।
৮ শস্য শেষ হওয়ার পর, যাকোবের সমস্ত পরিবার ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। যাকোবের পুত্রদের সমস্ত শিশুরা জড়ো হয়ে যাকোবের কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরল এবং বলল, "আমাদের রুটি দাও, আমরা সকলে তোমার সামনে ক্ষুধায় মারা যাব কেন?"

৭যাকোব তার পুত্রদের কথা শুনে খুব কাঁদতে লাগলেন, এবং তাদের জন্য তার করুণা জাগলো, এবং যাকোব তার পুত্রদের ডাকলেন, তারা সকলে এসে তার সামনে বসল।
১০ যাকোব তাদের বললেন, "তোমাদের ছেলেমেয়েরা আজ আমার জন্য কাঁদছে, তারা কি দেখছে না? তারা বলছে, 'আমাদের রুটি দাও, অথচ নেই?' এখন ফিরে গিয়ে আমাদের জন্য কিছু খাবার কিনে আন।'
১১ তখন যিহূদা তার বাবাকে বলল, "আপনি যদি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠান, তাহলে আমরা আপনার জন্য শস্য কিনতে যাব; আর যদি তাকে না পাঠান, তাহলে আমরা যাব না, কারণ মিশরের রাজা আমাদের বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের ভাই তোমাদের সাথে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না, কারণ মিশরের রাজা একজন শক্তিশালী এবং শক্তিশালী রাজা; আর দেখ, আমরা যদি আমাদের ভাইকে ছাড়া তার কাছে যাই, তাহলে আমাদের সকলকেই হত্যা করা হবে।"
১২ তুমি কি জানো না এবং তুমি কি শোনোনি যে এই রাজা অত্যন্ত শক্তিশালী ও জ্ঞানী, আর সারা পৃথিবীতে তার মতো কেউ নেই? দেখ, আমরা পৃথিবীর সমস্ত রাজা দেখেছি এবং সেই রাজার মতো একজনও দেখিনি, অর্থাৎ মিশরের রাজা; নিশ্চয়ই পৃথিবীর সমস্ত রাজার মধ্যে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের চেয়ে বড় আর কেউ নেই, তবুও মিশরের রাজা তার চেয়ে বড় ও শক্তিশালী, এবং অবীমেলকের তুলনা কেবল তার একজন কর্মচারীর সাথেই করা যেতে পারে।
১৩ পিতা, তুমি তাঁর প্রাসাদ, তাঁর সিংহাসন এবং তাঁর সমস্ত দাসদের তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখোনি; তুমি সেই রাজাকে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ ও রাজকীয় চেহারায় তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখোনি, তাঁর রাজকীয় পোশাক পরে তাঁর মাথায় একটি বড় সোনার মুকুট ছিল; ঈশ্বর তাঁকে যে সম্মান ও গৌরব দিয়েছেন তা তুমি দেখোনি, কারণ সারা পৃথিবীতে তাঁর মতো আর কেউ নেই।
১৪ পিতা, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে যে জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং জ্ঞান দিয়েছেন, তা তুমি দেখোনি, আর তিনি যখন আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরও তুমি শোনোনি।
১৫ বাবা, আমরা জানি না, কে তাকে আমাদের নাম এবং আমাদের উপর যা যা ঘটেছে তার সব জানালো, তবুও সে তোমার পরেও জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাবা কি এখনও বেঁচে আছেন? তিনি কি ভালো আছেন?
১৬ তুমি মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করতে দেখোনি, তার প্রভু ফরৌণের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা না করে; তুমি দেখোনি যে তিনি সমস্ত মিশরীয়দের উপর যে ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন।
১৭ আর যখন আমরা তার কাছ থেকে চলে গেলাম, তখন আমরা ইমোরীয়দের অন্যান্য শহরগুলির মতো মিশরের প্রতিও হুমকি দিয়েছিলাম, এবং সে আমাদের গুপ্তচর বলে যে সমস্ত কথা বলেছিল তার প্রতি আমরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, এবং এখন যখন আমরা আবার তার সামনে আসব তখন তার ভয় আমাদের সকলের উপর নেমে আসবে, এবং আমাদের কেউই তাকে ছোট বা বড় কিছু বলতে পারবে না।
১৮ অতএব, এখন পিতা, দয়া করে ছেলেটিকে আমাদের সাথে পাঠান, আমরা গিয়ে আপনার জন্য খাবার কিনে আনব, আমাদের ভরণপোষণের জন্য, আর ক্ষুধায় মারা যাব না। যাকোব বললেন, "তোমার ভাই আছে বলে রাজাকে জানানোর জন্য তুমি আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার কেন করলে? তুমি আমার সাথে এ কি করলে?"
১৯ তখন যিহূদা তার বাবা যাকোবকে বলল, "ছেলেটিকে আমার কাছে দাও। আমরা উঠে মিশরে যাব এবং শস্য কিনে আনব। তারপর ফিরে আসব। যদি ছেলেটি আমাদের সাথে না থাকে, তাহলে তোমার দোষ চিরকাল আমার উপর বর্তাবে।"
২০ তুমি কি আমাদের সকল শিশুকে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে দেখেছো, আর তাদের তৃপ্ত করার ক্ষমতা তোমার নেই? এখন তাদের প্রতি তোমার করুণা জাগ্রত হোক এবং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠাও, আমরা যাব।
21 কারণ তুমি যখন বলছো যে মিশরের রাজা তোমার পুত্রকে নিয়ে যাবে, তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রভুর দয়া তোমার কাছে কীভাবে প্রকাশিত হবে? জীবন্ত প্রভুর কসম, আমি তাকে না এনে তোমার সামনে না রাখা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে যাব না; কিন্তু প্রভুর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তিনি আমাদের প্রতি দয়া করেন, যাতে মিশরের রাজা এবং তার লোকদের সামনে আমাদের অনুগ্রহ ও সদয়ভাবে গ্রহণ করা হয়, কারণ আমরা যদি দেরি না করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার পুত্রকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতাম।
22যাকোব তাঁর পুত্রদের বললেন, "আমি প্রভু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি, তিনি তোমাদের উদ্ধার করবেন এবং মিশরের রাজার এবং তাঁর সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে তোমাদের অনুগ্রহ করবেন।"
23অতএব এখন উঠ, সেই ব্যক্তির কাছে যাও, এবং দেশ থেকে যা পাও, তার জন্য কিছু উপহার নিয়ে তার সামনে আন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তার সামনে তোমাদের প্রতি করুণা করেন এবং তোমাদের ভাই বিন্যামীন ও শিমিয়োনকে তোমাদের সাথে পাঠান।
24তখন সমস্ত লোক উঠিয়া তাহাদের ভ্রাতা বিন্যামীনকে ধরিল, এবং দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য হইতে এক বিরাট উপহার লইল, এবং দ্বিগুণ রূপাও লইল।
25আর যাকোব বিন্যামীনের বিষয়ে আপন পুত্রদের কড়া নির্দেশ দিলেন, কহিলেন, তোমরা যে পথে যাও, তাহার প্রতি সাবধান থাকিও, এবং পথে, মিসরেও তাহার নিকট হইতে পৃথক হইও না।
26তখন যাকোব আপন পুত্রদের নিকট হইতে উঠিয়া দুই হাত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন, হে স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমাদের পিতা অব্রাহামের সহিত তোমার নিয়ম স্মরণ কর, আমার পিতা ইসহাকের সহিত তোমার নিয়ম স্মরণ কর, এবং আমার পুত্রদের প্রতি দয়া কর, এবং তাহাদিগকে মিশরের রাজার হস্তে সমর্পণ করিও না; হে ঈশ্বর, তোমার করুণার জন্য আমি বিনতি করি, আমার সকল সন্তানকে মুক্ত কর, এবং তাহাদিগকে মিশরের হস্ত হইতে উদ্ধার কর, এবং তাহাদের দুই ভাইকে তাহাদের কাছে পাঠাও।

27 তখন যাকোবের পুত্রদের স্ত্রীরা এবং তাদের সন্তানরা স্বর্গের দিকে চোখ তুলে প্রভুর সামনে কাঁদতে লাগল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যেন তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের মিশরের রাজার হাত থেকে রক্ষা করেন।
28আর যাকোব মিশরের রাজার কাছে একটি দলিল লিখে যিহূদার হাতে ও তার পুত্রদের হাতে মিশরের রাজার জন্য দিলেন, এই বলে,
29 তোমার দাস যাকোব, ইসহাকের পুত্র, ইব্রীয় অব্রাহামের পুত্র, ঈশ্বরের রাজপুত্র, থেকে, পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী রাজা, গোপন বিষয় প্রকাশকারী, মিশরের রাজার প্রতি, শুভেচ্ছা।
30 হে আমার প্রভু, মিশরের রাজা, তোমাদের জানা উচিত যে, কনান দেশে আমাদের উপর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাই আমি আমার ছেলেদের আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম যাতে তারা আমাদের ভরণপোষণের জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু খাবার কিনে আনে।
31 কারণ আমার ছেলেরা আমাকে ঘিরে ধরেছিল এবং আমি খুব বৃদ্ধ বলে আমার চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বয়সের সাথে সাথে আমার চোখ খুব ভারী হয়ে উঠেছে, এবং আমার ছেলের জন্য, যোষেফের জন্য প্রতিদিন কাঁদতে কাঁদতে, যে আমার সামনে থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, এবং আমি আমার ছেলেদের আদেশ দিয়েছিলাম যে তারা মিশরে আসার সময় শহরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না, কারণ দেশবাসীরা সেখানে বাস করত।
32আর আমি তাদের আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ছেলে যোষেফের খোঁজে মিশরে যায়, হয়তো তারা সেখানে তাকে খুঁজে পেতে পারে, আর তারা তাই করেছিল, আর তুমি তাদের দেশের গুপ্তচর বলে মনে করেছিলে।
33 আমরা কি তোমার বিষয়ে শুনিনি যে তুমি ফরৌণের স্বপ্নের অর্থ করেছ এবং তার সাথে সত্য কথা বলেছ? তাহলে তুমি তোমার জ্ঞানে কেন জান না যে আমার ছেলেরা গুপ্তচর কিনা?
34এখন, হে আমার প্রভু ও মহারাজ, দেখুন, আপনি আমার পুত্রদের যেমন বলেছিলেন, তেমনি আমি আপনার আগে আমার পুত্রকে প্রেরণ করলাম; আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, যতক্ষণ না সে তার ভাইদের সাথে শান্তিতে আমার কাছে ফিরে আসে, ততক্ষণ আপনি তার উপর নজর রাখুন।
৩৫ কারণ তুমি কি জানো না, অথবা তুমি কি শোনোনি যে আমাদের ঈশ্বর ফেরাউনের প্রতি কি করেছিলেন যখন তিনি আমার মা সারাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার জন্য পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের প্রতি কি করেছিলেন, এবং আমাদের পিতা অব্রাহাম এলমের নয়জন রাজার প্রতি কি করেছিলেন, কীভাবে তিনি তার সাথে থাকা কয়েকজন লোকের সাহায্যে তাদের সকলকে হত্যা করেছিলেন?
36 আর আমার দুই ছেলে শিমিয়োন ও লেবি ইমোরীয়দের আটটি শহরকে কী করেছিল, তাদের বোন দীণার জন্য তারা কীভাবে সেগুলো ধ্বংস করেছিল?
৩৭ আর তাদের ভাই বিন্যামীনের জন্যও তারা তার ভাই যোষেফের মৃত্যুতে নিজেদের সান্ত্বনা দিল; তখন তারা যখন দেখবে যে তার জন্য কোন জাতির হাত তাদের উপর প্রবল হচ্ছে, তখন তারা তার জন্য কী করবে?
৩৮ হে মিশরের রাজা, তুমি কি জানো না যে ঈশ্বরের শক্তি আমাদের সাথে আছে, আর ঈশ্বর সর্বদা আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং আমাদের চিরকাল ত্যাগ করেন না?
39 আর যখন আমার ছেলেরা তাদের সাথে তোমার আচরণের কথা আমাকে বলল, তখন আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিনি, কারণ তাহলে আমার ছেলে বিন্যামীন তোমার আগে আসার আগেই তুমি তোমার লোকদের সাথে মারা যেতে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে আমার ছেলে শিমিয়োন তোমার বাড়িতে থাকায়, হয়তো তুমি তার সাথে দয়া করবে, তাই আমি তোমার সাথে এই কাজ করিনি।
40 "এখন দেখ, আমার ছেলে বিন্যামীন আমার ছেলেদের নিয়ে তোমার কাছে আসছে। তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও এবং তার উপর দৃষ্টি রাখো। তাহলে ঈশ্বর তোমার উপর এবং তোমার রাজ্যের সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি রাখবেন।
৪১ এখন আমি আমার মনের সব কথা তোমাকে বলেছি, আর দেখ, আমার ছেলেরা তাদের ভাইকে নিয়ে তোমার কাছে আসছে, তাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীর মুখ পরীক্ষা করো এবং তাদের ভাইদের সাথে শান্তিতে তাদের ফেরত পাঠাও।
42 আর যাকোব মিশরের রাজাকে দেওয়ার জন্য তার ছেলেদের হাতে সেই নথিপত্র যিহূদার হাতে দিলেন।

অধ্যায় ৫৩

1তখন যাকোবের পুত্ররা উঠিয়া বিন্যামীনকে এবং সমস্ত উপহার লইয়া মিসরে গিয়া যোষেফের সম্মুখে দাঁড়াইল।
2 যোষেফ তাঁর ভাই বিন্যামীনকে তাদের সাথে দেখতে পেয়ে তাদের অভিবাদন জানালেন, আর তারা যোষেফের বাড়িতে এলেন।
3আর যোষেফ আপন বাড়ীর অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, যেন তাঁহার ভাইদের ভোজন করাইতে হয়, এবং তিনি তাহাদিগকে তদনুসারে দিলেন।
৪ দুপুরে যোষেফ বিন্যামীনের সাথে লোকদের ডেকে পাঠালেন। তারা তাদের বস্তায় ফেরত পাঠানো রূপার কথা যোষেফের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে জানালেন। তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের মঙ্গল হবে, ভয় করো না।" এই বলে তিনি তাদের ভাই শিমিয়োনকে তাদের কাছে নিয়ে এলেন।
5 শিমিয়োন তার ভাইদের বলল, "মিশরীয়দের প্রভু আমার প্রতি খুব দয়া করেছেন। তোমরা নিজের চোখে দেখেছ, তিনি আমাকে বেঁধে রাখেননি। তোমরা যখন শহর থেকে বেরিয়ে আসছিলে, তখন তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বাড়িতে আমার প্রতি দয়া করেছিলেন।"
6তখন যিহূদা বিন্যামীনের হাত ধরে যোষেফের সামনে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।
৭ তখন সেই লোকেরা যোষেফকে উপহার দিল এবং সকলে তার সামনে বসল। যোষেফ তাদের বললেন, "তোমরা কি ভালো আছো, তোমাদের ছেলেমেয়েরা কি ভালো আছো, তোমাদের বৃদ্ধ পিতা কি ভালো আছো?" তারা বলল, "ভাল আছো।" তখন এহুদা যাকোবের পাঠানো কাগজপত্র নিয়ে যোষেফের হাতে দিল।

৪ যোষেফ চিঠিটা পড়ে বুঝতে পারলেন যে তাঁর বাবার লেখাটা কী, তাই তিনি কাঁদতে চাইলেন এবং ভেতরের ঘরে ঢুকে খুব কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।
9 তারপর তিনি চোখ তুলে তাঁর ভাই বিন্যামীনকে দেখলেন এবং বললেন, "এই কি তোমাদের ভাই যার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে?" বিন্যামীন যোষেফের কাছে গেলেন এবং যোষেফ তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, "বাবা, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।"
১০ যোষেফ যখন তাঁর ভাইকে, অর্থাৎ তাঁর মাতৃপুত্রকে দেখেছিলেন, তখন তিনি আবার কাঁদতে চাইলেন। তিনি ঘরে ঢুকে সেখানে কাঁদলেন এবং মুখ ধুয়ে বাইরে গিয়ে কাঁদতে নিবৃত্ত হয়ে বললেন, "খাবার তৈরি করো।"
১১ আর যোষেফের কাছে একটা পেয়ালা ছিল, যেটা থেকে তিনি পান করলেন, আর সেটা রূপার তৈরি, যা খুব সুন্দর করে গোমেদ ও সূক্ষ্ম পাথর দিয়ে মোড়ানো ছিল। ভাইয়েরা যখন তাঁর সাথে খেতে বসেছিল, তখন যোষেফ তাদের চোখের সামনেই সেই পেয়ালাটা মারলেন।
১২ যোষেফ লোকদের বললেন, "এই পানপাত্র দেখে আমি বুঝতে পারছি যে, প্রথমজাত রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন একই মায়ের সন্তান। তোমরা তোমাদের জন্ম অনুসারে খেতে বসো।"
১৩ আর তিনি অন্যদেরও তাদের জন্ম অনুসারে রেখে বললেন, "আমি জানি যে তোমার এই ছোট ভাইটির কোন ভাই নেই, আর তার মতো আমারও কোন ভাই নেই, তাই সে আমার সাথে খেতে বসবে।"
১৪ আর বিন্যামীন যোষেফের সামনে গিয়ে সিংহাসনে বসল, আর লোকেরা যোষেফের কাজকর্ম দেখল, আর তাদের দেখে অবাক হয়ে গেল; আর সেই সময় লোকেরা যোষেফের সাথে ভোজন-পান করল, আর সে তাদের উপহার দিল, আর যোষেফ বিন্যামীনকে একটা উপহার দিল, আর মনঃশি ও ইফ্রয়িম তাদের বাবার কাজকর্ম দেখল, আর তারাও তাকে উপহার দিল, আর ওস্নাথ তাকে একটা উপহার দিল, আর বিন্যামীনের হাতে পাঁচটা উপহার।
15পরে যোষেফ তাহাদিগকে পান করিবার জন্য দ্রাক্ষারস বাহিরে আনিয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা পান করিতে রাজি হইল না; তাহারা কহিল, যোষেফ যে দিন হারিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে আমরা দ্রাক্ষারস পান করি নাই, কোন সুস্বাদু খাবারও খাই নাই।
১৬ আর যোষেফ তাহাদের কাছে শপথ করিলেন, এবং তাহাদিগকে জোর করিলেন, এবং সেই দিন তাহারা তাঁহার সহিত প্রচুর মদ্যপান করিলেন। পরে যোষেফ আপন ভাই বিন্যামীনের সহিত কথা বলিবার জন্য তাঁহার দিকে ফিরিয়া গেলেন; আর বিন্যামীন তখনও যোষেফের সম্মুখে সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন।
১৭ যোষেফ তাকে বললেন, "তোমার কি কোন সন্তান আছে?" তিনি বললেন, "তোমার এই দাসের দশটি পুত্র আছে, তাদের নাম হল বেলা, বেখর, অশ্বল, গেরা, নামান, অখি, রোশ, মুপীম, চুপীম ও অর্দ। আমি তাদের নাম আমার সেই ভাইয়ের নামে রেখেছিলাম, যাকে আমি কখনও দেখিনি।"
১৮ আর তিনি তাদের আদেশ দিলেন যেন তারার মানচিত্র তার সামনে আনা হয়, যার মাধ্যমে যোষেফ সব সময় জানতেন। যোষেফ বিন্যামীনকে বললেন, আমি শুনেছি যে ইব্রীয়রা সমস্ত জ্ঞানের সাথে পরিচিত, তুমি কি এর কিছু জানো?
১৯ বিন্যামীন বলল, "আমার বাবা আমাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন, তোমার এই দাসও সেই জ্ঞানে শিক্ষিত।" যোষেফ বিন্যামীনকে বললেন, "এই যন্ত্রটা দেখ এবং বুঝতে পারো তোমার ভাই যোষেফ মিশরে কোথায় আছে, যাকে তুমি বলেছিলে যে সে মিশরে গিয়েছিল।"
২০ আর বিন্যামীন আকাশের তারার মানচিত্র সম্বলিত সেই যন্ত্রটি দেখতে পেল, এবং সে জ্ঞানী হয়ে তার ভাই কোথায় তা জানার জন্য তাতে তাকিয়ে রইল। বিন্যামীন সমগ্র মিশর দেশকে চারটি ভাগে ভাগ করে দিল, এবং সে দেখতে পেল যে তার সামনে সিংহাসনে যিনি বসে আছেন তিনি হলেন তার ভাই যোষেফ, এবং বিন্যামীন অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল। যখন যোষেফ দেখল যে তার ভাই বিন্যামীন এত অবাক, তখন সে বিন্যামীনকে বলল, তুমি কি দেখেছ, আর কেন অবাক হচ্ছ?
21তখন বিন্যামীন যোষেফকে কহিলেন, আমি এই কথাতেই দেখিতে পাইতেছি যে, আমার ভাই যোষেফ আমার সহিত এখানে সিংহাসনে বসিয়া আছেন; আর যোষেফ তাহাকে কহিলেন, আমি তোমার ভাই যোষেফ, তোমার ভাইদের কাছে এই কথা প্রকাশ করিও না; দেখ, তাহারা চলিয়া গেলে আমি তোমাকেও তাহাদের সহিত পাঠাইব, এবং তাহাদিগকে নগরে ফিরিয়া আনিবার আদেশ দিব, এবং তাহাদের নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইব।
22 আর যদি তারা তাদের জীবন দিয়ে তোমার জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে আমি জানব যে তারা আমার সাথে যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, এবং আমি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করব, এবং যদি তারা তোমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় ত্যাগ করে, তাহলে তুমি আমার সাথে থাকবে, এবং আমি তাদের সাথে ঝগড়া করব, এবং তারা চলে যাবে, এবং আমি তাদের কাছে পরিচিত হব না।
২৩ সেই সময় যোষেফ তাঁর কর্মচারীকে তাদের বস্তায় খাদ্য ভরতে, প্রত্যেকের টাকা তার বস্তায় রাখতে, এবং বিন্যামীনের বস্তায় পেয়ালাটি রাখতে এবং তাদের যাত্রার জন্য খাবার দিতে আদেশ দিলেন; আর তারা তাদের প্রতি তাই করল।
২৪ পরের দিন সেই লোকেরা খুব ভোরে উঠল এবং তাদের গাধার পিঠে শস্য বোঝাই করে বিন্যামীনের সংগে রওনা দিল এবং তাদের ভাই বিন্যামীনের সংগে কনান দেশে গেল।
২৫ তারা মিশর থেকে বেশি দূরে যায়নি, তখন যোষেফ তার বাড়ির অধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন, "ওঠো, এই লোকদের পিছনে তাড়া করো, যাতে তারা মিশর থেকে অনেক দূরে না যায় এবং তাদের বলো, তোমরা আমার প্রভুর পানপাত্র কেন চুরি করেছ?"
২৬ তখন যোষেফের কর্মচারী উঠিয়া তাহাদের নিকটে গিয়া যোষেফের সমস্ত কথা তাহাদিগকে কহিলেন; এই কথা শুনিয়া তাহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং কহিল, যাহার নিকটে তোমার প্রভুর পানপাত্র পাওয়া যাইবে, সে মরবে, এবং আমরাও দাস হইব।

27তখন তারা তাড়াতাড়ি করে প্রত্যেকে গাধা থেকে নিজের নিজের বস্তা নামিয়ে আনল, আর নিজেদের বস্তার মধ্যে তাকিয়ে দেখল, বিন্যামীনের বস্তার মধ্যে পেয়ালাটি পাওয়া গেল। তারা সকলে নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে নগরে ফিরে গেল, আর বিন্যামীনকে পথে আঘাত করল, যতক্ষণ না সে নগরে প্রবেশ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাকে আঘাত করল; আর তারা যোষেফের সামনে দাঁড়াল।
28 এতে যিহূদার রাগ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, সে বলল, "এই লোকটি আজ মিশর ধ্বংস করার জন্যই আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"
29পরে লোকেরা যোষেফের বাড়ীতে এসে দেখল, যোষেফ তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন এবং তাঁর ডানে ও বামে সমস্ত বীর দাঁড়িয়ে আছেন।
30 যোষেফ তাদের বললেন, "তোমরা এ কি করলে যে, আমার রূপার পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে চলে গেলে? কিন্তু আমি জানি যে, তোমাদের ভাই কোন দেশে বাস করে তা জানার জন্যই তোমরা আমার পেয়ালাটা কেড়ে নিয়েছিলে।"
31 যিহূদা বলল, "আমরা আমাদের প্রভুর কাছে কি বলব, কি বলব এবং কিভাবে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করব? ঈশ্বর আজ আপনার সমস্ত দাসের অপরাধ খুঁজে পেয়েছেন, তাই তিনি আজ আমাদের প্রতি এই কাজ করেছেন।"
32তখন যোষেফ উঠে বিন্যামীনকে ধরলেন এবং জোর করে তার ভাইদের কাছ থেকে তাকে তুলে নিলেন। তিনি ঘরে ঢুকে তাদের দরজা বন্ধ করে দিলেন। যোষেফ তার বাড়ির অধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন যে, তাদেরকে বলুক, রাজা এই কথা বলছেন, 'তোমাদের বাবার কাছে শান্তিতে যাও। দেখ, যার হাতে আমার পানপাত্র পাওয়া গেছে, আমি তাকে ধরে এনেছি।'

অধ্যায় ৫৪

1যখন যিহূদা তাদের সাথে যোষেফের ব্যবহার দেখল, তখন যিহূদা তার কাছে গিয়ে দরজা ভেঙে তার ভাইদের সাথে যোষেফের সামনে উপস্থিত হল।
2 তখন যিহূদা যোষেফকে বলল, "আমার প্রভুর দৃষ্টিতে এটা কঠিন মনে না হোক, আপনার দাসকে আপনার সামনে কিছু বলতে দিন?" য়োষেফ তাকে বললেন, "বলুন।"
৩ তখন যিহূদা যোষেফের সম্মুখে কথা কহিল, আর তাহার ভাইয়েরা তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; আর যিহূদা যোষেফকে কহিল, আমরা যখন প্রথমবার শস্য কিনতে আমাদের প্রভুর নিকটে আসিলাম, তখন আপনি আমাদেরকে দেশের গুপ্তচর বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, এবং বিন্যামীনকে আপনার সম্মুখে আনিয়াছিলেন, আর আজও আপনি আমাদের উপহাস করিতেছেন।
4এখন রাজা আমার কথা শুনুন, এবং বিনয় করি, আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে আমাদের পিতার কাছে পাঠান, পাছে আজ আপনার প্রাণ এবং মিশরবাসীদের সকলের প্রাণ বিনষ্ট হয়।
৫ তুমি কি জানো না যে আমার দুই ভাই শিমিয়োন ও লেবি আমাদের বোন দীনার জন্য শিখিম শহর এবং ইমোরীয়দের সাতটি শহরের প্রতি কী করেছিল, আর তাদের ভাই বিন্যামীনের জন্য তারা কী করেছিল?
৬ আর যদি তুমি আমাদের ভাইকে পাঠাতে অনিচ্ছুক হও, তাহলে আমি আমার শক্তি দিয়ে, যে তাদের দুজনের চেয়েও বড় এবং শক্তিশালী, আজ তোমার ও তোমার দেশের বিরুদ্ধে আসছি।
৭ আমাদের ঈশ্বর, যিনি আমাদের মনোনীত করেছিলেন, আমাদের মা সারার জন্য, যাকে তিনি আমাদের পিতার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, ফরৌণের প্রতি কি করেছিলেন, তা কি তুমি শোনোনি? তিনি তাকে ও তার পরিবারের উপর মহামারী দিয়ে আঘাত করেছিলেন, আজও মিশরীয়রা একে অপরের কাছে এই আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করে? বিন্যামীন, যাকে তুমি আজ তার পিতার কাছ থেকে নিয়ে এসেছো, এবং আজ তোমার দেশে আমাদের উপর যে অমঙ্গল এনেছো, তার জন্য আমাদের ঈশ্বর তোমার প্রতিও কি তাই করবেন? কারণ আমাদের ঈশ্বর আমাদের পিতা অব্রাহামের সাথে তাঁর চুক্তি স্মরণ করবেন এবং তোমার উপর অমঙ্গল আনবেন, কারণ তুমি আজ আমাদের পিতার প্রাণকে দুঃখ দিয়েছো।
8অতএব, আজ আমি তোমাকে যে কথাগুলো বললাম তা শোন, আর আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দাও, যেন সে চলে যায়, পাছে তুমি ও তোমার দেশের লোকেরা তরবারির আঘাতে মারা যাও, কারণ তোমরা সকলে আমার উপর জয়লাভ করতে পারবে না।
9তখন যোষেফ যিহূদাকে উত্তর দিলেন, "তুমি কেন মুখ বড় করে বলছো এবং আমাদের উপর গর্ব করে বলছো, 'তোমার শক্তি আছে?' ফরৌণের জীবদ্দশার কসম, যদি আমি আমার সমস্ত বীর সৈন্যদের তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ দিই, তাহলে তুমি এবং তোমার এই ভাইরা অবশ্যই কাদায় ডুবে যাবে।"
১০ তখন যিহূদা যোষেফকে বলল, "তোমার ও তোমার লোকদের আমাকে ভয় করা উচিত; জীবন্ত সদাপ্রভুর কসম, যদি আমি একবার আমার তরবারি বের করি, তাহলে আজ সমস্ত মিশরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমি আর তা খাপে রাখব না; আর তোমার থেকে শুরু করে তোমার প্রভু ফেরাউনের উপর শেষ করব।"
১১ তখন যোষেফ উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, নিশ্চয়ই শক্তি কেবল তোমার একার নহে; আমি তোমার অপেক্ষা বলবান ও বলবান; তুমি যদি তোমার তরবারি বের কর, তবে আমি অবশ্যই তোমার গলায় এবং তোমার সকল ভাইয়ের গলায় তাহা বিদ্ধ করিব।
১২ তখন যিহূদা তাকে বলল, "আজ যদি আমি তোমার বিরুদ্ধে মুখ খুলি, তাহলে আমি তোমাকে গ্রাস করে ফেলব, যাতে তুমি পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাও এবং আজই তোমার রাজ্য থেকে বিনষ্ট হয়ে যাও।" যোষেফ বললেন, "তুমি যদি মুখ খুলো, তাহলে পাথর দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা আমার আছে, এমনকি তুমি একটি কথাও বলতে পারবে না। দেখো, আমাদের সামনে কত পাথর আছে, আমি সত্যিই একটা পাথর নিয়ে তোমার মুখে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে পারি এবং তোমার চোয়াল ভেঙে ফেলতে পারি।"

13তখন যিহূদা কহিল, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সাক্ষী, আমরা এখন পর্যন্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি নাই; কেবল আমাদের ভাইকে আমাদের দেও, তাহা হইলে আমরা তোমার নিকট হইতে যাইব; তাহাতে যোষেফ উত্তর করিয়া কহিলেন, জীবন্ত ফরৌণের দিব্য, যদি কনানের সকল রাজা তোমাদের সহিত একত্র হয়, তবুও তোমরা আমার হস্ত হইতে তাহাকে কেড়ে লও না।

১৪ অতএব এখন তুমি তোমার বাবার কাছে যাও, আর তোমার ভাই আমার দাস হবে, কারণ সে রাজপ্রাসাদ লুট করেছে। তখন যিহূদা বলল, "তোমার কি হবে, রাজার চরিত্রের কি হবে? রাজা তার বাড়ি থেকে সারা দেশে উপহার হিসেবে সোনা ও রূপা পাঠাচ্ছেন, হোক তা খরচ হিসেবে, আর তুমি এখনও আমাদের ভাইয়ের থলেতে যে পেয়ালা রেখেছিলে তার কথা বলছো এবং বলছো যে সে তোমার কাছ থেকে চুরি করেছে?"

১৫ ঈশ্বর যেন আমাদের ভাই বিন্যামীন অথবা অব্রাহামের বংশধরদের কেউ তোমার কাছ থেকে অথবা অন্য কারো কাছ থেকে, রাজা, রাজপুত্র, অথবা অন্য কারো কাছ থেকে চুরি করার জন্য এই কাজ না করে।

১৬ অতএব এখন এই অভিযোগ বন্ধ করো, পাছে সমস্ত পৃথিবী তোমার কথা শুনতে পায়, যেন তারা বলে, 'একটু টাকার জন্য মিশরের রাজা লোকদের সাথে ঝগড়া করে, এবং তাদের দোষারোপ করে তাদের ভাইকে দাস করে নেয়।'

17 যোষেফ উত্তর দিলেন, "এই পানপাত্রটি নাও এবং আমার কাছ থেকে চলে যাও, আর তোমার ভাইকে দাস হিসেবে রেখে যাও, কারণ চোরের দাস থাকাই শাস্তি।"

১৮ তখন যিহূদা বলল, "আমাদের ভাইকে ছেড়ে তোমার পানপাত্র নিতে তুমি কেন লজ্জা পাচ্ছ না? যদি তুমি আমাদের তোমার পানপাত্র দাও, অথবা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশিও দাও, তবুও আমরা কারো হাতে পাওয়া রূপার জন্য আমাদের ভাইকে ছেড়ে দেব না, তাহলে আমরা তার জন্য মরব না।"

১৯ যোষেফ বললেন, "আর কেন তুমি তোমার ভাইকে ত্যাগ করে আজ পর্যন্ত বিশটি রূপার মুদ্রায় বিক্রি করে দিলে? তাহলে কেন তুমি তোমার এই ভাইয়ের প্রতিও একই ব্যবহার করবে না?"

20তখন যিহূদা কহিল, সদাপ্রভু আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের যুদ্ধে আগ্রহী নই; অতএব এখন আমাদের ভাইকে আমাদের দাও, আমরা ঝগড়া না করে তোমার কাছ থেকে চলে যাব।

21তখন যোষেফ উত্তর করিলেন, দেশের সকল রাজা একত্র হইলেও আমার হস্ত হইতে তোমাদের ভ্রাতাকে কেড়ে লইতে পারিবেন না; তখন যিহূদা কহিল, আমাদের ভ্রাতা আমাদের সহিত আসিতেছে না দেখিয়া পিতা যখন তাহার জন্য শোক করিবেন, তখন আমরা তাহাকে কি বলিব?

22 তখন যোষেফ উত্তর দিলেন, "তোমার বাবাকে এই কথাটা বলো, 'বালতির পিছনে দড়িটা চলে গেছে।'"

২৩ তখন যিহূদা বলল, "তুমি নিশ্চয়ই একজন রাজা, আর কেন তুমি এইসব কথা বলছ, মিথ্যা রায় দিচ্ছ? ধিক্ সেই রাজার, যে তোমার মতো!"

24 তখন যোষেফ উত্তর দিলেন, "তোমাদের ভাই যোষেফের বিষয়ে আমি যে কথা বলেছি তাতে কোন মিথ্যা বিচার নেই, কারণ তোমরা সকলে তাকে বিশটি রূপার মুদ্রায় মিদিয়নীয়দের কাছে বিক্রি করেছ, আর তোমরা সকলে তোমাদের বাবার কাছে তা অস্বীকার করে বলেছ, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে, যোষেফকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।"

25তখন যিহূদা কহিল, দেখ, শেমের অগ্নি আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, এখন আমি তোমার সমস্ত দেশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলিব; তখন যোষেফ উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমার পুত্রবধূ তামর, যে তোমার পুত্রদের হত্যা করিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই শিখিমের অগ্নি নিভিয়ে দিয়াছে।

26 যিহূদা বলল, "আমি যদি আমার মাংস থেকে একটা লোমও উপড়ে ফেলি, তাহলে আমি সমস্ত মিশরকে তার রক্তে ভরে দেব।"

27তখন যোষেফ উত্তর দিলেন, "তোমার ভাই যাকে তুমি বিক্রি করে দিয়েছিলে, তার প্রতি তুমি যেমন করেছিলে, তেমনি করেই তুমি তার পোশাক রক্তে ডুবিয়ে তোমার বাবার কাছে এনেছিলে, যাতে সে বলতে পারে যে, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে, আর এই তার রক্ত।"

28 এই কথা শুনে যিহূদা অত্যন্ত রেগে গেল এবং তার অন্তরে ক্রোধ জ্বলে উঠল। তার সামনে সেই স্থানে প্রায় চারশো শেকল ওজনের একটি পাথর ছিল। এতে যিহূদার রাগ প্রজ্বলিত হল এবং সে এক হাতে পাথরটি আকাশে ছুঁড়ে ফেলল এবং বাম হাতে তা ধরল।

29 পরে সে তা নিজের পায়ের নীচে রাখল, আর তার উপর সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বসল, আর যিহূদার শক্তির কারণে পাথরটি ধুলোয় পরিণত হল।

৩০ যোষেফ যিহূদার এই কাজ দেখে খুব ভয় পেলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পুত্র মনঃশিকে আদেশ দিলেন এবং তিনিও যিহূদার মতো অন্য একটি পাথর দিয়ে কাজ করলেন। যিহূদা তাঁর ভাইদের বললেন, তোমাদের কেউ যেন না বলে যে, এই ব্যক্তি একজন মিশরীয়, কিন্তু এই কাজ করার দ্বারা সে আমাদের বাবার বংশের।

31 যোষেফ বললেন, "কেবল তোমাদেরকেই শক্তি দেওয়া হয়েছে তা নয়, আমরাও শক্তিশালী লোক, আর কেন তুমি আমাদের সকলের উপর গর্ব করো?" যিহূদা যোষেফকে বললেন, "দয়া করে আমাদের ভাইকে পাঠাও, আজ তোমার দেশ ধ্বংস করো না।"

32তখন যোষেফ উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যাও, তোমাদের পিতাকে বল, তোমাদের ভাই যোষেফের বিষয়ে তোমরা যেমন বলিয়াছিলে, এক হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে।

33তখন যিহূদা তার ভাই নপ্তালিকে বলল, "তাড়াতাড়ি যাও, এখনই যাও, মিশরের সমস্ত রাস্তা গণনা করে এসে আমাকে বলো।" শিমিয়োন তাকে বলল, "এটা তোমার জন্য কষ্টকর হোক না; এখন আমি পর্বতে যাব এবং পর্বত থেকে একটি বড় পাথর তুলে নেব এবং মিশরের প্রত্যেকের উপর তা সমান করে দেব এবং তার মধ্যে যারা আছে তাদের সকলকে হত্যা করব।"

34 যোষেফ তাঁর ভাইদের এই সব কথা শুনলেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারলেন না যে যোষেফ সেগুলো বুঝতে পারছেন,

কারণ তারা মনে করেছিলেন যে তিনি ইব্রীয় ভাষা বলতে জানেন না।

৩৫ ভাইদের কথায় যোষেফ খুব ভয় পেলেন, পাছে তারা মিশর ধ্বংস করে ফেলে। তাই তিনি তাঁর পুত্র মনঃশিকে আদেশ দিলেন, "তুমি তাড়াতাড়ি যাও এবং মিশরের সমস্ত লোককে এবং সমস্ত বীরদের আমার কাছে একত্র করো। তারা ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে এবং সব ধরণের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আমার কাছে আসুক।" আর মনঃশি গিয়ে তাই করলেন।

36 নপ্তালি যিহূদার আদেশ অনুসারে চলল, কারণ নপ্তালি দ্রুতগামী হরিণের মতো হালকা ছিল, এবং সে শস্যের শীষ ধরে দৌড়াত, কিন্তু তার নীচে সেগুলো ভেঙে যেত না।

৩৭ পরে সে গিয়া মিশরের সমস্ত রাস্তা গণনা করিল, এবং তাহা বারো জন পাইল; আর সে তড়িঘড়ি করিয়া আসিয়া যিহূদাকে সংবাদ দিল; এবং যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, তোমরা তাড়াহুড়ো কর, প্রত্যেকে আপন আপন তলোয়ার কোমরে বাঁধ, আমরা মিশর পেরিয়া সকলকে আঘাত করিব, এবং একটিও অবশিষ্ট থাকিব না।

38আর যিহূদা কহিল, দেখ, আমি আমার শক্তিতে তিনটি রাস্তা ধ্বংস করিব, এবং তোমরা প্রত্যেকে একটি রাস্তা ধ্বংস করিবে; আর যিহূদা যখন এই কথা কহিতেছিল, তখন দেখ, মিসর-নিবাসীরা এবং সমস্ত বীরগণ নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে করিতে তাহাদের দিকে আসিল।

39 তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচশো অশ্বারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং চারশো জন লোক যারা তরবারি বা বর্শা ছাড়াই যুদ্ধ করতে পারত, কেবল তাদের হাত ও শক্তি দিয়ে।

40 তখন সমস্ত বীর যোদ্ধা প্রচণ্ড ঝড় ও চিৎকার করে এলো, আর তারা সবাই যাকোবের পুত্রদের ঘিরে ফেলল এবং তাদের ভয় দেখাল, আর তাদের চিৎকারের শব্দে মাটি কেঁপে উঠল।

৪১ আর যাকোবের পুত্ররা যখন এই সৈন্যদলগুলোকে দেখল, তখন তারা তাদের জীবনের ব্যাপারে খুবই ভীত হয়ে পড়ল, আর যোষেফ যাকোবের পুত্রদের ভয় দেখানোর জন্য শান্ত হওয়ার জন্য তা করলেন।

৪২ যিহূদা তার কিছু ভাইকে ভীত দেখে তাদের বলল, "ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের সাথে থাকলেও তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন?" আর যখন যিহূদা দেখল যে যোষেফের আদেশে মিশরের সমস্ত লোক তাদের ঘিরে রেখেছে, তখন কেবল যোষেফ তাদের এই আদেশ দিলেন, "তাদের কাউকে স্পর্শ করো না।"

43তখন যিহূদা তাড়াতাড়ি করে তার তলোয়ার বের করে জোরে চিৎকার করে বলল, আর তার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল এবং সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে চিৎকার করতে লাগল।

44 আর যখন সে এই কাজ করল, তখন সদাপ্রভু যিহূদা ও তার ভাইদের বীর সৈন্যদের এবং তাদের চারপাশের সমস্ত লোকদের উপর ভয়ের সঞ্চার করলেন।

45 আর চিৎকার শুনে তারা সকলে পালিয়ে গেল, আর তারা ভীত হয়ে একে অপরের উপর পড়ল, আর তাদের অনেকেই পড়ে মারা গেল, আর তারা সকলে যিহূদা, তার ভাইদের সামনে থেকে এবং যোষেফের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।

46 যখন তারা পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন যিহূদা ও তার ভাইয়েরা তাদের পিছনে তাড়া করে ফেরাউনের বাড়িতে গেল, আর তারা সকলেই পালিয়ে গেল। যিহূদা আবার যোষেফের সামনে বসে সিংহের মতো গর্জন করল এবং তার দিকে প্রচণ্ড চিৎকার করল।

47আর সেই চিৎকার দূর থেকে শোনা গেল, আর সুক্কোতের সমস্ত বাসিন্দা তা শুনতে পেল; আর সেই চিৎকারের শব্দে সমস্ত মিশর কেঁপে উঠল; আর ভূমিকম্পে মিশরের ও গোশন দেশের প্রাচীরও ভেঙে পড়ল; আর ফরৌণও তাঁর সিংহাসন থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন; আর কম্পনের শব্দ শুনে মিশর ও গোশনের সমস্ত গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হল, কারণ তারা খুবই ভয় পেয়ে গেল।

48আর ফরৌণ লোক পাঠিয়ে বললেন, "আজ মিশরে এই কি ঘটল?" তারা এসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানাল; তাতে ফরৌণ ভীত হলেন, আশ্চর্য হলেন এবং খুব ভয় পেলেন।

৪৯ এই সব শুনে তার ভয় আরও বেড়ে গেল। সে যোষেফের কাছে লোক পাঠিয়ে বলল, "তুমি সমস্ত মিশর ধ্বংস করার জন্য ইব্রীয়দের আমার কাছে এনেছ; এই চোর দাসের সাথে তুমি কি করবে? তাকে বিদায় দাও এবং তার ভাইদের সাথে তাকে যেতে দাও, যাতে আমরা, তুমি এবং সমস্ত মিশর তাদের দুষ্টতার দ্বারা ধ্বংস না হই।"

৫০ আর যদি তুমি এই কাজ করতে না চাও, তাহলে আমার সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র তোমার কাছ থেকে ফেলে দাও এবং যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে তাদের সাথে তাদের দেশে চলে যাও, কারণ তারা আজ আমার সমস্ত দেশ ধ্বংস করবে এবং আমার সমস্ত লোককে হত্যা করবে; এমনকি মিশরের সমস্ত মহিলারও তাদের চিৎকারের ফলে গর্ভপাত হয়েছে; দেখো তারা কেবল তাদের চিৎকার এবং কথার মাধ্যমে কী করেছে, তাছাড়া যদি তারা তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করে, তবে তারা দেশ ধ্বংস করবে; অতএব এখন তুমি যা চাও তা বেছে নাও, আমি, অথবা ইব্রীয়, অথবা মিশর, অথবা ইব্রীয়দের দেশ।

51তারা এসে যোষেফকে ফেরাউনের কথাগুলো জানাল। ফেরাউনের কথায় যোষেফ ভীষণ ভয় পেলেন। যিহূদা এবং তার ভাইয়েরা তখনও যোষেফের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা রাগে ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। যাকোবের সমস্ত ছেলেরা সমুদ্রের গর্জন ও ঢেউয়ের গর্জনের মতো যোষেফের প্রতি গর্জন করতে লাগল।

৫২ যোষেফ তাঁর ভাইদের এবং ফরৌণের ভয়ে ভীষণ ভয় পেলেন। যোষেফ তাঁর ভাইদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য একটা অজুহাত খুঁজলেন, যাতে তারা সমস্ত মিশর ধ্বংস না করে।

53 য়োষেফ তাঁর পুত্র মনঃশিকে আদেশ দিলেন| মনঃশি গিয়ে যিহূদার কাছে গেলেন এবং তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন| তাতে যিহূদার রাগ শান্ত হল|

৫৪ তখন যিহূদা তার ভাইদের বলল, "তোমাদের কেউ যেন না বলে যে এটা একজন মিশরীয় যুবকের কাজ, কারণ এটা আমার বাবার পরিবারের কাজ।"

৫৫ আর যোষেফ যখন দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে যিহূদার রাগ শান্ত হয়েছে, তখন তিনি যিহূদার সাথে মৃদু ভাষায় কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলেন।
56তখন যোষেফ যিহূদাকে বললেন, "তুমি সত্যিই কথা বলছো এবং আজ তোমার শক্তির বিষয়ে তোমার বক্তব্য প্রমাণিত হয়েছে; আর তোমার ঈশ্বর, যিনি তোমার প্রতি প্রীতিবান, তিনি তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন; কিন্তু আমাকে সত্যি করে বলো, তোমার সমস্ত ভাইদের মধ্যে কেন তুমি এই ছেলেটির জন্য আমার সাথে ঝগড়া করছো, কারণ তাদের কেউই তার বিষয়ে আমাকে একটি কথাও বলেনি।"
৫৭ তখন যিহূদা যোষেফকে উত্তর দিল, "তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি ছেলেটির জন্য তার বাবার কাছে আশ্বাস দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, যদি আমি তাকে তার কাছে না আনি, তাহলে তার দোষ চিরকাল আমার উপর থাকবে।"
৫৮ তাই আমি আমার সকল ভাইদের মধ্য থেকে তোমার কাছে এসেছি, কারণ আমি দেখেছি যে তুমি তাকে তোমার কাছ থেকে যেতে দিতে রাজি ছিলে না; এখন তোমার দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাব যে তুমি তাকে আমাদের সাথে যেতে পাঠাও, আর দেখ, আমি তার পরিবর্তে তোমার ইচ্ছামত সেবা করার জন্য থাকব, কারণ তুমি আমাকে যেখানেই পাঠাও, আমি তোমার সেবা করার জন্য প্রচুর শক্তি নিয়ে যাব।
59 এখন আমাকে একজন শক্তিশালী রাজার কাছে পাঠাও যে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাহলে তুমি জানতে পারবে আমি তার এবং তার দেশের প্রতি কী করব; যদিও তার অশ্বারোহী, পদাতিক অথবা অতিশয় শক্তিশালী লোক থাকুক, আমি তাদের সবাইকে হত্যা করব এবং রাজার মাথা তোমার সামনে নিয়ে আসব।
৬০ তুমি কি জানো না অথবা তুমি কি শোনোনি যে আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম তাঁর দাস ইলীয়েষরের সাথে এক রাতেই এলমের সমস্ত রাজাদের তাদের সৈন্যবাহিনী সহ পরাজিত করেছিলেন, একজনকেও অবশিষ্ট রাখেননি? আর সেই দিন থেকে আমাদের পিতার শক্তি আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের জন্য চিরকালের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।
61 তখন যোষেফ উত্তর দিলেন, "তুমি সত্য কথা বলছো, তোমার মুখে মিথ্যা নেই, কারণ আমাদের আরও বলা হয়েছিল যে ইব্রীয়দের ক্ষমতা আছে এবং তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের উপর খুব সন্তুষ্ট, আর তাহলে কে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে?"
62তবে, এই শর্তে আমি তোমার ভাইকে পাঠাবো, যদি তুমি তার ভাইকে, তার মায়ের পুত্রকে, যার সম্পর্কে তুমি বলেছিলে যে সে তোমার কাছ থেকে মিশরে চলে গেছে, আমার সামনে আন; আর যখন তুমি তার ভাইকে আমার কাছে আনবে তখন আমি তার পরিবর্তে তাকে গ্রহণ করব, কারণ তোমাদের কেউই তোমার বাবার কাছে তার জন্য নিরাপদ ছিল না, এবং যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন আমি তার ভাইকে তোমাদের সাথে পাঠাবো যার জন্য তুমি নিরাপদ ছিলে।
৬৩ এই কথা বলতেই যোষেফের উপর যিহূদার রাগ প্রজ্বলিত হল এবং রাগে তার চোখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। সে তার ভাইদের বলল, "এই লোকটি আজ নিজের এবং সমস্ত মিশরের ধ্বংসের চেষ্টা করছে কেন?"
64 শিমিয়োন যোষেফকে উত্তর দিলেন, "আমরা কি আপনাকে প্রথমেই বলিনি যে, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, তিনি জীবিত না মৃত, তা আমরা জানি না? আর কেনই বা তিনি এই ধরণের কথা বলছেন?"
৬৫ আর যোষেফ যিহূদার মুখের দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে, তিনি যখন তাকে বললেন, "এই ভাইয়ের পরিবর্তে তোমার অন্য ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার রাগ জ্বলছে।
66 যোষেফ তাঁর ভাইদের বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই বলেছিলে যে তোমাদের ভাই মারা গেছে, নয়তো হারিয়ে গেছে। এখন যদি আজ আমি তাকে ডাকি আর সে তোমাদের সামনে আসে, তাহলে কি তোমরা তার ভাইয়ের পরিবর্তে তাকে আমার কাছে দেবে?"
67আর যোষেফ কথা বলতে শুরু করলেন এবং ডাকতে লাগলেন, যোষেফ, যোষেফ, আজ আমার সামনে এসো, তোমার ভাইদের কাছে দেখা দিয়ে তাদের সামনে বসো।
68 যোষেফ যখন তাদের সামনে এই কথা বললেন, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল যে যোষেফ কোথা থেকে তাদের সামনে আসবেন।
69 যোষেফ তাদের সমস্ত কাজ লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, "তোমরা এখানে ওখানে তাকিয়ে আছো কেন? আমিই সেই যোষেফ, যাকে তোমরা মিশরের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলে। অতএব এখন তোমরা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছ বলে দুঃখ করো না, কারণ দুর্ভিক্ষের সময় ঈশ্বর আমাকে তোমাদের আগে পাঠিয়েছিলেন।
৭০ যোষেফের কথা শুনে তার ভাইয়েরা তার উপর ভীত হয়ে পড়ল, আর যিহূদাও তার উপর অতিশয় ভীত হয়ে পড়ল।
৭১ বিন্যামীন যখন যোষেফের কথা শুনল, তখন সে ঘরের ভেতরে তাদের সামনে ছিল। বিন্যামীন তার ভাই যোষেফের কাছে দৌড়ে গেল এবং তাকে জড়িয়ে ধরে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং তারা কাঁদতে লাগল।
৭২ যোষেফের ভাইয়েরা যখন দেখল যে বিন্যামীন তার ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে তার সাথে কাঁদছে, তখন তারাও যোষেফের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল, এবং তারা যোষেফের সাথে খুব কাঁদল।
৭৩ আর যোষেফের বাড়ীতে এই কথা শোনা গেল যে তারা যোষেফের ভাই, আর এতে ফরৌণ অত্যন্ত খুশি হলেন, কারণ তিনি তাদের ভয় পেয়েছিলেন পাছে তারা মিশরকে ধ্বংস করে দেয়।
৭৪ আর ফরৌণ যোষেফের কাছে তাঁর ভাইদের অভিনন্দন জানাতে তাঁর দাসদের পাঠালেন, আর মিসরে থাকা সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদল যোষেফের সাথে আনন্দ করতে এলেন, আর সমস্ত মিশর যোষেফের ভাইদের জন্য খুব আনন্দ করল।
৭৫ ফরৌণ তাঁর দাসদের যোষেফের কাছে পাঠালেন, বললেন, "তোমার ভাইদের বলো, তারা যেন তাদের সমস্ত জিনিসপত্র আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি তাদের মিশরের সবচেয়ে ভালো জায়গায় রাখব।" তারা তাই করল।

৭৬ আর যোষেফ তার বাড়ির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার ভাইদের জন্য উপহার ও পোশাক বের করে আনতে আদেশ দিলেন, আর তিনি তাদের জন্য রাজকীয় পোশাক এবং অনেক উপহার বের করে আনলেন, আর যোষেফ সেগুলো তার ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।
৭৭ আর তিনি তার ভাইদের প্রত্যেককে সোনা ও রূপার তৈরি এক জোড়া পোশাক এবং তিনশো মুদ্রা রূপা দিলেন, এবং যোষেফ তাদের সকলকে এই পোশাক পরিয়ে ফরৌণের সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।
৭৮ ফরৌণ যখন দেখলেন য়োষেফের ভাইরা সকলেই বীর এবং সুন্দর, তখন তিনি খুব আনন্দিত হলেন।
৭৯ এরপর তারা ফরৌণের কাছ থেকে তাদের পিতার কাছে কনান দেশে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেল এবং তাদের ভাই বিন্যামীনও তাদের সাথে ছিল।
৮০ তখন যোষেফ উঠে তাদের ফরৌণের কাছ থেকে এগারোটি রথ দিলেন, আর যোষেফ তাদের তাঁর রথ দিলেন, যে রথে তিনি মিশরে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনে চড়েছিলেন, তাঁর পিতাকে মিশরে নিয়ে যাওয়ার জন্য; আর যোষেফ তাঁর সমস্ত ভাইদের সন্তানদের জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে পোশাক এবং তাদের প্রত্যেককে একশো রূপার মুদ্রা পাঠালেন, আর তিনি তাঁর ভাইদের স্ত্রীদের জন্যও রাজার স্ত্রীদের পোশাক থেকে পোশাক পাঠিয়ে দিলেন, আর তিনি সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন।
81 আর তিনি তাঁর ভাইদের প্রত্যেককে দশ জন পুরুষ দিলেন, যেন তারা তাদের সাথে কনান দেশে যায়, তাদের সেবা করে, তাদের সন্তানদের এবং তাদের সকলের সেবা করে মিশরে আসে।
82আর যোষেফ আপন ভাই বিন্যামীনের হস্তে আপন দশ পুত্রের জন্য দশ জোড়া বস্ত্র পাঠাইলেন, যাহা যাকোবের অন্যান্য পুত্রদের সন্তানদের অপেক্ষা অধিক ছিল।
83 আর তিনি ফরৌণের জন্য প্রত্যেককে পঞ্চাশটি রূপা ও দশটি রথ পাঠালেন; আর তিনি তাঁর পিতার জন্য মিশরের সমস্ত বিলাসবহুল জিনিসপত্রে বোঝাই দশটি গাধা এবং তাঁর পিতার জন্য এবং তাঁর সঙ্গী সকলের জন্য পথের খাবারের জন্য শস্য, রুটি ও খাবারে বোঝাই দশটি গাধা পাঠালেন।
84 তিনি তাঁর বোন দীণার জন্য সোনা ও রূপার তৈরি পোশাক, ধূপ, গন্ধরস, অগুরু এবং প্রচুর পরিমাণে স্ত্রীলোকদের অলংকার পাঠালেন, আর ফরৌণের স্ত্রীদের কাছ থেকে বিন্যামীনের স্ত্রীদের কাছেও একই জিনিস পাঠিয়ে দিলেন।
85আর তিনি তাঁর সমস্ত ভাইদের, তাদের স্ত্রীদের, সকল প্রকার গোমেদক, সূক্ষ্ম পাথর এবং মিশরের মহান লোকদের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল, তা দিলেন; যোষেফ তাঁর বাবার বাড়ীতে যা পাঠিয়েছিলেন, তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।
৮৬ তারপর তিনি তাঁর ভাইদের বিদায় দিলেন, আর তারাও চলে গেল, আর তিনি তাঁর ভাই বিন্যামীনকেও তাদের সাথে পাঠালেন।
৮৭ আর যোষেফ তাদের সাথে মিশরের সীমানার পথে তাদের সাথে যেতে বেরিয়ে পড়লেন এবং তাঁর পিতা ও তাঁর পরিবারের বিষয়ে তাদের মিশরে আসার নির্দেশ দিলেন।
88 তিনি তাদের বললেন, "রাস্তায় ঝগড়া করো না, কারণ এই কাজ প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল যাতে এক বিরাট জাতি দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পায়, কারণ দেশে আরও পাঁচ বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে।"
89 তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা যখন কনান দেশে আসবে, তখন হঠাৎ এই বিষয়ে আমার বাবার সামনে এসো না, বরং তোমাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ করো।"
90 কিন্তু যোষেফ তাদের আদেশ না দিয়ে মিশরে ফিরে গেলেন। যাকোবের পুত্ররা আনন্দে ও আনন্দে তাদের পিতা যাকোবের কাছে কনান দেশে চলে গেলেন।
91পরে তারা দেশের সীমানায় এসে একে অপরকে বলল, "আমাদের বাবার সামনে আমরা এই বিষয়ে কী করব? কারণ আমরা যদি হঠাৎ তাঁর কাছে গিয়ে বিষয়টি বলি, তাহলে তিনি আমাদের কথায় খুব ভয় পাবেন এবং আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।"
92 তারা চলতে চলতে তাদের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছাল, এবং আশেরের কন্যা সেরখকে তাদের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। মেয়েটি ছিল খুব ভালো এবং সূক্ষ্ম, এবং বীণা বাজাতে জানত।
93 তারা তাকে ডাকল, আর সে তাদের সামনে এসে তাদের চুম্বন করল, আর তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাকে একটি বীণা দিয়ে বলল, "এখন আমাদের বাবার সামনে যাও, তাঁর সামনে বসো, বীণা বাজাও এবং এই কথাগুলো বলো।"
94 তারা তাকে তাদের বাড়িতে যেতে আদেশ দিল, এবং সে বীণা নিয়ে তাদের আগে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এবং যাকোবের কাছে এসে বসল।
95 আর সে ভালো বাজালো, গান গাইলো, আর তার কথার মধুরতায় উচ্চারণ করলো, আমার চাচা যোষেফ বেঁচে আছেন, এবং তিনি সমগ্র মিশর দেশে রাজত্ব করেন, এবং মারা যাননি।
৯৬ আর সে বারবার এই কথাগুলো বলতে লাগলো, আর যাকোব তার কথাগুলো শুনলো এবং সেগুলো তার সাথে সম্মত হলো।
৯৭ তিনি যখন দু-তিনবার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন তিনি তা শুনলেন, এবং তার কথার মিষ্টিতায় যাকোবের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল, এবং ঈশ্বরের আত্মা তার উপর অধিষ্ঠিত হলেন, এবং তিনি জানতেন যে তার সমস্ত কথা সত্য।
98আর যাকোব সেরখকে আশীর্বাদ করলেন, যখন তিনি তাঁর সামনে এই কথাগুলো বললেন, আর তিনি তাকে বললেন, "হে আমার কন্যা, মৃত্যু যেন কখনও তোমার উপর জয় না করে, কারণ তুমি আমার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করেছ; কেবল তুমি যা বলেছ, আমার সামনে তাই বলো, কারণ তুমি তোমার সমস্ত কথা দিয়ে আমাকে আনন্দিত করেছ।"
99 আর সে এই কথাগুলো গাইতে থাকল, আর যাকোব শুনলেন এবং তাতে তিনি খুশি হলেন, আর তিনি আনন্দ করলেন, আর ঈশ্বরের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত হলেন।
১০০ তিনি যখন তার সাথে কথা বলছিলেন, তখন দেখো, তার ছেলেরা ঘোড়া, রথ, রাজকীয় পোশাক এবং দাসদের সাথে তাদের আগে আগে দৌড়াচ্ছিল, তার কাছে এলো।

১০১ আর যাকোব তাদের সাথে দেখা করতে উঠে পড়লেন এবং দেখলেন তাঁর ছেলেরা রাজকীয় পোশাক পরে আছেন এবং যোষেফ তাদের কাছে যে সমস্ত ধন-সম্পদ পাঠিয়েছিলেন তাও তিনি দেখলেন।

১০২ তারা তাকে বলল, "তোমরা জেনে রাখো যে আমাদের ভাই যোষেফ বেঁচে আছেন, আর তিনিই সমগ্র মিশর দেশের শাসনকর্তা, আর আমরা তোমাকে যেমন বলেছিলাম, তিনিই আমাদের সাথে কথা বলেছেন।"

১০৩ যাকোব তার ছেলেদের সব কথা শুনলেন, আর তাদের কথায় তার হৃদয় কেঁপে উঠল, কারণ যোষেফ তাদের যা দিয়েছিলেন, যা তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন, আর যোষেফ তাদের যে সব চিহ্ন বলেছিলেন তা না দেখা পর্যন্ত তিনি সেগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না।

১০৪ আর তারা তার সামনে দরজা খুলে দিল এবং যোষেফ যা পাঠিয়েছিলেন তা তাকে দেখাল, যোষেফ যা পাঠিয়েছিলেন তা তারা প্রত্যেককে দিল, আর সে জানল যে তারা সত্য বলেছে, এবং তার ছেলের কথা শুনে সে অত্যন্ত আনন্দিত হল।

১০৫ আর যাকোব বললেন, "আমার ছেলে যোষেফ এখনও বেঁচে আছে এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি মৃত্যুর আগে তাকে দেখতে যাব।"

১০৬ তখন তাঁর ছেলেরা তাদের উপর যা যা ঘটেছে সব তাঁকে জানাল। যাকোব বললেন, "আমি আমার ছেলে এবং তার সন্তানদের দেখতে মিশরে যাব।"

১০৭ তখন যাকোব উঠে যোষেফের পাঠানো পোশাকগুলো পরলেন, আর ধৌত ও চুল কামিয়ে যোষেফের পাঠানো পাগড়িটা মাথায় পরিয়ে দিলেন।

১০৮ আর যাকোবের পরিবারের সকলে এবং তাদের স্ত্রীরা যোষেফের পাঠানো পোশাকগুলো পরল, আর যোষেফ এখনও বেঁচে আছেন এবং মিশরে রাজত্ব করছেন জেনে তারা খুব আনন্দ করল।

১০৯ আর কনানের সমস্ত বাসিন্দা এই কথা শুনতে পেল, এবং তারা এসে যাকোবের সাথে খুব আনন্দ করল যে সে এখনও বেঁচে আছে।

১১০ আর যাকোব তাদের জন্য তিন দিন ধরে ভোজ প্রস্তুত করলেন; আর কনানের সমস্ত রাজারা এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাকোবের বংশে ভোজন পান করলেন এবং আনন্দ করলেন।

অধ্যায় ৫৫

1এর পরে যাকোব বললেন, "আমি মিশরে আমার ছেলেকে দেখতে যাব এবং তারপর সেই কনান দেশে ফিরে যাব, যে দেশের কথা ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, কারণ আমি আমার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে পারি না।"

2 দেখ, প্রভুর এই বাক্য তাঁর কাছে এল, "তুমি তোমার পরিবারের সকলকে নিয়ে মিশরে যাও এবং সেখানেই থাকো। মিশরে যেতে ভয় করো না, কারণ আমি সেখানে তোমাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করব।"

3যাকোব মনে মনে বললেন, "আমি গিয়ে আমার ছেলেকে দেখতে যাব যে মিশরের সমস্ত লোকের মধ্যে তার ঈশ্বরের প্রতি ভয় এখনও আছে কিনা।"

4তখন সদাপ্রভু যাকোবকে বললেন, "যোষেফের বিষয়ে ভয় পেও না, কারণ সে এখনও তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো মনে হবে, আমার সেবা করার জন্য তার বিশ্বস্ততা ধরে রেখেছে।" আর যাকোব তার পুত্রের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

5 সেই সময় যাকোব তাঁর পুত্রদের এবং পরিবারের সকলকে প্রভুর বাক্য অনুসারে মিশরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাকোব তাঁর পুত্রদের এবং তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে আনন্দ ও আনন্দের সাথে বের-শেবা থেকে কনান দেশ ত্যাগ করে মিশরে গেলেন।

6আর যখন তারা মিশরের কাছাকাছি এলো, তখন যাকোব তার আগে যিহূদাকে যোষেফের কাছে পাঠালেন যাতে তিনি তাকে মিশরের পরিস্থিতি দেখাতে পারেন। যিহূদা তার পিতার কথা অনুসারে কাজ করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে যোষেফের কাছে আসলেন। তারা তাদের জন্য গোশন প্রদেশে তার পরিবারের জন্য একটি জায়গা ঠিক করল। যিহূদা ফিরে এসে পথ ধরে তার পিতার কাছে গেল।

৭ পরে যোষেফ রথ সাজালেন, এবং তাঁর সমস্ত বীর, দাস ও মিশরের সমস্ত অধ্যক্ষকে তাঁর পিতা যাকোবের সাথে দেখা করার জন্য একত্র করলেন; আর যোষেফের এই আদেশ মিশরে ঘোষণা করা হল, "যারা যাকোবের সাথে দেখা করতে যাবে না তারা মারা যাবে।"

8পরের দিন যোষেফ সমস্ত মিশরকে নিয়ে এক বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারা সকলেই মিহি মসীনার পোশাক ও বেগুনী রঙের পোশাক পরেছিলেন এবং সোনা ও রূপার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়েছিলেন।

9আর তারা সকলে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র, ঢোল, খঞ্জনি বাজিয়ে, গন্ধরস ও অগুরু ছড়াইয়া যাকোবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; পথ জুড়ে তাহারা এইরূপ করিল, এবং তাহাদের চিৎকারে পৃথিবী কেঁপে উঠিল।

১০ মিশরের সমস্ত স্ত্রীলোক যাকোবের সাথে দেখা করার জন্য মিশরের ছাদে ও দেয়ালে গেল। যোষেফের মাথায় ছিল ফরৌণের রাজকীয় মুকুট, কারণ ফরৌণ তাঁর পিতার সাথে দেখা করতে যাবার সময় যোষেফকে তা পরানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন।

১১ আর যখন যোষেফ তাঁর পিতার পঞ্চাশ হাতের মধ্যে এসে পৌঁছালেন, তখন তিনি রথ থেকে নেমে তাঁর পিতার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর যখন মিশরের সমস্ত কর্মচারী ও তার অধ্যক্ষরা দেখলেন যে যোষেফ তাঁর পিতার দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, তখন তারাও নেমে যাকোবের দিকে হেঁটে গেলেন।

১২ আর যখন যাকোব যোষেফের শিবিরের কাছে এলেন, তখন যাকোব যোষেফের সাথে তার দিকে আসা শিবিরটিকে দেখতে পেলেন, এবং এতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং যাকোব এতে অবাক হয়ে গেলেন।

13 তখন যাকোব যিহূদাকে বললেন, "মিশরের শিবিরে আমি যাকে দেখতে পাচ্ছি, সে রাজকীয় পোশাক পরে, লাল পোশাক পরে এবং মাথায় রাজমুকুট পরে, রথ থেকে নেমে আমাদের দিকে আসছে, সে কে?" যিহূদা তার বাবাকে উত্তরে বলল, "ও তোমার ছেলে যোষেফ, রাজা।" আর যাকোব তার ছেলের মহিমা দেখে আনন্দিত হল।

১৪ তখন যোষেফ আপন পিতার নিকটে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন, এবং শিবিরের সকল লোক তাহার সহিত যাকোবের সম্মুখে ভূমিতে প্রণাম করিল।

15আর দেখ, যাকোব দৌড়ে গিয়ে তাঁর ছেলে যোষেফের কাছে গেলেন এবং তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুম্বন করলেন; আর তাঁরা কাঁদলেন; আর যোষেফও তাঁর বাবাকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুম্বন করলেন; আর তাঁরাও কাঁদলেন এবং মিশরের সমস্ত লোক তাদের সাথে কাঁদল।

১৬ তখন যাকোব যোষেফকে বললেন, "এখন তোমার মুখ দেখার পর আমি আনন্দের সাথে মরব, কারণ তুমি এখনও জীবিত এবং গৌরবের সাথে আছো।"

১৭ তখন যাকোবের পুত্রেরা, তাদের স্ত্রীরা, তাদের সন্তানরা, তাদের দাস-দাসীরা, এবং যাকোবের সমস্ত পরিবার যোষেফের সাথে খুব কাঁদল এবং তাকে চুম্বন করল এবং তার সাথে খুব কাঁদল।

১৮ পরে যোষেফ ও তাঁর সমস্ত লোক মিশরে ফিরে গেলেন। যাকোব, তাঁর পুত্ররা এবং তাঁর পরিবারের সকল সন্তান যোষেফের সাথে মিশরে গেলেন। যোষেফ তাদেরকে মিশরের সবচেয়ে ভালো স্থানে, গোশন প্রদেশে রাখলেন।

১৯ যোষেফ তাঁর পিতা ও ভাইদের বললেন, "আমি গিয়ে ফরৌণকে বলব, আমার ভাইয়েরা, আমার পিতার পরিবারের সকলে এবং তাদের সকলেরই আমার কাছে এসেছে। দেখুন, তারা গোশন প্রদেশে আছে।"

20 যোষেফ তাই করলেন এবং তাঁর ভাই রূবেণ, ইষাখর, সবূলূন এবং তাঁর ভাই বিন্যামীনকে নিয়ে ফরৌণের সামনে উপস্থিত করলেন।

২১ যোষেফ ফরৌণকে কহিলেন, আমার ভ্রাতৃগণ, আমার পিতার পরিজন এবং তাহাদের সকলে, তাহাদের মেষপাল ও পশুপাল লইয়া কনান দেশ হইতে মিসরে প্রবাস করিতে আমার কাছে আসিয়াছেন; কারণ দুর্ভিক্ষ তাহাদের উপর ভীষণ ছিল।

২২ তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেশের উৎকৃষ্ট স্থানে রাখ, তাহাদের নিকট হইতে যাহা উত্তম, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না, এবং দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাহাদিগকে ভোজন করাও।

23 যোষেফ উত্তর দিলেন, "দেখ, আমি তাদের গোশন প্রদেশে স্থাপন করেছি, কারণ তারা মেষপালক, অতএব মিশরীয়দের থেকে আলাদা হয়ে তাদের মেষপাল চরাতে গোশনে থাকতে দাও।"

২৪ তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, তোমার ভাইয়েরা তোমাকে যাহা যাহা বলে, তাহাই করিও; তাহাতে যাকোবের পুত্রগণ ফরৌণের সম্মুখে প্রণিপাত করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে শান্তিতে বিদায় লইলেন; পরে যোষেফ আপন পিতাকে ফরৌণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

25তখন যাকোব আসিয়া ফরৌণকে প্রণাম করিলেন, এবং যাকোব ফরৌণকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং তিনি বাহির হইয়া গেলেন; আর যাকোব, তাঁহার সমস্ত পুত্রগণ এবং তাঁহার সমস্ত পরিজন গোশন প্রদেশে বাস করিলেন।

26 দ্বিতীয় বছরে, অর্থাৎ যাকোবের আয়ুর একশো ত্রিশ বছরে, যোষেফ তাঁর পিতা, ভাইদের এবং তাঁর পিতার সমস্ত পরিবারের প্রতিপালন করলেন, দুর্ভিক্ষের সমস্ত দিন তাদের সন্তানদের জন্য খাদ্য দিলেন; তাদের কোন কিছুর অভাব হল না।

27আর যোষেফ সমগ্র দেশের উৎকৃষ্ট অংশ তাহাদিগকে দিলেন; যোষেফের জীবদ্দশায় তাহারা মিশরের উৎকৃষ্টতম দ্রব্য পাইল; এবং যোষেফ বৎসর বৎসর তাহাদিগকে ও আপন পিতার সমস্ত পরিবারের সকলকে বস্ত্র ও বস্ত্র দিতেন; এবং যাকোবের পুত্রগণ তাহাদের ভ্রাতার জীবদ্দশায় নিরাপদে মিশরে থাকিলেন।

28 আর যাকোব সর্বদা যোষেফের টেবিলে ভোজন করতেন; যাকোব ও তার পুত্ররা দিনরাত যোষেফের টেবিল থেকে বের হতেন না, কেবল যাকোবের পুত্ররা তাদের ঘরে যা ভোজন করত তা ছাড়া।

29 দুর্ভিক্ষের সময় সমস্ত মিশরীয়রা যোষেফের পরিবারের খাবার খেত, কারণ দুর্ভিক্ষের জন্য সমস্ত মিশরীয় তাদের সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়েছিল।

৩০ আর যোষেফ ফরৌণের কাছ থেকে খাদ্যের জন্য মিশরের সমস্ত জমি ও ক্ষেত কিনে নিলেন; দুর্ভিক্ষের সময় যোষেফ সমস্ত মিশরকে খাদ্য সরবরাহ করলেন। যোষেফ দেশের মধ্য থেকে শস্য কিনে আনার জন্য যে সমস্ত রূপা ও সোনা আসত, তা সংগ্রহ করলেন। তিনি প্রচুর সোনা ও রূপা সংগ্রহ করলেন, তাছাড়াও প্রচুর পরিমাণে গোমেদক, সোনা ও দামী পোশাকও জমা করলেন, যা তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোষেফের কাছে এনেছিল। তাদের টাকা শেষ হয়ে গেলে তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোষেফের কাছে আনত।

31 যোষেফ তাঁর হাতে আসা সমস্ত রূপা ও সোনা, প্রায় বাহাত্তর তালন্ত সোনা ও রূপা, আর প্রচুর পরিমাণে গোমেদক ও বীণা নিলেন। যোষেফ গিয়ে সেগুলো চার ভাগে লুকিয়ে রাখলেন। এক ভাগ লোহিত সাগরের কাছে মরুভূমিতে, এক ভাগ ফারৎ নদীর ধারে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ পারস্য ও মাদিয়ার মরুভূমির বিপরীতে মরুভূমিতে লুকিয়ে রাখলেন।

32 আর অবশিষ্ট সোনা ও রূপার কিছু অংশ তিনি তাঁর সমস্ত ভাইদের, তাঁর পিতার পরিবারের সকলকে এবং তাঁর পিতার পরিবারের সকল স্ত্রীলোকদের দিলেন এবং বাকি অংশ তিনি ফেরাউনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, প্রায় বিশ তালন্ত সোনা ও রূপা।

33আর যোষেফ অবশিষ্ট সমস্ত সোনা ও রূপা ফরৌণকে দিলেন, এবং ফরৌণ তা ভাণ্ডারে রাখলেন; আর তার পরে দেশে দুর্ভিক্ষের দিন শেষ হল; এবং তারা সমগ্র দেশে বীজ বপন ও ফসল কাটল, এবং প্রতি বছর তাদের স্বাভাবিক পরিমাণ ফল পেল; তাদের কোন কিছুর অভাব হল না।

34আর যোষেফ মিশরে নির্ভয়ে বাস করিলেন, এবং সমস্ত দেশ তাঁহার পরামর্শে চলিল; এবং তাঁহার পিতা ও তাঁহার সমস্ত ভাইয়েরা গোশন প্রদেশে বাস করিলেন এবং তাহা অধিকার করিলেন।

৩৫ যোষেফের বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ইফ্রয়িম ও মনঃশি, সদাপ্রভুর পথ ও ব্যবস্থা শেখার জন্য, তাদের ভাই যাকোবের পুত্রদের সন্তানদের সাথে, যাকোবের বাড়ীতে সব সময় থাকতেন।

36যাকোব ও তাঁর পুত্ররা মিশরের গোশন প্রদেশে বাস করতে লাগলেন এবং সেখানে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেল।

অধ্যায় ৫৬

1যাকোব মিশরে সতেরো বছর বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর আয়ু একশো সাতচল্লিশ বছর ছিল।
2 সেই সময় যাকোব সেই রোগে আক্রান্ত হলেন যার ফলে তিনি মারা গেলেন। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে মিশর থেকে তাঁর পুত্র যোষেফকে ডেকে আনলেন। তাঁর পুত্র যোষেফ মিশর থেকে এলেন এবং যোষেফ তাঁর পিতার কাছে গেলেন।
3যাকোব যোষেফ ও তাঁর পুত্রদের বললেন, "দেখ, আমি মারা যাচ্ছি, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং তোমাদের সেই দেশে ফিরিয়ে আনবেন, যে দেশ প্রভু তোমাদের ও তোমাদের পরে তোমাদের সন্তানদের দিতে শপথ করেছিলেন। এখন আমি মারা গেলে, কনান দেশের হিব্রোণের মক্‌পেলাতে আমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে গুহা আছে, সেখানে আমাকে কবর দিও।"
4আর যাকোব তাঁর পুত্রদের কাছে হিব্রোণের মক্‌পেলাতে তাঁকে কবর দেওয়ার শপথ করালেন, আর তাঁর পুত্ররা এই বিষয়ে তাঁর কাছে শপথ করলেন।
5আর তিনি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন, তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর, কেননা যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি তোমাদের সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন।
6 তখন যাকোব বললেন, "তোমাদের সমস্ত সন্তানদের আমার কাছে ডাক।" তখন যাকোবের সমস্ত সন্তান এসে তাঁর সামনে বসল। যাকোব তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের হাজার গুণ বেশি দেবেন এবং তোমাদের আশীর্বাদ করবেন, আর তোমাদের পিতা অব্রাহামের আশীর্বাদ তোমাদের দেবেন।" এই বলে যাকোবের সমস্ত সন্তান তাদের আশীর্বাদ করার পর সেই দিনই বেরিয়ে পড়ল।
7পরের দিন যাকোব আবার তাঁর ছেলেদের ডাকলেন; তারা সকলে একত্র হয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁর সামনে বসল; আর সেই দিন যাকোব মৃত্যুর আগে তাঁর ছেলেদের আশীর্বাদ করলেন; প্রত্যেককে তাঁর আশীর্বাদ অনুসারে আশীর্বাদ করলেন; দেখ, ইস্রায়েলের জন্য প্রভুর ব্যবস্থা-পুস্তকে তা লেখা আছে।
8যাকোব যিহূদাকে বললেন, "আমি জানি আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের পক্ষে একজন শক্তিশালী লোক; তাদের উপর রাজত্ব করো, আর তোমার পুত্ররা চিরকাল তাদের পুত্রদের উপর রাজত্ব করবে।"
৯ তোমার ছেলেদের কেবল ধনুক এবং যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র শেখাও, যাতে তারা তাদের ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করতে পারে, যে তার শত্রুদের উপর রাজত্ব করবে।
১০ আর সেই দিন যাকোব আবার তাঁর পুত্রদের এই আদেশ দিলেন, "দেখ, আজ আমি আমার লোকদের কাছে সংগৃহীত হব; তোমরা আমাকে মিশর থেকে তুলে নিয়ে যাও এবং আমার আদেশ অনুসারে মক্‌পেলার গুহায় আমাকে কবর দাও।"
১১ কিন্তু আমি তোমাদের কাছে বিনতি করি, সাবধান, তোমাদের কেউ যেন আমাকে বহন না করে, কেবল তোমরাই করো। তোমরা যখন আমার দেহ কবর দেওয়ার জন্য কনান দেশে নিয়ে যাবে, তখন আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করবে।
১২ পূর্ব দিকে যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন আমার শবযান বহন করবে; দক্ষিণে রূবেণ, শিমিয়োন ও গাদ; পশ্চিমে ইফ্রয়িম, মনঃশি ও বিন্যামীন; উত্তরে দান, আশের ও নপ্তালি।
13লেবি তোমার সাথে বহন করবে না, কারণ সে এবং তার পুত্ররা শিবিরে ইস্রায়েলীয়দের সাথে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করবে, আর আমার পুত্র যোষেফও বহন করবে না, কারণ রাজা হিসাবে তার মহিমা তাই হোক; তবুও তাদের জায়গায় ইফ্রয়িম ও মনঃশি থাকবে।
14আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় আমার প্রতি এইরূপ করিও; আমি তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করি, তাহার কোন কিছুই অবহেলা করিও না; আর যখন তুমি আমার প্রতি এইরূপ করিবে, তখন সদাপ্রভু তোমাকে এবং তোমার পরে তোমার সন্তানদের চিরকাল অনুগ্রহপূর্বক স্মরণ করিবেন।
15 আর আমার পুত্ররা, তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাই ও আত্মীয়দের সম্মান করো এবং তোমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের পরে তোমাদের নাতি-নাতনিদের আদেশ দাও যেন তারা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করে।
১৬ যেন তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা সৎ ও ন্যায়, তাহা করিয়া, তাঁহার সমস্ত পথে চলিয়া, দেশে তোমাদের, তোমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের নাতি-নাতনিদের চিরকাল দীর্ঘজীবী হও।
১৭ আর তুমি, আমার পুত্র যোষেফ, তোমার ভাইদের পাপ ক্ষমা করো এবং তারা তোমার উপর যে অত্যাচার করেছে, তার জন্য তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করো, কারণ ঈশ্বর তোমার এবং তোমার সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই এটা ঠিক করেছিলেন।
১৮ আর হে আমার বৎস, তোমার ভাইদের মিশরবাসীদের কাছে ছেড়ে যেও না, তাদের মনে কষ্ট দিও না, কারণ দেখ, আমি তাদেরকে ঈশ্বরের হাতে এবং তোমার হাতে সমর্পণ করছি যাতে তারা মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে; আর যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতাকে উত্তর দিয়ে বলল, হে আমাদের পিতা, তুমি আমাদের যা কিছু আদেশ করেছ, আমরা তাই করব; কেবল ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী হোন।
১৯ আর যাকোব আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, তোমরা যখন তাঁহার সকল পথ পালন করিবে, তখন ঈশ্বর তোমাদের সহবর্তী হইবেন; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা সৎ ও ন্যায়, তাহা করিবার জন্য তাঁহার পথ হইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না।
২০ কারণ আমি জানি যে, শেষকালে তোমাদের উপর অনেক এবং কঠিন বিপদ আসবে, হ্যাঁ, তোমাদের সন্তানরা এবং নাতি-নাতনিরা, তোমরা কেবল প্রভুর সেবা করো, তিনি তোমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।
২১ আর যখন তোমরা ঈশ্বরের সেবা করার জন্য তাঁর অনুসারী হবে এবং তোমাদের পরবর্তী সন্তানদের এবং

তোমাদের নাতি-নাতনিদেরকে সদাপ্রভুকে জানতে শেখাবে, তখন সদাপ্রভু তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একজন দাস উৎপন্ন করবেন এবং সদাপ্রভু তোমাদের সকল কষ্ট থেকে তাঁর হাত দিয়ে উদ্ধার করবেন এবং তোমাদের মিশর থেকে বের করে তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরিয়ে আনবেন, যাতে তোমরা তা নিরাপদে অধিকার করতে পারো।

22পরে যাকোব আপন পুত্রদের আজ্ঞা করা ত্যাগ করিয়া বিছানায় পা রাখিলেন, এবং তিনি মরিয়া গেলেন, এবং আপন লোকদের কাছে সংগৃহীত হইলেন।

23তখন যোষেফ আপন পিতার উপরে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে চুম্বন করিলেন, এবং তিক্ত স্বরে ডাকিয়া কহিলেন, হে আমার পিতা, আমার পিতা।

২৪ তখন তার ছেলের স্ত্রীরা এবং তার পরিবারের সকলে এসে যাকোবের উপর আঘাত করল এবং তার জন্য কাঁদল এবং যাকোবের জন্য খুব জোরে কাঁদল।

25তখন যাকোবের সমস্ত পুত্র একত্র হইয়া উঠিল, আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িল, সকলে কোমরে চট পরিধান করিল, এবং উপুড় হইয়া পড়িল, এবং আপন আপন মাথায় আকাশের দিকে ধুলা ছিটিয়ে দিল।

২৬ আর এই কথা যোষেফের স্ত্রী ওসনাথকে বলা হল, আর তিনি উঠে একটা বস্তা চাপিয়ে নিলেন এবং তাঁর সাথে থাকা সমস্ত মিশরীয় স্ত্রীলোক এসে যাকোবের জন্য শোক ও কাঁদতে লাগলেন।

27আর মিসরের সমস্ত লোক যারা যাকোবকে চিনত, তারাও সেই দিন এই কথা শুনে এসেছিল, আর সমস্ত মিশর অনেক দিন ধরে কাঁদছিল।

২৮ আর কনান দেশ থেকে স্ত্রীলোকেরা যখন শুনল যে যাকোব মারা গেছেন, তখন তারা মিশরে এসে সত্তর দিন ধরে তার জন্য শোক করল।

29এর পরে যোষেফ তাঁর দাসদের অর্থাৎ চিকিৎসকদের তাঁর বাবার দেহে গন্ধরস, ধূপ, সব রকমের ধূপ ও সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য মাখতে আদেশ দিলেন। যোষেফের আদেশ অনুসারে চিকিৎসকরা যাকোবের দেহে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়ে দিলেন।

৩০ মিশরের সমস্ত লোক, প্রাচীনবর্গ এবং গোশন প্রদেশের সমস্ত লোক যাকোবের জন্য কাঁদতে কাঁদতে শোক করল। তার পুত্ররা এবং তার পরিবারের সকলেই তাদের পিতা যাকোবের জন্য অনেক দিন ধরে শোক ও শোক পালন করল।

31আর তাঁর শোকের দিন শেষ হলে, সত্তর দিন শেষে যোষেফ ফরৌণকে বললেন, "আমি আমার পিতাকে কনান দেশে কবর দিতে যাব, যেমন তিনি আমাকে শপথ করিয়েছিলেন, তারপর আমি ফিরে আসব।"

৩২ পরে ফরৌণ যোষেফকে পাঠাইয়া কহিলেন, যাও, তোমার পিতার কবর দেওয়া হয়েছে, যেমন তিনি তোমাকে কসম খেটিয়াইয়াছেন; আর যোষেফ তাহাদের সকল ভাইদের সহিত কনান দেশে গমনের জন্য উঠিলেন, যেন তিনি তাহাদের আজ্ঞানুসারে তাহাদের পিতা যাকোবকে কবর দেওয়া হয়।

৩৩ আর ফরৌণ আজ্ঞা দিলেন যে, সমগ্র মিশরে এই কথা ঘোষণা করা হোক, যে কেহ যোষেফ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত যাকোবকে কবর দিতে কনান দেশে না যাইবে, সে মারা পড়িবে।

34আর সমস্ত মিশর ফেরাউনের ঘোষণা শুনিল, এবং সকলে একত্র হইয়া উঠিল; ফেরাউনের সকল দাস, তাহার বাড়ীর প্রাচীনবর্গ, এবং মিসর দেশের সকল প্রাচীনবর্গ যোষেফের সহিত গেল; এবং ফেরাউনের সকল কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যোষেফের দাস হইয়া কনানে যাকোবকে কবর দিতে গেল।

৩৫ আর যাকোবের পুত্ররা তাঁর শবযানটি বহন করল; তাদের পিতার আদেশ অনুসারে তাঁর পুত্ররা তাঁর প্রতি তাই করল।

36 আর খাটটি খাঁটি সোনার তৈরি ছিল, এবং তার চারপাশে গোমেদ ও সূতা দিয়ে খচিত ছিল; খাটের আচ্ছাদন সোনার বোনা কাজ দিয়ে তৈরি ছিল, সুতা দিয়ে জোড়া ছিল এবং তার উপরে গোমেদ ও সূতা দিয়ে তৈরি আঁকড়া ছিল।

37আর যোষেফ তাঁর পিতা যাকোবের মাথায় একটি বৃহৎ সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেন, এবং তাঁর হাতে একটি সোনার রাজদণ্ড দিলেন, এবং রাজাদের জীবদ্দশায় যে রীতি ছিল, সেই রীতি অনুসারে তারা শবদাহের চারপাশে ঘিরে রাখলেন।

38 মিশরের সমস্ত সৈন্যদল এই সৈন্যদলের সাথে তাঁর আগে আগে চলল, প্রথমে ফেরাউনের সমস্ত বীরপুরুষ, যোষেফের সমস্ত বীরপুরুষ এবং তাদের পরে মিশরের বাকি লোকরা; তারা সকলেই তরবারি এবং বর্ম পরিহিত ছিল এবং তাদের উপর যুদ্ধের বর্ম ছিল।

39আর সমস্ত কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে শবের বিপরীতে দূরে সরে গেল, আর বাকি লোকেরা শবের পিছনে পিছনে গেল।

40আর যোষেফ ও তাঁর পরিবারের লোকেরা খালি পায়ে কাঁদতে কাঁদতে শবের কাছে গেলেন, আর যোষেফের বাকি দাসেরা তাঁর চারপাশে ঘুরতে লাগল; প্রত্যেকে তাদের অলঙ্কার পরেছিল, এবং তারা সকলেই তাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

41 আর যাকোবের পঞ্চাশজন দাস শবের সামনে দিয়ে গেল, আর তারা পথের ধারে গন্ধরস, অগুরু এবং সব রকমের সুগন্ধি ছিটিয়ে দিল। যাকোবের যে ছেলেরা শবের পাত্র বহন করছিল তারা সকলে সুগন্ধির উপর দিয়ে হেঁটে গেল, আর যাকোবের দাসেরা তাদের আগে আগে পথের ধারে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিল।

42আর যোষেফ এক ভারী শিবির লইয়া উঠিলেন, এবং কনান দেশে না পৌঁছাইয়া পর্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ করিলেন, এবং যর্দনের ওপারে আটদের খামারে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই স্থানে অতি মহা ও ভারী শোক করিলেন।

43 আর কনানের সমস্ত রাজা এই কথা শুনলেন এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, কনানের একত্রিশ জন রাজা, এবং তারা সকলে তাদের লোকদের সাথে যাকোবের জন্য শোক ও রোদন করতে এলেন।

44 আর এই সমস্ত রাজারা যাকোবের শবযানটি দেখলেন, আর দেখলেন তার উপরে যোষেফের মুকুট, আর তারাও

শবযানের উপরে তাদের মুকুট পরিয়ে দিলেন এবং মুকুট দিয়ে তা ঘিরে দিলেন।
45আর ঐ সমস্ত রাজারা সেই স্থানে যাকোবের পুত্রদের ও মিশরের পুত্রদের সহিত যাকোবের নিমিত্ত মহা ও ভারী শোক করিলেন, কারণ কনানের সমস্ত রাজা যাকোব ও তাহার পুত্রদের বীরত্ব জানিতেন।
46পরে এষৌর কাছে এই সংবাদ পৌঁছল যে, যাকোব মিশরে মারা গেছেন, আর তাঁর পুত্ররা এবং সমস্ত মিশর তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য কনান দেশে নিয়ে যাচ্ছে।
47 এষৌ এই কথা শুনলেন, যখন তিনি সেয়ীরের পাহাড়ে বাস করছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের, তাঁর সমস্ত লোকদের এবং তাঁর পরিবারের সকলকে, যারা ছিল অত্যন্ত মহান, নিয়ে উঠে পড়লেন এবং যাকোবের জন্য শোক ও রোদন করলেন।
48পরে এষৌ যখন আসিল, তখন সে আপন ভাই যাকোবের জন্য শোক করিল; আর সমস্ত মিশর ও সমস্ত কনান আবার উঠিল, এবং সেই স্থানে এষৌর সহিত যাকোবের জন্য মহা শোক করিল।
49 যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা তাঁদের পিতা যাকোবকে সেখান থেকে নিয়ে এসে হিব্রোণে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে অবস্থিত গুহায় যাকোবকে কবর দেওয়ার জন্য গেলেন।
৫০ পরে তারা কিরিয়াৎ-অর্ব নামক গুহার কাছে উপস্থিত হল। তারা যখন সেখানে পৌঁছালো, তখন এষৌ তার ছেলেদের সাথে গুহার মধ্যে যোষেফ ও তার ভাইদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলল, "যাকোবকে এখানে কবর দেওয়া হবে না, কারণ এটা আমাদের ও আমাদের পিতার।"
৫১ যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা এষৌর ছেলেদের কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন। যোষেফ এষৌর কাছে গিয়ে বললেন, "ওরা এ কি কথা বলছে? আমার বাবা যাকোব পঁচিশ বছর আগে ইসহাকের মৃত্যুর পর প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে তোমার কাছ থেকে তা কিনেছিলেন, আর তোমার কাছ থেকে, তোমার ছেলেদের কাছ থেকে এবং তোমার পরে তোমার বংশধরদের কাছ থেকে সমস্ত কনান দেশও কিনেছিলেন।"
52 আর যাকোব তার পুত্রদের এবং তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য চিরকালের জন্য সম্পত্তি হিসেবে তা কিনেছিলেন; আর আজ তুমি কেন এই সব কথা বলছ?
৫৩ উত্তরে এষৌ বললেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলছো এবং মিথ্যা কথা বলছো, কারণ তুমি যেমন বলেছো, আমি এই সমস্ত দেশে আমার কিছুই বিক্রি করিনি, আর আমার ভাই যাকোবও এই দেশে আমার কিছু কিনে নেয়নি।"
54 আর এষৌ যোষেফকে প্রতারিত করার জন্য এইসব কথা বললেন, কারণ এষৌ জানতেন যে, যখন এষৌ কনান দেশে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাকোবের কাছে বিক্রি করেছিলেন, সেই সময় যোষেফ সেখানে ছিলেন না।
55 যোষেফ এষৌকে বললেন, "আমার বাবা তোমার ক্রয়-তালিকায় এই জিনিসগুলো লিখে রেখেছিলেন, আর সাক্ষীদের দিয়ে সেই দলিল সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, আর দেখ, তা আমাদের কাছে মিশরে আছে।"
৫৬ তখন এষৌ উত্তর দিলেন, "নথিপত্র আন, তুমি নথিপত্রে যা পাবে, আমরা তাই করব।"
57তখন যোষেফ আপন ভাই নপ্তালিকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি তাড়াহুড়ো কর, থেকো না, বিনয় করি, মিসরে দৌড়াইয়া যাও এবং ক্রয়ের দলিল, সীলমোহরকৃত দলিল ও খোলা দলিল, এবং জ্যেষ্ঠাধিকারের সমস্ত লেনদেনের প্রথম দলিল, সকল আন।
58 আর তুমি তাদের এখানে আমাদের কাছে আন, যেন আমরা তাদের কাছ থেকে এষৌ ও তার পুত্ররা আজ যা যা বলেছে তা জানতে পারি।
59 নপ্তালি যোষেফের কথা শুনল এবং তাড়াতাড়ি করে মিশরে যাওয়ার জন্য দৌড়ে গেল। নপ্তালি মরুভূমির সমস্ত হরিণের চেয়ে পায়ে হেঁটে হালকা ছিল, কারণ সে শস্যের শীষ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ত না।
৬০ এষৌ যখন দেখলেন যে নপ্তালি নথিপত্র আনতে গেছেন, তখন তিনি ও তাঁর পুত্ররা গুহার বিরুদ্ধে আরও প্রতিরোধ গড়ে তুললেন এবং এষৌ ও তাঁর সমস্ত লোক যোষেফ ও তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উঠলেন।
61যাকোবের সমস্ত পুত্র এবং মিশরীয়রা এষৌ এবং তার লোকদের সাথে যুদ্ধ করল। তাতে এষৌর পুত্ররা এবং তার লোকরা যাকোবের পুত্রদের সামনে পরাজিত হল। যাকোবের পুত্ররা এষৌর লোকদের মধ্যে চল্লিশ জনকে হত্যা করল।
62 আর যাকোবের নাতি দানের পুত্র কূশীম সেই সময় যাকোবের পুত্রদের সাথে ছিল, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে প্রায় একশ হাত দূরে ছিল, কারণ সে যাকোবের পুত্রদের সাথে যাকোবের শবের কাছে তা পাহারা দেওয়ার জন্য থাকত।
৬৩ আর চুশিম বোবা ও বধির ছিল, তবুও সে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের কণ্ঠস্বর বুঝতে পারত।
64তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তোমরা মৃতদের কবর দাও না? আর এই মহা আতঙ্কের কারণ কি?" তারা এষৌ ও তার পুত্রদের কথার উত্তর দিল; আর সে যুদ্ধের মাঝখানে এষৌর কাছে দৌড়ে গেল, এবং সে তরবারি দিয়ে এষৌকে হত্যা করল, এবং তার মাথা কেটে ফেলল, তাতে তা অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ল এবং এষৌ যুদ্ধের লোকদের মধ্যে পড়ে গেল।
65 আর যখন কূশীম এই কাজ করল, তখন যাকোবের পুত্ররা এষৌর পুত্রদের উপর জয়লাভ করল, এবং যাকোবের পুত্ররা জোর করে তাদের পিতা যাকোবকে গুহায় কবর দিল, আর এষৌর পুত্ররা তা দেখতে পেল।
66 আর যাকোবকে হিব্রোণে, মকপেলার গুহায় দাফন করা হল, যে গুহা অব্রাহাম হিত্তীয়দের কাছ থেকে কবরস্থানের মালিকানার জন্য কিনেছিলেন, এবং তাঁকে খুব দামি পোশাক পরে দাফন করা হয়েছিল।
67 আর কোন রাজা তাকে এত সম্মান দেননি যতটা যোষেফ তার বাবার মৃত্যুতে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাকে রাজাদের সমাধির মতো অত্যন্ত সম্মানের সাথে সমাহিত করেছিলেন।
68আর যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা তাদের বাবার জন্য সাত দিন শোক করলেন।

অধ্যায় ৫৭

1এর পরে এষৌর পুত্ররা যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করল, এবং এষৌর পুত্ররা হিব্রোণে যাকোবের পুত্রদের

সাথে যুদ্ধ করল, আর এষৌ তখনও মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, তাকে কবর দেওয়া হয়নি।

2তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হল, আর এষৌর পুত্ররা যাকোবের পুত্রদের সম্মুখে পরাজিত হল; এবং যাকোবের পুত্ররা এষৌর পুত্রদের মধ্যে আশি জনকে হত্যা করল, এবং যাকোবের পুত্রদের মধ্যে একজনও মারা গেল না; আর যোষেফের হাত এষৌর পুত্রদের সমস্ত লোকের উপর প্রবল হল; আর তিনি এষৌর পুত্র ইলীফসের পুত্র সফোকে এবং তাঁর পঞ্চাশ জন লোককে বন্দী করলেন, এবং তাদেরকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে মিসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর দাসদের হাতে তুলে দিলেন।

3যাকোবের পুত্ররা সফো এবং তার লোকদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার পর, এষৌর বংশের বাকি সকলেই তাদের প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল, পাছে তারাও বন্দী হয়ে যায়। তারা সকলে এষৌর পুত্র ইলীফস এবং তার লোকদের সাথে এষৌর মৃতদেহ নিয়ে পালিয়ে গেল এবং সেয়ীর পর্বতের দিকে এগিয়ে গেল।

4 তারপর তারা সেয়ীর পর্বতে এসে সেয়ীরে এষৌকে কবর দিল, কিন্তু তারা তার মাথা সেয়ীরে তাদের সাথে আনেনি, কারণ হিব্রোণে যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল সেখানেই এটি কবর দেওয়া হয়েছিল।

৫ আর যখন এষৌর পুত্ররা যাকোবের পুত্রদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল, তখন যাকোবের পুত্ররা সেয়ীরের সীমা পর্যন্ত তাদের পিছনে তাড়া করে গেল, কিন্তু তারা তাদের তাড়া করার সময় তাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করল না, কারণ তারা তাদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া এষৌর মৃতদেহ তাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, তাই তারা পালিয়ে গেল এবং যাকোবের পুত্ররা তাদের কাছ থেকে ফিরে হিব্রোণে তাদের ভাইদের জায়গায় চলে গেল, এবং তারা সেই দিন এবং পরের দিনও যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম না নেওয়া পর্যন্ত সেখানেই রইল।

6 তৃতীয় দিনে তারা হোরীয় সেয়ীরের সমস্ত সন্তানদের এবং পূর্ব দেশের সমস্ত লোকদের একত্র করল, সমুদ্রের বালির মতো অসংখ্য লোকের দল, এবং তারা তাদের ভাইদের উদ্ধার করার জন্য যোষেফ এবং তার ভাইদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মিশরে নেমে এল।

৭ যোষেফ এবং যাকোবের সমস্ত পুত্র শুনতে পেলেন যে, এষৌর পুত্ররা এবং পূর্বদেশের লোকরা তাদের ভাইদের উদ্ধার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে।

8আর যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং মিশরের বলবান সৈন্যেরা বেরিয়ে রামিষেষ নগরে যুদ্ধ করলেন; আর যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা এষৌর সন্তানদের এবং পূর্বদেশের লোকদের মধ্যে বিরাট আঘাত করলেন।

9তারা তাদের ছয় লক্ষ লোককে হত্যা করল, এবং তাদের মধ্যে হোরীয় সেয়ীরের সন্তানদের সমস্ত বীরকে হত্যা করল; তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট রইল, এবং তারা পূর্বদেশের সন্তানদের এবং এষৌর সন্তানদের মধ্যে অনেককে হত্যা করল; এবং এষৌর পুত্র ইলীফস এবং পূর্বদেশের সন্তানরা সকলে যোষেফ এবং তার ভাইদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।

১০ আর যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা সুক্কোতে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের পিছনে তাড়া করে গেলেন, আর সুক্কোতে তাদের ত্রিশ জনকে হত্যা করলেন, আর বাকিরা পালিয়ে গেলেন, আর প্রত্যেকে নিজের নিজের শহরে পালিয়ে গেলেন।

১১ তখন যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং মিশরের বীর যোদ্ধারা আনন্দ ও প্রফুল্ল চিত্তে তাদের কাছ থেকে ফিরে গেলেন, কারণ তারা তাদের সমস্ত শত্রুকে আঘাত করেছিল।

১২ আর ইলীফসের পুত্র সফো ও তার লোকেরা তখনও মিশরে যাকোবের পুত্রদের দাস ছিল, এবং তাদের যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল।

১৩ এষৌর পুত্রগণ এবং সেয়ীরের পুত্রগণ যখন নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল, তখন সেয়ীরের পুত্রগণ দেখিল যে, এষৌর পুত্রগণের যুদ্ধের দরুন তাহারা সকলেই যাকোবের পুত্রগণের এবং মিশরের লোকদের হস্তে পরাজিত হইয়াছে।

১৪ আর সেয়ীরের সন্তানরা এষৌর সন্তানদের বলল, "তোমরা দেখেছ, তাই তোমরা জানো যে, এই সৈন্যদল তোমাদের জন্যই ছিল, আর একজনও বীর বা যুদ্ধে পারদর্শী অবশিষ্ট নেই।"

15অতএব এখন আমাদের দেশ ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে কনান দেশে তোমাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের দেশে যাও; শেষকালে আমাদের সন্তানদের ফল তোমাদের সন্তানরা কেন পাবে?

১৬ কিন্তু এষৌর সন্তানরা সেয়ীরের সন্তানদের কথা শুনতে রাজি হল না, বরং সেয়ীরের সন্তানরা তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মনস্থ করল।

১৭ এষৌর সন্তানরা গোপনে আফ্রিকার রাজা আঙ্গিয়াসের কাছে, অর্থাৎ দিনহাবার কাছে এই কথা বলে পাঠাল,

১৮ তোমার কিছু লোককে আমাদের কাছে পাঠাও, তারা আমাদের কাছে আসুক। আমরা হোরীয় সেয়ীরের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করব, কারণ তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্প করেছে।

১৯ দিন্হাবার রাজা আংগিয়েস তাই করলেন, কারণ সেই সময়ে তিনি এষৌর সন্তানদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। আংগিয়েস এষৌর সন্তানদের কাছে পাঁচশো বীর পদাতিক সৈন্য এবং আটশো অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

২০ আর সেয়ীরের সন্তানরা পূর্বদিকের লোকদের কাছে এবং মিদিয়নের লোকদের কাছে এই কথা বলে পাঠালো, "তোমরা দেখেছো এষৌর সন্তানরা আমাদের প্রতি কি করেছে, যার ফলে আমরা প্রায় সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছি, যাকোবের সন্তানদের সাথে তাদের যুদ্ধে।"

21 অতএব এখন আমাদের কাছে এসো এবং আমাদের সাহায্য করো, আমরা একত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করব, এবং আমরা তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব এবং আমাদের ভাইদের জন্য যারা তাদের ভাইদের, অর্থাৎ যাকোবের সন্তানদের সাথে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাদের প্রতিশোধ নেব।

22 পূর্ব দেশের সমস্ত লোক সেয়ীরের লোকদের কথা শুনল এবং তারা প্রায় আটশো লোক খোলা তরবারি নিয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছাল। সেই সময় পারণ প্রান্তরে এষৌর লোকেরা সেয়ীরের লোকদের সাথে যুদ্ধ করেছিল।

২৩ সেই দিন সেয়ীরের লোকেরা এষৌর সন্তানদের উপর জয়লাভ করল এবং সেয়ীরের লোকেরা সেই যুদ্ধে দিনহাবার রাজা অঞ্জিয়ের বংশের প্রায় দুই শত লোককে হত্যা করল।
24 দ্বিতীয় দিনে এষৌর সন্তানরা সেয়ীর সন্তানদের সাথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে আসল। এই দ্বিতীয়বার এষৌর সন্তানদের উপর ভীষণ যুদ্ধ হল এবং সেয়ীর সন্তানদের কারণে তারা খুবই বিচলিত হল।
25 যখন এষৌর সন্তানরা দেখল যে সেয়ীরের সন্তানরা তাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, তখন এষৌর সন্তানদের মধ্যে কিছু লোক ফিরে এসে তাদের শত্রু সেয়ীরের সন্তানদের সাহায্য করল।
২৬ দ্বিতীয় যুদ্ধে দিনহাবার রাজা অঞ্জিয়াসের বিরুদ্ধে এষৌ-সন্তানদের আটানব্বই জন লোক নিহত হল।
27তৃতীয় দিনে এষৌর সন্তানরা শুনতে পেল যে, তাদের কিছু ভাই তাদের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; এই কথা শুনে এষৌর সন্তানরা শোক করল।
28 তারা বলল, "আমাদের শত্রু সেয়ীরের লোকদের সাহায্য করার জন্য আমাদের যে ভাইয়েরা আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল, তাদের আমরা কি করব?" এষৌর লোকরা আবার দিনহাবার রাজা আঙ্গেয়র কাছে এই কথা বলে পাঠাল,
29 আমাদের কাছে আবার অন্য লোক পাঠাও, যাতে আমরা তাদের সাথে সেয়ীরের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি, কারণ তারা ইতিমধ্যেই আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ ভারী হয়ে গেছে।
৩০ এরপর আঞ্জিয়াস আবার এষৌর সন্তানদের কাছে প্রায় ছয়শো বীর সৈন্য পাঠালেন, আর তারা এষৌর সন্তানদের সাহায্য করতে এলো।
৩১ দশ দিন পরে এষৌর সন্তানরা পারণ প্রান্তরে সেয়ীর সন্তানদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করল। সেয়ীর সন্তানদের উপর যুদ্ধ খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠল। এই সময়ে এষৌর সন্তানরা সেয়ীর সন্তানদের উপর জয়লাভ করল। সেয়ীর সন্তানরা এষৌর সন্তানদের সামনে পরাজিত হল এবং এষৌর সন্তানরা তাদের প্রায় দুই হাজার পুরুষকে হত্যা করল।
32 এই যুদ্ধে সেয়ীরের সমস্ত বীর যোদ্ধা মারা গেল, আর তাদের শহরে কেবল তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা অবশিষ্ট রইল।
33তখন সমস্ত মিদিয়নীয় ও পূর্বদেশের লোকেরা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেল; তারা সেয়ীরের লোকদের ছেড়ে পালিয়ে গেল, যখন তারা দেখল যে তাদের উপর যুদ্ধ ভীষণভাবে নেমে আসছে; আর এষৌর সন্তানরা পূর্বদিকের সমস্ত লোকদের তাড়া করে তাদের দেশে পৌঁছাল না।
34 আর এষৌর সন্তানরা তাদের মধ্যে প্রায় দুইশো পঞ্চাশ জনকে হত্যা করল এবং সেই যুদ্ধে এষৌর সন্তানদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন মারা গেল। কিন্তু হোরীয় সেয়ীরের সন্তানদের সাহায্য করার জন্য তাদের ভাইয়েরা তাদের কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার ফলে তাদের উপর এই অমঙ্গল ঘটল। এষৌর সন্তানরা তাদের ভাইয়দের দুষ্কর্মের কথা আবার শুনতে পেল এবং এই ঘটনার জন্য তারা আবার শোক করল।
৩৫ যুদ্ধের পর, এষৌর সন্তানরা ফিরে সেয়ীরে ফিরে গেল এবং সেয়ীরে ফিরে এল। এষৌর সন্তানরা সেয়ীরের সন্তানদের দেশে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের হত্যা করল; তারা তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরও হত্যা করল, পঞ্চাশজন যুবক ও কন্যা ছাড়া আর কাউকে জীবিত রাখল না, যাদের তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল; এষৌর সন্তানরা তাদের হত্যা করল না, বরং ছেলেরা তাদের দাস হয়ে গেল এবং মেয়েদের বিয়ে করল।
36এষৌর বংশধরেরা সেয়ীরের বংশধরদের জায়গায় সেয়ীরে বাস করতে লাগল এবং তাদের দেশ অধিকার করে তা অধিকার করল।
৩৭ আর এষৌর সন্তানরা সেয়ীর সন্তানদের দেশের সমস্ত সম্পত্তি, অর্থাৎ তাদের মেষপাল, ষাঁড় ও জিনিসপত্র, এবং সেয়ীর সন্তানদের সমস্ত সম্পত্তি, এষৌর সন্তানরা হরণ করল। এষৌর সন্তানরা সেয়ীর সন্তানদের জায়গায় সেয়ীরে বাস করছে, আজও আছে। এষৌর সন্তানরা তাদের গোষ্ঠী অনুসারে এষৌর পাঁচ পুত্রকে দেশ ভাগ করে দিয়েছে।
38 সেই সময় এষৌর সন্তানরা নিজেদের অধিকারভুক্ত দেশটিতে একজন রাজা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা একে অপরকে বলল, "না, কারণ সে আমাদের দেশে আমাদের উপর রাজত্ব করবে, আর আমরা তার পরামর্শের অধীনে থাকব এবং সে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করবে।" আর তারা তাই করল।
৩৯ আর এষৌর সমস্ত সন্তান শপথ করে বলল, তাদের ভাইদের মধ্যে কেউ কখনও তাদের উপর রাজত্ব করবে না, কেবল এমন একজন বিদেশী লোক যে তাদের ভাইদের মধ্যে নয়; কারণ সেয়ীরের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করার সময় তাদের ভাইদের কাছ থেকে যে দুর্দশা সহ্য করা হয়েছিল, তার দরুন এষৌর সমস্ত সন্তানদের আত্মা তাদের পুত্র, ভাই এবং বন্ধুর প্রতি তিক্ত হয়েছিল।
40 তাই এষৌর পুত্রেরা শপথ করে বলল, "সেই দিন থেকে তারা তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে আর কাউকে রাজা মনোনীত করবে না, বরং আজ পর্যন্ত অন্য দেশ থেকে একজনকে রাজা মনোনীত করবে।"
41 আর দিন্‌হাবার রাজা আংগেয়দের বংশের একজন লোক সেখানে ছিল; তার নাম ছিল বিয়োরের পুত্র বেলা; সে ছিল অত্যন্ত বীর পুরুষ, সুন্দর, সুদর্শন, সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞানী, এবং বিচক্ষণ ও মন্ত্রণাদাতা; আংগেয়দের মধ্যে তার মত আর কেউ ছিল না।
42 তখন এষৌর সমস্ত সন্তান তাকে নিয়ে অভিষেক করল এবং তাকে রাজা হিসেবে মুকুট পরাল এবং তাকে প্রণাম করে বলল, "রাজা বেঁচে থাকুন, রাজা বেঁচে থাকুন।"
43 পরে তারা চাদর বিছিয়ে দিল, আর প্রত্যেকে তাকে সোনা, রূপার কানের দুল, আংটি বা বালা দিল, আর তাকে রূপা, সোনা, গোমেদক ও সূতি দিয়ে খুব ধনবান করল, আর তাকে একটা রাজসিংহাসন দিল, আর তার মাথায় রাজমুকুট দিল, আর তার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরি করল এবং সে সেখানে বাস করল; আর সে এষৌর সমস্ত বংশের রাজা হল।

44 আর আঙ্গেয়ের লোকেরা এষৌর সন্তানদের কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য তাদের বেতন নিল, এবং সেই সময় তারা দিনহাবায় তাদের মনিবের কাছে ফিরে গেল।
৪৫ বেলা এষৌর সন্তানদের উপরে ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং এষৌর সন্তানরা সেয়ীরের সন্তানদের পরিবর্তে সেই দেশে বাস করেছিল এবং আজও তাদের জায়গায় তারা নিরাপদে বাস করছে।

অধ্যায় ৫৮

1 ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যাওয়ার বত্রিশতম বছরে, অর্থাৎ যোষেফের জীবনের একচত্তরতম বছরে, সেই বছরেই মিশরের রাজা ফরৌণ মারা গেলেন এবং তাঁর পুত্র মাগ্রোণ তাঁর পদে রাজা হলেন।
২ আর মৃত্যুর আগে ফরৌণ যোষেফকে আদেশ দিলেন যেন তিনি তার পুত্র মাগ্রোনের পিতা হন এবং মাগ্রোন যেন যোষেফের তত্ত্বাবধানে এবং তার পরামর্শে থাকেন।
3আর সমস্ত মিশর এই বিষয়ে সম্মত হল যে যোষেফ তাদের উপর রাজা হবেন, কারণ সমস্ত মিশরীয়রা আগেও যোষেফকে ভালোবাসত; কেবল ফেরাউনের পুত্র মাগরোণ তাঁর পিতার সিংহাসনে বসেছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি তাঁর পিতার পদে রাজা হয়েছিলেন।
4 মাগ্রোন যখন রাজত্ব করতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল একচল্লিশ বছর, এবং তিনি চল্লিশ বছর মিশরে রাজত্ব করেছিলেন। সমস্ত মিশরীয় তাঁর পিতার নামানুসারে তাঁর নাম ফেরাউন রাখত, যেমনটি মিশরে তাদের উপর রাজত্বকারী প্রত্যেক রাজার প্রতি তাদের রীতি ছিল।
৫ আর যখন ফরৌণ তাঁর পিতার পদে রাজত্ব করলেন, তখন তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে মিসরের আইনকানুন ও সমস্ত শাসনকার্য যোষেফের হাতে অর্পণ করলেন।
6আর যোষেফ মিশরের রাজা হলেন, কারণ তিনি সমস্ত মিশরের উপর কর্তৃত্ব করতেন, এবং সমস্ত মিশর তাঁর তত্ত্বাবধানে ও তাঁর পরামর্শে পরিচালিত হত; কারণ ফরৌণের মৃত্যুর পর সমস্ত মিশর যোষেফের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং তারা তাদের উপর রাজত্ব করার জন্য তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসত।
৭ কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা তাকে পছন্দ করত না, তারা বলত, “কোন অপরিচিত লোক আমাদের উপর রাজত্ব করবে না।” তবুও সেই সময়ে ফেরাউনের মৃত্যুর পর মিশরের সমস্ত শাসন যোষেফের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, তিনিই ছিলেন নিয়ন্ত্রক, কেউ হস্তক্ষেপ না করেই সারা দেশে যা খুশি তাই করতেন।
8সমস্ত মিশর যোষেফের তত্ত্বাবধানে ছিল; যোষেফ তাঁর চারপাশের সমস্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেছিলেন; আর যোষেফ কনান দেশের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত দেশ এবং সমস্ত পলেষ্টীয়দেরও পরাজিত করেছিলেন; এবং তারা সকলেই তাঁর অধীন ছিল এবং তারা যোষেফকে বার্ষিক কর দিত।
৯ আর মিশরের রাজা ফরৌণ তাঁর পিতার জায়গায় সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তিনি যোষেফের নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শের অধীনে ছিলেন, যেমন তিনি প্রথমে তাঁর পিতার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।
১০ তিনি যোষেফের পরামর্শে কেবল মিশর দেশেই রাজত্ব করেননি, বরং যোষেফ সেই সময়ে মিশর থেকে মহানদী ফারৎ পর্যন্ত সমগ্র দেশের উপর রাজত্ব করেছিলেন।
১১ যোষেফ তাঁর সমস্ত কাজে সফল হলেন এবং প্রভু তাঁর সহবর্তী ছিলেন। প্রভু মিশরীয়দের হৃদয়ে এবং সারা দেশের মধ্যে যোষেফকে তাঁর প্রতি জ্ঞান, সম্মান, গৌরব এবং ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দিলেন। যোষেফ চল্লিশ বছর ধরে সমগ্র দেশের উপর রাজত্ব করেছিলেন।
১২ পলেষ্টীয়দের সমস্ত দেশ, কনান, সীদোন এবং যর্দনের ওপারের সমস্ত লোক যোষেফের জীবনকাল ধরে তাঁর কাছে উপহার আনত। সমস্ত দেশ যোষেফের হাতে ছিল এবং তারা নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে বার্ষিক কর আনতেন, কারণ যোষেফ তাঁর চারপাশের সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের পরাজিত করেছিলেন। সমস্ত দেশ যোষেফের হাতে ছিল এবং যোষেফ মিশরে তাঁর সিংহাসনে নিরাপদে বসেছিলেন।
১৩ আর যোষেফের সমস্ত জীবদ্দশায়, যাকোবের সমস্ত পুত্র, সেই দেশে নিরাপদে বাস করত; তারা দেশে ফলবান ও অতিশয় বংশবৃদ্ধি করত, এবং তাদের পিতা যাকোবের আজ্ঞানুসারে তারা জীবদ্দশায় সদাপ্রভুর সেবা করত।
১৪ অনেক দিন ও বছরের শেষে, যখন এষৌর সন্তানরা তাদের রাজা বেলার সাথে তাদের দেশে শান্তিতে বাস করছিল, তখন এষৌর সন্তানরা ফলবান ও দেশে বহুসংখ্যক হয়ে উঠল। তারা যাকোবের সন্তানদের এবং সমস্ত মিশরের সাথে যুদ্ধ করার এবং তাদের ভাই ইলীফসের পুত্র সফোকে এবং তার লোকদের উদ্ধার করার জন্য ঠিক করল, কারণ সেই সময়েও তারা যোষেফের দাস ছিল।
১৫ তখন এষৌর সন্তানরা পূর্ব দেশের সমস্ত লোকদের কাছে লোক পাঠাল, আর তারা তাদের সাথে সন্ধি করল। পূর্ব দেশের সমস্ত লোক এষৌর সন্তানদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মিসরে তাদের কাছে আসল।
১৬ আর দিনহাবার রাজা আঙ্গিয়াসের লোকদের মধ্যে থেকেও তাদের কাছে এলো, আর তারা ইশ্মায়েলের সন্তানদের কাছেও পাঠালো, আর তারাও তাদের কাছে এলো।
১৭ এই সমস্ত লোক একত্র হয়ে এষৌর সন্তানদের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সেয়ীরে এসেছিল। এই সৈন্যদলটি সমুদ্রের বালির মতো অসংখ্য, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রায় আট লক্ষ লোক নিয়ে খুব বড় এবং ভারী ছিল। এই সৈন্যদলটি যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মিশরে নেমে গিয়েছিল এবং রামিষেষের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল।
১৮ পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণের সহিত মিশরের প্রায় ছয় শত লোকের সহিত বাহির হইলেন, এবং তাহারা রামিষেষ দেশে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন; আর সেই সময়ে যাকোবের পুত্রগণ আবার এষৌর সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিলেন; যাকোবের পুত্রগণ মিসরে নামার পঞ্চাশ বৎসরে, অর্থাৎ সেয়ীরে এষৌর সন্তানদের উপর বেলার রাজত্বের ত্রিশ বৎসরে।

১৯ আর সদাপ্রভু এষৌর সমস্ত বীরপুরুষকে এবং পূর্বদেশের লোকদেরকে যোষেফ ও তার ভাইদের হাতে সমর্পণ করলেন, আর এষৌর সন্তানদের এবং পূর্বদেশের লোকদের যোষেফের সম্মুখে পরাজিত করা হল।
২০ আর এষৌর বংশের এবং পূর্ব্বদেশের লোকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোক যাকোবের সন্তানদের সম্মুখে মারা গেল; এবং তাদের রাজা বিয়োরের পুত্র বেলাও তাদের সাথে যুদ্ধে নিহত হল; আর যখন এষৌর বংশের লোকেরা দেখল যে, তাদের রাজা যুদ্ধে পতিত হয়েছেন এবং মারা গেছেন, তখন যুদ্ধে তাদের হাত দুর্বল হয়ে পড়ল।
২১ যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং সমস্ত মিশরীয়রা তখনও এষৌর বংশধরদের আঘাত করছিল, আর এষৌর সমস্ত লোক যাকোবের পুত্রদের ভয়ে তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।
22আর যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং সমস্ত মিশরীয় এক দিনের পথ তাদের পিছনে তাড়া করে গেল, আর তাদের মধ্যে থেকে আরও প্রায় তিনশো লোককে হত্যা করল, পথে তাদের আক্রমণ করতে লাগল; পরে তারা তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল।
২৩ পরে যোষেফ ও তাঁর সমস্ত ভাইয়েরা মিশরে ফিরে গেলেন; তাদের মধ্যে একজনও নিখোঁজ ছিল না, কেবল মিশরীয়দের মধ্যে বারোজন মারা পড়েছিলেন।
24 আর যখন যোষেফ মিশরে ফিরে এলেন, তখন তিনি সফো এবং তার লোকদের আরও বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলেন, এবং তারা তাদের লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে তাদের দুঃখ আরও বাড়িয়ে দিল।
25 এষৌর বংশধরদের সমস্ত লোক এবং পূর্ব দিকের লোকরা লজ্জিত হয়ে নিজের নিজের শহরে ফিরে গেল, কারণ তাদের সঙ্গীরা যুদ্ধে মারা পড়েছিল।
26 যখন এষৌর সন্তানরা দেখল যে, তাদের রাজা যুদ্ধে মারা গেছেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি করে পূর্ব দেশের লোকদের মধ্য থেকে বৎস্রা দেশীয় সারহকের পুত্র যোবব নামে একজনকে ধরে এনে তাদের রাজা বেলার পরিবর্তে তাদের উপরে রাজত্ব করল।
27আর যোবব তাঁহার পদে বেলার সিংহাসনে বসিল, এবং যোবব ইদোমে এষৌর সমস্ত বংশের উপরে দশ বছর রাজত্ব করিলেন; এবং সেই দিন হইতে এষৌর বংশধরেরা আর যাকোবের বংশধরদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল না, কারণ এষৌর বংশধরেরা যাকোবের বংশধরদের বীরত্ব জানিত, এবং তাহাদের হইতে অতিশয় ভীত হইল।
28 কিন্তু সেই দিন থেকে এষৌর সন্তানরা যাকোবের পুত্রদের ঘৃণা করতে লাগল, এবং তাদের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা অত্যন্ত তীব্র ছিল, আজও পর্যন্ত।
29 দশ বছর পরে, বৎস্রাহ নিবাসী সারহকের পুত্র যোবব মারা গেল। এষৌর সন্তানরা তৈমন দেশ থেকে কূশম নামে একজনকে নিয়ে যোবের জায়গায় তাকে তাদের রাজা করল। কূশম ইদোমে এষৌর সমস্ত সন্তানদের উপর বিশ বছর রাজত্ব করল।
৩০ মিশরের রাজা যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়েরা সেই সময়ে, যোষেফের সমস্ত সন্তান এবং তাঁর ভাইয়েরা, নিরাপদে মিশরে বাস করছিলেন; কোনও বাধা বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। যোষেফ এবং তাঁর ভাইয়েরা, সেই সময়ে মিশর দেশ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম পেয়েছিল।

অধ্যায় ৫৯

1 আর ইস্রায়েলের যে পুত্ররা মিশরে বাস করত, যারা যাকোবের সাথে এসেছিল, তাদের নাম এই। যাকোবের সমস্ত পুত্ররা তাদের পরিবার নিয়ে মিশরে এসেছিল।
2 লেয়ার সন্তানরা হল রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন এবং তাদের বোন দীণা।
3 রাহেলের পুত্রদের নাম ছিল যোষেফ এবং বিন্যামীন।
4 লেয়ার দাসী সিল্পার পুত্ররা ছিল গাদ ও আশের।
5 রাহেলের দাসী বিল্‌হার পুত্র দান ও নপ্তালি।
৬ আর এঁরা ছিলেন তাদের বংশধর যারা তাদের পিতা যাকোবের সাথে মিশরে আসার আগে কনান দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
৭ রূবেণের পুত্ররা হলেন হনোক, পল্লু, হৎস্রোণ ও কর্ম্মী।
8 শিমিয়োনের পুত্ররা হলেন যিমূয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোখর এবং কনানী স্ত্রীলোকের পুত্র শৌল।
9 লেবির সন্তানরা হল গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। তাদের বোন যোকেবদ, যাদের জন্ম হয়েছিল মিসরে যাওয়ার সময়।
১০ আর যিহূদার পুত্ররা হল এর, ওনন, শেলা, পেরস ও সারহ।
১১ আর এর ও ওনন কনান দেশে মারা গেল; আর পেরসের পুত্রদের নাম ছিল কষ্রোণ ও হামূল।
১২ ইষাখরের পুত্রদের নাম ছিল তোলয়, পূয়া, ইয়োব ও শম্রোণ।
১৩ সবূলূনের পুত্রদের নাম ছিল সেরদ, এলোন ও যাখ্লিয়েল। দানের পুত্রের নাম ছিল কূশীম।
14 নপ্তালির পুত্ররা ছিল যাকসিল, গূনি, যিত্‌সর ও শীলম।
১৫ গাদের পুত্ররা হল সিফিয়োন, হগি, শূনী, ইষ্বোন, এরি, অরোদী ও অরেলী।
১৬ আশেরের সন্তানরা হলেন যিম্না, যিশ্বা, যিশ্বি, বরীয় এবং তাদের বোন সেরহ; আর বরীয়ের সন্তানরা হলেন কেবর ও মল্কীয়েল।
১৭ বিন্যামীনের পুত্ররা হল বেলা, বেখর, অশ্বেল, গেরা, নামান, আখী, রোশ, মুপীম, হুপীম ও অর্দ।
১৮ মিশরে যোষেফের যে পুত্রদের জন্ম হয়েছিল, তাদের নাম মনঃশি ও ইফ্রয়িম।
১৯ যাকোবের বংশ থেকে উৎপন্ন সর্বসুদ্ধ সত্তর জন; এরা তাদের পিতা যাকোবের সাথে মিশরে বসবাসের জন্য এসেছিল; আর যোষেফ ও তাঁর সমস্ত ভাইয়েরা মিশরে নিরাপদে বাস করেছিল; এবং যোষেফের জীবদ্দশায় তারা মিশরের উৎকৃষ্টতম খাদ্য ভোগ করেছিল।
20 যোষেফ মিশরে তিরানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন এবং যোষেফ সমগ্র মিশরে আশি বছর রাজত্ব করেছিলেন।
২১ যোষেফের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর ভাইদের এবং তাঁর বাবার পরিবারের সকলকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাঁর সামনে বসল।
22 য়োষেফ তাঁর ভাইদের এবং তাঁর বাবার পরিবারের সকলকে বললেন, "দেখ, আমি মারা যাচ্ছি। ঈশ্বর অবশ্যই

তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই দেশে তোমাদের এই দেশ থেকে ফিরিয়ে আনবেন।”

23আর যখন ঈশ্বর তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং তোমাদের এখান থেকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেশে নিয়ে যাবেন, তখন তোমরা এখান থেকে আমার অস্থি তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে।

24আর যোষেফ ইস্রায়েলের পুত্রদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শপথ করালেন, বললেন, ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং তোমরা এখান থেকে আমার অস্থি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবে।

25এর পর সেই বছরেই, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যাওয়ার একচত্তরতম বছরে যোষেফ মারা গেলেন।

২৬ যোষেফ যখন মিশরে মারা গেলেন, তখন তাঁর একশো দশ বছর বয়স হয়েছিল। তাঁর ভাইয়েরা এবং তাঁর সমস্ত দাসেরা উঠে তাদের রীতি অনুসারে যোষেফের দেহে সুগন্ধি দ্রব্য মেখে দিলেন। তাঁর ভাইয়েরা এবং সমস্ত মিশর সত্তর দিন ধরে তাঁর জন্য শোক করল।

27 তারপর তারা যোষেফকে সুগন্ধি মশলা ও সব রকমের সুগন্ধি দিয়ে ভরা একটি কফিনে রাখল এবং সীহোর নদীর ধারে, অর্থাৎ নদীর ধারে তাকে কবর দিল। তার ছেলেরা, তার ভাইয়েরা এবং তার বাবার পরিবারের সকলে সাত দিন ধরে তার জন্য শোক পালন করল।

28 যোষেফের মৃত্যুর পর, সেই সময়ে সমস্ত মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের উপর রাজত্ব করতে শুরু করে এবং মিশরের রাজা ফেরাউন, যিনি তাঁর পিতার জায়গায় রাজত্ব করেছিলেন, তিনি মিশরের সমস্ত আইন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পরামর্শে মিশরের সমস্ত সরকার পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি তাঁর লোকদের উপর নিরাপদে রাজত্ব করেছিলেন।

অধ্যায় ৬০

1 যোষেফের মৃত্যুর পর, ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যাওয়ার বাহাত্তরতম বছর পূর্ণ হলে, এষৌর পৌত্র ইলীফসের পুত্র সফো এবং তার লোকেরা মিশর থেকে পালিয়ে গেল। তারা চলে গেল।

২ এবং তিনি আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াসের কাছে আফ্রিকা, অর্থাৎ দিনহাবাতে আসেন, এবং অ্যাঞ্জিয়াস তাদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং তিনি জেফোকে তার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করেন।

৩ আর সিফো আঞ্জিয়াস এবং তার লোকদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করল, এবং সিফো অনেক দিন ধরে আফ্রিকার রাজা আঞ্জিয়াসের সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিল।

৪ আর সেফো আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াসকে প্ররোচিত করল যেন সে তার সমস্ত সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে মিশরীয়দের এবং যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের কাছ থেকে তার ভাইদের প্রতিশোধ নেয়।

৫ কিন্তু আঞ্জিয়াস এই কাজ করার জন্য সফোর কথা শুনতে রাজি হলেন না, কারণ আঞ্জিয়াস জানতেন যাকোবের পুত্রদের শক্তি এবং এষৌর সন্তানদের সাথে যুদ্ধে তারা তার সেনাবাহিনীর উপর কী প্রভাব ফেলেছিল।

৬ আর সেই সময়ে সিফো আঞ্জিয়াস এবং তার সমস্ত প্রজাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মহান ছিলেন, এবং তিনি ক্রমাগত তাদেরকে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করতেন, কিন্তু তারা রাজি হননি।

৭ আর সেই সময়ে কিত্তিম দেশে পুসিন্না শহরে একজন লোক ছিল, যার নাম ছিল উষ্মু, এবং কিত্তিমের সন্তানরা তাকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সেই লোকটি মারা গেল এবং তার কোন পুত্র ছিল না, কেবল একটি কন্যা ছিল যার নাম ছিল যানিয়া।

৮ সেই মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, তার মতো সৌন্দর্য ও জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ ছিল না।

৯ আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াসের লোকেরা তাকে দেখে তার প্রশংসা করতে লাগল। অ্যাঞ্জিয়াস চিত্তিমের সন্তানদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। চিত্তিমের লোকেরা তাকে তার স্ত্রী হিসেবে দিতে সম্মত হল।

১০ আর যখন আঞ্জিয়াসের দূতেরা চিত্তিম দেশ থেকে তাদের যাত্রা শুরু করছিল, তখন দেখো, বিবেন্তুর রাজা টার্নাসের দূতেরা চিত্তিমে এসে পৌঁছাল, কারণ বিবেন্তুর রাজা টার্নাসও তার দূতদের পাঠিয়েছিলেন জানিয়াকে তার জন্য স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে, কারণ তার সমস্ত লোকও তার কাছে তার প্রশংসা করেছিল, তাই সে তার সমস্ত দাসদের তার কাছে পাঠিয়েছিল।

১১ আর টার্নাসের দাসেরা চিত্তিমে এসে তাদের রাজা টার্নাসের কাছে স্ত্রী হিসেবে যানিয়াকে নিতে বলল।

১২ আর চিত্তিমের লোকেরা তাদের বলল, আমরা তাকে দিতে পারব না, কারণ আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াস চেয়েছিলেন যেন তোমরা আসার আগে তাকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো এবং আমরা তাকে তার সাথে বিয়ে দেই, আর তাই এখন আমরা অ্যাঞ্জিয়াসকে মেয়েটি থেকে বঞ্চিত করে টার্নাসকে দেবার জন্য এই কাজ করতে পারি না।

১৩ কারণ আমরা অ্যাঞ্জিয়াসকে খুব ভয় পাচ্ছি, পাছে সে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের ধ্বংস করে দেয়, আর তোমার প্রভু টার্নাস তার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না।

১৪ আর তুর্নসের দূতেরা কিত্তীমের সন্তানদের সমস্ত কথা শুনে তাদের মনিবের কাছে ফিরে গেল এবং কিত্তীমের সন্তানদের সমস্ত কথা তাঁকে জানাল।

১৫ আর চিত্তিমের সন্তানরা অ্যাঞ্জিয়াসের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে বলল, দেখো টার্নাস জানিয়াকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে, এবং আমরা তাকে এইভাবে উত্তর দিয়েছি; এবং আমরা শুনেছি যে সে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তার পুরো সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছে, এবং সে তোমার ভাই লুকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সারদুনিয়ার রাস্তা দিয়ে যেতে চায়, এবং তার পরে সে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে।

১৬ আর অ্যাঞ্জিয়াস চিত্তিমের সন্তানদের কথা শুনেছিলেন যা তারা তাকে লিখে পাঠিয়েছিল, এবং তার ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং সে উঠে তার সমস্ত সেনাবাহিনী একত্রিত

করে সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, সারদুনিয়ার রাস্তা দিয়ে, তার ভাই সারদুনিয়ার রাজা লুকাসের কাছে এসেছিল।
১৭ আর লুকাসের ছেলে নিবলস শুনতে পেল যে তার চাচা অ্যাঞ্জিয়াস আসছেন, এবং সে একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তার সাথে দেখা করতে বেরিয়ে গেল, এবং সে তাকে চুম্বন করল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল, এবং নিবলস অ্যাঞ্জিয়াসকে বলল, যখন তুমি আমার বাবার মঙ্গল চাইবে, যখন আমি তোমার সাথে টার্নাসের সাথে যুদ্ধ করতে যাব, তখন তাকে বল যে সে যেন আমাকে তার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করে, এবং অ্যাঞ্জিয়াস তাই করল, এবং সে তার ভাইয়ের কাছে এল এবং তার ভাই তার সাথে দেখা করতে এল, এবং সে তার মঙ্গল চাইল।
১৮ আর অ্যাঞ্জিয়াস তার ভাই লুকাসকে তার মঙ্গল কামনা করলেন এবং তার ছেলে নিবলসকে তার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করার জন্য অনুরোধ করলেন, আর লুকাস তাই করলেন, আর অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাস উঠে দাঁড়ালেন এবং যুদ্ধের জন্য টার্নাসের দিকে গেলেন, আর তাদের সাথে ছিল এক বিরাট সেনাবাহিনী এবং এক বিরাট জনতা।
১৯ আর সে জাহাজে করে এলো, আর তারা অষ্টোরাশ প্রদেশে এলো, আর দেখো টার্নাস তাদের দিকে এগিয়ে এলো, কারণ সে সারদুনিয়ায় গিয়েছিল, এবং এটি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছিল এবং পরে সেখান থেকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য অ্যাঞ্জিয়াসে চলে গিয়েছিল।
২০ আর ক্যানোপিয়া উপত্যকায় অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাস টার্নাসের সাথে দেখা করেন, এবং সেই জায়গায় তাদের মধ্যে তীব্র ও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।
২১ আর সারদুনিয়ার রাজা লুকাসের উপর যুদ্ধ তীব্র হয়, এবং তার সমস্ত সেনাবাহিনীর পতন ঘটে, এবং তার পুত্র নিবলসও সেই যুদ্ধে নিহত হন।
22 আর তার চাচা অ্যাঞ্জিয়াস তার দাসদের নির্দেশ দিলেন এবং তারা নিবলোসের জন্য একটি সোনার কফিন তৈরি করলেন এবং তাকে তাতে রাখলেন, এবং অ্যাঞ্জিয়াস আবার টার্নাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, এবং অ্যাঞ্জিয়াস তার চেয়ে শক্তিশালী ছিলেন, এবং তিনি তাকে হত্যা করলেন, এবং তিনি তার সমস্ত লোককে তরবারির ধারায় হত্যা করলেন, এবং অ্যাঞ্জিয়াস তার ভাইয়ের ছেলে নিবলোসের কারণ এবং তার ভাই লুকাসের সেনাবাহিনীর কারণের প্রতিশোধ নিলেন।
২৩ আর যখন টার্নাস মারা গেল, তখন যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া লোকদের হাত দুর্বল হয়ে পড়ল, এবং তারা অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাসের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।
২৪ আর অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাস আলফানু এবং রোমার মধ্যবর্তী হাই রোড পর্যন্ত তাদের তাড়া করে, এবং তারা তরবারির ধারালো দিয়ে টার্নাসের পুরো সেনাবাহিনীকে হত্যা করে।
২৫ আর সারদুনিয়ার রাজা লুকাস তার দাসদের আদেশ দিলেন যেন তারা পিতলের একটি কফিন তৈরি করে এবং তাতে তার পুত্র নিবলোসের মৃতদেহ রাখে, এবং তারা তাকে সেই স্থানেই কবর দেয়।
২৬ এবং তারা এর উপরে হাইওয়েতে একটি উঁচু টাওয়ার তৈরি করেছিল এবং আজও নিবলোসের নামে এর নামকরণ করেছে, এবং তারা বিবেন্তুর রাজা টার্নাসকেও নিবলোসের সাথে সেই জায়গায় সমাহিত করেছিল।
২৭ আর দেখো, আলফানু এবং রোমার মধ্যবর্তী মহাসড়কের একপাশে নিবলোসের কবর এবং অন্যদিকে টার্নাসের কবর, এবং আজও তাদের মধ্যে একটি ফুটপাথ রয়েছে।
২৮ এবং যখন নিবলোসকে সমাহিত করা হয়, তখন তার বাবা লুকাস তার সেনাবাহিনী নিয়ে তার ভূমি সার্দুনিয়ায় ফিরে আসেন এবং তার ভাই আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াস তার লোকদের সাথে বিবেন্তু শহরে, অর্থাৎ টার্নাস শহরে যান।
২৯ আর বিবেন্তুর বাসিন্দারা তার খ্যাতি শুনে তাকে খুব ভয় পেল, এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে এবং প্রার্থনা করতে করতে তার সাথে দেখা করতে বেরিয়ে গেল, এবং বিবেন্তুর বাসিন্দারা অ্যাঞ্জিয়াসের কাছে তাদের হত্যা না করার বা তাদের শহর ধ্বংস না করার জন্য অনুরোধ করল; এবং তিনি তাই করলেন, কারণ সেই সময়ে বিবেন্তুকে চিত্তিমের সন্তানদের একটি শহর হিসেবে গণ্য করা হত; তাই তিনি শহরটি ধ্বংস করেননি।
30 কিন্তু সেই দিন থেকে আফ্রিকার রাজার সৈন্যরা চিত্তিমে যেত লুণ্ঠন ও লুণ্ঠনের জন্য, এবং যখনই তারা যেত, অ্যাঞ্জিয়াসের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সেফো তাদের সাথে যেত।
৩১ এবং এর পরেই অ্যাঞ্জিয়াস তার সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন এবং তারা পুজিমনা শহরে আসেন, এবং অ্যাঞ্জিয়াস সেখান থেকে উজুর কন্যা জানিয়াকে বিয়ে করেন এবং তাকে আফ্রিকায় তার শহরে নিয়ে আসেন।

অধ্যায় ৬১

1 সেই সময় মিশরের রাজা ফরৌণ তার সমস্ত প্রজাদের মিশরে তার জন্য একটি শক্তিশালী প্রাসাদ তৈরি করতে আদেশ দিলেন।
2 আর তিনি যাকোবের পুত্রদেরও মিশরীয়দের নির্মাণে সহায়তা করার নির্দেশ দিলেন, এবং মিশরীয়রা রাজকীয় বাসস্থানের জন্য একটি সুন্দর এবং মার্জিত প্রাসাদ তৈরি করল, এবং তিনি সেখানে বাস করতে লাগলেন এবং তিনি তার সরকার পুনর্নবীকরণ করলেন এবং নিরাপদে রাজত্ব করলেন।
3 আর সেই বছরে, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যাওয়ার বাহাত্তরতম বছরে, যাকোবের পুত্র সবূলূন মারা গেল। সবূলূন একশো চৌদ্দ বছর বয়সে মারা গেল, এবং তাকে একটি কফিনে রাখা হল এবং তার সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হল।
৪ পঁচাত্তর বছরে তাঁর ভাই শিমিয়োন মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একশো বিশ বছর। তাঁকেও একটি কফিনে করে তাঁর সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হল।
৫ আর দিনহাবার রাজা অংগেয়ের সৈন্যদলের সেনাপতি এষৌর পুত্র ইলীফসের পুত্র সফো প্রতিদিন মিশরে যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে অংগেয়কে প্ররোচিত করত, কিন্তু অংগেয় তা করতে রাজি

ছিল না, কারণ তার দাসেরা তাকে যাকোবের পুত্রদের সমস্ত শক্তির কথা বলেছিল, অর্থাৎ এষৌর সন্তানদের সাথে যুদ্ধে তারা তাদের প্রতি যা করেছিল তা বলেছিল।
৬ আর সেই দিনগুলিতে সফো প্রতিদিন অ্যাঞ্জিয়াসকে যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করত।
৭ কিছুক্ষণ পর অ্যাঞ্জিয়াস সফোর কথা শুনলেন এবং মিশরে যাকোবের পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করতে তাকে সম্মতি জানালেন, এবং অ্যাঞ্জিয়াস তার সমস্ত লোকদের, সমুদ্র তীরের বালির মতো অসংখ্য লোকদের, সাজিয়ে তুললেন এবং যুদ্ধের জন্য মিশরে যাওয়ার সংকল্প করলেন।
৪ আর আঙ্গেয়ের দাসদের মধ্যে পনের বছর বয়সী এক যুবক ছিল, তার নাম ছিল বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম। সেই যুবকটি খুবই জ্ঞানী এবং জাদুবিদ্যার বিদ্যা বোঝে।
9 তখন আঞ্জিয়াস বিলিয়মকে বললেন, "দয়া করে, জাদুবিদ্যার সাহায্যে আমাদের জন্য জাদু করো, যাতে আমরা জানতে পারি যে আমরা এখন যে যুদ্ধে যাচ্ছি তাতে কে জয়ী হবে।"
১০ বিলিয়ম মোম আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি সেগুলো থেকে রথ ও ঘোড়সওয়ারের মূর্তি তৈরি করলেন, যা আঞ্জিয়াদের সেনাবাহিনী এবং মিশরের সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি সেগুলোকে সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করা জলে রাখলেন, এবং তিনি গুল্মদি গাছের ডাল হাতে নিয়ে তাঁর কৌশল প্রয়োগ করলেন এবং জলের উপরে তাদের একত্রিত করলেন। জলে তাঁর সামনে আঞ্জিয়াদের সৈন্যদের সদৃশ প্রতিমাগুলি দেখা গেল, যারা মিশরীয়দের এবং যাকোবের পুত্রদের সদৃশ প্রতিমার সামনে পড়ে গেল।
১১ বিলিয়ম এই কথা আঞ্জিয়াসকে জানালেন, আর আঞ্জিয়াস হতাশ হয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধে মিশরে যাওয়ার জন্য নিজেকে সশস্ত্র করলেন না, এবং তিনি তার শহরেই রইলেন।
১২ আর যখন ইলীফসের পুত্র সফো দেখল যে আঞ্জিয়াস মিশরীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে যেতে হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন সফো আফ্রিকা থেকে আঞ্জিয়াসের কাছ থেকে পালিয়ে গেল এবং কিত্তিমে চলে গেল।
১৩ আর চিত্তিমের সমস্ত লোক তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করল, এবং তারা তাকে সারাদিন তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভাড়া করল, এবং সেই দিনগুলিতে সেফো অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠল, এবং আফ্রিকার রাজার সৈন্যরা সেই দিনগুলিতেও নিজেদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখল, এবং চিত্তিমের সন্তানরা একত্রিত হয়ে কাপ্তিজিয়া পর্বতে গেল কারণ আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াসের সৈন্যরা তাদের উপর আক্রমণ করছিল।
১৪ আর একদিন সফো একটি ছোট বাছুর হারিয়ে ফেলল, এবং সে এটি খুঁজতে গেল, এবং সে পাহাড়ের চারপাশে এটির ডাক শুনতে পেল।
১৫ আর সফো গিয়ে দেখল, পাহাড়ের তলদেশে একটা বিরাট গুহা আছে, আর গুহার প্রবেশপথে একটা বিরাট পাথর আছে। সফো পাথরটা ভেঙে গুহার ভেতরে ঢুকে দেখল, একটা বিরাট জন্তু ষাঁড়টাকে গিলে ফেলছে; মাঝখান থেকে উপরে মানুষের মতো দেখাচ্ছে, আর মাঝখান থেকে নীচের দিকে একটা পশুর মতো দেখাচ্ছে, আর সফো সেই জন্তুটার বিরুদ্ধে উঠে তার তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করল।
১৬ কিত্তীমের বাসিন্দারা এই কথা শুনে খুব আনন্দিত হল এবং বলল, "যে ব্যক্তি আমাদের পশুদের খেয়ে ফেলছে, তাকে আমরা কি করব?"
১৭ আর তারা সকলে বছরের একটি দিন তাঁর উদ্দেশ্যে পবিত্র করার জন্য একত্রিত হল, এবং তার নাম অনুসারে তার নাম সফো রাখল, এবং বছরের পর বছর সেই দিনে তারা তাঁর কাছে পানীয় নৈবেদ্য আনত এবং তাঁর কাছে উপহার আনত।
১৮ সেই সময় রাজা আঞ্জিয়াসের স্ত্রী উষুর কন্যা জানিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এবং আঞ্জিয়াস এবং তার কর্মচারীরা তার অসুস্থতা অনুভব করলেন, এবং আঞ্জিয়াস তার জ্ঞানী লোকদের বললেন, "আমি জানিয়ার কী করব এবং কীভাবে তাকে তার অসুস্থতা থেকে সুস্থ করব?" তার জ্ঞানী লোকরা তাকে বললেন, "কারণ আমাদের দেশের বাতাস চিত্তিম দেশের বাতাসের মতো নয়, এবং আমাদের জল তাদের জলের মতো নয়, তাই এই কারণে রাণী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"
১৯ কারণ বাতাস এবং জলের পরিবর্তনের ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এবং তার দেশে সে কেবল পুর্মাহ থেকে আসা জল পান করেছিল, যা তার পূর্বপুরুষরা সেতুবন্ধনের মাধ্যমে লালন-পালন করেছিলেন।
২০ আর অ্যাঞ্জিয়াস তার দাসদের আদেশ দিলেন, আর তারা চিত্তিমের পুরমার জলের পাত্রগুলো তার কাছে নিয়ে এলো, আর তারা আফ্রিকার সমস্ত জলের সাথে সেই জলের ওজন করল, আর তারা সেই জল আফ্রিকার জলের চেয়ে হালকা পেল।
২১ আর অ্যাঞ্জিয়াস এই ঘটনাটি দেখলেন, এবং তিনি তাঁর সমস্ত কর্মকর্তাদের হাজার হাজার এবং দশ হাজার পাথর কাটার জন্য একত্র করার নির্দেশ দিলেন, এবং তারা অসংখ্য পাথর কেটেছিলেন, এবং নির্মাতারা এসে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সেতু তৈরি করেছিলেন, এবং তারা চিত্তিম দেশ থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত জলের ঝর্ণা বহন করেছিলেন, এবং সেই জল রানী জানিয়ার জন্য এবং তার সমস্ত উদ্বেগের জন্য ছিল, পান করার জন্য, সেঁকে নেওয়ার জন্য, ধোয়া এবং স্নান করার জন্য, এবং সেই জল দিয়ে সমস্ত বীজ জল দেওয়ার জন্য যা থেকে খাদ্য পাওয়া যায়, এবং জমির সমস্ত ফল।
২২ রাজা আদেশ দিলেন যে তারা বড় জাহাজে করে চিত্তিমের মাটি আনুক, এবং তারা পাথরও আনুক যাতে তা দিয়ে নির্মাণ করা যায়, আর নির্মাতারা রাণী জানিয়ার জন্য প্রাসাদ তৈরি করে, আর রাণী তার অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করেন।
23 আর বছরের বিপ্লবে আফ্রিকার সৈন্যরা যথারীতি লুণ্ঠনের জন্য চিত্তিম দেশে আসতে থাকে, এবং ইলীফসের পুত্র সফো তাদের খবর শুনতে পায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আদেশ দেয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে, এবং তারা তার সামনে থেকে পালিয়ে যায়, এবং সে তাদের হাত থেকে চিত্তিম দেশ উদ্ধার করে।
24 কিত্তিমের লোকেরা সফোর বীরত্ব দেখে, আর কিত্তিমের লোকেরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে সফোকে তাদের রাজা করল,

আর সে তাদের রাজা হল, আর সে রাজত্ব করার সময় তারা তূবলের লোকদের এবং আশেপাশের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জকে পরাজিত করতে গেল।
25 আর তাদের রাজা সফো তাদের নেতৃত্ব দিলেন এবং তারা তুবল ও দ্বীপপুঞ্জের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের পরাজিত করলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তারা তার জন্য তার সরকার পুনর্নবীকরণ করলেন। তারা তার রাজকীয় বাসস্থান এবং আসনের জন্য একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং তার জন্য একটি বিশাল সিংহাসন তৈরি করলেন। সফো সমগ্র কিত্তিম দেশ এবং ইতালীয় দেশ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করলেন।

অধ্যায় ৬২

1 সেই বছর, ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যাওয়ার ঊনপঞ্চাশতম বছরে, যাকোবের পুত্র রূবেণ মিসর দেশে মারা গেলেন; রূবেণ যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল একশো পঁচিশ বছর, এবং তারা তাঁকে একটি কফিনে রাখল এবং তাঁর সন্তানদের হাতে তাঁকে সমর্পণ করা হল।
2 আশি বছর বয়সে তাঁর ভাই দান মারা গেলেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স একশো বিশ বছর ছিল; তাঁকেও একটি কফিনে রাখা হয়েছিল এবং তাঁর সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।
3 সেই বৎসরে ইদোমের রাজা কূশম মারা গেলেন, এবং তাহার পরে বদদের পুত্র হদদ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন; এবং একাশি বৎসরে যাকোবের পুত্র ইষাখর মিসরে মারা গেলেন; ইষাখর মৃত্যুকালে একশত বাইশ বৎসর বয়সে ছিলেন; এবং তাহাকে মিসরে একটি কফিনে রাখিয়া তাহার সন্তানদের হস্তে সমর্পণ করা হইল।
৪ আর ৮২ বছর বয়সে তাঁর ভাই আশের মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একশো তেইশ বছর। তাঁকে মিশরে একটি কফিনে রাখা হয়েছিল এবং তাঁর সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।
৫ আর তেয়াশি বছর বয়সে গাদের মৃত্যু হল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একশো পঁচিশ বছর। তাঁকে মিশরে একটি কফিনে রাখা হল এবং তাঁর সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হল।
৬ ইদোমের রাজা বদদের পুত্র হদদের রাজত্বের ৮৪তম বছরে, অর্থাৎ পঞ্চাশতম বছরে, হদদ এষৌর সমস্ত সন্তানদের একত্র করলেন এবং তাঁর সমস্ত সৈন্যদল, প্রায় চার লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করলেন এবং মোয়াব দেশের দিকে যাত্রা করলেন এবং মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং তাদের দাস হিসেবে ব্যবহার করতে গেলেন।
৭ মোয়াবের লোকেরা এই কথা শুনে খুব ভয় পেল এবং ইদোমের রাজা বদদের ছেলে হদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য মিদিয়নীয়দের কাছে লোক পাঠাল।
৪ হদদ মোয়াব দেশে উপস্থিত হলে, মোয়াব ও মিদিয়নের লোকেরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং মোয়াব ক্ষেত্রটিতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজাল।
9 আর হদদ মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; তাতে মোয়াবীয় ও মিদিয়নীয়দের মধ্যে অনেক লোক নিহত হল, প্রায় দুই লক্ষ লোক মারা গেল।
১০ মোয়াবের উপর যুদ্ধ খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠল। মোয়াবের লোকেরা যখন দেখল যে, তাদের উপর যুদ্ধ ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে, তখন তারা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং পিছন ফিরে গেল এবং মিদিয়নীয়দের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দিল।
১১ মিদিয়নের লোকেরা মোয়াবের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি, তবুও তারা যুদ্ধে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলেছিল এবং হদদ ও তার সমস্ত সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধ করেছিল, আর সমস্ত মিদিয়ন তার সামনে পতিত হয়েছিল।
১২ হদদ সমস্ত মিদিয়নীয়কে ভীষণভাবে আঘাত করলেন এবং তরবারির আঘাতে তাদের হত্যা করলেন। মোয়াবকে সাহায্য করতে আসা কাউকেই তিনি অবশিষ্ট রাখলেন না।
১৩ যুদ্ধে যখন সমস্ত মিদিয়নীয় লোক মারা গেল এবং মোয়াবের লোকেরা পালিয়ে গেল, তখন হদদ সেই সময় সমস্ত মোয়াবীয়দের তার দাস করে রাখলেন, আর তারা তার অধীন হল, এবং আদেশ অনুসারে তারা বার্ষিক কর দিতে লাগল। পরে হদদ ফিরে নিজের দেশে ফিরে গেল।
১৪ আর বছরের শেষের দিকে, যখন দেশের বাকি মিদিয়নীয়রা শুনতে পেল যে, তাদের সমস্ত ভাই মোয়াবের জন্য হদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কারণ মোয়াবীয়রা যুদ্ধে পিছু হটেছিল এবং যুদ্ধের জন্য মিদিয়ন ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন মিদিয়নের পাঁচজন নেতা তাদের দেশে থাকা বাকি ভাইদের সাথে মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের ভাইদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিল।
১৫ মিদিয়নের লোকেরা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত ভাইদের কাছে বার্তা পাঠাল। কটূরার সমস্ত সন্তান মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিদিয়নকে সাহায্য করতে এসেছিল।
১৬ মোয়াবের লোকেরা এই কথা শুনল এবং পূর্ব দেশের সমস্ত লোক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছে দেখে তারা খুব ভয় পেল। তাই মোয়াবের লোকেরা ইদোম দেশে বদদের পুত্র হদদের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে বলল,
১৭ এখন আমাদের কাছে এসো এবং আমাদের সাহায্য করো, আমরা মিদিয়নকে আক্রমণ করব। কারণ তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাদের সমস্ত ভাইদের, পূর্বের সন্তানদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, যুদ্ধে নিহত মিদিয়নের প্রতিশোধ নিতে।
18 ইদোমের রাজা বদদের পুত্র হদদ তার সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে মিদিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মোয়াব দেশে গেলেন। মিদিয়ন এবং পূর্ব দেশের লোকেরা মোয়াবের বিরুদ্ধে মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং তাদের মধ্যে খুব ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল।
১৯ আর হদদ সমস্ত মিদিয়নীয় ও পূর্বদেশীয় লোকদের তরবারির রেখায় আঘাত করলেন; আর সেই সময়ে হদদ মিদিয়নীয়দের হাত থেকে মোয়াবকে রক্ষা করলেন; আর মিদিয়নীয় ও পূর্বদেশীয়দের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা হদদ ও তার সৈন্যদলের সামনে থেকে পালিয়ে গেল; আর হদদ তাদের দেশ পর্যন্ত তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল এবং তাদের ভীষণভাবে আঘাত করল; নিহতরা পথের মধ্যে পড়ে রইল।

২০ আর হদদ মিদিয়নের হাত থেকে মোয়াবকে উদ্ধার করলেন, কারণ মিদিয়নের সমস্ত সন্তান তরবারির আঘাতে মারা পড়েছিল। পরে হদদ ফিরে নিজের দেশে ফিরে গেলেন।
21 আর সেই দিন থেকে মিদিয়নের লোকেরা মোয়াবের লোকদের ঘৃণা করতে লাগল, কারণ তারা তাদের জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে সর্বদা এক বিরাট ও প্রচণ্ড শত্রুতা বিরাজ করছিল।
22 মোয়াব দেশের পথে মিদিয়নের যত লোক পাওয়া যেত, তারা সকলেই মোয়াবের তরবারির আঘাতে মারা যেত, আর মোয়াবের পথে মিদিয়নের তরবারির আঘাতে মারা যেত; মিদিয়ন মোয়াবের প্রতি এবং মোয়াব মিদিয়নের প্রতি অনেক দিন ধরে এইরূপ করেছিল।
23 আর যাকোবের মিশরে যাওয়ার ৪৬তম বছরে, যাকোবের পুত্র যিহূদা মিশরে মারা গেল। মৃত্যুকালে যিহূদার বয়স ছিল একশো ঊনত্রিশ বছর। তারা তাকে সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে একটি কফিনে রাখল এবং তার সন্তানদের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হল।
24 আর উনানব্বই বছরে নপ্তালি মারা গেল, তার বয়স ছিল একশো বত্রিশ বছর; তাকে একটি কফিনে রাখা হল এবং তার সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হল।
২৫ ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যাওয়ার একানব্বই বছরে, অর্থাৎ কিত্তিমের সন্তানদের উপর এষৌর পুত্র ইলীফসের পুত্র সফোর রাজত্বের ত্রিশতম বছরে, আফ্রিকার সন্তানরা কিত্তিমের সন্তানদের উপর আক্রমণ করেছিল, যথারীতি তাদের লুট করার জন্য, কিন্তু তারা এই তেরো বছর ধরে তাদের আক্রমণ করেনি।
২৬ সেই বছর তারা তাদের কাছে এসে পৌঁছাল, আর ইলীফসের পুত্র সফো তার কিছু লোক নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এসে তাদের মারাত্মকভাবে আঘাত করল, আর আফ্রিকার সৈন্যরা সফোর সামনে থেকে পালিয়ে গেল এবং নিহতরা তার সামনে পড়ে গেল, আর সফো ও তার লোকেরা তাদের তাড়া করে এগিয়ে গেল এবং আফ্রিকার কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তাদের আঘাত করতে লাগল।
২৭ আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াস সিফোর এই কাজ শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং অ্যাঞ্জিয়াস সারাদিন সিফোকে ভয় পেতেন।

অধ্যায় ৬৩

1আর তেনব্বই বৎসরে যাকোবের পুত্র লেবি মিশরে মারা গেলেন; লেবির বয়স যখন একশত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল, তখন তারা তাকে একটি কফিনে রাখল এবং তার সন্তানদের হাতে তাকে সমর্পণ করা হল।
2 লেবির মৃত্যুর পর যখন সমস্ত মিশরীয় দেখল যে যাকোবের পুত্ররা, অর্থাৎ যোষেফের ভাইরা মারা গেছে, তখন সেই দিন থেকে মিশরীয়রা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দিন পর্যন্ত যাকোবের সন্তানদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করল এবং তাদের জীবন তিক্ত করে তুলল। যোষেফ তাদের যে সমস্ত দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ক্ষেত দিয়েছিলেন, এবং ইস্রায়েলীয়রা যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর বাড়ি-ঘরে বাস করত, সেগুলো তারা তাদের হাত থেকে নিয়ে নিল এবং মিশরের সমস্ত চর্বি, যাকোবের পুত্রদের কাছ থেকে সেই সময়ে নিয়ে নিল।
3 সেই সময় ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে সমস্ত মিশরের হাত আরও কঠোর হয়ে উঠল, এবং মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের ক্ষতি করতে লাগল, এমনকি মিশরীয়দের ভয়ে ইস্রায়েলীয়রা তাদের প্রাণ থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
৪ আর সেই দিনগুলিতে, ইস্রায়েলের মিশরে যাওয়ার একশো বারো বছরের সময়, মিশরের রাজা ফরৌণ মারা গেলেন এবং তাঁর পুত্র মেইলোল তাঁর পদে রাজা হলেন। এবং মিশরের সমস্ত বীরপুরুষ এবং যোষেফ ও তাঁর ভাইদের পরিচিত সেই প্রজন্মের সমস্ত লোক সেই দিনগুলিতে মারা গেল।
5 তাদের জায়গায় আরেকটি প্রজন্মের উদ্ভব হল, যারা যাকোবের সন্তানদের এবং তাদের প্রতি তারা যে সমস্ত মঙ্গল করেছিল এবং মিশরে তাদের সমস্ত শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানত না।
6 অতএব সেই দিন থেকে সমস্ত মিশর যাকোবের পুত্রদের জীবন তিক্ত করতে এবং সর্বপ্রকার কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তাদের কষ্ট দিতে শুরু করল, কারণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তাদের পূর্বপুরুষরা তাদের উদ্ধার করেছিলেন তা তারা জানত না।
৭ আর এটাও প্রভুর কাছ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য হয়েছিল, যাতে তাদের শেষকালে তাদের উপকার হয়, যাতে সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে জানতে পারে।
৪আর সদাপ্রভু তাঁর প্রজা ইস্রায়েলের জন্য মিশরে যে সকল চিহ্ন ও মহৎ আশ্চর্য্য কাজ করবেন, তাহা যেন তাহারা জানে, যেন ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করে এবং তাঁহার সমস্ত পথে চলে, তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা, চিরকাল।
9 মেলোল যখন রাজত্ব করতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর, তিনি চুরানব্বই বছর রাজত্ব করেন। সমস্ত মিশরীয় তাঁর পিতার নামানুসারে তাঁর নাম ফেরাউন রাখল, যেমনটি তাদের রীতি ছিল মিসরে তাদের উপর রাজত্বকারী প্রত্যেক রাজার প্রতি।
১০ সেই সময় আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াসের সমস্ত সৈন্য যথারীতি লুণ্ঠনের জন্য চিত্তিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
১১ এষৌর পৌত্র ইলীফসের পুত্র সফো তাদের খবর শুনতে পেল এবং তার সৈন্যদল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল এবং পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করল।
১২ আর সফো আফ্রিকার রাজার সৈন্যদের তরবারির ধারালো আঘাত করল, তাদের কাউকেই অবশিষ্ট রাখল না, এমনকি একজনও আফ্রিকায় তার প্রভুর কাছে ফিরে গেল না।
১৩ আর আঞ্জিয়াস ইলীফসের পুত্র সফো তার সমস্ত সৈন্যদের ধ্বংস করে দিয়েছে এই কথা শুনতে পেলেন, আর আঞ্জিয়াস তার সমস্ত সৈন্যদলকে, আফ্রিকার সমস্ত লোককে, সমুদ্রতীরের বালির মতো অসংখ্য লোককে একত্রিত করলেন।
১৪ আর আঞ্জিয়াস তার ভাই লুকাসকে বলে পাঠালেন, "তোমার সমস্ত লোকদের নিয়ে আমার কাছে এসো এবং সফো এবং আমার লোকদের ধ্বংসকারী কিত্তিমের সমস্ত

সন্তানদের আক্রমণ করতে আমাকে সাহায্য করো।" আর লুকাস তার পুরো সেনাবাহিনী, একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন, সফো এবং কিত্তিমের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার ভাই আঞ্জিয়াসকে সাহায্য করার জন্য।
১৫ সফো ও কিত্তীমের লোকেরা এই কথা শুনল এবং ভীষণ ভয় পেল এবং তাদের হৃদয়ে ভীষণ আতঙ্ক নেমে এলো।
১৬ আর সফো ইদোম দেশে ইদোমের রাজা বদদের পুত্র হদদকে এবং এষৌর সমস্ত সন্তানদের কাছে একটি চিঠি পাঠাল, এই বলে,
১৭ আমি শুনেছি যে আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াস তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের কাছে আসছেন, এবং আমরা তাকে খুব ভয় পাই, কারণ তার সেনাবাহিনী খুব বড়, বিশেষ করে যখন সে তার ভাই এবং তার সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আসছে।
১৮ অতএব এখন তোমরাও আমার সাথে উপরে এসো এবং আমাকে সাহায্য করো, আমরা একসাথে অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, এবং তুমি আমাদের তাদের হাত থেকে রক্ষা করবে, কিন্তু যদি না করো, তবে জেনে রাখো যে আমরা সবাই মারা যাব।
১৯ আর এষৌর সন্তানরা কিত্তীমের সন্তানদের কাছে এবং তাদের রাজা সফোর কাছে এই বলে চিঠি পাঠাল, "আমরা আঙ্গেয় এবং তার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি না কারণ আমাদের মধ্যে বহু বছর ধরে শান্তির চুক্তি রয়েছে, প্রথম রাজা বেলার সময় থেকে এবং মিশরের রাজা যাকোবের পুত্র যোষেফের সময় থেকে। যর্দনের ওপারে যখন তিনি তার পিতাকে কবর দিয়েছিলেন, তখন আমরা তার সাথে যুদ্ধ করেছিলাম।"
২০ যখন সফো তার ভাই এষৌর সন্তানদের কথা শুনল, তখন সে তাদের কাছ থেকে বিরত রইল, আর সফো আঞ্জিয়াসের ভয়ে ভীষণ ভীত হল।
২১ আর আঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাস তাদের সমস্ত সৈন্যদল, প্রায় আট লক্ষ পুরুষ, কিত্তীমের সন্তানদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ করলেন।
22কিত্তিমের সমস্ত সন্তান সফোকে বলল, "আমাদের জন্য তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, হয়তো তিনি আমাদের আঙ্গিয়াস এবং তার সেনাবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করবেন, কারণ আমরা শুনেছি যে তিনি একজন মহান ঈশ্বর এবং যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তাদের সকলকে তিনি উদ্ধার করেন।"
23 সফো তাদের কথা শুনতে পেল এবং সফো প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল এবং বলল,
২৪ ০ হে প্রভু, আমার পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাকের ঈশ্বর, আজ আমি জানি যে তুমিই একজন সত্য ঈশ্বর, আর জাতিদের সমস্ত দেবতাই অসার ও অকেজো।
25 আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের সাথে তোমার চুক্তি আজ আমার কাছে স্মরণ করো, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের সাথে করেছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাকের জন্য আজ আমার প্রতি দয়া করো। আফ্রিকার রাজার হাত থেকে আমাকে ও কিত্তীমের সন্তানদের রক্ষা করো, যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আসছে।
২৬ প্রভু সফোর কথা শুনলেন এবং অব্রাহাম ও ইসহাকের জন্য তাঁর প্রতি মনোযোগ দিলেন। প্রভু সফো ও কিত্তীমের সন্তানদের আঙ্গেয় ও তার লোকদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।
২৭ আর সেই দিন সিফো আফ্রিকার রাজা আঞ্জিয়াস এবং তার সমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করেছিল, এবং প্রভু আঞ্জিয়াসের সমস্ত লোককে কিত্তিমের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
২৮ আর আঞ্জিয়াসের উপর যুদ্ধ তীব্র হল, এবং সফো আঞ্জিয়াসের সমস্ত লোককে এবং তার ভাই লুকাসকে তরবারির ধারায় হত্যা করল, এবং সেই দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে প্রায় চার লক্ষ লোক নিহত হল।
29 আর যখন অ্যাঞ্জিয়াস দেখলেন যে তাঁর সমস্ত লোক মারা গেছে, তখন তিনি আফ্রিকার সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে যুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য একটি চিঠি পাঠালেন এবং চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আফ্রিকায় যারা পাওয়া যাবে তারা দশ বছর বা তার বেশি বয়সী, তারা আমার কাছে আসুক; তারা সবাই আমার কাছে আসুক, আর দেখো যদি সে না আসে তবে সে মারা যাবে, এবং তার যা কিছু আছে, তার পুরো পরিবার সহ, রাজা তা নিয়ে নেবেন।"
৩০ আর আফ্রিকার বাকি সকল বাসিন্দা অ্যাঞ্জিয়াসের কথায় ভীত হয়ে পড়ল, এবং দশ বছরেরও বেশি বয়সী প্রায় তিন লক্ষ পুরুষ ও বালক শহর থেকে বেরিয়ে অ্যাঞ্জিয়াসে এসে পৌঁছাল।
31 দশ দিনের শেষে আঞ্জিয়াস সফো এবং কিত্তীমের সন্তানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলেন, এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ খুবই ভয়াবহ এবং তীব্র হয়ে উঠল।
৩২ আর অ্যাঞ্জিয়াস এবং লুকাসের সেনাবাহিনী থেকে, জেফো অনেক আহতকে তার হাতে পাঠিয়েছিলেন, প্রায় দুই হাজার লোক, এবং অ্যাঞ্জিয়াসের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সোসিফতার সেই যুদ্ধে নিহত হন।
33 আর যখন সোসিফতারের পতন ঘটে, তখন আফ্রিকান সৈন্যরা পালানোর জন্য পিছন ফিরে যায় এবং তারা পালিয়ে যায়, এবং অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাস তাদের সাথে ছিলেন।
34 আর সফো ও কিত্তীমের সন্তানরা তাদের পিছনে তাড়া করল, এবং পথে তাদের আরও প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল, প্রায় দুই শত লোক। তারা অঞ্জিয়ের পুত্র অজদ্রুবলকে তাড়া করল, যে তার পিতার সাথে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং তারা তার বিশ জনকে পথে হত্যা করল, কিন্তু অজদ্রুবল কিত্তীমের সন্তানদের হাত থেকে পালিয়ে গেল, কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল না।
৩৫ আর অ্যাঞ্জিয়াস এবং তার ভাই লুকাস তাদের বাকি লোকদের সাথে পালিয়ে গেল, এবং তারা পালিয়ে গিয়ে ভয় ও আতঙ্কের সাথে আফ্রিকায় চলে এলো, এবং অ্যাঞ্জিয়াস সারাদিন ভয় পেল যে পাছে ইলীফসের পুত্র সফো তার সাথে যুদ্ধে যায়।

অধ্যায় ৬৪

1 সেই সময় বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম যুদ্ধে আঙ্গেয়র সাথে ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে সফো আঙ্গেয়র উপর

জয়লাভ করেছে, তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে কিত্তীমের দিকে এগিয়ে গেলেন।
২ আর সফো এবং কিত্তীমের সন্তানরা তাকে খুব সম্মানের সাথে গ্রহণ করল, কারণ সফো বিলিয়মের জ্ঞান জানতেন, এবং সফো বিলিয়মকে অনেক উপহার দিলেন এবং তিনি তার সাথেই থাকলেন।
৩ আর সফো যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কিত্তীমের সমস্ত সন্তানদের যারা তার সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের গণনা করার নির্দেশ দিল, কিন্তু দেখো, একজনও বাদ পড়েনি।
৪ এই বিষয়ে সফো আনন্দিত হল, এবং তার রাজ্য পুনর্নবীকরণ করল, এবং তার সমস্ত প্রজাদের জন্য একটি ভোজ আয়োজন করল।
5কিন্তু সফো প্রভুকে স্মরণ করেনি এবং ভাবেনি যে প্রভু যুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাকে ও তার লোকদের আফ্রিকার রাজার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন, তবুও সে কিত্তিমের সন্তানদের এবং এষৌর দুষ্ট সন্তানদের পথে চলেছিল, তার ভাই এষৌর সন্তানরা তাকে যে দেবতাদের শিক্ষা দিয়েছিল তাদের সেবা করতে; তাই বলা হয়, দুষ্ট থেকেই দুষ্টতা উৎপন্ন হয়।
6 আর সফো কিত্তিমের সমস্ত সন্তানদের উপর নিরাপদে রাজত্ব করত, কিন্তু আফ্রিকার রাজার হাত থেকে তাকে এবং তার সমস্ত লোকদের উদ্ধারকারী প্রভুকে সে চিনত না; এবং আফ্রিকার সৈন্যরা আর আগের মতো লুটপাট করার জন্য কিত্তিমে আসেনি, কারণ তারা সফোর শক্তি সম্পর্কে জানত যে সে তাদের সকলকে তরবারির ছোরা দিয়ে হত্যা করেছিল, তাই অ্যাঞ্জিয়াস সারাদিন ইলীফসের পুত্র সফো এবং কিত্তিমের সন্তানদের ভয় পেত।
৭ সেই সময় যখন সফো যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিল, এবং যখন সফো দেখেছিল যে সে আফ্রিকার সমস্ত লোকদের উপর জয়লাভ করেছে এবং যুদ্ধে তাদের তরবারির ধারায় হত্যা করেছে, তখন সফো কিত্তীমের সন্তানদের সাথে পরামর্শ করেছিল যে তারা যাকোবের পুত্রদের এবং মিশরের রাজা ফেরাউনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মিশরে যেতে পারে।
৮ কারণ সফো শুনতে পেল যে মিশরের বীরেরা মারা গেছে এবং যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা, অর্থাৎ যাকোবের ছেলেরা মারা গেছে এবং তাদের সমস্ত সন্তান, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়রা, মিশরে রয়ে গেছে।
৯ তখন সফো তাদের এবং সমস্ত মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মনস্থ করল, যেন সে তার ভাই এষৌর সন্তানদের প্রতিশোধ নেয়। কেনান দেশে যখন যোষেফ তার ভাইদের এবং সমস্ত মিশরীয়রা যাকোবকে কবর দিতে গিয়েছিল, তখন তারা তাদের হত্যা করেছিল।
১০ সফো ইদোমের রাজা বদদের পুত্র হদদের কাছে এবং তার সমস্ত ভাই এষৌর সন্তানদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলল,
১১ তুমি কি বলোনি যে আফ্রিকার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না কারণ সে তোমার চুক্তির একজন সদস্য? দেখো, আমি তার সাথে যুদ্ধ করেছি এবং তাকে এবং তার সমস্ত লোককে আঘাত করেছি।
১২ অতএব এখন আমি মিশর এবং সেখানে বসবাসকারী যাকোবের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; এবং যোষেফ, তার ভাইয়েরা এবং পূর্বপুরুষরা যখন তাদের পিতাকে কবর দিতে হিব্রোণে গিয়েছিল, তখন তারা আমাদের প্রতি যা করেছিল, তার প্রতিশোধ আমি তাদের কাছ থেকে নেব।
১৩ এখন যদি তুমি তাদের এবং মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার কাছে আসতে রাজি হও, তাহলে আমরা আমাদের ভাইদের প্রতিশোধ নেব।
১৪ এষৌর সন্তানরা সফোর কথা শুনল, আর এষৌর সন্তানরা, এক বিরাট জাতি, একত্রিত হল, এবং যুদ্ধে সফো ও কিত্তীমের সন্তানদের সাহায্য করার জন্য গেল।
১৫ আর সফো পূর্বের সমস্ত লোকদের এবং ইশ্মায়েলের সমস্ত লোকদের কাছে এই ধরণের কথা পাঠাল, আর তারা একত্রিত হয়ে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফো ও কিত্তীমের লোকদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল।
১৬ আর এই সমস্ত রাজারা, ইদোমের রাজা, পূর্ব দেশের লোকেরা, ইশ্মায়েলের সমস্ত সন্তান এবং কিত্তীমের রাজা সফো বেরিয়ে এসে হিব্রোণে তাদের সমস্ত সৈন্যদল সাজিয়েছিলেন।
১৭ আর শিবিরটি ছিল খুবই ভারী, তিন দিনের পথ দীর্ঘ, সমুদ্রের তীরের বালির মতো অসংখ্য লোক ছিল, যাদের গণনা করা যায় না।
১৮ এই সমস্ত রাজা তাদের সৈন্যদল নিয়ে নেমে গেলেন এবং সমস্ত মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন এবং পথ্রোষ উপত্যকায় একত্রে শিবির স্থাপন করলেন।
১৯ সমস্ত মিশর তাদের কথা শুনল এবং তারাও, মিশর দেশের সমস্ত লোক এবং মিশরের সমস্ত নগর থেকে, প্রায় তিন লক্ষ পুরুষকে একত্র করল।
20 মিশরের লোকেরা সেই সময় গোশন প্রদেশে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়দের কাছেও লোক পাঠাল, যেন তারা তাদের কাছে গিয়ে এই রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।
21 ইস্রায়েলীয়রা প্রায় একশো পঞ্চাশ জন লোক জড়ো হল এবং মিশরীয়দের সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে গেল।
22 তখন ইস্রায়েল ও মিশরের লোকেরা, প্রায় তিন লক্ষ পুরুষ এবং একশো পঞ্চাশ জন, বেরিয়ে পড়ল এবং যুদ্ধের জন্য এই রাজাদের বিরুদ্ধে গেল। তারা গোশন প্রদেশের বাইরে পথ্রোষের বিপরীতে অবস্থান নিল।
২৩ আর মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাস করল না যে তারা তাদের সাথে তাদের শিবিরে যুদ্ধের জন্য যাবে, কারণ সমস্ত মিশরীয় বলল, হয়তো ইস্রায়েলীয়রা এষৌ এবং ইশ্মায়েলের সন্তানদের হাতে আমাদের তুলে দেবে, কারণ তারা তাদের ভাই।
২৪ তখন সমস্ত মিশরীয় ইস্রায়েল সন্তানদের বলল, "তোমরা এখানে একত্রে অবস্থান করো, আমরা গিয়ে এষৌ ও ইশ্মায়েলের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। যদি এই রাজারা আমাদের উপর জয়লাভ করে, তবে তোমরা সকলে তাদের বিরুদ্ধে এসে আমাদের সাহায্য করো।" ইস্রায়েল সন্তানরা তাই করল।
25কিত্তীমের রাজা এষৌর পুত্র ইলীফসের পুত্র সফো, ইদোমের রাজা বেদদের পুত্র হদদ এবং তাদের সমস্ত সৈন্যদল, পূর্বদেশের সমস্ত লোক এবং ইশ্মায়েলের সন্তানরা, বালির মতো অসংখ্য জাতি, তখপঙ্কসের বিপরীতে পথ্রোষ উপত্যকায় একত্রে শিবির স্থাপন করেছিল।

২৬ আর অরামীয় বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম সফোর শিবিরে ছিলেন, কারণ তিনি কিত্তীমের সন্তানদের সাথে যুদ্ধে এসেছিলেন; আর বিলিয়ম সফো ও তার লোকদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।
27তখন সফো বিলিয়মকে বলল, "আমাদের জন্য ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো, যুদ্ধে কে জয়ী হবে, আমরা না মিশরীয়রা, তা আমরা জানতে পারবো।"
28 বিলিয়ম উঠে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করলেন, এবং তিনি সেই জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর হাতেই কাজটি নষ্ট হয়ে গেল।
29 তারপর তিনি আবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। বিলিয়ম হতাশ হয়ে পড়লেন এবং তা ত্যাগ করলেন এবং তা সম্পন্ন করলেন না, কারণ এটি প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল, যাতে সফো এবং তার লোকদের ইস্রায়েলীয়দের হাতে পড়ে, যারা তাদের যুদ্ধে তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করেছিল।
30 সফো এবং হদদ তাদের সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন, আর সমস্ত মিশরীয় একা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, প্রায় তিন লক্ষ লোক, কিন্তু ইস্রায়েলের একজনও তাদের সাথে ছিল না।
31আর সমস্ত মিশরীয়রা পথ্রোষ ও তখপঞ্চের বিরুদ্ধে এই রাজাদের সাথে যুদ্ধ করল, এবং মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্র হল।
32 আর সেই যুদ্ধে রাজারা মিশরীয়দের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, আর সেই দিন মিশরের প্রায় একশো আশি জন লোক মারা গেল, আর রাজাদের সৈন্যদলের প্রায় ত্রিশ জন লোক মারা গেল, আর মিসরের সমস্ত লোক রাজাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল। তাই এষৌ ও ইশ্মায়েলের সন্তানরা মিশরীয়দের তাড়া করে ইস্রায়েলীয়দের শিবিরের স্থান পর্যন্ত তাদের আক্রমণ করতে লাগল।
33 তখন সমস্ত মিশরীয় ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে চিৎকার করে বলল, "আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি এসো, আমাদের সাহায্য করো এবং এষৌ, ইশ্মায়েল এবং কিত্তীমের সন্তানদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।"
34 তখন ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে একশো পঞ্চাশ জন লোক তাদের স্থান থেকে পালিয়ে ঐ রাজাদের শিবিরে গেল, আর ইস্রায়েলীয়রা তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য কাঁদল।
৩৫ প্রভু ইস্রায়েলের কথা শুনলেন এবং প্রভু সমস্ত রাজাদের তাদের হাতে তুলে দিলেন। ইস্রায়েলীয়রা এই রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং ইস্রায়েলীয়রা প্রায় চার হাজার রাজাকে হত্যা করল।
36 প্রভু রাজাদের শিবিরে মহা আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন, ফলে ইস্রায়েলীয়রা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল।
৩৭ আর রাজাদের সমস্ত সৈন্য ইস্রায়েল সন্তানদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল এবং ইস্রায়েল সন্তানরা তাদের পিছনে তাড়া করে কূশ দেশের সীমানা পর্যন্ত তাদের আঘাত করতে লাগল।
38 ইস্রায়েলীয়রা তাদের পথের মধ্যে আরও দুই হাজার লোককে হত্যা করল, কিন্তু একজনও মারা গেল না।
39 মিশরীয়রা যখন দেখল যে ইস্রায়েলীয়রা রাজাদের সাথে খুব কম লোকের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এত তীব্র হয়েছে,
40 সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের কারণে সমস্ত মিশরীয়রা তাদের প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল, এবং সমস্ত মিশরীয় পালিয়ে গেল, প্রত্যেকে সৈন্যদলের হাত থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখল এবং পথে লুকিয়ে রইল, এবং ইস্রায়েলীয়দের যুদ্ধ করতে দিল না।
41 ইস্রায়েলীয়রা রাজাদের উপর এক ভয়াবহ আঘাত আনল, এবং তারা তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল, কূশ দেশের সীমানায় তাড়িয়ে দেওয়ার পর।
42 তখন সমস্ত ইস্রায়েলীয় জানতে পারল যে মিশরের লোকেরা তাদের প্রতি কী করেছিল, অর্থাৎ তারা যুদ্ধে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের একা যুদ্ধ করতে দিয়েছিল।
43 তাই ইস্রায়েলীয়রাও ধূর্ততার সাথে কাজ করল, এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়, তারা পথে কয়েকজন মিশরীয়কে দেখতে পেল এবং সেখানে তাদের হত্যা করল।
44 আর যখন তারা তাদের হত্যা করছিল, তখন তারা তাদের এই কথাগুলো বলছিল:
৪৫ কেন তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলে এবং আমাদের অল্প কিছু লোক রেখে গেলে, এই রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাদের আমাদের আক্রমণ করার জন্য এক বিরাট জাতি ছিল, যাতে তোমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে পারো?
46 আর পথে ইস্রায়েলীয়দের যাদের সাথে দেখা হল, তাদের মধ্যে কিছু ইস্রায়েলীয়রা একে অপরকে বলল, "মার, মার, মার, কারণ সে একজন ইশ্মায়েলীয়, অথবা ইদোমীয়, অথবা কিত্তীম-সন্তানদের মধ্যেকার।" তারা তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করল, আর তারা বুঝতে পারল যে সে একজন মিশরীয়।
47 ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের বিরুদ্ধে ছলনা করে এই সব কাজ করেছিল, কারণ তারা যুদ্ধে তাদের ত্যাগ করে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।
48 এইভাবে ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের প্রায় দুইশো লোককে পথের ধারে হত্যা করল।
49 মিশরের সমস্ত লোক ইস্রায়েলীয়দের প্রতি যে মন্দ কাজ করেছিল তা দেখল। তাই সমস্ত মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের ভয়ে ভীত হল, কারণ তারা তাদের মহাশক্তি দেখেছিল এবং তাদের একজনও মারা যায়নি।
৫০ তাই ইস্রায়েলের সমস্ত লোক আনন্দের সাথে গোশনের পথে ফিরে গেল এবং বাকি মিশরীয়রাও তাদের নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

অধ্যায় ৬৫

1এই সকল ঘটনার পরে, মিশরের রাজা ফরৌণের সমস্ত মন্ত্রীরা এবং মিশরের সমস্ত প্রাচীনরা একত্র হয়ে রাজার সামনে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁর সামনে বসলেন।
2 মিশরের মন্ত্রীরা এবং প্রাচীনরা রাজাকে বললেন,

3 দেখ, ইস্রায়েলীয়রা আমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং শক্তিশালী। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে তারা আমাদের প্রতি যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছিল তা তুমি জানো।
৪ আর তুমি তাদের প্রবল শক্তিও দেখেছ, কারণ এই শক্তি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে, কারণ মাত্র কয়েকজন লোক বালির মতো অসংখ্য জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তরবারির আঘাতে তাদের আঘাত করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই পতিত হয়নি, তাই যদি তারা সংখ্যায় বেশি হত তবে তারা তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করত।
5 অতএব এখন আমাদের পরামর্শ দিন যে, তাদের নিয়ে কী করতে হবে, যতক্ষণ না আমরা ধীরে ধীরে আমাদের মধ্য থেকে তাদের ধ্বংস করি, পাছে তারা আমাদের চেয়ে দেশে সংখ্যায় বেশি হয়ে যায়।
6 কারণ যদি দেশে ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে তারা আমাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এবং যদি কোন যুদ্ধ হয়, তাহলে তারা তাদের মহাশক্তি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদের সাথে যোগ দেবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমাদের দেশ থেকে ধ্বংস করে দেবে এবং সেখান থেকে চলে যাবে।
৭ তখন রাজা মিশরের প্রাচীনবর্গকে উত্তর দিলেন, "ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে, আমরা তা থেকে সরে যাব না।
৮ দেখ, দেশে পিথোম ও রামিষেষ আছে, যুদ্ধের জন্য দুর্গহীন শহর, তোমাদের ও আমাদের কর্তব্য হল সেগুলো নির্মাণ করা এবং শক্তিশালী করা।
9অতএব তুমিও এখন যাও, তাদের প্রতি ধূর্ততা দেখাও, এবং রাজার আদেশে মিসর ও গোশনে ঘোষণা করো, বল,
১০ হে মিশরের সমস্ত মানুষ, গোশন, পথ্রোষ এবং তাদের সমস্ত বাসিন্দারা! রাজা আমাদের পিথোম ও রামিষেষ নির্মাণ করতে এবং যুদ্ধের জন্য তাদের শক্তিশালী করতে আদেশ দিয়েছেন; তোমাদের মধ্যে যারা সমস্ত মিশরের মধ্যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এবং শহরগুলির সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে, আমাদের সাথে নির্মাণ করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রত্যেককে রাজার আদেশে প্রতিদিন তার মজুরি দেওয়া হবে; তাই তোমরা প্রথমে যাও এবং কৌশলে কাজ করো, এবং নিজেদের একত্রিত করে পিথোম ও রামিষেষ নির্মাণ করতে এসো।
১১ আর যখন তুমি নির্মাণ করছো, তখন রাজার আদেশে প্রতিদিন সারা মিশরে এই ধরণের ঘোষণা করো।
১২ আর যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে কেউ তোমার সাথে নির্মাণ করতে আসবে, তখন তুমি তাদের কয়েক দিনের জন্য প্রতিদিন মজুরি দেবে।
১৩ আর যখন তারা তোমার সাথে তাদের দৈনিক মজুরির জন্য নির্মাণ কাজ শেষ করবে, তখন প্রতিদিন একে একে গোপনে তাদের কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবে, এবং তারপর তোমরা উঠে তাদের কর্মচারী এবং কর্মকর্তা হবে, এবং পরে তাদেরকে বিনা মজুরিতে নির্মাণ করতে ছেড়ে দেবে, এবং যদি তারা অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তোমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদের নির্মাণ করতে বাধ্য করবে।
১৪ আর যদি তুমি এটা করো, তাহলে ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে শক্তিশালী করা আমাদের জন্য ভালো হবে, কারণ নির্মাণ ও কাজের ক্লান্তির কারণে, ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা কমে যাবে, কারণ তুমি দিন দিন তাদের স্ত্রীদের থেকে বঞ্চিত করবে।
১৫ মিশরের সমস্ত প্রাচীনবর্গ রাজার পরামর্শ শুনলেন, এবং তাদের দৃষ্টিতে, ফরৌণের কর্মচারীদের দৃষ্টিতে এবং সমস্ত মিশরের দৃষ্টিতে সেই পরামর্শ ভালো মনে হল, এবং তারা রাজার কথা অনুসারে কাজ করল।
১৬ পরে সমস্ত দাস রাজার নিকট হইতে চলিয়া গেল, এবং সমস্ত মিশরে, তখপঞ্চে, গোশনে এবং মিশরের পার্শ্ববর্তী সমস্ত নগরে এই ঘোষণা করিল,
১৭ তুমি দেখেছো এষৌ এবং ইশ্মায়েলের সন্তানরা আমাদের সাথে কি করেছিল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে আমাদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল।
১৮ অতএব রাজা আমাদের আদেশ দিলেন যেন আমরা দেশটি সুরক্ষিত করি, পিথোম ও রামিষেষ শহর দুটি নির্মাণ করি, এবং যদি তারা আবার আমাদের বিরুদ্ধে আসে, তাহলে যুদ্ধের জন্য তাদের সুরক্ষিত করি।
১৯ সমগ্র মিশর ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমাদের সাথে নির্মাণ করতে আসবে, তাকে রাজার আদেশ অনুসারে তার দৈনিক মজুরি দেওয়া হবে।
২০ মিসরীয়রা এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা যখন ফরৌণের দাসদের কথা শুনল, তখন মিশরীয়রা এবং ইস্রায়েলীয়রা ফেরাউনের দাস পিথোম ও রামিষেষের সাথে নির্মাণের জন্য এসেছিল, কিন্তু লেবি-সন্তানদের কেউ তাদের ভাইদের সাথে নির্মাণের জন্য আসেনি।
২১ আর ফেরাউনের সমস্ত কর্মচারী এবং তার অধ্যক্ষরা প্রথমে সমস্ত ইস্রায়েলের সাথে দৈনিক মজুর হিসেবে নির্মাণের জন্য ছলনা করেছিল এবং শুরুতেই তারা ইস্রায়েলকে তাদের দৈনিক মজুরি দিত।
22আর ফেরাউনের দাসেরা সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের সাথে নির্মাণ করিল, এবং এক মাস ইস্রায়েলীয়দের সাথে সেই কার্যে নিযুক্ত রহিল।
23 আর মাসের শেষে, ফেরাউনের সমস্ত দাস প্রতিদিন ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে গোপনে চলে যেতে শুরু করল।
24আর ইস্রায়েল সেই সময়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তারপর তারা তাদের দৈনিক মজুরি পেতেন, কারণ সেই সময়ে মিশরের কিছু লোক তখনও ইস্রায়েলের সাথে কাজ করছিলেন; তাই মিশরীয়রা সেই সময়ে ইস্রায়েলকে তাদের মজুরি দিত, যাতে তারা, তাদের সহকর্মী মিশরীয়রাও তাদের শ্রমের বেতন নিতে পারে।
25 এক বছর চার মাসের শেষে সমস্ত মিশরীয় ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে চলে গেল, ফলে ইস্রায়েলীয়রা একাই কাজে ব্যস্ত রইল।
২৬ ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে সমস্ত মিশরীয়েরা চলে যাওয়ার পর তারা ফিরে এসে তাদের উপর অত্যাচারী ও কর্মচারী হল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইস্রায়েল সন্তানদের উপর কর্তৃত্বকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করল, যাতে তারা তাদের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক হিসেবে তাদের কাছ থেকে সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে।
২৭ আর মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের কাজ কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রতিদিন এইভাবে ব্যবহার করত।

28 ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান একাই কাজ করত, আর মিশরীয়রা সেই সময় থেকে ইস্রায়েলের সন্তানদের কোনও পারিশ্রমিক দিত না।
29আর যখন ইস্রায়েলের কিছু লোক মজুরি না দেওয়ার দরুন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন ফরৌণের কর আদায়কারী ও দাসেরা তাদের উপর জুলুম করল, তাদেরকে প্রচণ্ড আঘাত করল এবং তাদের ভাইদের সাথে কাজ করার জন্য জোর করে ফিরিয়ে আনল; সমস্ত মিশরীয়রা সারা জীবন ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি এইরূপ করত।
30 এই ব্যাপারে ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান মিশরীয়দের ভয় পেল, আর সমস্ত ইস্রায়েলীয় ফিরে এসে একাকী বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে লাগল।
31 ইস্রায়েলীয়রা পিথোম ও রামিষেষ শহর নির্মাণ করল, আর ইস্রায়েলীয়রা সকলেই কাজ করল, কেউ কেউ ইট তৈরি করল, কেউ কেউ ঘর তৈরি করল। ইস্রায়েলীয়রা সমস্ত মিশর দেশ ও তার প্রাচীর নির্মাণ ও সুরক্ষিত করল। ইস্রায়েলীয়রা বহু বছর ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিল, যতক্ষণ না প্রভু তাদের স্মরণ করে মিশর থেকে বের করে আনেন।
৩২ কিন্তু লেবি-সন্তানরা শুরু থেকে মিসর থেকে বের হয়ে আসার দিন পর্যন্ত তাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের সাথে কাজে নিযুক্ত ছিল না।
33 লেবির সমস্ত সন্তান জানত যে মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের কাছে ছলনা করে এই সব কথা বলেছে, তাই লেবির সন্তানরা তাদের ভাইদের সাথে কাজে যেতে নিষেধ করেছিল।
34আর মিশরীয়রা লেবির সন্তানদের পরে কাজ করানোর জন্য তাদের মনোযোগ দিল না, কারণ তারা প্রথমে তাদের ভাইদের সাথে ছিল না, তাই মিশরীয়রা তাদের একা ছেড়ে দিল।
৩৫ আর সেই কাজে ইস্রায়েল-সন্তানদের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের হাত ক্রমাগত কঠোরভাবে পরিচালিত হল, আর মিশরীয়রা ইস্রায়েল-সন্তানদের উপর কঠোরভাবে কঠোর পরিশ্রম করাল।
৩৬ আর মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের জীবনকে তিক্ত করে তুলল, অর্থাৎ গাঁথনি, ইট এবং মাঠের সকল প্রকার পরিশ্রম দিয়ে।
৩৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিশরের রাজা মেলোলকে "মিশরের রাজা মরোর" বলিতে লাগিল, কারণ তাহার সময়ে মিশরীয়রা সকল প্রকার পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের জীবন তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।
৩৮ আর মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের উপর যে সমস্ত পরিশ্রম করাত, ইস্রায়েল সন্তানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য তারা সেই সমস্ত পরিশ্রম কঠোরভাবে করত; কিন্তু তারা যতই তাদের কষ্ট দিত, ততই তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেত এবং বর্ধিত হত; আর ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য মিশরীয়রা দুঃখিত হত।

অধ্যায় ৬৬

1 সেই সময় ইদোমের রাজা বদদের ছেলে হদদ মারা গেলেন এবং তাঁর জায়গায় পূর্ব দেশের মস্রেকা থেকে সম্ল রাজত্ব করলেন।
2 মিশরের রাজা ফরৌণের রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের মিসরে নেমে আসার একশো পঁচিশতম বছরে, সম্লা আঠারো বছর ইদোমের উপর রাজত্ব করেছিলেন।
৩ এবং যখন তিনি রাজত্ব করেন, তখন তিনি ইলীফসের পুত্র সফো এবং কিত্তিমের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তার সৈন্যদলকে বের করে আনেন, কারণ তারা আফ্রিকার রাজা আঞ্জিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তার পুরো সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেছিল।
4 কিন্তু তিনি তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখলেন না, কারণ এষৌর সন্তানরা তাকে বাধা দিয়ে বলল, "সে তাদের ভাই।" তাই সম্লা এষৌর সন্তানদের কথা শুনে তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে ইদোম দেশে ফিরে গেলেন, ইলীফসের পুত্র সফোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন না।
5 মিশরের রাজা ফরৌণ এই কথা শুনে বললেন, "ইদোমের রাজা সম্ল কিত্তীমের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মনস্থির করেছেন, এবং পরে তিনি মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবেন।"
৬ এই কথা শুনে মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের উপর আরও বেশি পরিশ্রম করতে লাগল, যাতে হদদের সময়ে এষৌর সন্তানদের সাথে যুদ্ধের সময় ইস্রায়েলীয়রা যেমন করেছিল, তেমনি তাদেরও না করে।
৭ তখন মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের বলল, "তাড়াতাড়ি করে তোমাদের কাজ শেষ করো, আর দেশটাকে শক্তিশালী করো, পাছে তোমাদের ভাই এষৌর সন্তানরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে, কারণ তোমাদের জন্য তারা আমাদের বিরুদ্ধে আসবে।"
৪ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ দিনের পর দিন মিশরীয়দের কাজ করিত, এবং দেশে তাহাদের সংখ্যা কমাইবার জন্য মিশরীয়রা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কষ্ট দিত।
৯ কিন্তু মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের উপর যত পরিশ্রম বাড়িয়ে দিল, ততই ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে লাগল, আর সমস্ত মিশর ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।
১০ ইস্রায়েলের মিশরে প্রবেশের একশো পঁচিশতম বছরে, সমস্ত মিশরীয় দেখল যে, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, বরং তারা বৃদ্ধি পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিশর দেশ ও গোশন দেশ ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে।
১১ তাই মিশরের সমস্ত বৃদ্ধ নেতারা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজার কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর সামনে বসলেন।
১২ তখন মিশরের সমস্ত প্রাচীনবর্গ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজাকে বললেন, "রাজা চিরজীবী হোন; আপনি ইস্রায়েল-সন্তানদের বিরুদ্ধে আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, আর আমরা রাজার কথা অনুসারে তাদের প্রতি কাজ করেছি।"
১৩ কিন্তু পরিশ্রমের বৃদ্ধির অনুপাতে তারা দেশে বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি পায়, আর দেখ, সমগ্র দেশ তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ।

14এখন আমাদের প্রভু ও মহারাজ, সমস্ত মিশরের দৃষ্টি আপনার উপর রয়েছে, যাতে আপনি আপনার জ্ঞান অনুসারে তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারেন, যাতে তারা ইস্রায়েলের উপর জয়লাভ করে তাদের ধ্বংস করতে পারে, অথবা দেশ থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে পারে; রাজা তাদের উত্তরে বললেন, এই বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ দিন, যাতে আমরা জানতে পারি তাদের প্রতি কি করতে হবে।
15 আর ঊষ প্রদেশের মেসোপটেমিয়ায় ইয়োব নামে একজন রাজকর্মচারী, রাজার পরামর্শদাতাদের একজন, রাজাকে উত্তর দিলেন, বললেন,
১৬ যদি রাজার খুশী হয়, তাহলে তিনি তাঁর দাসের পরামর্শ শুনুন; রাজা তাকে বললেন, "বলুন।"
১৭ তখন ইয়োব রাজা, রাজপুত্র এবং মিশরের সমস্ত বৃদ্ধ নেতাদের সামনে বললেন,
১৮ দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানদের পরিশ্রমের বিষয়ে রাজা পূর্বে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা খুবই ভালো; আর যারা পরিশ্রম করে তাদের কাছ থেকে তুমি চিরতরে দূরে সরিয়ে রাখো না।
১৯ কিন্তু যদি রাজার দৃষ্টিতে তাদের কষ্ট দেওয়া ভালো হয়, তাহলে এই পরামর্শ দিয়ে তোমরা তাদের কমাতে পারো।
২০ দেখ, আমরা অনেক দিন ধরে যুদ্ধের ভয়ে আছি, আর আমরা বলেছি, যখন ইস্রায়েল দেশে ফলবান হবে, তখন যুদ্ধ হলে তারা আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।
২১ যদি রাজার ইচ্ছা হয়, তাহলে একটি রাজকীয় আদেশ জারি করুন এবং মিশরের আইনে এটি লিখিত হোক যা বাতিল করা যাবে না, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের গর্ভে জন্ম নেওয়া প্রতিটি পুত্র সন্তানের রক্ত মাটিতে ঢেলে দেওয়া হবে।
22আর তুমি এই কাজ করলে, যখন ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষ সন্তান মারা যাবে, তখন তাদের যুদ্ধের মন্দতা বন্ধ হবে; রাজা তাই করুন এবং সমস্ত ইব্রীয় ধাত্রীকে ডেকে পাঠান এবং এই বিষয়ে তাদের আদেশ দিন যাতে তারা এটি কার্যকর করে; এই কথা রাজা এবং রাজপুত্রদের মনে সন্তুষ্টি জাগলো, এবং রাজা ইয়োবের কথা অনুসারে কাজ করলেন।
২৩ তখন রাজা ইব্রীয় ধাত্রীদের ডাকতে পাঠালেন, তাদের একজনের নাম ছিল শফ্রা এবং অন্যজনের নাম পূয়া।
24 তখন ধাত্রীরা রাজার সামনে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।
২৫ রাজা তাদের বললেন, "যখন তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের ধাত্রীর কাজ করবে এবং তাদের মলত্যাগের সময় দেখবে, তখন যদি পুত্র সন্তান হয়, তবে তাকে হত্যা করবে, আর যদি কন্যা সন্তান হয়, তবে তাকে জীবিত রাখবে।"
২৬ কিন্তু যদি তুমি এই কাজ না করো, তাহলে আমি তোমাকে এবং তোমার সমস্ত ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ফেলব।
27কিন্তু ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করত এবং মিশরের রাজার কথা বা তাঁর কথা শুনত না; আর যখন ইব্রীয় স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর জন্য পুত্র বা কন্যা প্রসব করত, তখন ধাত্রীরা শিশুটির জন্য যা যা করা দরকার ছিল তা-ই করত এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখত; ধাত্রীরা সারা জীবন এইভাবে করত।
28 রাজার কাছে এই কথা জানানো হলে তিনি ধাত্রীদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের বললেন, "তোমরা কেন এই কাজ করলে এবং ছেলেমেয়েদের জীবিত রাখলে?"
29 তখন ধাত্রীরা উত্তর দিল এবং রাজার সামনে একসাথে কথা বলল,
30 রাজা যেন মনে না করেন যে ইব্রীয় স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মত, কারণ ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান সুস্থ, এবং ধাত্রী তাদের কাছে আসার আগেই তাদের প্রসব হয়। আর আমরা আপনার দাসীরা, অনেক দিন ধরে আমাদের কোন হিব্রু স্ত্রীলোক সন্তান জন্ম দেয়নি, কারণ সমস্ত হিব্রু স্ত্রীলোক তাদের নিজস্ব ধাত্রী, কারণ তারা সুস্থ।
31 ফরৌণ তাদের কথা শুনে তাদের এই কথা বিশ্বাস করলেন। ধাত্রীরা রাজার কাছ থেকে চলে গেলেন। ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করলেন এবং লোকেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল এবং খুব বেড়ে উঠল।

অধ্যায় ৬৭

1মিশরে লেবির বংশের একজন পুরুষ ছিলেন, যার নাম অম্রাম। তিনি কহাতের পুত্র, কহাত লেবির পুত্র, লেবি ইস্রায়েলের পুত্র।
2 এই ব্যক্তি গিয়ে তার পিতৃবোন লেবির কন্যা যোকেবদকে বিয়ে করলেন। যোকেবদের বয়স ছিল একশো ছাব্বিশ বছর। সে তার কাছে গেল।
3 পরে সেই স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। তিনি তার নাম রাখলেন মরিয়ম, কারণ সেই সময়ে মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের জীবনকে তিক্ত করে তুলেছিল।
4পরে সে আবার গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্র প্রসব করল। সে তার নাম রাখল হারোণ, কারণ তার গর্ভধারণের সময় ফেরাউন ইস্রায়েলের পুত্র সন্তানদের রক্তপাত করতে শুরু করেছিলেন।
5 সেই সময়ে কিত্তীমের রাজা এষৌর পৌত্র ইলীফসের পুত্র সফো মারা গেলেন এবং তাঁর জায়গায় যানিয় রাজত্ব করলেন।
6কিত্তীমের সন্তানদের উপর সফো পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। পরে তিনি মারা গেলেন এবং কিত্তীম দেশের নব্না শহরে তাঁকে কবর দেওয়া হল।
৭ আর কিত্তিমের সন্তানদের একজন বীর পুরুষ জানেস তাঁর পরে রাজত্ব করেন এবং তিনি পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন।
৮ কিত্তীমের রাজার মৃত্যুর পর, বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম কিত্তীম দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে মিশরে মিশরের রাজা ফরৌণের কাছে গেলেন।
9আর ফেরাউন তাঁহাকে মহাসম্মানে গ্রহণ করিলেন, কারণ তিনি তাঁহার জ্ঞানের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে উপহার দিলেন, তাঁহাকে মন্ত্রী করিলেন, এবং তাঁহাকে উচ্চপদস্থ করিলেন।
১০ বিলিয়ম মিশরে রাজার সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে সম্মানের সাথে বাস করতেন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে সম্মানিত করতেন, কারণ তারা সকলেই তাঁর জ্ঞান শিখতে আগ্রহী ছিলেন।

১১ ইস্রায়েলের মিশরে যাওয়ার একশো ত্রিশতম বছরে, ফেরাউন স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি তাঁর রাজসিংহাসনে বসে আছেন। তিনি চোখ তুলে দেখলেন যে, একজন বৃদ্ধ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের হাতে দাঁড়িপাল্লা, ব্যবসায়ীরা যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে, সেই দাঁড়িপাল্লা।
১২ বৃদ্ধ লোকটি দাঁড়িপাল্লাগুলো নিয়ে ফরৌণের সামনে ঝুলিয়ে দিলেন।
১৩ তখন সেই বৃদ্ধ মিশরের সমস্ত প্রবীণদের, সেখানকার সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের এবং মহান ব্যক্তিদের ধরে একত্রে বেঁধে এক দাঁড়িপাল্লায় রাখলেন।
১৪ তারপর সে একটা দুধের ছাগল নিয়ে অন্য পাল্লায় রাখল, আর ছাগলটা সবার চেয়ে এগিয়ে গেল।
১৫ এই ভয়ঙ্কর দর্শনে ফরৌণ আশ্চর্য হলেন, কেন ছাগলছানাটি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠল। ফরৌণ জেগে উঠলেন এবং দেখলেন এটা একটা স্বপ্ন।
১৬ আর ফেরাউন খুব ভোরে উঠে তাঁর সমস্ত দাসকে ডাকলেন এবং তাদের স্বপ্নের কথা বললেন, তাতে লোকেরা খুব ভয় পেল।
17 রাজা তাঁর সমস্ত জ্ঞানী লোকদের বললেন, "আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তার অর্থ বল, যাতে আমি তা বুঝতে পারি।"
১৮ তখন বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম রাজাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল শেষকালে মিসরের উপরে এক মহা অমঙ্গল ঘটিবে।
১৯ কারণ ইস্রায়েলের এক পুত্রের জন্ম হবে, যে সমস্ত মিশর ও তার বাসিন্দাদের ধ্বংস করবে এবং শক্তিশালী হাত দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের মিসর থেকে বের করে আনবে।
20 অতএব, হে মহারাজ, এখন এই বিষয়ে পরামর্শ করুন, যাতে মিশরের বিরুদ্ধে এই অমঙ্গল দেখা দেওয়ার আগে আপনি ইস্রায়েল সন্তানদের আশা ও তাদের প্রত্যাশা নষ্ট করে দেন।
২১ রাজা বিলিয়মকে বললেন, "আমরা ইস্রায়েলের প্রতি কি করব? আমরা প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট ষড়যন্ত্র করেছিলাম, কিন্তু তাদের পরাজিত করতে পারিনি।"
22 অতএব এখন তুমিও তাদের বিরুদ্ধে পরামর্শ দাও, যাতে আমরা তাদের পরাজিত করতে পারি।
২৩ তখন বিলিয়ম রাজাকে উত্তর দিলেন, "আপনার দুই পরামর্শদাতাকে ডেকে পাঠান। আমরা দেখব এই বিষয়ে তাদের কী পরামর্শ, তারপর আপনার দাস বলব।"
24পরে রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁর দুই পরামর্শদাতা মিদিয়নীয় রূয়েল ও ঊষীয় ইয়োবকে ডাকলেন; তারা এসে রাজার সামনে বসলেন।
25 রাজা তাদের বললেন, "দেখ, তোমরা দুজনেই আমার স্বপ্ন এবং তার অর্থ শুনেছ; অতএব এখন পরামর্শ দাও এবং জেনে নাও এবং দেখো যে, ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি কী করা উচিত, যাতে আমরা তাদের উপর জয়লাভ করতে পারি, যাতে তাদের অমঙ্গল আমাদের বিরুদ্ধে না আসে।"
26 মিদিয়নীয় রূয়েল রাজাকে উত্তর দিয়ে বলল, "মহারাজ জীবিত থাকুন, মহারাজ চিরজীবী হোন।"
27 যদি রাজার মনে হয় যে তিনি ইব্রীয়দের কাছ থেকে বিরত থাকুন এবং তাদের ছেড়ে দিন, এবং তাদের বিরুদ্ধে হাত না বাড়ান।
28কারণ প্রাচীনকালে সদাপ্রভু ইহাদের মনোনীত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও পৃথিবীর রাজাদের মধ্য হইতে আপন অধিকারের খণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর কে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডহীনভাবে হস্ত বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের ঈশ্বর তাহাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই?
২৯ তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, যখন অব্রাহাম মিশরে গিয়েছিলেন, তখন মিশরের প্রাক্তন রাজা ফরৌণ তাঁর স্ত্রী সারাকে দেখে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ অব্রাহাম বলেছিলেন, "সে আমার বোন," কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন, পাছে মিশরের লোকেরা তাঁর স্ত্রীর জন্য তাকে হত্যা করে।"
৩০ আর যখন মিশরের রাজা সারাকে বন্দী করে নিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে ও তাঁর পরিবারের উপর ভীষণ আঘাত করলেন, যতক্ষণ না তিনি অব্রাহামের স্ত্রী সারাকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।
31আর পলেষ্টীয়দের রাজা গরারীয় অবীমেলককে ঈশ্বর অব্রাহামের স্ত্রী সারার জন্য শাস্তি দিলেন, তিনি মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত সমস্ত গর্ভ বন্ধ করে দিলেন।
32 রাতের স্বপ্নে তাদের ঈশ্বর অবীমেলকের কাছে এসে তাঁকে ভয় দেখালেন, যাতে তিনি সারাকে অব্রাহামের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন, যাকে তিনি ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে গরারের সমস্ত লোক সারার জন্য শাস্তি পেল। অব্রাহাম তাদের জন্য তাঁর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, আর তিনি তাঁর প্রার্থনা শুনলেন এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
৩৩ অবীমেলক তাঁর ও তাঁর লোকদের উপর যে সমস্ত অমঙ্গল নেমে এসেছিল, তাতে ভীত হয়ে তাঁর স্ত্রী সারার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাঁকে অনেক উপহার দিলেন।
34 ঈশ্বর যখন ইস্‌হাককে গরার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রতিও তাই করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতি অসাধারণ কাজ করেছিলেন, গরারের সমস্ত জলধারা শুকিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ফলদায়ক গাছগুলি আর ফল দেয়নি।
৩৫ পরে গরার নিবাসী অবীমেলক, তার বন্ধু অহুষৎ এবং তার সেনাবাহিনীর সেনাপতি পিখোল তার কাছে গেলেন এবং মাটিতে উবুড় হয়ে তাকে প্রণাম করলেন।
36তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করল, আর তিনি তাদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আর প্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনলেন এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
37 আর সরল লোক যাকোবও তার সততার জন্য তার ভাই এষৌর হাত থেকে এবং তার মামার ভাই অরামীয় লাবনের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, যে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল; একইভাবে কনানের সমস্ত রাজার হাত থেকে যারা তাকে এবং তার সন্তানদের ধ্বংস করার জন্য একত্রিত হয়েছিল, এবং প্রভু তাদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন, কারণ তারা তাদের বিরুদ্ধে ফিরে এসে তাদের আঘাত করেছিল, কারণ কে কখনও তাদের বিরুদ্ধে তার হাত বাড়িয়েছে?
38 তোমার পূর্বপুরুষ ফরৌণ, যাকোবের পুত্র যোষেফের জ্ঞান দেখে তাকে মিশরের সমস্ত শাসকদের চেয়ে

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে দেশের সমস্ত বাসিন্দাকে দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

৩৯ এরপর তিনি যাকোব এবং তার সন্তানদের মিশরে আসতে আদেশ দিলেন, যাতে তাদের পুণ্যের মাধ্যমে মিশর এবং গোশন দেশ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পায়।

40 অতএব এখন যদি তোমার দৃষ্টিতে ভালো মনে হয়, তাহলে ইস্রায়েল সন্তানদের ধ্বংস করা বন্ধ করো, কিন্তু যদি তুমি তাদের মিশরে বাস করতে না চাও, তাহলে এখান থেকে তাদের পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা কনান দেশে যেতে পারে, যেখানে তাদের পূর্বপুরুষরা বাস করতেন।

41 যিথ্রোর কথা শুনে ফরৌণ তার উপর খুব রেগে গেলেন, তাই তিনি লজ্জিত হয়ে রাজার সামনে থেকে উঠে তাঁর দেশ মিদিয়নে গেলেন এবং যোষেফের লাঠিটি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

42 রাজা উষীয় ইয়োবকে বললেন, "ইয়োব তুমি কি বলছো? ইব্রীয়দের বিষয়ে তোমার পরামর্শ কি?"

43তখন ইয়োব রাজাকে বললেন, দেখুন, দেশের সকলেই আপনার ক্ষমতার অধীন; রাজা যা ভাল মনে করেন তাই করুন।

৪৪ রাজা বিলিয়মকে বললেন, "বিলিয়ম, তুমি কি বলছ? তোমার কথা বলো যাতে আমরা তা শুনতে পাই।"

৪৫ বিলিয়ম রাজাকে বললেন, "রাজা ইব্রীয়দের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মন্ত্রণা দিয়েছেন, তা থেকে তারা রক্ষা পাবে এবং রাজা কোন মন্ত্রণা দিয়েই তাদের পরাজিত করতে পারবেন না।"

46 কারণ যদি তুমি জ্বলন্ত আগুন দিয়ে তাদের কমাতে চাও, তবে তুমি তাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না, কারণ তাদের ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাদের পিতা অব্রাহামকে কলদীয়দের ঊর থেকে উদ্ধার করেছিলেন; আর যদি তুমি তাদের তরবারি দিয়ে ধ্বংস করতে চাও, তবে অবশ্যই তাদের পিতা ইসহাককে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে একটি মেষ রাখা হয়েছিল।

47 আর যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করে তাদের কমাতে চাও, তবুও তুমি এতেও জিততে পারবে না, কারণ তাদের বাবা যাকোব সব রকম পরিশ্রম করে লাবনের সেবা করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন।

৪৮ অতএব, হে মহারাজ, আমার কথা শুনুন, কারণ তাদের বিরুদ্ধে এই মন্ত্রণা করা হয়েছে, যার দ্বারা আপনি তাদের পরাজিত করবেন এবং যা থেকে আপনার সরে আসা উচিত নয়।

৪৯ রাজা যদি খুশি হন, তাহলে তিনি যেন আজ থেকে তাদের সকল সন্তানকে জলে ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন, কারণ এর মাধ্যমে তুমি তাদের নাম মুছে ফেলতে পারো, কারণ তাদের কারোরই, তাদের পূর্বপুরুষদের কারোরই এইভাবে বিচার হয়নি।

৫০ রাজা বিলিয়মের কথা শুনলেন, আর তাতে রাজা ও অধ্যক্ষরা খুশি হলেন, আর রাজা বিলিয়মের কথা অনুসারে কাজ করলেন।

51আর রাজা সমগ্র মিশরে এই ঘোষণা জারি ও আইন জারি করার আদেশ দিলেন, আজ থেকে ইব্রীয়দের ঘরে জন্ম নেওয়া প্রতিটি পুত্র সন্তানকে জলে ফেলে দেওয়া হবে।

৫২ তখন ফরৌণ তাঁর সমস্ত দাসকে ডেকে বললেন, "তোমরা গোশন প্রদেশে গিয়ে অনুসন্ধান করো যেখানে ইস্রায়েলীয়রা বাস করে। দেখো, ইব্রীয়দের প্রত্যেক পুত্র সন্তানকে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে, কিন্তু প্রত্যেক কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখবে।"

৫৩ ফরৌণের আদেশ অনুসারে ইস্রায়েলীয়রা যখন তাদের পুত্র সন্তানদের নদীতে ফেলে দেওয়ার কথা শুনল, তখন কিছু লোক তাদের স্ত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং কিছু লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে লেগে রইল।

৫৪ আর সেই দিন থেকে, যখন ইস্রায়েলের সেইসব মহিলারা যারা তাদের স্বামীদের সাথে থেকে গিয়েছিল, তাদের প্রসবের সময় এসে পৌঁছাল, তারা সেখানে সন্তান প্রসবের জন্য মাঠে গিয়েছিল, এবং তারা মাঠে সন্তান প্রসব করত, এবং তাদের সন্তানদের মাঠে রেখে বাড়ি ফিরে যেত।

৫৫ আর প্রভু, যিনি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার শপথ করেছিলেন, তিনি স্বর্গে তাঁর একজন সেবাকারী দূতকে পাঠিয়েছিলেন, যারা প্রতিটি শিশুকে জলে স্নান করাতেন, তাকে অভিষেক ও মোছাতেন এবং তার হাতে দুটি মসৃণ পাথর দিতেন, যার একটি থেকে সে দুধ এবং অন্যটি থেকে মধু চুষত, এবং তিনি তার চুল হাঁটু পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতেন, যার দ্বারা সে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারত; তাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং তার সাথে লেগে থাকতেন, তার প্রতি তাঁর করুণার মাধ্যমে।

৫৬ আর যখন ঈশ্বর তাদের প্রতি করুণা করলেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর বুকে বহুগুণে বৃদ্ধি করতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর পৃথিবীকে আদেশ দিলেন যেন তারা তাদের বেড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত সেখানে সংরক্ষণ করা হয়, এরপর পৃথিবী তার মুখ খুলে তাদের বমি করে দেয় এবং তারা শহর থেকে মাটির ঘাস এবং বনের ঘাসের মতো বেরিয়ে আসে, এবং তারা প্রত্যেকে তার পরিবারে এবং তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং তারা তাদের সাথে থাকে।

৫৭ আর ইস্রায়েল সন্তানদের বাচ্চারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে মাঠের ঘাস জাতীয় মাটিতে ছিল।

৫৮ এই ঘটনা দেখে মিশরীয়রা প্রত্যেকে তাদের বলদ ও লাঙলের ফাল নিয়ে যে যার ক্ষেতে গেল এবং বীজ বপনের সময় যেমন চাষ করে তেমনি চাষ করে।

59 আর যখন তারা চাষ করত, তখন তারা ইস্রায়েল সন্তানদের শিশুদের ক্ষতি করতে পারত না, তাই লোকেরা বৃদ্ধি পেত এবং অতিশয় বৃদ্ধি পেত।

৬০ আর ফরৌণ তাঁর কর্মচারীদের প্রতিদিন গোশনে গিয়ে ইস্রায়েলীয়দের শিশুদের খোঁজ করতে আদেশ দিলেন।

61আর যখন তারা খুঁজতে খুঁজতে একটি বাচ্চা খুঁজে পেল, তখন তারা জোর করে তার মায়ের কোল থেকে তাকে নিয়ে নদীতে ফেলে দিল, কিন্তু মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে রেখে দিল; মিশরীয়রা সারা জীবন ইস্রায়েলীয়দের প্রতি এই রকম ব্যবহার করত।

অধ্যায় ৬৮

1 সেই সময় ঈশ্বরের আত্মা হারোণের বোন অম্রামের কন্যা মরিয়মের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি বাইরে গিয়ে গৃহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন, বললেন, "দেখ, এবার

আমার পিতামাতার গর্ভে আমাদের জন্য একটি পুত্রের জন্ম হবে এবং সে ইস্রায়েলকে মিশরের হাত থেকে রক্ষা করবে।"
2 অম্রাম যখন তার মেয়ের কথা শুনলেন, তখন তিনি গিয়ে তার স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। সেই সময় ফেরাউন যাকোবের পরিবারের প্রতিটি ছেলেকে জলে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।
3 তাই অম্রাম তার স্ত্রী যোকেবদকে তাড়িয়ে দেওয়ার তিন বছর পর তাকে বিয়ে করলেন। অম্রাম তার কাছে আসলে পর সে গর্ভবতী হল।
৪ গর্ভধারণের সাত মাস পর সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। সূর্য ও চাঁদের আলোর মতোই পুরো ঘরটি মহা আলোয় ভরে গেল।
5 আর যখন সেই স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে দেখতে সুন্দর এবং মনোরম দেখতে পেল, তখন সে তাকে তিন মাস ধরে একটি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে রাখল।
6 সেই সময় মিশরীয়রা সেখানকার সমস্ত ইব্রীয়দের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল।
৭ মিশরীয় স্ত্রীলোকেরা গোশনে গেল যেখানে ইস্রায়েলের সন্তানরা থাকত। তারা তাদের বাচ্চাদের কাঁধে করে নিয়ে গেল, যারা এখনও কথা বলতে পারত না।
৮ আর সেই সময়ে, যখন ইস্রায়েল সন্তানদের স্ত্রীলোকরা সন্তান প্রসব করত, তখন প্রত্যেক স্ত্রীলোক তাদের পুত্রকে মিশরীয়দের সামনে লুকিয়ে রাখত, যেন মিশরীয়রা তাদের সন্তান প্রসবের কথা জানতে না পারে এবং দেশ থেকে তাদের ধ্বংস না করে।
9 মিশরীয় স্ত্রীলোকেরা গোশনে এলো এবং তাদের কাঁধে করে কথা বলতে পারছিল না এমন শিশুরা ছিল। একজন মিশরীয় স্ত্রীলোক একজন ইব্রীয় স্ত্রীলোকের ঘরে ঢুকলে তার শিশুটি কাঁদতে লাগল।
১০ আর যখন শিশুটি চিৎকার করে উঠল, তখন ভেতরের ঘরে থাকা শিশুটি উত্তর দিল, তাই মিশরীয় মহিলারা গিয়ে ফরৌণের বাড়িতে তা জানাল।
১১ আর ফেরাউন তাঁর কর্মচারীদের পাঠিয়ে শিশুদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করলেন; মিশরীয়রা সারাদিন ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের প্রতি এইরকম ব্যবহার করত।
১২ আর সেই সময়, যোকেবদ তার পুত্রকে গোপন রাখার প্রায় তিন মাস পর, ফরৌণের বাড়ীতে সেই ঘটনা জানা গেল।
১৩ আর সেই স্ত্রীলোকটি সেনাপতিদের আসার আগেই তার ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে গেল। সে তার জন্য একটা ঝাঁক দিয়ে তৈরি সিন্দুক নিয়ে তাতে কাদা ও আলকাতরা লেপ দিল এবং ছেলেটিকে তার মধ্যে রাখল এবং নদীর ধারে ঝাণ্ডার মধ্যে রাখল।
14 আর তার বোন মরিয়ম তার কি করা হবে এবং তার কথার কি হবে তা জানার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে রইল।
১৫ আর ঈশ্বর সেই সময় মিশরে এক ভয়াবহ তাপ পাঠালেন, যা মানুষের দেহকে সূর্যের মতো পুড়িয়ে ফেলল, আর মিশরীয়দের উপর ভীষণ অত্যাচার করল।
১৬ আর সমস্ত মিশরীয় নদীতে স্নান করতে নেমে গেল, কারণ তীব্র তাপ তাদের শরীর পুড়িয়ে ফেলছিল।
১৭ আর ফেরাউনের কন্যা বথিয়াও প্রচণ্ড গরমের কারণে নদীতে স্নান করতে গেল। তার দাসীরা এবং মিশরের সমস্ত স্ত্রীলোক নদীর ধারে হেঁটে গেল।
১৮ বথিয়া নদীর দিকে চোখ তুলে জলের উপরে সিন্দুকটি দেখতে পেল এবং তার দাসীকে তা আনতে পাঠাল।
19 পরে সে তা খুলিয়া শিশুটিকে দেখিল, আর দেখ, শিশুটি কাঁদিতেছে; তাহার প্রতি তাহার করুণা হইল, এবং কহিল, এ ইব্রীয় বালকদের মধ্যে একজন।
20 নদীর ধারে হেঁটে যাওয়া মিশরের সমস্ত স্ত্রীলোক তাকে দুধ খাওয়াতে চাইল, কিন্তু সে দুধ খাওয়াতে রাজি হল না, কারণ এটি প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল, যাতে তাকে তার মায়ের বুকের দুধে ফিরিয়ে আনা যায়।
২১ সেই সময় তাঁর বোন মরিয়ম নদীর তীরে মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছিলেন। তিনি এই ঘটনা দেখে ফরৌণের কন্যাকে বললেন, "আমি কি ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের একজন ধাইমাকে এনে তোমার জন্য এই শিশুটিকে দুধ খাওয়াবো?"
22 তখন ফরৌণের কন্যা তাকে বলল, "যাও।" তখন সেই যুবতী গিয়ে শিশুটির মাকে ডাকল।
23আর ফরৌণের কন্যা যোকেবদকে কহিল, তুমি এই বালকটিকে লইয়া আমার জন্য স্তন্যপান করাও, আমি তোমার বেতন, প্রতিদিন দুই মুদ্রা রূপা তোমাকে দিব; তাহাতে সেই স্ত্রী বালকটিকে লইয়া দুধ পান করাইল।
২৪ দুই বৎসরের শেষে, শিশুটি বড় হইলে, সে তাহাকে ফরৌণের কন্যার কাছে লইয়া গেল; আর সে তাহার পুত্রস্বরূপ হইল; আর সে তাহার নাম মোশি রাখিল, কারণ সে কহিল, আমি তাহাকে জল হইতে তুলিয়া আনিলাম।
25তার বাবা অম্রাম তার নাম রাখলেন হবর, কারণ তিনি বললেন, "যাকে তিনি বিমুখ করেছিলেন, তার স্ত্রীর সাথে তার সঙ্গতি তার জন্যই হয়েছিল।"
২৬ আর তার মা যোকেবদ তার নাম যিকুথীয়েল রাখলেন, কারণ তিনি বললেন, "আমি সর্বশক্তিমানের কাছে তার জন্য আশা করেছিলাম, আর ঈশ্বর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।"
27 আর তার বোন মরিয়ম তার নাম রাখল য়েরদ, কারণ তার শেষ পরিণতি কী হবে তা জানার জন্য সে তার পিছনে পিছনে নদীর ধারে নেমেছিল।
28তার ভাই হারোণ তার নাম আবি জানূক রাখলেন, কারণ তিনি বললেন, "আমার বাবা আমার মাকে ছেড়ে তাঁর জন্যই তাঁর কাছে ফিরে গেছেন।"
29 অম্রামের পিতা কহাৎ তার নাম অবীগ্দোর রাখলেন, কারণ তার জন্যই ঈশ্বর যাকোবের বংশের ভাঙন মেরামত করেছিলেন, যাতে তারা আর তাদের ছেলেমেয়েদের জলে ফেলে দিতে না পারে।
৩০ তাদের ধাত্রী তার নাম রাখল আবি সোখো, কারণ সে বলল, "হামের সন্তানদের জন্য সে তিন মাস ধরে তার তাঁবুতে লুকিয়ে ছিল।"
31 আর সমস্ত ইস্রায়েল তার নাম রাখল শময়িয়, নথনেলের পুত্র; কারণ তারা বলেছিল, "তার সময়ে ঈশ্বর তাদের কান্না শুনেছেন এবং তাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেছেন।"

৩২ আর মোশি ফেরাউনের বাড়িতে ছিলেন এবং ফেরাউনের কন্যা বথিয়ার পুত্রের মতো ছিলেন এবং মোশি রাজার সন্তানদের মধ্যে বেড়ে ওঠেন।

অধ্যায় ৬৯

1 ইদোমের রাজা তাঁর রাজত্বের আঠারো বছরে মারা গেলেন এবং ইদোম দেশে তাঁর রাজকীয় বাসস্থান হিসেবে যে মন্দির তিনি নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হল।
2তখন এষৌর সন্তানরা নদীর তীরবর্তী পথোরে লোক পাঠালো, এবং সেখান থেকে তারা সুন্দর চোখ ও সুন্দর চেহারার এক যুবককে, যার নাম শৌল, এনে সম্লার জায়গায় তাদের উপরে রাজা করলো।
3 আর শৌল চল্লিশ বছর ধরে ইদোম দেশে এষৌর সমস্ত বংশধরদের উপর রাজত্ব করেছিলেন।
৪ মিশরের রাজা ফরৌণ যখন দেখলেন যে, বিলিয়ম ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা সফল হয়নি, কিন্তু তবুও তারা ফলবান, সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সারা মিশরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,
৫ সেই সময় ফরৌণ আদেশ দিলেন যে, সমগ্র মিশরে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে এই ঘোষণা করা হোক যে, কেউ যেন তার দৈনিক পরিশ্রম থেকে কিছু কম না করে।
6 আর যদি কোন ব্যক্তি তার প্রতিদিনের কাজকর্মে, অর্থাৎ ইট বা গাঁথুনিতে, অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তার কনিষ্ঠ পুত্রকে তাদের জায়গায় নিযুক্ত করা হবে।
৭ সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানদের উপর মিশরের পরিশ্রম আরও তীব্র হয়ে উঠল। দেখ, যদি কারও দৈনিক পরিশ্রমের মধ্যে একটি ইটেরও অভাব হত, তবে মিশরীয়রা তার মায়ের কাছ থেকে জোর করে তার কনিষ্ঠ পুত্রকে কেড়ে নিত এবং তার পিতার অপূর্ণ ইটের জায়গায় তাকে সেই গৃহে রাখত।
৮ আর মিশরীয়রা সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের প্রতি দিনের পর দিন, দীর্ঘ সময় ধরে এইরূপ করিল।
9 কিন্তু লেবি-গোষ্ঠী সেই সময় থেকে তাদের ভাই ইস্রায়েলীয়দের সাথে কাজ করত না, কারণ লেবি-গোষ্ঠীর লোকেরা প্রথমে ইস্রায়েলীয়দের প্রতি মিশরীয়দের যে চালাকি ব্যবহার করত তা জানত।

অধ্যায় ৭০

1 মোশির জন্মের তৃতীয় বছরে, ফরৌণ এক ভোজসভায় বসেছিলেন। রাণী আলপরাণিত তাঁর ডানদিকে এবং বথিয় তাঁর বাম দিকে বসেছিলেন। মোশি তাঁর কোলে শুয়ে ছিলেন, আর বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম তাঁর দুই পুত্রের সাথে এবং রাজ্যের সমস্ত অধ্যক্ষরা রাজার সামনে ভোজসভায় বসেছিলেন।
2তখন ছেলেটি রাজার মাথায় হাত বাড়িয়ে দিল এবং রাজার মাথা থেকে মুকুটটি খুলে নিজের মাথায় রাখল।
3 রাজা ও রাজপুত্ররা যখন ছেলেটির কাজ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন, তখন রাজা ও রাজপুত্ররা ভয় পেয়ে গেলেন এবং একজন লোক তার প্রতিবেশীর কাছে অবাক হয়ে বললেন।
4 রাজা তাঁর সামনে বসে থাকা রাজকর্মচারীদের বললেন, "হে রাজকর্মচারীরা, তোমরা এই বিষয়ে কী বলছ? এই কাজের জন্য ছেলেটির বিরুদ্ধে কী শাস্তি হবে?"
5তখন বিয়োরের পুত্র যাদুকর বিলিয়ম রাজা ও রাজকর্মচারীদের সম্মুখে উত্তর করিয়া কহিলেন, হে আমার প্রভু ও মহারাজ, অনেক দিন ধরে আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন, এবং আপনার দাস আপনাকে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা মনে করুন।
6এখন এ ইব্রীয় সন্তানদের মধ্যে একটি বালক, যার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা আছে; আর আমার প্রভু মহারাজ যেন মনে না করেন যে, এই বালকটি অজ্ঞতাবশত এই কাজ করেছে।
৭ কারণ সে একজন ইব্রীয় বালক, এবং জ্ঞান ও বোধগম্যতা তার সাথে আছে, যদিও সে এখনও শিশু; এবং সে প্রজ্ঞা দিয়ে এই কাজ করেছে এবং নিজের জন্য মিশরের রাজ্য বেছে নিয়েছে।
৪কারণ সমস্ত ইব্রীয়দের এই রীতি রাজাদের এবং তাদের উচ্চপদস্থদের প্রতারণা করা, ধূর্ততার সাথে এই সমস্ত কাজ করা, যাতে পৃথিবীর রাজারা এবং তাদের লোকেদের ভয় দেখাতে পারে।
9 তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, তাদের পিতা অব্রাহাম এইরকম কাজ করেছিলেন, তিনি বাবিলের রাজা নিম্রোদ এবং গরারের রাজা অবীমেলকের সেনাবাহিনীকে প্রতারিত করেছিলেন এবং হিত্তীয়দের দেশ এবং কনানের সমস্ত রাজ্য অধিকার করেছিলেন।
১০ আর সে মিশরে নেমে এসে তার স্ত্রী সারাকে বলল, 'সে আমার বোন,' মিশর ও তার রাজাকে বিভ্রান্ত করার জন্য।
১১ তাঁর পুত্র ইস্‌হাকও গরারে গিয়ে সেখানে বাস করার পর সেই একই কাজ করলেন। পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের সৈন্যদলের উপর তাঁর শক্তি প্রবল হয়ে উঠল।
১২ তিনি পলেষ্টীয়দের রাজ্যের উপরও আঘাত হানার কথা ভেবেছিলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী রেবেকা তাঁর বোন।
১৩ যাকোবও তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এবং তার জ্যেষ্ঠাধিকার এবং আশীর্বাদ তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন।
১৪ তারপর সে পদ্দন-অরামে তার মামার ভাই লাবনের বাড়ীতে গেল এবং ছলচাতুরী করে তার মেয়ে, তার পশুপাল এবং তার সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে কনান দেশে তার বাবার কাছে ফিরে গেল।
১৫ তার ছেলেরা তাদের ভাই যোষেফকে বিক্রি করে দিল, যিনি মিশরে গিয়ে দাস হয়েছিলেন এবং বারো বছর ধরে কারাগারে বন্দী ছিলেন।
১৬ যতক্ষণ না পূর্বের ফরৌণ স্বপ্ন দেখে তাকে কারাগার থেকে বের করে আনেন এবং মিশরের সমস্ত রাজপুত্রের চেয়ে তাকে উচ্চ মর্যাদা দেন, কারণ তিনি তাকে তার স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।
১৭ আর যখন ঈশ্বর সারা দেশে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন, তখন তিনি তাঁর পিতাকে, তাঁর সমস্ত ভাইদের এবং তাঁর পিতার পরিবারের সকলকে ডেকে আনলেন, এবং কোনও মূল্য বা পুরষ্কার ছাড়াই তাদের ভরণপোষণ করলেন এবং মিশরীয়দের দাস হিসেবে কিনে নিলেন।

18এখন আমার প্রভু মহারাজ দেখুন, এই বালকটি মিশরে তাদের জায়গায় উঠে এসেছে, তাদের কাজ অনুসারে কাজ করবে এবং প্রত্যেক রাজা, রাজপুত্র এবং বিচারকের সাথে তুচ্ছ আচরণ করবে।
১৯ যদি রাজার ইচ্ছা হয়, তাহলে আসুন আমরা তার রক্ত মাটিতে ঢেলে দেই, পাছে সে বড় হয়ে তোমার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেয় এবং তার রাজত্বের পর মিশরের আশা নষ্ট হয়ে যায়।
২০ বিলিয়ম রাজাকে বললেন, "আমরা মিশরের সমস্ত বিচারক ও জ্ঞানী লোকদের ডাকি এবং আমাদের জানাই যে, আপনার কথা অনুসারে এই ছেলেটির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কিনা, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করব।"
21পরে ফরৌণ লোক পাঠিয়ে মিশরের সমস্ত জ্ঞানী লোকদের ডাকলেন, আর তারা রাজার সামনে উপস্থিত হল। আর সদাপ্রভুর একজন দূত তাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন, আর তিনি মিশরের জ্ঞানী লোকদের একজনের মতো ছিলেন।
22 রাজা জ্ঞানী লোকদের বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, এই ইব্রীয় ছেলেটি ঘরে কি করেছে, আর বিলিয়ম এই বিষয়ে এইভাবে বিচার করেছে।"
২৩ এবার তুমিও বিচার করো এবং দেখো ছেলেটি যে কাজ করেছে তার জন্য তার কী পাওনা।
24 আর সেই স্বর্গদূত, যাকে ফেরাউনের একজন জ্ঞানী লোকের মতো মনে হচ্ছিল, তিনি মিশরের সমস্ত জ্ঞানী লোকদের, রাজা ও রাজপুত্রদের সামনে উত্তর দিলেন এবং বললেন:
25 যদি রাজার ইচ্ছা হয়, তাহলে তিনি লোক পাঠাবেন এবং তাঁর সামনে একটি গোমেদ পাথর এবং একটি জ্বলন্ত কয়লা আনবেন এবং শিশুটির সামনে রাখবেন। যদি শিশুটি তার হাত বাড়িয়ে গোমেদ পাথরটি নিয়ে যায়, তাহলে আমরা জানতে পারব যে যুবকটি যা করেছে তা জ্ঞানের সাথে করেছে, এবং আমাদের অবশ্যই তাকে হত্যা করতে হবে।
২৬ কিন্তু যদি সে কয়লার উপর হাত তোলে, তাহলে আমরা জানব যে সে জ্ঞানের বশে এই কাজ করেনি, আর সে বেঁচে থাকবে।
27 রাজা ও তাঁর অধ্যক্ষদের কাছে এই কথাটি ভালো মনে হল, তাই রাজা প্রভুর দূতের কথা অনুসারে কাজ করলেন।
28 রাজা গোমেদ পাথর ও কয়লা এনে মোশির সামনে রাখার নির্দেশ দিলেন।
29তারা ছেলেটিকে তাদের সামনে দাঁড় করালো, আর ছেলেটি গোমেদ পাথরের দিকে তার হাত বাড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রভুর দূত তার হাত ধরে কয়লার উপর রাখলেন, আর তার হাতে কয়লা নিভে গেল, আর সে তা তুলে মুখে দিল, আর তার ঠোঁটের কিছু অংশ এবং জিভের কিছু অংশ পুড়ে গেল, এবং সে মুখ ও জিভ ভারী হয়ে উঠলো।
30 রাজা ও রাজপুত্ররা যখন এই ঘটনা দেখলেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, মোশি রাজার মাথা থেকে মুকুট খুলে ফেলে জ্ঞানের কাজ করেননি।
31 তাই রাজা এবং রাজপুত্ররা শিশুটিকে হত্যা করা থেকে বিরত রইলেন, তাই মোশি বড় হতে হতে ফরৌণের বাড়িতেই রইলেন এবং প্রভু তাঁর সাথে ছিলেন।
32 আর যখন ছেলেটি রাজপ্রাসাদে ছিল, তখন সে বেগুনি রঙের পোশাক পরেছিল এবং রাজার সন্তানদের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে।
33আর যখন মোশি রাজপ্রাসাদে বড় হলেন, তখন ফেরাউনের কন্যা বথিয়া তাঁকে পুত্রের মত মান্য করলেন, এবং ফেরাউনের সমস্ত কুল তাঁকে সম্মান করল, আর মিশরের সমস্ত লোক তাঁকে ভয় করল।
34 আর তিনি প্রতিদিন বেরিয়ে গোশন প্রদেশে আসতেন, যেখানে তাঁর ভাই ইস্রায়েল-সন্তানরা বাস করত; আর মোশি প্রতিদিন তাদের শ্বাসকষ্ট ও কষ্টকর প্রসববেদনা দেখতেন।
৩৫ মোশি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের উপর প্রতিদিন এই পরিশ্রম কেন করা হচ্ছে?"
৩৬ তারা তাদের উপর যা যা ঘটেছিল এবং তার জন্মের আগে ফরৌণ তাদের উপর যে সমস্ত আদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি তাকে বলল।
৩৭ বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মন্ত্রণা দিয়েছিল, এবং রাজার মুকুট খুলে নেওয়ার পর তাকে হত্যা করার জন্য তার বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা দিয়েছিল, তাও তারা তাকে জানাল।
38 এই কথা শুনে মোশি বিলিয়মের উপর ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন, এবং দিনের পর দিন তাকে ধরে লুকিয়ে থাকতে লাগলেন।
39 বিলিয়ম মোশির ভয়ে ভীত হলেন। তিনি এবং তাঁর দুই পুত্র মিশর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে কূশ দেশে কূশের রাজা কিকিয়নের কাছে আশ্রয় নিলেন।
40 মোশি যখন রাজপ্রাসাদে ছিলেন এবং বাইরে যাতায়াত করতেন, তখন প্রভু ফরৌণের, তাঁর সমস্ত কর্মচারীদের এবং মিশরের সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে তাঁকে অনুগ্রহ করেছিলেন, আর তারা মোশিকে অত্যন্ত ভালোবাসত।
41পরে মোশি যখন তাঁর ভাইদের সাথে দেখা করতে গোশনে গেলেন, তখন তিনি ইস্রায়েলীয়দের তাদের ভার ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দেখতে পেলেন, এবং মোশি তাদের জন্য দুঃখিত হলেন।
42 মোশি মিশরে ফিরে গেলেন এবং ফরৌণের বাড়িতে গেলেন এবং রাজার সামনে উপস্থিত হলেন এবং মোশি রাজার সামনে মাথা নত করলেন।
43তখন মোশি ফরৌণকে কহিলেন, হে আমার প্রভু, বিনয় করি, আমি আপনার নিকটে একটি ক্ষুদ্র নিবেদন করিতে আসিয়াছি, আমার মুখ খালি ফিরাইও না; ফরৌণ তাহাকে কহিলেন, বলো।
৪৪ মোশি ফরৌণকে বললেন, "তোমার দাস ইস্রায়েলীয়রা, যারা গোশনে বাস করে, তাদের পরিশ্রম থেকে একদিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দিন।"
৪৫ রাজা মোশিকে উত্তর দিলেন, "দেখ, তোমার অনুরোধ পূর্ণ করার জন্য আমি তোমার মুখ উঁচু করে তুলেছি।"
46আর ফরৌণ মিসর ও গোশনের সর্বত্র এই ঘোষণা জারি করার আদেশ দিলেন,

47 রাজা এই কথা বলেন, সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানরা, তোমাদের ছয় দিন তোমাদের কাজ ও পরিশ্রম করবে, কিন্তু সপ্তম দিনে তোমরা বিশ্রাম নেবে, কোন কাজ করবে না। রাজা এবং বথিয়ের পুত্র মোশি যেমন আদেশ করেছেন, তোমরা সমস্ত দিন এইভাবে করবে।
48 রাজার এই মঞ্জুরিতে মোশি আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয় মোশির আদেশ অনুসারে কাজ করলেন।
49 কারণ এই ঘটনা প্রভুর কাছ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে এসেছিল, কারণ প্রভু তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য তাদের রক্ষা করার জন্য তাদের স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন।
৫০ আর প্রভু মোশির সহবর্তী ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে পড়ল।
51আর মোশি সমস্ত মিশরীয়দের দৃষ্টিতে এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের দৃষ্টিতে মহান হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি তাঁর প্রজা ইস্রায়েলের মঙ্গল কামনা করেছিলেন এবং রাজার কাছে তাদের জন্য শান্তির কথা বলেছিলেন।

অধ্যায় ৭১

1 মোশি যখন আঠারো বছর বয়সে তাঁর পিতামাতাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি গোশনে তাদের কাছে গেলেন। মোশি গোশনের কাছে পৌঁছে ইস্রায়েলীয়দের কাজের জায়গায় গেলেন এবং তাদের ভার বহন করতে দেখলেন। তিনি দেখলেন একজন মিশরীয় তার একজন ইব্রীয় ভাইকে মারছে।
2আর যে লোকটি প্রহারিত হয়েছিল, সে মোশিকে দেখে সাহায্যের জন্য তার কাছে দৌড়ে গেল, কারণ মোশি ফরৌণের বাড়ীতে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন, এবং তাকে বলল, "হে আমার প্রভু, আমার কথা শুনুন, এই মিশরীয় রাতে আমার বাড়িতে এসে আমাকে বেঁধেছে এবং আমার সামনে আমার স্ত্রীর কাছে এসেছে, আর এখন সে আমার প্রাণ নিতে চাইছে।"
3 এই দুষ্ট কথা শুনে মোশি সেই মিশরীয়ের উপর ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলেন, আর সেখানে কেউ নেই দেখে তিনি সেই মিশরীয়কে আঘাত করে বালিতে লুকিয়ে রাখলেন এবং যে তাকে আঘাত করছিল তার হাত থেকে সেই ইব্রীয়কে উদ্ধার করলেন।
4তখন সেই ইব্রীয় তার বাড়ীতে গেল, আর মোশিও তার বাড়ীতে ফিরে গেল, আর বেরিয়ে গিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এল।
5পরে সেই পুরুষ বাড়ি ফিরে এসে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার কথা ভাবল, কারণ যাকোবের বংশে, কোন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রী অশুচি হওয়ার পর তার কাছে যাওয়া ঠিক ছিল না।
6তখন সেই স্ত্রীলোকটি তার ভাইদের কাছে গিয়ে এই কথা জানাল, আর স্ত্রীলোকের ভাইয়েরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল, আর সে তার বাড়িতে পালিয়ে গেল এবং পালিয়ে গেল।
৭ দ্বিতীয় দিনে মোশি তাঁর ভাইদের কাছে গিয়ে দেখলেন, আর দুজন লোক ঝগড়া করছে। তিনি দুষ্ট লোকটিকে বললেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশীকে কেন মারছ?"
৪ মোশি উত্তরে বললেন, "আমাদের উপরে তোমাকে কে শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছে? তুমি কি সেই মিশরীয়কে হত্যা করার মতো আমাকেও হত্যা করতে চাইছো?" এতে মোশি ভয় পেয়ে বললেন, "সত্যিই ব্যাপারটা জানা হয়ে গেছে?"
৯ ফরৌণ এই ঘটনা শুনতে পেলেন এবং মোশিকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠালেন এবং তিনি রক্ষীবাহিনীর একজন সেনাপতির আদলে ফরৌণের সামনে উপস্থিত হলেন।
১০ তখন সদাপ্রভুর দূত রক্ষীবাহিনীর সেনাপতির হাত থেকে তরবারিটি নিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন, কারণ রক্ষীবাহিনীর সেনাপতির আকৃতি মোশির আকৃতির হয়ে গিয়েছিল।
১১ তখন প্রভুর দূত মোশির ডান হাত ধরে মিশর থেকে বের করে আনলেন এবং মিশরের সীমানার বাইরে চল্লিশ দিনের পথ দূরে রাখলেন।
১২ আর তাঁর ভাই হারোণ একাই মিসর দেশে রয়ে গেলেন, আর তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন,
13তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন দৃষ্টির জঘন্য মূর্ত্তি সকল দূর কর, এবং মিশরের প্রতিমা দ্বারা নিজেদের অশুচি করিও না।
১৪ কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা সেই সময় হারোণের কথা শুনতে অসম্মত হল।
১৫ আর প্রভু যদি অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের সাথে কৃত তাঁর চুক্তি স্মরণ না করতেন, তাহলে প্রভু তাদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
১৬ সেই সময় ইস্রায়েল সন্তানদের উপর ফরৌণের হাত আরও কঠোর হয়ে উঠল এবং তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাল, যতক্ষণ না ঈশ্বর তাঁর বাক্য পাঠিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন।

অধ্যায় ৭২

1 সেই সময় কূশীয়দের সাথে পূর্ব ও অরামীয়দের এক বিরাট যুদ্ধ হয়েছিল। তারা কূশীয় রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যার হাতে তারা ছিল।
2 তাই কূশের রাজা কিকিয়ানুস বালির মতো অসংখ্য কূশের সমস্ত লোকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং অরাম ও পূর্ব দেশের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন, যাতে তাদের বশ করা যায়।
3 আর কিকিয়ান যখন বাইরে গেলেন, তখন তিনি জাদুকর বিলিয়মকে, তার দুই ছেলেকে, শহরের পাহারা দেওয়ার জন্য এবং দেশের সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর লোকদের রেখে গেলেন।
৪ তাই কিকিয়ানাস অরাম এবং পূর্বের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের পরাজিত করলেন, এবং তারা সকলেই কিকিয়ানাস এবং তার লোকদের সামনে আহত হয়ে পড়ে গেলেন।
৫ তিনি তাদের অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেলেন এবং আগের মতোই তাদের বশীভূত করলেন, এবং তাদের কাছ

থেকে কর আদায় করার জন্য তিনি তাদের দেশে শিবির স্থাপন করলেন।
৬ আর বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম, যখন কূশের রাজা তাকে নগর ও নগরের দরিদ্রদের পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে গিয়েছিলেন, তখন তিনি উঠে দেশের লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন যেন রাজা কিকিয়ন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং যখন তিনি বাড়ি ফিরে আসেন তখন তাকে শহরে প্রবেশ করতে না দেন।
7তখন দেশের লোকেরা তাঁর কথায় রাজি হল এবং তাঁর কাছে শপথ করে তাঁকে তাদের রাজা করল এবং তাঁর দুই পুত্রকে সেনাপতি করল।
৪ তাই তারা উঠে শহরের দুই কোণে দেয়াল উঁচু করল এবং একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দালান তৈরি করল।
9আর তৃতীয় কোণে তারা নগর ও নদীর মাঝখানে অসংখ্য খাদ খনন করল, যা সমগ্র কূশ দেশকে বেষ্টন করেছিল, এবং তারা নদীর জল সেখানে প্রবাহিত করে দিল।
১০ চতুর্থ কোণে তারা তাদের মন্ত্র ও যাদুবিদ্যার মাধ্যমে অসংখ্য সাপ সংগ্রহ করল, এবং তারা শহরটি সুরক্ষিত করে সেখানে বাস করল, এবং তাদের আগে কেউ বাইরে বা ভেতরে গেল না।
১১ আর কিকিয়ানস অরাম ও পূর্বাঞ্চলের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং আগের মতোই তাদের পরাজিত করলেন, আর তারা তাকে তাদের স্বাভাবিক কর দিল, আর সে চলে গেল এবং তার দেশে ফিরে গেল।
১২ আর যখন কূশের রাজা কিকিয়ানস এবং তার সাথে থাকা সমস্ত সেনাপতি তার শহরের কাছে এলেন, তখন তারা তাদের চোখ তুলে দেখলেন যে শহরের দেয়ালগুলো উঁচু এবং উঁচু করা হয়েছে, তাই লোকেরা এতে অবাক হয়ে গেল।
13আর তারা একে অপরকে বলল, "তারা দেখেছিল যে আমরা যুদ্ধে দেরি করছি এবং আমাদের ভয় পেয়েছিল, তাই তারা এই কাজ করেছে এবং নগরের প্রাচীর উঁচু করে সুরক্ষিত করেছে যাতে কনানের রাজারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না পারে।"
১৪ রাজা ও সৈন্যরা নগরের দরজার কাছে এলেন এবং উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, নগরের সমস্ত ফটক বন্ধ, এবং তারা প্রহরীকে ডেকে বললেন, আমাদের জন্য খুলে দিন, যাতে আমরা নগরে প্রবেশ করতে পারি।
১৫ কিন্তু তাদের রাজা যাদুকর বিলিয়মের আদেশে প্রহরীরা তাদের জন্য দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানাল, তারা তাদের শহরে প্রবেশ করতে দিল না।
১৬ তাই তারা নগর-ফটকের সামনে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করল এবং সেই দিন কিকিয়নের সৈন্যদলের একশো ত্রিশ জন লোক নিহত হল।
17পরের দিনও তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং নদীর ধারে যুদ্ধ করল; তারা পার হওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ গর্তে ডুবে মারা গেল।
১৮ তাই রাজা তাদের গাছ কেটে ভেলা তৈরি করতে আদেশ দিলেন, যাতে তারা তাদের কাছে যেতে পারে, এবং তারা তাই করল।
১৯ আর যখন তারা খাদের জায়গায় পৌঁছালো, তখন কলকারখানার জল ঘুরছিল, এবং দশটি ভেলায় থাকা দুইশো লোক ডুবে গেল।
20 তৃতীয় দিনে তারা সাপগুলোর পাশে যুদ্ধ করতে আসল, কিন্তু তারা সেখানে যেতে পারল না, কারণ সাপগুলো তাদের একশো সত্তর জনকে মেরে ফেলল। তারা কূশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল এবং নয় বছর ধরে কূশকে অবরোধ করে রাখল, কেউ বাইরেও এলো না, কেউ ভেতরেও এলো না।
২১ সেই সময় যখন কূশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অবরোধ চলছিল, তখন মোশি মিশর থেকে পালিয়ে যান ফেরাউনের হাত থেকে, যিনি মিশরীয়কে হত্যা করার জন্য তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।
22 আর মোশি যখন ফেরাউনের সামনে থেকে মিশর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। তিনি পালিয়ে কিকিয়ানোর শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেন, যে শিবির সেই সময় কূশকে অবরোধ করছিল।
২৩ আর মোশি কূশের রাজা কিকিয়ন্যের শিবিরে নয় বছর ছিলেন, যতদিন তারা কূশ ঘেরাও করেছিল, ততদিন মোশি তাদের সাথে বাইরে যেতেন এবং ভেতরে আসতেন।
24 আর রাজা, রাজপুত্ররা এবং সমস্ত যোদ্ধা মোশিকে ভালোবাসতেন, কারণ তিনি মহান ও যোগ্য ছিলেন, তাঁর উচ্চতা ছিল মহৎ সিংহের মতো, তাঁর মুখ সূর্যের মতো, এবং তাঁর শক্তি সিংহের মতো ছিল, এবং তিনি রাজার পরামর্শদাতা ছিলেন।
২৫ আর নয় বছরের শেষে, কিকিয়ানাস এক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন, এবং তার অসুস্থতা তাকে প্রবল করে তুলল, এবং সপ্তম দিনে তিনি মারা গেলেন।
26 তাই তাঁর দাসরা তাঁকে সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে ঢেলে মিশরের উত্তর দিকে নগর-দ্বারের সামনে কবর দিল।
27 আর তারা তার উপরে একটি সুন্দর, শক্তিশালী ও উঁচু ভবন নির্মাণ করল এবং নীচে বড় বড় পাথর স্থাপন করল।
২৮ আর রাজার লেখকরা তাদের রাজা কিকিয়ানাসের সমস্ত শক্তি এবং তাঁর সমস্ত যুদ্ধের কথা সেই পাথরগুলিতে খোদাই করেছিলেন, দেখুন, আজও সেখানে লেখা আছে।
২৯ কূশের রাজা কিকিয়ানাসের মৃত্যুর পর যুদ্ধের কারণে তার সৈন্য ও সৈন্যরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল।
30 তাই তারা একে অপরকে বলল, "আমাদের এখন কি করতে হবে, আমাদের পরামর্শ দাও, কারণ আমরা আমাদের বাড়ি থেকে নয় বছর দূরে মরুভূমিতে বাস করেছি।"
31 যদি আমরা বলি যে আমরা শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তাহলে আমাদের অনেকেই আহত বা নিহত হবে, এবং যদি আমরা এখানে অবরোধের মধ্যে থাকি তবে আমরাও মারা যাব।
32 কারণ এখন অরামের সমস্ত রাজা এবং পূর্ব দেশের লোকেরা শুনবে যে আমাদের রাজা মারা গেছেন। তারা হঠাৎ আমাদের উপর আক্রমণ করবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আমাদের কাউকেই অবশিষ্ট রাখবে না।

33 অতএব এখন চল, আমরা আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করি; এবং শহর আমাদের হাতে সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অবরোধের মধ্যেই থাকি।
34 আর তারা সেই দিন কিকিয়ানের সৈন্যদল থেকে একজনকে রাজা হিসেবে মনোনীত করতে চাইল, কিন্তু তারা মোশির মতো তাদের উপর রাজত্ব করার জন্য তাদের পছন্দের কাউকে খুঁজে পেল না।
৩৫ তখন তারা তাড়াতাড়ি করে প্রত্যেকে নিজের নিজের পোশাক খুলে মাটিতে ফেলে দিল এবং একটা বড় স্তূপ করে তার উপর মোশিকে রাখল।
36 তখন তারা উঠে তূরী বাজালো এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে বলতে লাগল, "রাজা বেঁচে থাকুন, রাজা বেঁচে থাকুন।"
37 আর সমস্ত লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাকে কিকিয়্যানের স্ত্রী, কূশীয় রাণী আদোনিয়ার সাথে বিবাহের জন্য শপথ করল এবং সেই দিনই তারা মোশিকে তাদের রাজা করল।
38 আর সেই দিন সমস্ত কূশীয় লোক ঘোষণা করে বলল, প্রত্যেকে নিজের নিজের সম্পত্তি থেকে মোশিকে কিছু দেবে।
39 তারপর তারা সেই স্তূপের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিল, আর প্রত্যেকে তার নিজের যা কিছু ছিল তার কিছু একটা তাতে ফেলল, একটা সোনার দুল আর অন্যটা একটা মুদ্রা।
40 কূশের লোকেরা স্তূপের উপরে মোশির উদ্দেশ্যে গোমেদ, সূক্ষ্ম পাথর, মুক্তা ও মার্বেল পাথর ছুঁড়ে মারল; আর প্রচুর পরিমাণে রূপা ও সোনাও ফেলল।
41 মোশি সমস্ত সোনা, রূপা, জিনিসপত্র এবং কূশীয়রা যে সব সোনা ও গোমেদক মণি দিয়েছিল, সেগুলো নিয়ে নিজের ধনভাণ্ডারের মধ্যে রাখলেন।
42 আর সেই দিন কূশের রাজা কিকিয়ানোর জায়গায় মোশি কূশ-সন্তানদের উপরে রাজত্ব করেন।

অধ্যায় ৭৩

১ মিশরের রাজা ফরৌণের রাজত্বের পঞ্চান্নতম বছরে, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের মিশরে নেমে আসার একশো সাতান্নতম বছরে, মোশি কূশ দেশে রাজত্ব করেছিলেন।
2মোশি যখন কূশের উপর রাজত্ব করতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল সাতাশ বছর এবং তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।
3আর সদাপ্রভু কূশের সমস্ত সন্তানদের দৃষ্টিতে মোশিকে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ দান করলেন, এবং কূশের সন্তানরা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত, তাই মোশি সদাপ্রভুর ও মানুষের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলেন।
4তার রাজত্বের সপ্তম দিনে, সমস্ত কূশীয়রা মোশির সামনে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।
5তখন সমস্ত বালক রাজার সাক্ষাতে একত্র হইয়া কহিল, এই নগরের প্রতি কি করা যায়, তাহা দেখিবার জন্য আমাদের পরামর্শ দিন।
৬ কারণ আমরা নয় বছর ধরে শহর ঘেরাও করে আছি, কিন্তু আমাদের সন্তানদের এবং স্ত্রীদের দেখতে পাইনি।
7তখন রাজা তাদের বললেন, "আমি তোমাদের যা যা আদেশ করব, যদি তোমরা আমার সমস্ত কথা শোন, তবে সদাপ্রভু এই শহর আমাদের হাতে তুলে দেবেন এবং আমরা তা দখল করব।"
8 কারণ আমরা যদি কিকিয়ানাসের মৃত্যুর আগে তাদের সাথে যে যুদ্ধে ছিলাম, সেই যুদ্ধের মতো তাদের সাথে যুদ্ধ করি, তাহলে আমাদের অনেকেই আগের মতোই আহত হয়ে পড়ে যাবে।
9এখন দেখ, এই বিষয়ে তোমাদের জন্য পরামর্শ; যদি তোমরা আমার কথা শোন, তবে নগর আমাদের হস্তে সমর্পিত হইবে।
১০ তখন সমস্ত সৈন্যদল রাজাকে উত্তর দিল, "আমাদের প্রভু যা কিছু আদেশ করবেন আমরা তাই করব।"
১১ মোশি তাদের বললেন, "তোমরা যাও এবং সমস্ত শিবিরের মধ্যে সমস্ত লোকের কাছে এই কথা ঘোষণা করো,
১২ রাজা এই কথা বলেন, "বনে যাও এবং সারস পাখির বাচ্চাদের সাথে করে আন, প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাচ্চা।"
১৩ আর যে কেউ রাজার বাক্য অমান্য করে, তার বাচ্চাটিকে আনতে না পারে, তাকে হত্যা করা হবে এবং রাজা তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেবেন।
১৪ আর যখন তুমি তাদের নিয়ে আসবে তখন তারা তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে, যতক্ষণ না তারা বড় হয়, ততক্ষণ তুমি তাদের লালন-পালন করবে এবং বাজপাখির বাচ্চাদের মতো তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শেখাবে।
১৫ কূশের সমস্ত লোক মোশির কথা শুনল এবং তারা উঠে শিবিরের সর্বত্র ঘোষণা করল, "তোমরা কি করছো?"
১৬ হে কূশের সমস্ত সন্তানগণ, তোমাদের প্রতি রাজার আদেশ এই, তোমরা সকলে একত্রে বনে যাও, এবং সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ শাবক হাতে ধরে ঘরে ফিরিয়ে আন।
১৭ আর যে কেউ রাজার আদেশ অমান্য করবে তাকে হত্যা করা হবে এবং রাজা তার সর্বস্ব কেড়ে নেবেন।
১৮ সকলে তাই করল। তারা বনে গেল এবং দেবদারু গাছে উঠে প্রত্যেকে হাতে করে একটা করে বাচ্চা ধরে ফেলল। রাজার আদেশে তারা তাদের মরুভূমিতে নিয়ে গেল এবং লালন-পালন করল। তারা তাদের বাজপাখির মতো লাফিয়ে
১৯ আর সারস ছানাগুলো লালন-পালনের পর, রাজা তাদের তিন দিনের জন্য অনাহারে রাখার আদেশ দিলেন, এবং সমস্ত লোক তাই করল।
20 তৃতীয় দিনে রাজা তাদের বললেন, "তোমরা নিজেদের শক্তিশালী করো এবং বীর হও। প্রত্যেকে নিজের নিজের বর্ম পরিধান করো, নিজের নিজের তরবারি কোমরে বাঁধো, নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়ো এবং নিজের নিজের সারস পাখি হাতে নাও।"
21আর আমরা উঠে সেই স্থানে নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যেখানে সর্পগুলো আছে; আর সমস্ত লোক রাজার আদেশ অনুসারে কাজ করল।
22তখন তারা প্রত্যেকে তাদের শাবক হাতে নিয়ে চলে গেল। তারা যখন সাপদের জায়গায় পৌঁছাল, তখন রাজা তাদের বললেন, "তোমরা প্রত্যেকে তাদের শাবক সাপগুলোর উপর পাঠাও।"

23আর রাজার আদেশে তারা প্রত্যেকে তাদের সারস পাখি পাঠাল, আর সারস পাখিরা সেই সাপের উপর দৌড়ে গেল এবং তাদের সবাইকে গ্রাস করে সেখান থেকে ধ্বংস করে দিল।
২৪ আর যখন রাজা ও প্রজারা দেখলেন যে সেই স্থানে সমস্ত সর্প ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন সমস্ত প্রজা উচ্চস্বরে চিৎকার শুরু করলেন।
25আর তাহারা নিকটে আসিয়া নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং তাহা হস্তগত করিয়া তাহাকে পরাজিত করিল, এবং নগরে প্রবেশ করিল।
২৬ সেই দিন নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে এক হাজার একশো লোক মারা গেল, কিন্তু অবরোধকারী লোকদের মধ্যে একজনও মারা গেল না।
27 তাই কূশের সমস্ত সন্তানরা তাদের স্ত্রী, সন্তান এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তির কাছে যে যার বাড়িতে চলে গেল।
28 আর যাদুকর বিলিয়ম যখন দেখল যে শহর দখল করা হয়েছে, তখন সে দরজা খুলে দিল এবং তার দুই ছেলে এবং আট ভাইকে নিয়ে পালিয়ে গেল এবং মিশরে মিশরের রাজা ফরৌণের কাছে ফিরে গেল।
২৯ এরা হল সেইসব জাদুকর ও যাদুকর যাদের কথা ব্যবস্থার পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা প্রভু যখন মিশরে আঘাত এনেছিলেন তখন মোশির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।
30 তাই মোশি তাঁর জ্ঞান দিয়ে শহরটি দখল করলেন এবং কূশের সন্তানরা কূশের রাজা কিকিয়ানুসের পরিবর্তে তাকে সিংহাসনে বসাল।
31 তারা তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিল এবং তাঁকে কিকিয়নের স্ত্রী, কূশীয় রাণী আদোনিয়ার সাথে বিবাহ দিল।
32 মোশি তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করতেন, তাই তিনি তাঁর কাছে যাননি এবং তাঁর দিকে তাকাননি।
33 কারণ মোশির মনে পড়ল, অব্রাহাম তাঁর দাস ইলীয়েষরকে দিব্য করিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আমার পুত্র ইসহাকের জন্য তুমি কনানের কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না।'
34 আর যাকোব যখন তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন ইস্‌হাক যা করেছিলেন, যখন তিনি তাকে এই আদেশ দিয়েছিলেন, "তুমি কনানের কোন কন্যাকে বিবাহ করো না, এবং হামের কোন সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো না।"
৩৫ কারণ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু নোহের পুত্র হামকে, তার সন্তানদের এবং তার সমস্ত বংশকে শেম ও যেফতের সন্তানদের এবং তাদের পরবর্তী বংশধরদের চিরকালের জন্য দাস হিসেবে দিয়েছিলেন।
36 তাই মোশি যতদিন কূশের উপর রাজত্ব করেছিলেন, ততদিন তিনি কিকিয়নের স্ত্রীর প্রতি তাঁর হৃদয় বা দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেননি।
37 আর মোশি সারা জীবন তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করতেন; মোশি তাঁর সমস্ত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে সত্যে সদাপ্রভুর সামনে চলেছিলেন; তাঁর জীবনের সমস্ত দিন তিনি সঠিক পথ থেকে সরেননি; তিনি অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব যে পথে চলেছিলেন, সেই ডানে কি বামে সেই পথ থেকে সরেননি।
38 আর মোশি কূশ-সন্তানদের রাজ্যে নিজেকে শক্তিশালী করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়ে কূশ-সন্তানদের পরিচালনা করেছিলেন, এবং মোশি তাঁর রাজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।
39 সেই সময় অরাম ও পূর্বদেশের লোকেরা শুনতে পেল যে কূশের রাজা কিকিয়ানোস মারা গেছেন। তাই সেই সময় অরাম ও পূর্বদেশের লোকেরা কূশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।
40 মোশি সমস্ত কূশীয়দের, যারা ছিল খুবই শক্তিশালী, প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে একত্র করলেন এবং অরাম ও পূর্বদেশের লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলেন।
৪১ তারা প্রথমে পূর্ব দেশের লোকদের কাছে গেল, আর যখন পূর্ব দেশের লোকরা তাদের খবর শুনতে পেল, তখন তারা তাদের সাথে দেখা করতে গেল এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল।
42 পূর্বাঞ্চলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্র হল, তাই প্রভু পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত লোককে মোশির হাতে তুলে দিলেন এবং প্রায় তিনশো লোক নিহত হল।
43আর পূর্বদেশের সমস্ত লোক পিছু হটে গেল, আর মোশি ও কূশের লোকেরা তাদের পিছনে পিছনে গেল, তাদের দমন করল এবং তাদের রীতি অনুসারে তাদের উপর কর আরোপ করল।
44তখন মোশি ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক যুদ্ধের জন্য সেখান থেকে অরাম দেশে গেলেন।
45আর অরামীয়রাও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল; আর সদাপ্রভু মোশির হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন, এবং অরামীয়দের অনেক লোক আহত হইয়া পড়িল।
46 মোশি এবং কূশীয়দের দ্বারা অরামীয়রাও পরাজিত হয়েছিল এবং তারা তাদের স্বাভাবিক করও দিত।
47 মোশি অরামীয় ও পূর্বদেশীয়দের কূশীয়দের অধীনে আনলেন, এবং মোশি ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক কূশীয়দের দিকে ফিরে গেলেন।
48আর মোশি কূশ-সন্তানদের রাজ্যে নিজেকে শক্তিশালী করলেন, আর সদাপ্রভু তাঁর সহবর্তী ছিলেন, আর কূশ-সন্তানগণ সকলে তাঁকে ভয় করিল।

অধ্যায় ৭৪

1অবশেষে ইদোমের রাজা শৌলের মৃত্যু হল এবং অক্বোরের পুত্র বাল্‌হানন তাঁর পদে রাজত্ব করলেন।
2 কূশের উপর মোশির রাজত্বের ষোড়শ বছরে, অক্বোরের পুত্র বাল্‌হানন ইদোম দেশে সমস্ত ইদোমীয়দের উপর আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।
3 তাঁর সময়ে মোয়াব ইদোমের শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। বদদের পুত্র হদদের সময় থেকে মোয়াব ইদোমের অধীনে ছিল। হদদ তাদেরকে এবং মিদিয়নকে পরাজিত করে মোয়াবকে ইদোমের অধীনে নিয়ে এসেছিল।
4 অক্বোরের পুত্র বাল্‌হানন যখন ইদোমের উপরে রাজত্ব করিলেন, তখন সমস্ত মোয়াবীয় ইদোম হইতে আপন আনুগত্য প্রত্যাহার করিল।

৫ আর সেই সময়ে আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াস মারা যান এবং তাঁর পুত্র আজদ্রুবাল তাঁর জায়গায় রাজত্ব করেন।
৬ আর সেই সময়ে চিত্তিমের সন্তানদের রাজা জানেস মারা গেলেন, এবং তারা তাকে ক্যানোপিয়া সমভূমিতে নিজের জন্য নির্মিত মন্দিরে সমাহিত করলেন, এবং ল্যাটিনাস তার জায়গায় রাজত্ব করলেন।
৭ কুশ-সন্তানদের উপর মোশির রাজত্বের বাইশতম বছরে, ল্যাটিনাস কিত্তীম-সন্তানদের উপর পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।
৮ এবং তিনি নিজের জন্য একটি বিশাল ও শক্তিশালী মিনারও নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর বাসস্থানের জন্য একটি মার্জিত মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যাতে তিনি রীতি অনুসারে তাঁর সরকার পরিচালনা করতে পারেন।
৯ তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে তিনি তাঁর সমস্ত দক্ষ লোকদের কাছে ঘোষণা করলেন, যারা তাঁর জন্য অনেক জাহাজ তৈরি করেছিল।
১০ আর ল্যাটিনাস তার সমস্ত বাহিনী একত্রিত করে, এবং তারা জাহাজে করে আফ্রিকার রাজা অ্যাঞ্জিয়াসের পুত্র আজদ্রুবালের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে যায়, এবং তারা আফ্রিকায় এসে আজদ্রুবাল এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
১১ আর ল্যাটিনাস আজদ্রুবালের উপর জয়লাভ করলেন, এবং ল্যাটিনাস আজদ্রুবালের কাছ থেকে সেই জলনালীটি নিয়ে নিলেন যা তার পিতা কিত্তিমের সন্তানদের কাছ থেকে এনেছিলেন, যখন তিনি উজির কন্যা জানিয়াকে বিয়ে করেছিলেন, তাই ল্যাটিনাস জলনালীটির সেতুটি উল্টে দিলেন এবং আজদ্রুবালের পুরো সেনাবাহিনীকে এক ভয়াবহ আঘাত করলেন।
১২ আর আজদ্রুবালের অবশিষ্ট শক্তিশালী লোকেরা নিজেদের শক্তিশালী করে তুলল, এবং তাদের হৃদয় ঈর্ষায় পূর্ণ হয়ে গেল, এবং তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হল এবং আবার চিত্তিমের ল্যাটিনাস রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল।
১৩ আর আফ্রিকার সমস্ত মানুষের উপর যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠল, এবং তারা সকলেই ল্যাটিনাস এবং তার লোকদের সামনে আহত হয়ে পড়েছিল, এবং রাজা আজদ্রুবালও সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।
১৪ আর রাজা আজদ্রুবালের একটি খুব সুন্দরী কন্যা ছিল, যার নাম ছিল উশপেজেনা, এবং আফ্রিকার সমস্ত পুরুষ তার দুর্দান্ত সৌন্দর্য এবং সুন্দর চেহারার জন্য তাদের পোশাকে তার প্রতিমূর্তি সূচিকর্ম করত।
১৫ আর ল্যাটিনাসের লোকেরা আজদ্রুবালের কন্যা উশপেষেনাকে দেখে তাদের রাজা ল্যাটিনাসের কাছে তার প্রশংসা করল।
১৬ আর ল্যাটিনাস তাকে তার কাছে আনার আদেশ দিলেন, এবং ল্যাটিনাস উশপেজেনাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন, এবং তিনি চিত্তিমের পথে ফিরে গেলেন।
১৭ এবং অ্যাঞ্জিয়াসের পুত্র আজদ্রুবালের মৃত্যুর পর, যখন ল্যাটিনাস যুদ্ধ থেকে তার দেশে ফিরে এসেছিলেন, তখন আফ্রিকার সমস্ত বাসিন্দা উঠে পড়েন এবং অ্যাঞ্জিয়াসের পুত্র আনিবলকে, যিনি আজদ্রুবালের ছোট ভাই ছিলেন, ধরে নিয়ে যান এবং তাকে তার ভাইয়ের পরিবর্তে আফ্রিকার সমগ্র ভূখণ্ডের রাজা করেন।
১৮ এবং যখন তিনি রাজত্ব করেন, তখন তিনি চিত্তিমের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, তার ভাই আজদ্রুবালের এবং আফ্রিকার বাসিন্দাদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চিত্তিমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি তা করেন।
১৯ আর সে অনেক জাহাজ তৈরি করল, এবং তার সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তাতে করে এসে চিত্তিমে গেল।
২০ তাই আনিবল চিত্তিমের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ করলেন, এবং চিত্তিমের সন্তানরা আনিবল ও তার সেনাবাহিনীর সামনে আহত হয়ে পড়ে গেল, এবং আনিবল তার ভাইয়ের প্রতিশোধ নিলেন।
21 আর আনিবল আঠারো বছর ধরে কিত্তীমের সন্তানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন, এবং আনিবল কিত্তীম দেশে বাস করলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে শিবির স্থাপন করলেন।
22 আর আনিবল কিত্তীমের সন্তানদের খুব মারাত্মকভাবে আঘাত করলেন, এবং তাদের মহান পুরুষ ও অধ্যক্ষদের হত্যা করলেন, এবং বাকি লোকদের মধ্যে প্রায় আশি হাজার লোককে হত্যা করলেন।
২৩ এবং দিন এবং বছরের শেষে, আনিবল তার আফ্রিকার ভূমিতে ফিরে আসেন এবং তার ভাই আজদ্রুবালের জায়গায় নিরাপদে রাজত্ব করেন।

অধ্যায় ৭৫

1 সেই সময়, ইস্রায়েলীয়দের মিশরে নামার একশো আশি বছরের সময়, ইস্রায়েলীয়দের মধ্য থেকে ত্রিশ হাজার সাহসী লোক পদব্রজে ভ্রমণ করে মিসর থেকে বেরিয়ে এসেছিল; তারা সবাই ছিল যোষেফের বংশের, যোষেফের পুত্র ইফ্রয়িমের সন্তানদের।
২ কারণ তারা বলেছিল যে, প্রভু প্রাচীনকালে ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, যা তিনি অব্রাহামের সাথে কথা বলেছিলেন, তা সম্পূর্ণ হয়েছে।
3 তখন এই লোকেরা নিজেদের কোমরে কোমরে তরবারি এবং বর্ম বেঁধে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করল এবং এক শক্তিশালী হাত নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে এল।
4 কিন্তু তারা পথের জন্য কোন খাবার আনেনি, কেবল সোনা-রূপা, এমনকি সেই দিনের জন্য খাবারও তাদের হাতে আনেনি, কারণ তারা পলেষ্টীয়দের কাছ থেকে বেতনের জন্য খাবার নেওয়ার কথা ভেবেছিল, আর যদি না করে তবে জোর করে তা কেড়ে নেবে।
5 আর তারা খুবই বলবান ও বীর ছিল। একজন লোক হাজার লোককে তাড়া করতে পারত, আর দুজন লোক দশ হাজার লোককে পরাজিত করতে পারত। তাই তারা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে একত্রে চলল।
6 তারপর তারা গাৎ দেশের দিকে যাত্রা শুরু করল। তারা নেমে গেল এবং গাতের রাখালদের গাৎ-সন্তানদের পশুপাল চরাতে দেখল।
7তারা রাখালদের বলল, "আমাদের খেতে দিতে হবে, আমাদের কিছু ভেড়ার পালের বেতন দাও, কারণ আমরা আজ কিছু খাইনি বলে ক্ষুধার্ত।"
৮ কিন্তু রাখালেরা বলল, "এগুলো কি আমাদের ভেড়া না গরু যে আমরা তোমাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেব?"

তাই ইফ্রয়িমের লোকেরা জোর করে সেগুলো কেড়ে নিতে এগিয়ে গেল।
9 গাতের রাখালরা তাদের উপর চিৎকার করতে লাগলো, তাদের চিৎকার দূর থেকেও শোনা গেল, তাই গাতের সমস্ত লোক তাদের কাছে বেরিয়ে এল।
১০ গাতের লোকেরা ইফ্রয়িমের লোকদের এই দুষ্কর্ম দেখে ফিরে গেল এবং গাতের লোকদের একত্র করল। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের অস্ত্রশস্ত্র পরে ইফ্রয়িমের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এল।
১১ গাৎ উপত্যকায় তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করল। যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠল এবং সেই দিন তারা একে অপরের অনেক লোককে হত্যা করল।
১২ দ্বিতীয় দিনে গাতের লোকেরা পলেষ্টীয়দের সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য বলল,
১৩ আমাদের কাছে এসে আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা ইফ্রয়িমের সন্তানদের আঘাত করতে পারি, যারা আমাদের পশুপাল হরণ করতে এবং বিনা কারণে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছে।
১৪ তিন দিন ধরে খাবার না খেয়ে থাকার কারণে ইফ্রয়িমের লোকদের প্রাণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর পলেষ্টীয়দের শহর থেকে চল্লিশ হাজার লোক গাতের লোকদের সাহায্যের জন্য বেরিয়ে এল।
১৫ এই লোকেরা ইফ্রয়িম-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল, আর প্রভু ইফ্রয়িম-সন্তানদের পলেষ্টীয়দের হাতে তুলে দিলেন।
১৬ তারা ইফ্রয়িমের সমস্ত সন্তানকে, যারা মিসর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের সকলকে হত্যা করল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা দশজন ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না।
১৭ কারণ ইফ্রয়িমের লোকদের উপর সদাপ্রভুর এই অমঙ্গল ঘটেছিল, কারণ তারা সদাপ্রভুর বাক্য অমান্য করে মিসর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, প্রাচীনকালে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন তা আসার আগেই।
১৮ পলেষ্টীয়দের মধ্যেও অনেক লোক মারা পড়ল, প্রায় বিশ হাজার লোক মারা গেল। তাদের ভাইয়েরা তাদের মৃতদেহ বহন করে তাদের শহরে কবর দিল।
১৯ ইফ্রয়িমের সন্তানদের নিহত লোকদের অনেক দিন এবং বছর ধরে গাৎ উপত্যকায় ফেলে রাখা হয়েছিল, এবং তাদের কবর দেওয়া হয়নি, এবং উপত্যকা মানুষের হাড়ে ভরে গিয়েছিল।
২০ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা লোকেরা মিসরে এসে তাদের উপর যা যা ঘটেছিল, সব ইস্রায়েলীয়দের জানাল।
21 তাদের বাবা ইফ্রয়িম অনেক দিন ধরে তাদের জন্য শোক করলেন এবং তার ভাইয়েরা তাকে সান্ত্বনা দিতে এলেন।
22 পরে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে আসলেন এবং তাঁর একটি পুত্র হল। তিনি তাঁর নাম বরীয় রাখলেন, কারণ তাঁর বাড়ীতে তিনি দুর্ভাগা ছিলেন।

অধ্যায় ৭৬

১ সেই সময় অম্রামের পুত্র মোশি কূশ দেশে রাজা ছিলেন এবং তাঁর রাজ্যে উন্নতি লাভ করেছিলেন এবং তিনি ন্যায়বিচার, ধার্মিকতা ও সততার সাথে কূশ-সন্তানদের শাসন পরিচালনা করেছিলেন।
2 আর কূশের সমস্ত সন্তান মোশি যতদিন রাজত্ব করেছিলেন, ততদিন তারা তাঁকে ভালোবাসত এবং কূশ দেশের সমস্ত লোক তাকে খুব ভয় করত।
3আর কূশের উপর মোশির রাজত্বের চল্লিশতম বছরে মোশি রাজসিংহাসনে বসেছিলেন, আর রাণী আদোনিয় তাঁর সামনে ছিলেন এবং সমস্ত রাজকর্মচারী তাঁর চারপাশে বসে ছিলেন।
4 তখন রাণী আদোনিয় রাজা ও রাজকর্মচারীদের সামনে বললেন, "তোমরা, কূশের সন্তানরা, এত দিন ধরে এ কি করে আসছো?
5তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, এই ব্যক্তি চল্লিশ বছর ধরে কূশের উপর রাজত্ব করেছে, সে আমার কাছে আসেনি, আর কূশীয়দের দেবতাদের সেবাও করেনি।
6 অতএব এখন, হে কূশের সন্তানরা, শোন! এই ব্যক্তি যেন আর তোমাদের উপর রাজত্ব না করে কারণ সে আমাদের বংশের নয়।
৭ দেখ, আমার ছেলে মেনাক্রস বড় হয়েছে, সে তোমাদের উপর রাজত্ব করুক, কারণ মিশরের রাজার বিদেশী দাসের সেবা করার চেয়ে তোমাদের প্রভুর পুত্রের সেবা করা তোমাদের পক্ষে ভালো।
8আর কূশ-সন্তানদের সমস্ত লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাণী আদোনিয়ের কথিত বাক্য শুনিল।
9 আর সমস্ত লোক সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এবং সকালে তারা ভোরে উঠে কিকিয়ানের পুত্র মেনাক্রাসকে তাদের রাজা করল।
১০ কূশের সমস্ত লোক মোশির বিরুদ্ধে হাত তুলতে ভয় পেল, কারণ সদাপ্রভু মোশির সহবর্তী ছিলেন; আর কূশের লোকরা মোশির কাছে যে শপথ করেছিল তা মনে রেখেছিল, তাই তারা তার কোন ক্ষতি করেনি।
১১ কিন্তু কূশের লোকেরা মোশিকে অনেক উপহার দিল এবং তাদের কাছ থেকে তাকে মহাসম্মানের সাথে পাঠাল।
১২ তখন মোশি কূশ দেশ ত্যাগ করে নিজের দেশে ফিরে গেলেন এবং কূশের উপর রাজত্ব করা বন্ধ করে দিলেন। মোশি যখন কূশ দেশ ত্যাগ করলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ছেষট্টি বছর, কারণ এই কাজ প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল, কারণ প্রাচীনকালে তিনি হামের সন্তানদের কষ্ট থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করার জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন তা উপস্থিত হয়েছিল।
১৩ তাই মোশি মিদিয়নে গেলেন, কারণ তিনি ফরৌণের ভয়ে মিশরে ফিরে যেতে ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি মিদিয়নে এক জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলেন।
১৪ মিদিয়নীয় রূয়েলের সাত মেয়ে তাদের বাবার পাল চরাতে বেরিয়ে গেল।
১৫ তারা কূপের কাছে এসে তাদের বাবার পশুপালকে জল খাওয়ানোর জন্য জল তুলল।

১৬ তাই মিদিয়নের রাখালরা এসে তাদের তাড়িয়ে দিল। তখন মোশি উঠে তাদের সাহায্য করলেন এবং পালগুলোকে জল পান করালেন।
১৭ পরে তারা তাদের বাবা রূয়েলের কাছে ফিরে গেল এবং মোশি তাদের জন্য যা করেছিলেন তা তাকে জানাল।
18তারা বলল, "একজন মিশরীয় আমাদের রাখালদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। সে আমাদের জন্য জল তুলে মেষপালকে জল পান করালো।"
১৯ রূয়েল তার মেয়েদের বলল, "সে কোথায়? তোমরা কেন তাকে ছেড়ে চলে এসেছ?"
20তখন রূয়েল লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে এনে বাড়ীতে আনলেন, আর তিনি তার সাথে খাবার খেলেন।
২১ আর মোশি রূয়েলকে জানালেন যে তিনি মিশর থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং তিনি চল্লিশ বছর ধরে কূশের উপর রাজত্ব করেছেন, এবং পরে তারা তার কাছ থেকে সরকার কেড়ে নিয়েছে এবং তাকে সম্মান ও উপহার দিয়ে শান্তিতে বিদায় করেছে।
22আর রূয়েল মোশির কথা শুনিয়া মনে মনে কহিল, আমি এই ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিব, এবং ইথিওপীয়দের সন্ধি করিব, কারণ সে তাহাদের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছে।
২৩ পরে তারা তাকে ধরে কারাগারে রাখল। মোশি দশ বছর কারাগারে ছিলেন। মোশি যখন কারাগারে ছিলেন, তখন রূয়েলের কন্যা সিপ্পোরা তার প্রতি করুণা করলেন এবং সর্বদা রুটি ও জল দিয়ে তাকে সাহায্য করলেন।
২৪ ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান তখনও মিশরে ছিল এবং তারা নানা রকম কঠোর পরিশ্রম করে মিশরীয়দের সেবা করছিল। সেই সময় ইস্রায়েলের সন্তানদের উপর মিশরের হাত আরও তীব্র হয়ে উঠছিল।
25 সেই সময় প্রভু মিশরের রাজা ফরৌণকে আঘাত করলেন, এবং তিনি তাঁর পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য সেই সময় প্রভুর কাছ থেকে মিশরের রাজা ফরৌণের উপর এই আঘাত এসেছিল।
২৬ কারণ প্রভু তাঁর প্রজা ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাদের কান্না তাঁর কাছে পৌঁছেছিল।
27 তবুও তাদের উপর থেকে তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হল না, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে ফরৌণের হাত এখনও প্রসারিত ছিল; ফরৌণ সদাপ্রভুর সামনে তাঁর ঘাড় শক্ত করলেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের উপর তাঁর জোয়াল আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং সর্বপ্রকার কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তাদের জীবন তিক্ত করে তুললেন।
28 আর যখন সদাপ্রভু মিশরের রাজা ফরৌণের উপর মহামারী চাপিয়ে দিলেন, তখন তিনি তাঁর জ্ঞানী লোকদের ও যাদুকরদের দিয়ে তাকে সুস্থ করার ব্যবস্থা করলেন।
29 আর তার জ্ঞানী লোকেরা ও যাদুকররা তাকে বলল, যদি ছোট বাচ্চাদের রক্ত ক্ষতস্থানে লাগানো হয় তবে সে সুস্থ হবে।
৩০ ফরৌণ তাদের কথা শুনলেন এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পরিচারকদের গোশনে পাঠালেন।
31আর ফেরাউনের পরিচারকেরা গিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের শিশুদের তাদের মায়েদের কোল থেকে জোর করে কেড়ে নিত, আর প্রতিদিন একটি করে শিশুকে ফেরাউনের কাছে নিয়ে আসত, আর চিকিৎসকরা তাদের মেরে ফেলত এবং মহামারীতে প্রয়োগ করত; তারা সারা দিন এইভাবে করত।
32আর ফেরাউন যে সকল শিশুকে হত্যা করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশো পঁচাত্তর জন।
33 কিন্তু প্রভু মিশরের রাজার চিকিৎসকদের কথা শুনলেন না, এবং মহামারী ক্রমেই বেড়ে গেল।
৩৪ আর ফরৌণ দশ বছর ধরে সেই মহামারীতে ভুগছিলেন, তবুও ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি ফরৌণের হৃদয় আরও কঠোর হয়ে উঠল।
৩৫ দশ বছরের শেষে প্রভু ফরৌণের উপর ধ্বংসাত্মক মহামারী চালাতে থাকলেন।
36 আর সদাপ্রভু তাঁকে একটা ভীষণ ফোড়া ও পেটের পীড়া দিলেন, আর সেই পীড়া তীব্র ফোড়ায় পরিণত হল।
37 সেই সময় গোশন প্রদেশ থেকে যেখানে সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা বাস করত, ফরৌণের দুই পরিচারক এসে ফরৌণের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বললেন, "আমরা দেখেছি ইস্রায়েলীয়রা তাদের কাজে অলস এবং পরিশ্রমে অলস।"
38 ফরৌণ তাঁর পরিচারকদের কথা শুনে ইস্রায়েলীয়দের উপর অত্যন্ত ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, কারণ তিনি তাঁর শারীরিক যন্ত্রণায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।
39তিনি উত্তর দিলেন, "এখন যখন ইস্রায়েলীয়রা জানতে পারল যে আমি অসুস্থ, তখন তারা আমাদের উপহাস করছে; অতএব এখন আমার জন্য আমার রথ তৈরি করো, আমি গোশনে যাব এবং ইস্রায়েলীয়রা আমাকে যে উপহাস করছে তা দেখতে পাব।" এই বলে তাঁর দাসেরা তাঁর জন্য রথ তৈরি করলেন।
40 কিন্তু তারা তাকে ঘোড়ায় চড়াতে বাধ্য করল, কারণ সে নিজে ঘোড়ায় চড়তে পারছিল না।
41 তিনি দশজন ঘোড়সওয়ার ও দশজন পদাতিক সৈন্যকে সঙ্গে করে গোশনে ইস্রায়েলীয়দের কাছে গেলেন।
৪২ যখন তারা মিশরের সীমানায় পৌঁছালো, তখন রাজার ঘোড়াটি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফাঁকা অংশে উঁচু একটি সরু জায়গায় প্রবেশ করলো, উভয় দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা, অন্যদিকে ছিল নিম্ন, সমভূমি।
43 আর ঘোড়াগুলো সেই জায়গায় দ্রুত দৌড়ে একে অপরের সাথে ধাক্কা খেল, আর অন্য ঘোড়াগুলো রাজার ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেল।
44 রাজা যখন ঘোড়ায় চড়ছিলেন, তখন রাজার ঘোড়াটি নীচু সমভূমিতে পড়ে গেল। তিনি পড়ে গেলেন এবং রথটি রাজার মুখ উল্টে গেল এবং ঘোড়াটি রাজার উপর শুয়ে পড়ল। রাজা চিৎকার করে উঠলেন, কারণ তাঁর শরীর খুব ব্যথা করছিল।
45 রাজার মাংস ছিঁড়ে গেল, তাঁর হাড় ভেঙে গেল এবং তিনি আর ঘোড়ায় চড়তে পারলেন না, কারণ এই ঘটনা প্রভুর কাছ থেকে তাঁর প্রতি হয়েছিল, কারণ প্রভু তাঁর প্রজা ইস্রায়েলীয়দের কান্না এবং তাদের কষ্ট শুনেছিলেন।
46 আর তাঁর দাসেরা তাঁকে কাঁধে করে একটু একটু করে বহন করে মিশরে ফিরিয়ে আনল, আর তাঁর সাথে থাকা অশ্বারোহীরাও মিশরে ফিরে এল।

47 তারপর তারা তাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল, আর রাজা বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু এসে গেছে, তাই তার স্ত্রী অপরাণিত রানী এসে রাজার সামনে কাঁদলেন, আর রাজা তার সাথে খুব কাঁদলেন।
48 সেই দিন তাঁর সমস্ত রাজকর্মচারী ও কর্মচারীরা এসে রাজাকে সেই কষ্টে থাকতে দেখে তাঁর সাথে খুব কাঁদতে লাগলেন।
৪৯ রাজার রাজপুত্ররা এবং তাঁর সমস্ত পরামর্শদাতারা রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে যাকে বেছে নেবেন, তাকে দেশে তাঁর জায়গায় রাজা হিসেবে নিযুক্ত করুন।
৫০ রাজার তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল, যাঁদের জন্ম তাঁর স্ত্রী রাণী অপরাণীথের গর্ভে হয়েছিল। রাজার উপপত্নীদের সন্তানরাও এই কন্যাদের জন্ম দিয়েছিল।
51 তাদের নাম এই ছিল: জ্যেষ্ঠ পুত্র অথ্রি, দ্বিতীয় আদিকাম, তৃতীয় মোরিয়োন, এবং তাদের বোনেরা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বথিয় এবং অন্য পুত্রের নাম আকুষী।
৫২ আর রাজার প্রথম সন্তান অথ্রি ছিল একজন বোকা, তুচ্ছ কথাবার্তা বলত এবং তাড়াহুড়ো করত।
৫৩ কিন্তু আদিকাম ছিলেন একজন ধূর্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং মিশরের সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী, কিন্তু দেখতে অসুন্দর, মাংসে মোটা এবং আকৃতিতে খুবই খাটো; তাঁর উচ্চতা ছিল এক হাত।
৫৪ আর যখন রাজা দেখলেন যে তাঁর পুত্র আদিকাম সর্ববিষয়ে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী, তখন রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর স্থলে রাজা হবেন।
55 আর তিনি দশ বছর বয়সে অবীলোটের কন্যা গদূদাকে বিবাহ করলেন, এবং তিনি তাঁহার চার পুত্র প্রসব করিলেন।
৫৬ এরপর তিনি গিয়ে তিনজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন এবং আট ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম দিলেন।
৫৭ রাজার উপর অশান্তি ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ল, আর গ্রীষ্মকালে, রোদের তাপে মাঠে ফেলে রাখা মৃতদেহের মাংসের মতো তাঁর মাংস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠল।
৫৮ রাজা যখন দেখলেন যে তাঁর অসুস্থতা তাঁর উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলছে, তখন তিনি তাঁর পুত্র আদিকামকে তাঁর কাছে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর জায়গায় তাঁকেই দেশের রাজা করলেন।
59 তিন বছর পর, রাজা লজ্জা, অপমান ও ঘৃণায় মারা গেলেন এবং তাঁর দাসরা তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়ে মিশরের সোয়ন-মিস্রয়িমে মিশরের রাজাদের কবরে কবর দিল।
60 কিন্তু রাজাদের মতো তারা তাঁকে সুগন্ধি দান করল না, কারণ তাঁর দেহ দুর্গন্ধযুক্ত ছিল এবং দুর্গন্ধের জন্য তারা তাঁকে সুগন্ধি দান করতে এগিয়ে যেতে পারল না, তাই তারা তাড়াতাড়ি তাঁকে কবর দিল।
61 কারণ এই অমঙ্গল সদাপ্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁর সময়ে ইস্রায়েলের প্রতি যে অমঙ্গল করেছিলেন, তার জন্য সদাপ্রভু তাঁকে অমঙ্গল করেছিলেন।
62 আর তিনি ভয়ে ও লজ্জায় মারা গেলেন, আর তাঁর পুত্র আদিকাম তাঁর পদে রাজা হলেন।

অধ্যায় ৭৭

১ আদিকাম যখন মিশরে রাজত্ব করেন তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর, তিনি চার বছর রাজত্ব করেছিলেন।
2 ইস্রায়েলের মিশরে যাওয়ার দুই শত ষোড়শ বছরে আদিকাম মিশরের উপর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো মিসরে রাজত্বকালে বেশি দিন রাজত্ব করেননি।
3 কারণ তাঁর বাবা মেলোল মিশরে চুরানব্বই বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু দশ বছর অসুস্থ হয়ে মারা যান, কারণ তিনি সদাপ্রভুর চোখে দুষ্ট ছিলেন।
4আর সমস্ত মিশরীয়রা মিশরে তাদের রীতি অনুসারে, তাঁর পূর্বপুরুষদের নামের অনুরূপ ফেরাউনের নাম আদিকম রাখল।
৫ আর ফেরাউনের সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা তার নাম রাখলেন আদিকাম আহুজ, সংক্ষেপে মিশরীয় ভাষায় একে আহুজ বলা হয়।
৬ আদিকাম ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, তার উচ্চতা ছিল এক হাত এক বিঘত এবং তার দাড়ি ছিল পায়ের তলা পর্যন্ত বিস্তৃত।
৭ আর ফরৌণ মিশরের উপর রাজত্ব করার জন্য তাঁর পিতার সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তিনি তাঁর জ্ঞানে মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।
৮ রাজত্বকালে তিনি তাঁর পিতা এবং পূর্ববর্তী সকল রাজার চেয়েও দুষ্টতায় এগিয়ে গেলেন এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের উপর তাঁর জোয়াল আরও বাড়িয়ে দিলেন।
9তখন তিনি তাঁর দাসদের নিয়ে গোশনে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে গেলেন, এবং তাদের উপর কাজ জোরদার করলেন এবং তাদের বললেন, “তোমাদের প্রতিদিনের কাজ শেষ করো, আর আমার পিতার সময়ে যেমন তোমরা করেছিলে, আজ থেকে আমাদের কাজ থেকে তোমাদের হাত শিথিল না হোক।”
১০ তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তাদের উপরে নেতাদের নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর দাসদের মধ্য থেকে এই নেতাদের উপরে কর্তৃত্বকারী নিযুক্ত করলেন।
১১ আর তিনি তাদের উপরে প্রতিদিনের সংখ্যা অনুসারে ইট স্থাপন করলেন, তারপর তিনি ফিরে গিয়ে মিশরে গেলেন।
১২ সেই সময় ফরৌণের কার্যনির্বাহীরা ফরৌণের আদেশ অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানদের কর্মচারীদের এই আদেশ দিলেন,
১৩ ফরৌণ এই কথা বলেন, প্রতিদিন তোমার কাজ করো, তোমার কাজ শেষ করো, এবং ইটের দৈনিক পরিমাপ মেনে চলো; কিছুই কম করো না।
১৪ আর যদি তোমাদের প্রতিদিনের ইটের অভাব হয়, তবে আমি তোমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের জায়গায় রাখব।
১৫ আর সেই সময়ে মিশরের কার্যনির্বাহীরা ফরৌণের আদেশ অনুসারেই কাজ করত।
১৬ আর যখনই ইস্রায়েল-সন্তানদের দৈনিক ইটের পরিমাণের মধ্যে কোন ঘাটতি দেখা যেত, তখন ফেরাউনের কার্যনির্বাহীরা ইস্রায়েল-সন্তানদের স্ত্রীদের

কাছে যেত এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের শিশুদের যত ইটের অভাব হত ততটুকু নিয়ে যেত, তারা জোর করে তাদের মায়েদের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ইটের পরিবর্তে ভবনে রাখত।
১৭ যখন তাদের বাবা-মা তাদের জন্য কাঁদছিলেন এবং কাঁদছিলেন, তখন তারা ভবনের দেয়ালে তাদের শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন।
১৮ আর কার্যনির্বাহীরা ইস্রায়েলের উপর প্রবল হইল, ইস্রায়েলীয়েরা তাহাদের সন্তানদেরকে সেই গৃহে রাখিতে লাগিল; এমন কি, একজন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে দেয়ালে রাখিল এবং তাহার উপরে মসৃণ করিল; আর তাহার চক্ষু তাহার জন্য কাঁদিতে লাগিল, এবং তাহার অশ্রু তাহার পুত্রের উপর পড়িল।
১৯ মিশরের কর্মচারীরা অনেক দিন ধরে ইস্রায়েলের শিশুদের প্রতি এইরকম ব্যবহার করতো; কিন্তু কেউই ইস্রায়েলের শিশুদের প্রতি করুণা বা করুণা দেখাতো না।
২০ আর সেই দালানে নিহত সকল শিশুর সংখ্যা ছিল দুই শত সত্তর জন, যাদের কিছু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা খালি রাখা ইটের পরিবর্তে তৈরি করেছিল, এবং কিছু যাদের তারা দালান থেকে মৃত অবস্থায় বের করেছিল।
২১ আদিকামের সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানদের উপর যে পরিশ্রম চাপানো হয়েছিল, তা তাঁর পিতার সময়ে যে কষ্টকর কাজ করা হত তার চেয়েও বেশি ছিল।
22 আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাদের ভারী কাজের জন্য প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কারণ তারা মনে মনে বলত, দেখ, যখন ফরৌণ মারা যাবেন, তখন তার পুত্র উঠে আমাদের কাজ হালকা করবে।
23 কিন্তু তারা পূর্বের কাজ অপেক্ষা পরবর্তী কাজটি আরও বাড়িয়ে দিল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানরা এতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং তাদের পরিশ্রমের জন্য তাদের কান্না ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গেল।
২৪ ঈশ্বর সেই সময় ইস্রায়েল সন্তানদের রব ও তাদের কান্না শুনলেন এবং অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সাথে কৃত তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন।
২৫ ঈশ্বর সেই সময় ইস্রায়েলীয়দের বোঝা এবং তাদের ভারী কাজ দেখেছিলেন এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন।
২৬ আর অম্রামের পুত্র মোশি সেই দিনগুলিতে মিদিয়নীয় রূয়েলের বাড়িতে কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং রূয়েলের কন্যা সিপ্পোরা প্রতিদিন গোপনে তাকে খাবার দিয়ে সাহায্য করতেন।
27আর মোশি দশ বছর রূয়েলের গৃহের কূপে বন্দী ছিলেন।
২৮ দশ বছরের শেষে, অর্থাৎ মিশরে ফরৌণের রাজত্বের প্রথম বছর, তাঁর পিতার জায়গায়,
29 সিপ্পোরা তার বাবা রূয়েলকে বলল, "তুমি দশ বছর ধরে যাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলে, কেউ সেই ইব্রীয়ের খোঁজ করে না, খোঁজ করে না।"
30এখন, যদি তোমার দৃষ্টিতে ভালো মনে হয়, তাহলে আমরা লোক পাঠিয়ে দেখি সে জীবিত আছে কি মৃত, কিন্তু তার বাবা জানতেন না যে সে তাকে সাহায্য করেছে।
31তার বাবা রূয়েল তাকে বললেন, "এমন কি কখনও ঘটেছে যে, একজন লোক দশ বছর ধরে না খেয়ে কারাগারে আটকে থেকে বেঁচে আছে?
32 সিপ্পোরা তার বাবাকে উত্তরে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো যে ইব্রীয়দের ঈশ্বর মহান ও ভয়ঙ্কর, এবং তিনি সর্বদা তাদের জন্য আশ্চর্য কাজ করেন।"
33 তিনিই আব্রাহামকে কলদীয়দের উর থেকে, ইসহাককে তার পিতার তরবারি থেকে এবং ইয়াকুবকে প্রভুর দূত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, যিনি ইয়াকুবের সাথে জাব্বুকের ঘাটে কুস্তি করেছিলেন।
34 এছাড়াও এই ব্যক্তির সাথে তিনি অনেক কিছু করেছেন, তিনি তাকে মিশরের নদী থেকে, ফেরাউনের তরবারি থেকে এবং কূশের সন্তানদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাই তিনি তাকে দুর্ভিক্ষ থেকেও রক্ষা করতে পারেন এবং তাকে জীবিত রাখতে পারেন।
৩৫ আর রূয়েলের দৃষ্টিতে এই কথা ভাল মনে হইল, এবং সে আপন কন্যার কথানুসারে করিল, এবং মোশির কি হইল, তাহা জানিবার জন্য কারাগারকে লোক পাঠাইল।
36 তিনি দেখলেন, আর দেখ, মোশি সেই লোকটিকে কারাগারে বাস করছিলেন। তিনি তাঁর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের প্রশংসা ও প্রার্থনা করছিলেন।
37আর রূয়েল মোশিকে কারাগার থেকে বের করে আনতে আদেশ দিলেন, তাতে তারা তার চুল কামিয়ে দিল এবং সে তার কারাগারের পোশাক পরিবর্তন করে রুটি খেল।
38 এরপর মোশি ঘরের পিছনে অবস্থিত রূয়েল বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, যিনি তাঁর জন্য অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।
39 আর যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন, তখন তিনি তার বিপরীত দিকে তাকালেন, আর দেখলেন বাগানের মাঝখানে লাগানো মাটিতে একটি নীলকান্তমণি কাঠ রাখা ছিল।
40 তারপর তিনি লাঠির কাছে গিয়ে তাকালেন, আর দেখলেন, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম খোদাই করা আছে, লেখা আছে এবং লাঠির উপরে বিকশিত হয়েছে।
৪১ আর সে তা পড়ল এবং তার হাত বাড়িয়ে ঝোপ থেকে বনের গাছের মতো তুলে ফেলল, আর লাঠিটি তার হাতে ছিল।
42 আর এই সেই লাঠি যা দিয়ে আমাদের ঈশ্বর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, এবং তাদের সমস্ত বাহিনী, সমুদ্র, নদী এবং তাদের মধ্যে থাকা সমস্ত মাছ সৃষ্টি করার পর তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।
৪৩ ঈশ্বর যখন আদমকে এদন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন তিনি লাঠিটি হাতে নিয়ে মাটি চাষ করতে লাগলেন, যেখান থেকে তাকে নেওয়া হয়েছিল।
44 আর লাঠিটি নোহের কাছে নেমে এলো এবং শেম ও তার বংশধরদের কাছে দেওয়া হলো, যতক্ষণ না তা ইব্রীয় অব্রাহামের হাতে আসে।
৪৫ অব্রাহাম যখন তাঁর পুত্র ইসহাককে তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন, তখন তিনি এই লাঠিও তাঁকে দিয়েছিলেন।

46যাকোব পদ্দন-অরামে পালিয়ে যাওয়ার পর তা নিজের হাতে নিলেন, কিন্তু যখন তিনি তাঁর বাবার কাছে ফিরে গেলেন, তখন তিনি তা রেখে যাননি।
47আর মিসরে নেমে যাওয়ার সময় তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে যোষেফকে দিলেন, তাঁর ভাইদের চেয়ে এক অংশ, কারণ যাকোব তাঁর ভাই এষৌর কাছ থেকে জোর করে তা কেড়ে নিয়েছিলেন।
48 যোষেফের মৃত্যুর পর, মিশরের রাজপরিবারের লোকেরা যোষেফের বাড়িতে ঢুকে পড়ল এবং মিদিয়নীয় রূয়েলের হাতে লাঠিটা ধরল। মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে লাঠিটা হাতে নিয়ে তার বাগানে রোপণ করল।
49 আর কীয়দের সমস্ত বীর পুরুষ তার মেয়ে সিপ্পোরাকে পেতে চেষ্টা করার সময় তা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছিল।
৫০ তাই সেই লাঠিটি রূয়েলের বাগানে রোপিত রইল, যতক্ষণ না যার অধিকার ছিল সে এসে তা নিয়ে গেল।
51আর রূয়েল মোশির হাতে লাঠিটা দেখে অবাক হয়ে গেল এবং তার সাথে তার মেয়ে সিপ্পোরাকে বিয়ে দিল।

অধ্যায় ৭৮

1 সেই সময় ইদোমের রাজা অক্বোরের পুত্র বাল্-হন্নন মারা গেলেন এবং ইদোম দেশে তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে কবর দেওয়া হল।
2তার মৃত্যুর পর এষৌর সন্তানরা ইদোম দেশে লোক পাঠালো এবং সেখান থেকে হদদ নামে একজন ইদোমীয়কে ধরে এনে তাদের রাজা বাল্-হন্নানের জায়গায় তাদের রাজা করল।
3 আর হদদ আটচল্লিশ বছর ইদোমীয়দের উপরে রাজত্ব করেছিলেন।
৪ আর যখন তিনি রাজত্ব করতে শুরু করলেন, তখন তিনি মোয়াবের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যেন তারা আগের মতো এষৌর সন্তানদের অধীনে আসে, কিন্তু তিনি তা করতে পারলেন না, কারণ মোয়াবের সন্তানরা এই কথা শুনেছিল, এবং তারা উঠে তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের উপর একজন রাজা নির্বাচন করার জন্য তাড়াহুড়ো করেছিল।
৫ এরপর তারা এক বিরাট জাতিকে জড়ো করে ইদোমের রাজা হদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের ভাই অম্মোনীয়দের কাছে সাহায্যের জন্য পাঠাল।
6 মোয়াবের লোকরা যা করেছে তা হদদ শুনে তাদের ভয় পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রইল।
৭ সেই সময় মিদিয়নে অম্রামের পুত্র মোশি মিদিয়নীয় রূয়েলের কন্যা সিপ্পোরাকে বিবাহ করেছিলেন।
৮ সিপ্পোরা যাকোবের কন্যাদের পথে চলতেন; তিনি সারা, রেবেকা, রাহেল এবং লেয়ার ন্যায়পরায়ণতার চেয়ে কম ছিলেন না।
9 সিপ্পোরা গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দিল এবং তার নাম গের্শোম রাখল, কারণ সে বলল, "আমি বিদেশে প্রবাসী ছিলাম; কিন্তু তার শ্বশুর রূয়েলের আদেশে সে তার লিঙ্গাগ্রত্বক্ ছেদন করেনি।"
১০ পরে সে আবার গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্রের জন্ম দিল। কিন্তু সে তার লিঙ্গাগ্রত্বক ছেদন করে তার নাম রাখল ইলীয়েষর, কারণ মোশি বলেছিলেন, "আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন এবং ফেরাউনের খড়্গ থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন।"
১১ সেই সময় মিশরের রাজা ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের পরিশ্রম অনেক বাড়িয়ে দিলেন এবং ইস্রায়েলীয়দের উপর তাঁর জোয়াল ভারী করে তুললেন।
১২ আর তিনি মিসরে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, ইট বানাইবার জন্য লোকদিগকে আর খড় দিও না, তাহারা যাইয়া নিজেদের জন্য খড় সংগ্রহ করুক।
১৩ আর তারা যত ইট বানাবে তার পরিমাণও প্রতিদিন তাদের দিতে হবে, আর কিছু কমাতে হবে না, কারণ তারা তাদের কাজে অলস।
১৪ ইস্রায়েলীয়রা এই কথা শুনে শোক করল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এবং তাদের আত্মার তিক্ততার জন্য তারা প্রভুর কাছে কাঁদল।
১৫ প্রভু ইস্রায়েলীয়দের কান্না শুনতে পেলেন এবং মিশরীয়রা তাদের উপর যে অত্যাচার করছিল তা দেখলেন।
১৬ আর প্রভু তাঁর লোকদের এবং তাঁর উত্তরাধিকারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন, এবং তাদের কথা শুনলেন, এবং তিনি তাদের মিশরের দুর্দশা থেকে বের করে আনার এবং তাদের অধিকার হিসাবে কেনান দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অধ্যায় ৭৯

1 সেই সময় মোশি সীন মরুভূমির ওপারে তাঁর শ্বশুর মিদিয়নীয় রূয়েলের পশুপাল চরাতেন, আর তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে নেওয়া লাঠিটি তাঁর হাতে ছিল।
2 একদিন পাল থেকে একটা ছাগলছানা হারিয়ে গেল, আর মোশি তার পিছনে পিছনে তাড়া করতে লাগলেন, আর সেটা ঈশ্বরের পর্বতে হোরেবে এসে পৌঁছাল।
3পরে তিনি হোরেবে পৌঁছানোর পর, প্রভু সেখানে ঝোপের মধ্যে তাঁকে দর্শন দিলেন, এবং তিনি দেখতে পেলেন ঝোপটি আগুনে জ্বলছে, কিন্তু আগুন ঝোপটিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারল না।
৪ আর মোশি এই দৃশ্য দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন, কারণ ঝোপটি পুড়ে গেল না, এবং তিনি এই দুর্দান্ত জিনিসটি দেখার জন্য কাছে গেলেন, এবং প্রভু আগুনের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন এবং তাকে মিশরে, মিশরের রাজা ফেরাউনের কাছে যেতে আদেশ দিলেন, যাতে তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের তার দাসত্ব থেকে বিদায় করতে পারেন।
5তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি মিশরে ফিরিয়া যাও, কেননা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টাকারী সকলে মারা পড়িয়াছে; আর তুমি ফরৌণকে বলো, যেন সে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে তাহার দেশ হইতে বিদায় করে দেয়।
6আর সদাপ্রভু তাঁকে মিশরে ফরৌণের ও তার প্রজাদের চোখের সামনে চিহ্ন ও অদ্‌ভুত কাজ দেখালেন, যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে সদাপ্রভুই তাঁকে পাঠিয়েছেন।

7 মোশি প্রভুর সমস্ত আদেশ মেনে চলেন। তিনি তাঁর শ্বশুরের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে সেই কথা বলেন। রূয়েল তাকে বলেন, "তুমি শান্তিতে যাও।"
৮ মোশি মিশরে যাওয়ার জন্য উঠলেন, আর তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের সঙ্গে নিলেন। তিনি পথের ধারে একটা সরাইখানায় ছিলেন। এমন সময় ঈশ্বরের একজন দূত নেমে এসে তাঁর বিরুদ্ধে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।
9আর সে তার প্রথমজাত পুত্রের জন্য তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কারণ সে তার সুন্নত করায়নি এবং প্রভু অব্রাহামের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তা লঙঘন করেছে।
১০ কারণ মোশি তাঁর শ্বশুরের কথা শুনেছিলেন, "তার প্রথমজাত পুত্রের সুন্নত করাবেন না," তাই তিনি তার সুন্নত করাননি।
১১ সিপ্পোরা দেখলেন যে, প্রভুর দূত মোশির বিরুদ্ধে সুযোগ খুঁজছেন, আর তিনি বুঝতে পারলেন যে, গের্শোমের খৎনা না করানোর কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।
১২ তখন সিপ্পোরা তাড়াতাড়ি করে সেখানকার ধারালো পাথরগুলো তুলে নিল এবং তার ছেলের ত্বকচ্ছেদ করল এবং সদাপ্রভুর দূতের হাত থেকে তার স্বামী ও ছেলেকে রক্ষা করল।
১৩ আর মোশির ভাই অম্রামের পুত্র হারোণ সেই দিন মিশরে নদীর ধারে হাঁটছিলেন।
14 প্রভু সেই স্থানে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং বললেন, "তুমি মরুভূমিতে মোশির কাছে যাও।" তখন তিনি ঈশ্বরের পর্বতে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন।
১৫ হারোণ চোখ তুলে মোশির স্ত্রী সিপ্পোরা ও তার সন্তানদের দেখতে পেলেন। তিনি মোশিকে বললেন, "তোমার কাছে এরা কারা?"
১৬ মোশি তাঁকে বললেন, "এরা আমার স্ত্রী ও পুত্র, যাদের ঈশ্বর মিদিয়নে আমাকে দিয়েছিলেন।" আর এই কথা হারোণকে সেই স্ত্রী ও তার সন্তানদের জন্য দুঃখিত করল।
১৭ হারোণ মোশিকে বললেন, "ঐ স্ত্রীলোকটিকে ও তার সন্তানদের তার বাবার বাড়িতে যেতে দাও।" মোশি হারোণের কথা শুনে তাই করলেন।
১৮ সিপ্পোরা তার সন্তানদের নিয়ে ফিরে এলো এবং তারা রূয়েলের বাড়ীতে গেল। প্রভু যখন তাঁর লোকদের প্রতি নজর দিলেন এবং ফরৌণের হাত থেকে তাদের মিশর থেকে বের করে আনলেন, সেই সময় পর্যন্ত তারা সেখানেই রইল।
১৯ পরে মোশি ও হারোণ মিশরে ইস্রায়েল সন্তানদের সমাজের কাছে গেলেন, এবং তাদেরকে সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য বললেন, আর লোকেরা অতিশয় আনন্দিত হল।
২০ পরের দিন ভোরে মোশি ও হারোণ ঈশ্বরের লাঠি হাতে করে ফরৌণের বাড়িতে গেলেন।
21 আর যখন তারা রাজদ্বারে পৌঁছাল, তখন দুটি যুব সিংহ লোহার অস্ত্র দিয়ে সেখানে আবদ্ধ ছিল, এবং তাদের সামনে থেকে কেউ বাইরে যেত না বা ভেতরে আসত না, কেবল রাজা যাদের আসতে আদেশ করতেন তারা ছাড়া, যখন জাদুকররা এসে তাদের মন্ত্র দ্বারা সিংহগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যেত, এবং এটি তাদের রাজার কাছে নিয়ে যেত।
22তখন মোশি তাড়াতাড়ি করে সিংহগুলোর উপর লাঠি তুলে সিংহদের ছেড়ে দিলেন, আর মোশি ও হারোণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।
২৩ সিংহরাও আনন্দে তাদের সাথে এলো, আর তারা তাদের পিছু পিছু গেল এবং কুকুর যেমন তার মনিবকে মাঠ থেকে ফিরে আসার সময় আনন্দ করে, তেমনি আনন্দ করল।
24 এই ঘটনা দেখে ফরৌণ অবাক হলেন এবং এই খবরে তিনি ভীষণ ভীত হলেন, কারণ তাদের চেহারা ঈশ্বরের সন্তানদের মতো ছিল।
২৫ ফরৌণ মোশিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও?" তারা উত্তরে বলল, "ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদের পাঠাও।"
২৬ ফরৌণ তাদের কথা শুনে তাদের সামনে ভীষণ ভয় পেলেন এবং তাদের বললেন, "আজ যাও, কাল আমার কাছে ফিরে এসো।" তারা রাজার কথামতই কাজ করল।
27তারা চলে যাওয়ার পর ফেরাউন জাদুকর বিলিয়মকে, তার পুত্রদের যান্নেস ও যাম্ব্রেসকে এবং রাজার সমস্ত জাদুকর, মন্ত্রবেত্তা ও পরামর্শদাতাদের ডেকে পাঠালেন; তারা সকলেই এসে রাজার সামনে বসল।
28 তখন রাজা মোশি ও তাঁর ভাই হারোণ যা যা বলেছিলেন, সে সবই তাদের বললেন। জাদুকররা রাজাকে বলল, "কিন্তু সিংহদের দরজায় আটকে রাখার কারণে লোকেরা তোমার কাছে কীভাবে এলো?"
29 রাজা বললেন, কারণ তারা সিংহদের উপর লাঠি তুলে তাদের ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে এসেছিল, আর সিংহরাও তাদের উপর আনন্দ করেছিল যেমন কুকুর তার প্রভুর সাথে দেখা করে আনন্দ করে।
30তখন বিয়োরের পুত্র যাদুকর বিলিয়ম রাজাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, ইহারা আমাদেরই ন্যায় যাদুকর ছাড়া আর কেহ নহে।
31 অতএব এখন তাদের ডেকে পাঠাও, তাদের আসতে দাও, আমরা তাদের পরীক্ষা করব, আর রাজা তাই করলেন।
32পরে সকালে ফেরাউন মোশি ও হারোণকে রাজার সামনে ডেকে পাঠালেন; তারা ঈশ্বরের লাঠিটি নিয়ে রাজার কাছে এসে বললেন,
33 ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদের পাঠাও।
34 রাজা তাদের বললেন, "কিন্তু কে তোমাদের বিশ্বাস করবে যে তোমরা ঈশ্বরের দূত এবং তাঁর আদেশেই তোমরা আমার কাছে এসেছ?"
৩৫ অতএব এখন এই বিষয়ে কোন আশ্চর্য কাজ বা চিহ্ন দেখান, তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করা হবে।
36তখন হারোণ তাড়াতাড়ি করে ফরৌণ ও তাঁর দাসদের সামনে তাঁর হাত থেকে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেললেন, আর লাঠিটা সাপে পরিণত হল।
37 আর যাদুকররা এটা দেখে প্রত্যেকে তাদের লাঠি মাটিতে ছুঁড়ে মারল, আর সেগুলো সাপে পরিণত হল।
38 আর হারোণের লাঠির সাপটি মাথা তুলে মুখ খুলল যাতে জাদুকরদের লাঠিগুলো গিলে ফেলা যায়।

39তখন যাদুকর বিলিয়ম উত্তর দিলেন, "প্রাচীনকাল থেকেই এই ঘটনা চলে আসছে যে, সাপ তার সঙ্গীকে গিলে ফেলে এবং প্রাণীরা একে অপরকে গ্রাস করে।"
40 অতএব এখন তুমি এটিকে আগের মতোই আগের মতো করে দাও, আর আমরাও আমাদের লাঠিগুলো আগের মতো করে দেব, আর যদি তোমার লাঠি আমাদের লাঠিগুলো গিলে ফেলে, তাহলে আমরা জানব যে ঈশ্বরের আত্মা তোমার মধ্যে আছেন, আর যদি না হয়, তাহলে তুমি আমাদের মতোই একজন কারিগর।
41 আর হারোণ তাড়াতাড়ি করে তার হাত বাড়িয়ে সাপের লেজ ধরলেন, আর তা তার হাতে লাঠিতে পরিণত হল। আর জাদুকররাও তাদের লাঠি দিয়ে একই কাজ করল, আর তারা প্রত্যেকে তার সাপের লেজ ধরে ফেলল, আর তারা আগের মতো লাঠিতে পরিণত হল।
42 আর যখন সেগুলোকে লাঠিতে পরিণত করা হল, তখন হারোণের লাঠিটা তাদের লাঠিগুলো গিলে ফেলল।
43 রাজা যখন এই ঘটনা দেখলেন, তখন তিনি মিশরের রাজাদের সম্পর্কে লেখা নথিপত্র আনতে আদেশ দিলেন। তারা সেই নথিপত্র, অর্থাৎ মিশরের রাজাদের ইতিহাস, আনলেন, যাতে মিশরের সমস্ত প্রতিমা খোদাই করা ছিল। তারা সেখানে সদাপ্রভুর নাম খুঁজে পাওয়ার কথা ভেবেছিল, কিন্তু তা পেল না।
44তখন ফরৌণ মোশি ও হারোণকে বললেন, দেখ, আমি এই পুস্তকে তোমাদের ঈশ্বরের নাম লিখিত পাইনি, এবং তাঁর নামও জানি না।
45তখন মন্ত্রীরা ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজাকে উত্তর দিলেন, আমরা শুনেছি যে, ইব্রীয়দের ঈশ্বর জ্ঞানীদের পুত্র, প্রাচীন রাজাদের পুত্র।
46তখন ফরৌণ মোশি ও হারোণের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা যাঁর কথা ঘোষণা করেছ, আমি তাঁকে চিনি না, আর তাঁর লোকদেরও পাঠাব না।"
47তারা উত্তরে রাজাকে বলল, "ঈশ্বরের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর নাম, আর আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে তিনি আমাদের উপরে তাঁর নাম ঘোষণা করেছেন এবং আমাদের পাঠিয়ে বলেছেন, 'ফরৌণের কাছে যাও এবং তাকে বলো, আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদের পাঠাও।'
48অতএব এখন আমাদের পাঠান, আমরা তিন দিনের জন্য প্রান্তরে ভ্রমণ করি, এবং সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে বলিদান করি; কারণ আমরা মিসরে নামিয়ে আসার দিন থেকে তিনি আমাদের হাত থেকে হোমবলি, নৈবেদ্য বা বলিদান কিছুই নেননি; আর যদি আপনি আমাদের না পাঠান, তবে তাঁর ক্রোধ আপনার প্রতি প্রজ্বলিত হবে, এবং তিনি মহামারী বা তরবারি দ্বারা মিসরকে আঘাত করবেন।
49তখন ফেরাউন তাদের বললেন, "তাঁর শক্তি ও পরাক্রমের কথা আমাকে বলো।" তারা তাঁকে বলল, "তিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র এবং তাদের মধ্যেকার সমস্ত মাছ সৃষ্টি করেছেন, তিনি আলো সৃষ্টি করেছেন, অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে বৃষ্টি দিয়েছেন এবং জল দিয়েছেন, এবং ঘাস ও উদ্ভিদ অঙ্কুরিত করেছেন, তিনি মানুষ, পশু, বনের পশু, আকাশের পাখি এবং সমুদ্রের মাছ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর মুখ দিয়েই তারা জীবিত ও মরে।"
৫০ তিনিই তোমাকে তোমার মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন, তোমার মধ্যে প্রাণের নিঃশ্বাস দান করেছেন, তোমাকে লালন-পালন করেছেন এবং তোমাকে মিশরের রাজসিংহাসনে বসিয়েছেন। তিনি তোমার প্রাণ ও প্রাণ কেড়ে নেবেন এবং যেখান থেকে তুমি উঠে এসেছিলে, সেই মাটিতেই তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন।
51 তাদের কথায় রাজার ক্রোধ প্রজ্বলিত হল এবং তিনি তাদের বললেন, "কিন্তু জাতিগণের দেবতাদের মধ্যে কে এটা করতে পারে? আমার নদী আমার, এবং আমিই তা নিজের জন্য তৈরি করেছি।"
৫২ তিনি তাদের তাঁর কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং ইস্রায়েলের উপর গতকাল এবং আগের চেয়ে আরও কঠোর পরিশ্রমের নির্দেশ দিলেন।
৫৩ পরে মোশি ও হারোণ রাজার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং দেখলেন ইস্রায়েলীয়দের অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ কার্যনির্বাহীরা তাদের কাজ অত্যন্ত ভারী করে তুলেছিল।
54তখন মোশি সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসে বললেন, "তুমি তোমার লোকদের প্রতি কেন খারাপ ব্যবহার করলে? তুমি আমাকে যা যা করতে বলেছ, তা ফরৌণের কাছে বলতে আসার পর থেকে সে ইস্রায়েলীয়দের প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।"
৫৫ প্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি দেখতে পাবে যে ফরৌণ তার হাত বাড়িয়ে এবং প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।"
৫৬ মোশি এবং হারোণ মিশরে তাদের ভাই ইস্রায়েলীয়দের সাথে বাস করতে লাগলেন।
৫৭ আর ইস্রায়েল সন্তানদের ক্ষেত্রে, মিশরীয়রা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ভারী কাজ দিয়ে তাদের জীবনকে তিক্ত করে তুলেছিল।

অধ্যায় ৮০

1 দুই বছরের শেষে, প্রভু আবার মোশিকে ফরৌণের কাছে পাঠালেন যাতে তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনেন।
2 মোশি গিয়ে ফরৌণের বাড়িতে গেলেন এবং প্রভুর পাঠানো কথাগুলি তাঁকে বললেন, কিন্তু ফরৌণ প্রভুর কথা শুনলেন না। ঈশ্বর মিশরে ফরৌণ ও তাঁর প্রজাদের উপর তাঁর শক্তি প্রয়োগ করলেন এবং ঈশ্বর ফরৌণ ও তাঁর প্রজাদের উপর মহা ও ভয়াবহ আঘাত করলেন।
3আর সদাপ্রভু হারোণের হাত দিয়ে পাঠালেন এবং মিশরের সমস্ত জল, তার সমস্ত স্রোত ও নদী রক্তে পরিণত করলেন।
4আর একজন মিশরীয় পান করতে ও জল তুলতে এলে সে তার কলসীর মধ্যে তাকিয়ে দেখল, আর দেখল সমস্ত জল রক্তে পরিণত হয়েছে; আর যখন সে তার পাত্র থেকে পান করতে এসেছিল, তখন পাত্রের জল রক্তে পরিণত হয়ে গেল।
৫ আর যখন একজন মহিলা তার ময়দা মেখে তার খাবার রান্না করত, তখন সেগুলোর চেহারা রক্তের মতো হয়ে যেত।

6পরে সদাপ্রভু আবার লোক পাঠালেন এবং তাদের সমস্ত জলাশয় থেকে ব্যাঙ বের করে আনলেন, আর সমস্ত ব্যাঙ মিশরীয়দের ঘরে ঢুকে পড়ল।
৭ আর যখন মিশরীয়রা পান করত, তখন তাদের পেট ব্যাঙে ভরে যেত এবং তারা নদীর জলে যেমন নাচত, তেমনি তাদের পেটেও ব্যাঙ নাচত।
৮ আর তাদের সমস্ত পানীয় জল এবং রান্নার জল ব্যাঙে পরিণত হল, আর যখন তারা বিছানায় শুয়ে পড়ল তখন তাদের ঘাম ব্যাঙের জন্ম দিল।
9 এই সব সত্ত্বেও, প্রভুর ক্রোধ তাদের উপর থেকে সরে গেল না, বরং সমস্ত মিশরীয়দের উপর তাঁর হাত প্রসারিত হয়ে তাদের উপর সব ধরণের মারাত্মক আঘাত আনলেন।
১০ তিনি লোক পাঠিয়ে তাদের ধুলোয় উকুনের আঘাত করলেন, আর উকুনের সংখ্যা মিশরে দুই হাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল।
১১ মিশরের সমস্ত বাসিন্দার মধ্যে, মানুষ ও পশুর মাংসে, প্রচুর পরিমাণে উকুন ছিল। প্রভু রাজা ও রাণীর উপরও উকুন পাঠিয়েছিলেন, এবং উকুনের জন্য মিশর অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল।
১২ তবুও সদাপ্রভুর ক্রোধ নিবৃত্ত হল না, এবং মিসরের উপর তাঁর হাত তখনও প্রসারিত রইল।
১৩ আর সদাপ্রভু মিশরে নানা প্রকার বন্য পশু পাঠালেন; তারা এসে সমস্ত মিশরীয় মানুষ, পশু, গাছপালা এবং মিশরের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিল।
১৪ আর প্রভু অগ্নিসর্প, বিচ্ছু, ইঁদুর, নীচু, ব্যাঙ এবং ধুলোয় ভেসে বেড়ানো অন্যান্য প্রাণী পাঠালেন।
১৫টি মাছি, ভীম, মাছি, পোকামাকড় এবং মশা, প্রতিটি তার জাতের ঝাঁক।
১৬ আর সমস্ত ধরণের সরীসৃপ এবং ডানাওয়ালা প্রাণী মিশরে এসে মিশরীয়দের খুব দুঃখ দিল।
১৭ আর মাছি ও পোকামাকড় মিশরীয়দের চোখে ও কানে ঢুকে পড়ল।
১৮ তখন ভীমরুল তাদের আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিল, আর তারা সেখান থেকে তাদের ভেতরের ঘরে চলে গেল, আর ভীমরুল তাদের তাড়া করল।
১৯ আর যখন মিশরীয়রা পশুদের ঝাঁকের ভয়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখল, তখন তারা তাদের দরজা বন্ধ করে দিল, আর ঈশ্বর সমুদ্রের মধ্যে থাকা সুলানুথকে উঠে এসে মিশরে যেতে আদেশ দিলেন।
২০ আর তার হাত লম্বা ছিল, পুরুষের হাতের সমান দশ হাত লম্বা।
21আর সে ছাদে গেল, ছাদের তক্তা ও মেঝে খুলে ফেলল এবং সেগুলো কেটে ফেলল, এবং ঘরের মধ্যে হাত বাড়িয়ে তালা ও খিলান খুলে ফেলল এবং মিশরের ঘরগুলো খুলে দিল।
22 এরপরে ঝাঁক ঝাঁক পশুরা মিশরের বাড়িতে ঢুকে পড়ল, আর সেই ঝাঁক ঝাঁক মিশরীয়দের ধ্বংস করে দিল, আর তাতে তারা খুবই দুঃখিত হল।
23 তবুও মিশরীয়দের উপর থেকে সদাপ্রভুর ক্রোধ নিবৃত্ত হল না, বরং তাদের বিরুদ্ধে তাঁর হাত তখনও প্রসারিত ছিল।
২৪ ঈশ্বর মহামারী পাঠালেন, আর সেই মহামারী মিশরে ছড়িয়ে পড়ল; ঘোড়া, গাধা, উট, গরু, ভেড়া এবং মানুষের মধ্যেও।
25আর মিশরীয়রা যখন খুব ভোরে তাদের পশুপাল চরাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠল, তখন তারা তাদের সমস্ত পশুপাল মৃত দেখতে পেল।
২৬ মিশরীয়দের দশটি পশুর মধ্যে কেবল একটিই অবশিষ্ট রইল, এবং গোশনে ইস্রায়েলীয়দের পশুদের মধ্যে একটিও মরল না।
27আর ঈশ্বর মিশরীয়দের শরীরে জ্বালাকর প্রদাহ পাঠালেন, যা তাদের চামড়া ফেটে গেল, এবং তা সমস্ত মিশরীয়দের পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত তীব্র চুলকানির মতো হয়ে উঠল।
28 তাদের শরীরে অনেক ফোঁড়া ছিল, ফলে তাদের মাংস পচে পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠল।
29 তবুও সদাপ্রভুর ক্রোধ নিবৃত্ত হল না, বরং সমস্ত মিশরের উপর তাঁর হাত তখনও প্রসারিত ছিল।
30আর সদাপ্রভু প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি পাঠালেন, যা তাদের দ্রাক্ষালতাকে আঘাত করল এবং তাদের ফলের গাছগুলিকে ভেঙে ফেলল এবং শুকিয়ে দিল, ফলে সেগুলো তাদের উপর পড়ল।
31আর সমস্ত সবুজ গাছপালা শুকিয়ে গেল এবং মরে গেল, কারণ শিলার মধ্যে মিশ্র আগুন নেমে এল, তাই শিলাবৃষ্টি ও আগুন সবকিছু গ্রাস করল।
32 আগুনের শিখা ও শিলাবৃষ্টিতে বাইরে পাওয়া মানুষ ও পশুরা মারা গেল, আর সমস্ত যুবসিংহ ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
33 আর প্রভু মিশরে অসংখ্য পঙ্গপাল পাঠালেন, হাসেল, শালোম, চারগোল এবং চাগোল, প্রত্যেক ধরণের পঙ্গপাল, শিলাবৃষ্টির ফলে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা গ্রাস করে ফেলল।
34 তখন মিশরীয়রা পঙ্গপালের আক্রমণে আনন্দিত হল, যদিও তারা ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলল, এবং প্রচুর পরিমাণে পঙ্গপাল ধরে খাবার হিসেবে লবণ মেশাল।
৩৫ আর সদাপ্রভু সমুদ্রের এক প্রবল বাতাস ঘুরিয়ে দিলেন, যা সমস্ত পঙ্গপাল, এমনকি লবণাক্ত পঙ্গপালকেও উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং লোহিত সাগরে ফেলে দিল; মিশরের সীমানার মধ্যে একটিও পঙ্গপাল রইল না।
36আর ঈশ্বর মিশরে অন্ধকার পাঠালেন, ফলে সমস্ত মিশর ও পথ্রোষ দেশ তিন দিনের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল, ফলে কেউ যখন তার হাত মুখের কাছে তুলত তখন তা দেখতে পেত না।
37 সেই সময় ইস্রায়েলের অনেক লোক মারা গেল যারা প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং মোশি ও হারোণের কথা শোনেনি এবং ঈশ্বর তাদের পাঠিয়েছেন বলে তাদের বিশ্বাস করেনি।
38 আর কে বলেছিল, 'আমরা মিশর থেকে বের হব না, না হলে আমরা জনশূন্য প্রান্তরে ক্ষুধায় মারা যাব?' আর কে মোশির কথা শোনেনি?'
39 আর প্রভু তাদের তিন দিনের অন্ধকারে আঘাত করলেন, এবং সেই দিনগুলিতে ইস্রায়েলীয়রা তাদের কবর দিল, মিশরীয়রা তাদের সম্পর্কে জানতেও পারল না, তাদের জন্য আনন্দও করল না।

40আর তিন দিন পর্যন্ত মিশরে ভীষণ অন্ধকার রইল; অন্ধকার আসার সময় যে কেউ দাঁড়িয়ে থাকত, সে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত, যে বসে থাকত সে বসে থাকত, যে শুয়ে থাকত সে একই অবস্থায় পড়ে থাকত, আর যে হাঁটত সে একই জায়গায় মাটিতে বসে থাকত; আর অন্ধকার চলে না যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত মিশরীয়দের প্রতি এই ঘটনা ঘটল।

41আর অন্ধকারের দিনগুলো চলে গেল, আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে পাঠালেন, বললেন, তোমরা তোমাদের উৎসব পালন করো এবং তোমাদের নিস্তারপর্ব পালন করো, কারণ দেখ, আমি রাতের আঁধারে সমস্ত মিশরীয়দের মধ্যে আসছি, এবং আমি তাদের সকলের প্রথমজাতকে, মানুষের প্রথমজাত থেকে পশুর প্রথমজাত পর্যন্ত, আঘাত করব, আর যখন আমি তোমাদের নিস্তারপর্ব দেখব, তখন তোমাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করব।

42 প্রভু মোশি ও হারোণকে যা যা আদেশ করেছিলেন, ইস্রায়েলের লোকরা সেই রাতে সেই অনুসারেই কাজ করল।

43 আর মধ্যরাতে সদাপ্রভু মিশরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং মানুষের প্রথমজাত থেকে শুরু করে পশুর প্রথমজাত পর্যন্ত মিশরীয়দের সমস্ত প্রথমজাতকে আঘাত করলেন।

44 সেই রাতেই ফরৌণ, তাঁর সমস্ত কর্মচারী এবং সমস্ত মিশরীয়রা উঠে পড়লেন। সেই রাতে সারা মিশরে মহা কান্নার রোল উঠল, কারণ এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে মৃতদেহ ছিল না।

৪৫ এছাড়াও, মিশরের প্রথমজাতদের প্রতিকৃতি, যা তাদের বাড়ির দেয়ালে খোদাই করা হয়েছিল, ধ্বংস হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

৪৬ এমনকি তাদের প্রথমজাতদের হাড়গোড়, যারা এর আগে মারা গিয়েছিল এবং যাদের তারা তাদের ঘরে কবর দিয়েছিল, সেই রাতে মিশরের কুকুররা তাদের হাড়গোড় তুলে নিয়ে মিশরীয়দের সামনে টেনে নিয়ে তাদের সামনে ফেলে দেয়।

47 মিশরীয়রা যখন হঠাৎ তাদের উপর এই বিপদ ঘটল, তখন তারা জোরে চিৎকার করে উঠল।

48 সেই রাতে মিশরের সমস্ত পরিবার তাদের পুত্রের জন্য এবং প্রথমজাত কন্যার জন্য কাঁদল। সেই রাতে দূর থেকে মিশরের কোলাহল শোনা গেল।

49 সেই রাতে ফরৌণের কন্যা বথিয়া রাজার সাথে মোশি ও হারোণকে তাদের বাড়ীতে খুঁজতে গেলেন। তারা তাদের বাড়ীতে তাদের বাড়ীতে পানাহার ও সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের সাথে আনন্দ করতে দেখতে পেলেন।

৫০ বথিয় মোশিকে বললেন, "আমি তোমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছি, তোমাকে লালন-পালন করেছি, তোমাকে বড় করে তুলেছি, তারই কি এই পুরস্কার? তুমি আমার ও আমার বাবার বংশের উপর এই অমঙ্গল এনেছ?"

51 মোশি তাকে বললেন, "প্রভু মিশরের উপর দশটি আঘাত এনেছিলেন, কিন্তু তার কোন আঘাত কি তোমার উপর এসেছিল? তার কোন আঘাত কি তোমার উপর এসেছিল?" সে বলল, "না।"

৫২ মোশি তাকে বললেন, "যদিও তুমি তোমার মায়ের প্রথম সন্তান, তবুও তুমি মারা যাবে না এবং মিশরে তোমার কোন বিপদ ঘটবে না।"

53সে বলল, "যখন আমি রাজা, আমার ভাই, তাঁর সমস্ত পরিবার এবং প্রজাদের এই বিপদে পড়তে দেখি, যাদের প্রথমজাত সন্তান মিশরের সমস্ত প্রথমজাত সন্তানের সাথে মারা যাচ্ছে, তখন আমার কী লাভ?"

54 মোশি তাকে বললেন, "তোমার ভাই, তার পরিবারের সদস্যরা এবং মিসরের সমস্ত প্রজারা প্রভুর কথা শুনতে রাজি হয়নি, তাই তাদের উপর এই অমঙ্গল ঘটল।"

৫৫ মিশরের রাজা ফরৌণ মোশি, হারোণ এবং তাদের সাথে সেই স্থানে থাকা কিছু ইস্রায়েলীয়ের কাছে গেলেন এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে বললেন,

56 তুমি উঠে পড়ো, তোমার ভাইদের, অর্থাৎ দেশের সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের, তাদের ভেড়া, গরু এবং তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাও। তারা কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। কেবল আমার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করো।

৫৭ মোশি ফরৌণকে বললেন, "দেখ, যদিও তুমি তোমার মায়ের প্রথমজাত, তবুও ভয় পেও না, কারণ তুমি মরবে না, কারণ প্রভু তোমাকে তাঁর মহান শক্তি এবং শক্তিশালী প্রসারিত বাহু দেখানোর জন্য বাঁচতে আদেশ দিয়েছেন।"

৫৮ তখন ফরৌণ ইস্রায়েল সন্তানদের বিদায় করার আদেশ দিলেন, আর সমস্ত মিশরীয় তাদের বিদায় করার জন্য নিজেদেরকে দৃঢ় করল, কারণ তারা বলল, "আমরা সকলেই ধ্বংস হচ্ছি।"

59 আর সমস্ত মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের প্রচুর ধন-সম্পদ, ভেড়া, গরু এবং মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিল, আমাদের পিতা অব্রাহামের সাথে প্রভুর শপথ অনুসারে।

৬০ কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা রাতের বেলায় বের হতে দেরি করল। মিশরীয়রা যখন তাদের বের করে আনতে তাদের কাছে এলো, তখন তারা বলল, "আমরা কি চোর যে রাতে বের হব?"

61 ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনা, রূপার পাত্র এবং পোশাক চাইল, কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিল।

62 তখন মোশি তাড়াতাড়ি উঠে মিশরের নদীর ধারে গেলেন এবং সেখান থেকে যোষেফের কফিনটি তুলে আনলেন এবং তা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

63 ইস্রায়েল-সন্তানরা প্রত্যেকে তাদের বাবার কফিন এবং তাদের বংশের কফিন সঙ্গে করে নিয়ে এল।

অধ্যায় ৮১

1 ইস্রায়েলীয়রা রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা করল। ছোট ছেলেমেয়ে এবং তাদের স্ত্রীদের বাদ দিয়ে প্রায় ছয় লক্ষ পুরুষ পায়ে হেঁটে গেল।

2 তাদের সাথে মিশ্র জাতির লোকও গিয়েছিল, তাদের সাথে ছিল মেষপাল, গরু, এমনকি অনেক গবাদি পশুও।

3 ইস্রায়েলীয়রা মিশরে দু'শো দশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে বাস করছিল।

৪ আর দুই শত দশ বছরের শেষে, প্রভু তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনলেন।
5 ইস্রায়েলীয়রা মিশর, গোশন ও রামিষেষ থেকে যাত্রা করে প্রথম মাসের পনেরো দিনের দিন সুক্কোতে শিবির স্থাপন করল।
6আর মিশরীয়রা তাদের সকল প্রথমজাত সন্তানকে কবর দিল, যাদেরকে সদাপ্রভু আঘাত করেছিলেন, এবং সমস্ত মিশরীয় তাদের নিহত সন্তানদের তিন দিন ধরে কবর দিল।
৭ ইস্রায়েল-সন্তানগণ সুক্কোৎ হইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের প্রান্তে এথোমে শিবির স্থাপন করিল।
৮ মিশরীয়রা তাদের প্রথমজাত সন্তানদের কবর দেওয়ার তৃতীয় দিনে, অনেক লোক মিশর থেকে উঠে ইস্রায়েলীয়দের মিসরে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের পিছনে পিছনে গেল, কারণ তারা ইস্রায়েলীয়দের দাসত্ব থেকে বিদায় করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল।
9আর একজন লোক তার প্রতিবেশীকে বলল, "মোশি ও হারোণ নিশ্চয়ই ফরৌণকে বলেছিলেন, আমরা তিন দিনের পথ প্রান্তরে গিয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলিদান করব।"
১০ অতএব চলো, আমরা খুব ভোরে উঠে তাদের ফিরিয়ে আনি। যদি তারা আমাদের সাথে মিশরে তাদের প্রভুদের কাছে ফিরে যায়, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে তাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে। কিন্তু যদি তারা ফিরে না আসে, তাহলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং মহাশক্তি ও শক্তিশালী হাত দিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনব।
১১ আর ফেরাউনের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকালে উঠলেন, এবং তাদের সাথে প্রায় সাত লক্ষ লোক ছিল। তারা সেই দিনই মিসর থেকে বের হয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের স্থানে উপস্থিত হলেন।
১২ মিশরীয়রা দেখল, মোশি, হারোণ এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয় পী-হহীরোতের সামনে বসে ভোজন পান করছে এবং প্রভুর উৎসব পালন করছে।
১৩ তখন সমস্ত মিশরীয় ইস্রায়েল সন্তানদের বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই বলেছিলে, আমরা তিন দিনের জন্য প্রান্তরে যাত্রা করব এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান করব এবং ফিরে আসব।"
১৪ অতএব, আজ তোমাদের চলে যাওয়ার পাঁচ দিন পূর্ণ হল, তোমরা তোমাদের মনিবদের কাছে ফিরে যাও না কেন?
15 তখন মোশি ও হারোণ তাদের উত্তর দিলেন, "কারণ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তোমরা আর মিশরে ফিরে যাবে না, বরং আমরা এমন এক দেশে যাব যেখানে দুধ ও মধু প্রবাহিত হয়, যেমন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আমাদের দেবার শপথ করেছিলেন।"
১৬ মিশরের প্রধান লোকেরা যখন দেখল যে, ইস্রায়েলীয়রা তাদের কথায় কান দিচ্ছে না, মিসরে ফিরে যেতে, তখন তারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হল।
১৭ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের হৃদয় মিশরীয়দের বিরুদ্ধে দৃঢ় করলেন, তাতে তারা তাদের ভীষণভাবে আঘাত করল। মিশরীয়দের উপর যুদ্ধ তীব্র হল এবং সমস্ত মিশরীয় ইস্রায়েল-সন্তানদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, কারণ তাদের অনেকেই ইস্রায়েলের হাতে মারা পড়েছিল।
১৮ আর ফেরাউনের সভাসদরা মিসরে গিয়া ফরৌণকে কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ পলায়ন করিয়াছে, আর কখনও মিসরে ফিরিয়া যাইবে না; আর মোশি ও হারোণ আমাদের এইরূপ কথা কহিলেন।
১৯ ফরৌণ এই কথা শুনলেন, আর তাঁর এবং তাঁর সমস্ত প্রজাদের হৃদয় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বিমুখ হয়ে উঠল, এবং ইস্রায়েলকে পাঠানোর জন্য তারা অনুতপ্ত হল; আর সমস্ত মিশরীয় ফরৌণকে পরামর্শ দিল যেন তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের তাড়া করেন যাতে তারা তাদের বোঝা বহন করতে ফিরে আসে।
20আর তারা প্রত্যেকে আপন আপন ভাইকে কহিল, আমরা এ কি করিলাম যে, ইস্রায়েলকে আমাদের দাসত্ব হইতে বিদায় করিলাম?
21আর সদাপ্রভু সমস্ত মিশরীয়দের হৃদয়কে ইস্রায়েলীয়দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাওয়া করিতে দৃঢ় করিলেন, কারণ সদাপ্রভু লোহিত সাগরে মিশরীয়দের নিপাত করিতে ইচ্ছা করিলেন।
22তখন ফরৌণ উঠিয়া আপন রথ সজ্জিত করিলেন, এবং সমস্ত মিশরীয়কে একত্র করিতে আজ্ঞা করিলেন, ছোট ছোট বালক-বালিকাগণ ব্যতীত আর কোন পুরুষ অবশিষ্ট থাকিল না।
২৩ আর সমস্ত মিশরীয় ইস্রায়েল সন্তানদের তাড়া করিতে ফরৌণের সহিত বাহির হইল; আর মিশরের শিবির ছিল অতি বৃহৎ ও ভারী, প্রায় দশ লক্ষ লোকের শিবির।
24 এই সৈন্যদলের সমস্ত লোক ইস্রায়েলীয়দের মিশরে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের কাছে গেল, এবং সূফ সাগরের ধারে তাদের তাঁবু খাটাল।
25তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, সমস্ত মিশরীয় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের বিষয়ে অতিশয় ভীত হইল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল।
২৬ মিশরীয়দের ভয়ে ইস্রায়েলীয়রা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করল, কারণ তারা মিশরীয়দের ভয় পেল। মোশি তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বললেন।
27 প্রথম দলটি ছিল রূবেণ, শিমিয়োন এবং ইষাখরের সন্তানদের, এবং তারা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল, কারণ তারা মিশরীয়দের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল।
28 মোশি তাদের বললেন, "ভয় পেও না, দাঁড়িয়ে থাকো এবং আজ প্রভু তোমাদের জন্য যে উদ্ধার সাধন করবেন তা দেখো।"
২৯ দ্বিতীয় দলটি ছিল সবূলূন, বিন্যামীন এবং নপ্তালির সন্তানদের নিয়ে, এবং তারা মিশরীয়দের সাথে মিশরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
৩০ মোশি তাদের বললেন, "ভয় পেও না, কারণ আজ যেমন তোমরা মিশরীয়দের দেখছো, তেমনি আর কখনও তাদের দেখতে পাবে না।"
৩১ তৃতীয় দলটি ছিল যিহূদা এবং যোষেফের সন্তানদের, এবং তারা মিশরীয়দের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল।

32 মোশি তাদের বললেন, "তোমরা তোমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো, কারণ প্রভু তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন, আর তোমরা চুপ করে থাকবে।"

৩৩ চতুর্থ দলটি ছিল লেবি, গাদ ও আশেরের সন্তানদের মধ্য থেকে। তারা মিশরীয়দের মধ্যে গিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার সিদ্ধান্ত নিল। মোশি তাদের বললেন, "তোমরা তোমাদের জায়গায় থাকো এবং ভয় পেও না, কেবল সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমাদের তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন।"

34এরপর মোশি লোকদের মধ্য থেকে উঠে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন,

৩৫ হে সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর সদাপ্রভু, এখন তোমার সেই লোকদের রক্ষা কর, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ; আর মিশরীয়রা যেন এই গর্ব না করে যে শক্তি ও পরাক্রম তাদেরই।

36তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি কেন আমার কাছে কাঁদিতেছ? ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলো, তাহারা অগ্রসর হউক; আর তুমি তোমার লাঠি সমুদ্রের উপরে বিস্তার করিয়া তাহা দুই ভাগ কর, তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহার মধ্য দিয়া যাইবে।

37 মোশি তাই করলেন, আর সমুদ্রের উপর তাঁর লাঠি তুলে সমুদ্রকে দু'ভাগ করলেন।

38 সমুদ্রের জল বারো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, এবং ইস্রায়েলীয়রা পায়ে হেঁটে, জুতা পরে, যেমন একজন মানুষ প্রস্তুত রাস্তা দিয়ে যায়।

39 আর প্রভু মোশি ও হারোণের মাধ্যমে মিশরে ও সমুদ্রে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে তাঁর অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করেছিলেন।

40 ইস্রায়েলীয়রা সমুদ্রে প্রবেশ করলে, মিশরীয়রা তাদের পিছনে পিছনে এলো, এবং সমুদ্রের জল তাদের উপর আবার এসে পড়ল, এবং তারা সকলেই জলে ডুবে গেল। আর একজনও অবশিষ্ট রইল না, কেবল ফরৌণ, যিনি প্রভুর ধন্যবাদ করেছিলেন এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিলেন, তাই প্রভু সেই সময় মিশরীয়দের সাথে তাকে ধ্বংস করেননি।

41 আর প্রভু একজন দূতকে আদেশ দিলেন যেন তিনি মিশরীয়দের মধ্য থেকে তাকে নিয়ে যান, যিনি তাকে নিনেভা দেশে নিক্ষেপ করলেন এবং তিনি দীর্ঘকাল ধরে সেখানে রাজত্ব করলেন।

42 সেই দিন প্রভু মিশরের হাত থেকে ইস্রায়েলকে রক্ষা করলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয় দেখতে পেল যে মিশরীয়রা ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং তারা প্রভুর মহান হাত দেখেছিল, যা তিনি মিশরে এবং সমুদ্রে করেছিলেন।

43 তারপর মোশি এবং ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর উদ্দেশ্যে এই গানটি গাইল, যেদিন প্রভু মিশরীয়দের তাদের সামনে পরাজিত করেছিলেন।

44আর সমস্ত ইস্রায়েল সম্মিলিতভাবে গান গাইতে লাগিল, "আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাইব, কারণ তিনি অতিশয় উন্নত; তিনি ঘোড়া ও তার আরোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন; দেখ, ঈশ্বরের ব্যবস্থা-পুস্তকে ইহা লিখিত আছে।"

45এরপর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিল, এবং মারাতে শিবির স্থাপন করিল; এবং সদাপ্রভু সেই স্থানে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বিধি ও শাসন প্রদান করিলেন, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে তাঁহার সমস্ত পথে চলিতে ও তাঁহার সেবা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

46 পরে তারা মারা থেকে যাত্রা করে এলিমে উপস্থিত হল। এলিমে বারোটি জলের ঝর্ণা এবং সত্তরটি খেজুর গাছ ছিল। ছেলেরা সেই জলের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল।

47 মিশর ত্যাগ করার পর দ্বিতীয় মাসের পনেরো দিনের দিন তারা এলীম থেকে যাত্রা করে সীন প্রান্তরে উপস্থিত হল।

48 সেই সময় প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খেতে মান্না দিলেন এবং প্রভু প্রতিদিন আকাশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য খাবার বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

49 ইস্রায়েলীয়রা চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে থাকাকালীন, অর্থাৎ কনান দেশে অধিকার করার জন্য না আসা পর্যন্ত, মান্না খেয়েছিল।

৫০ তারা সীন মরুভূমি ত্যাগ করে আলুশে শিবির স্থাপন করল।

51আলুশ ত্যাগ করে তারা রফীদীমে শিবির স্থাপন করল।

52 ইস্রায়েলীয়রা যখন রফীদীমে ছিল, তখন সফোর ভাই এষৌর পৌত্র, ইলীফসের পুত্র অমালেক ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল।

53 তিনি তাঁর সাথে আট লক্ষ এক হাজার লোককে নিয়ে এলেন, তারা ছিল জাদুকর ও মন্ত্রবেত্তা, এবং তিনি রফীদীমে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

54আর তাহারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এক মহা ও প্রচণ্ড যুদ্ধ করিল, এবং সদাপ্রভু অমালেক ও তাহার প্রজাদিগকে মোশি ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের হস্তে এবং মোশির দাস ইফ্রাথীয় নূনের পুত্র যিহোশূয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

৫৫ ইস্রায়েলীয়রা অমালেকীয়দের ও তার লোকদের তরবারির আঘাতে হত্যা করল, কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের উপর যুদ্ধ খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠল।

56পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি তোমার স্মরণার্থে এই কথা একটি পুস্তকে লিখ, এবং তোমার দাস নূনের পুত্র যিহোশূয়ের হস্তে রাখ; এবং তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই আজ্ঞা করিও যে, তুমি কনান দেশে উপস্থিত হইলে আকাশের নিচ হইতে অমালেকীয়দের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে লোপ করিবে।

৫৭ মোশি তাই করলেন, আর পুস্তকটি নিয়ে তার উপর এই কথাগুলো লিখে বললেন,

৫৮ মিসর থেকে বের হয়ে আসার সময় পথে অমালেকীয়রা তোমার প্রতি যা করেছিল তা মনে রেখো।

59 যারা পথে তোমার সাথে দেখা করেছিল এবং তোমার পিছনে আঘাত করেছিল, এমনকি যারা তোমার পিছনে দুর্বল ছিল তাদেরও, যখন তুমি ক্লান্ত ও ক্লান্ত ছিলে।

60 "অতএব, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে যে দেশ অধিকারের জন্য দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমার চারপাশের সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে বিশ্রাম দেবেন, তখন তুমি আকাশের নীচে থেকে অমালেকীয়দের স্মৃতি মুছে ফেলবে, তা ভুলে যেও না।

61আর যে রাজা অমালেককে, কিম্বা তাহার স্মৃতিকে, কিম্বা তাহার বংশকে দয়া করিবে, দেখ, আমি তাহার নিকট হইতে তাহার প্রতিশোধ লইব, এবং তাহার লোকদের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।

62 আর মোশি এই সমস্ত বিষয় একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করলেন এবং ইস্রায়েল সন্তানদের এই সমস্ত বিষয়ে আদেশ দিলেন।

অধ্যায় ৮২

1 ইস্রায়েল-সন্তানগণ রফীদীম হইতে যাত্রা করিল এবং মিসর হইতে বাহির হইবার তৃতীয় মাসে সীনয় প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

2 সেই সময় মোশির শ্বশুর মিদিয়নীয় রূয়েল তাঁর মেয়ে সিপ্পোরা এবং তার দুই ছেলেকে নিয়ে সেখানে এলেন, কারণ তিনি সদাপ্রভুর কৃত আশ্চর্য কাজের কথা শুনেছিলেন, যা তিনি ইস্রায়েলীয়দের মিশরের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

3আর রূয়েল সেই প্রান্তরে মোশির কাছে গেলেন, যেখানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বরের পর্বত ছিল।

4 মোশি তাঁর শ্বশুরের সাথে দেখা করতে মহাসম্মানের সাথে বেরিয়ে পড়লেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েল তাঁর সাথে ছিল।

5আর রূয়েল ও তার সন্তানরা অনেক দিন ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে রইলেন, আর রূয়েল সেই দিন থেকে প্রভুকে চিনতে পারলেন।

৬ ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের হওয়ার তৃতীয় মাসের ষষ্ঠ দিনে, সদাপ্রভু সীনয় পর্বতে ইস্রায়েলকে দশটি আজ্ঞা দিলেন।

7 সমস্ত ইস্রায়েল এই সমস্ত আজ্ঞা শুনল এবং সেই দিন সমস্ত ইস্রায়েল প্রভুতে অত্যন্ত আনন্দিত হল।

8 আর সদাপ্রভুর মহিমা সীনয় পর্বতের উপরে অবতীর্ণ হইল, এবং তিনি মোশিকে ডাকিলেন, এবং মোশি মেঘের মধ্যে আসিয়া পর্বতে উঠিলেন।

9আর মোশি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত পাহাড়ে ছিলেন; তিনি রুটি খাননি বা জল পান করেননি; এবং ইস্রায়েল সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদাপ্রভু তাঁকে নিয়ম ও শাসন শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১০ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের যে দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা তিনি দুটি পাথরের ফলকে লিখেছিলেন, যা তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের আদেশ করার জন্য মোশিকে দিয়েছিলেন।

১১ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাতের শেষে, যখন সীনয় পর্বতে সদাপ্রভু মোশির সাথে কথা বলা শেষ করলেন, তখন সদাপ্রভু ঈশ্বরের আঙুল দ্বারা লিখিত পাথরের ফলকগুলি মোশিকে দিলেন।

১২ আর যখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেখিল যে, মোশি পর্বত হইতে নামিতে বিলম্ব করিতেছেন, তখন তাহারা হারোণের নিকটে জড়ো হইয়া কহিল, এই ব্যক্তি মোশির কি হইল, আমরা জানি না।

১৩ অতএব এখন তুমি উঠ, আমাদের জন্য এমন দেবতা নির্মাণ কর যে আমাদের আগে আগে যাবে, যেন তুমি মারা না যাও।

১৪ আর হারোণ লোকদের দেখে খুব ভীত হয়ে পড়লেন, এবং তাদের সোনা আনতে আদেশ দিলেন এবং লোকদের জন্য তা দিয়ে গলিত একটি বাছুর তৈরি করলেন।

১৫ আর মোশি পর্বত থেকে নামার পূর্বে সদাপ্রভু তাকে বললেন, "তুমি নীচে নেমে যাও, কারণ তোমার যে লোকদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছিলে, তারা নিজেদের ভ্রষ্ট করেছে।"

16 তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালা বাছুর তৈরি করেছে এবং তার কাছে প্রণিপাত করেছে। এখন আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তাদের পৃথিবী থেকে ধ্বংস করব, কারণ তারা একগুঁয়ে জাতি।

১৭ মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং লোকদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, কারণ তারা বাছুরটি তৈরি করেছিল। এরপর তিনি পর্বত থেকে নেমে এলেন এবং তাঁর হাতে দুটি পাথরের ফলক ছিল, যা ঈশ্বর তাকে ইস্রায়েলীয়দের আদেশ করার জন্য দিয়েছিলেন।

১৮ মোশি যখন শিবিরের কাছে এসে লোকদের তৈরি বাছুরটি দেখলেন, তখন মোশির রাগ জ্বলে উঠল এবং তিনি পর্বতের নীচের ফলকগুলি ভেঙে ফেললেন।

১৯ মোশি শিবিরে এসে বাছুরটি নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন এবং মিহি ধুলো না হওয়া পর্যন্ত পিষে জলের উপর ছিটিয়ে ইস্রায়েলীয়দের পান করালেন।

২০ আর যারা বাছুরটি তৈরি করেছিল, তাদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার লোক একে অপরের তরবারির আঘাতে মারা গেল।

21পরের দিন মোশি লোকদের বললেন, "আমি সদাপ্রভুর কাছে যাব, হয়তো তোমরা সদাপ্রভুর কাছে যে পাপ করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব।"

22 মোশি আবার প্রভুর কাছে গেলেন এবং চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত প্রভুর সাথে থাকলেন।

২৩ আর চল্লিশ দিন ধরে মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করলেন; আর সদাপ্রভু মোশির প্রার্থনা শুনলেন, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য তাঁর কাছে বিনতি করলেন।

24 তারপর প্রভু মোশিকে দুটি পাথরের ফলক কেটে প্রভুর কাছে আনতে বললেন, যিনি তার উপর দশটি আজ্ঞা লিখবেন।

25 মোশি তাই করলেন, আর নেমে এসে দুটি ফলক কেটে সীনয় পর্বতে সদাপ্রভুর কাছে উঠলেন, আর সদাপ্রভু সেই ফলকগুলির উপরে দশটি আজ্ঞা লিখে দিলেন।

২৬ আর মোশি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সদাপ্রভুর কাছে রইলেন এবং সদাপ্রভু তাঁকে ইস্রায়েলীয়দের জন্য বিধি ও শাসন শিক্ষা দিলেন।

27 আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের বিষয়ে তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, যেন তাহারা সদাপ্রভুর জন্য এক ধর্মধাম নির্মাণ করে, যেন তাহাতে তাঁহার নাম থাকে; এবং সদাপ্রভু তাহাকে সেই ধর্মধামের প্রতিমূর্তি এবং তাহার সমস্ত পাত্রের প্রতিমূর্তি দেখাইলেন।

28 চল্লিশ দিন শেষে, মোশি পর্বত থেকে নেমে এলেন এবং তাঁর হাতে দুটি ফলক ছিল।
29 মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে এসে প্রভুর সমস্ত বাক্য তাদের বললেন, এবং প্রভু তাঁকে যে সকল আইন, বিধি ও শাসন শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন।
৩০ আর মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে প্রভুর বাক্য বললেন, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে বাস করার জন্য তাঁর জন্য একটি পবিত্র স্থান তৈরি করা উচিত।
31 মোশির মাধ্যমে সদাপ্রভু তাদের যে সব মঙ্গলের কথা বলেছিলেন, তাতে লোকেরা খুব আনন্দিত হল এবং বলল, "সদাপ্রভু তোমাকে যা যা বলেছেন, আমরা তা-ই করব।"
32 তখন লোকেরা এক ব্যক্তির মতো উঠে সদাপ্রভুর পবিত্র স্থানে প্রচুর পরিমাণে দান করল এবং প্রত্যেকে পবিত্র স্থানের কাজের জন্য এবং তার সমস্ত সেবার জন্য সদাপ্রভুর জন্য উপহার আনল।
33 ইস্রায়েলের সমস্ত লোক প্রভুর পবিত্র স্থানের কাজের জন্য তাদের নিজস্ব সম্পত্তিতে যা কিছু ছিল, তার সব কিছু, সোনা, রূপা, পিতল এবং পবিত্র স্থানের কাজে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এল।
34আর কর্মে নিপুণ সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আসিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে, প্রত্যেকে যে যে কাজে নিযুক্ত ছিল, সেই সকল কার্যে সদাপ্রভুর পবিত্র স্থান নির্মাণ করিলেন; এবং সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অনুসারে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি পবিত্র স্থান, তাহার আসবাবপত্র এবং পবিত্র সেবার জন্য সমস্ত পাত্র নির্মাণ করিলেন।
৩৫ পাঁচ মাসের শেষে পবিত্র তাঁবুর কাজ শেষ হল এবং ইস্রায়েলীয়রা মোশিকে সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করল।
৩৬ তারা পবিত্র স্থান এবং তার সমস্ত আসবাবপত্র মোশির কাছে নিয়ে এলো; প্রভু মোশিকে যে প্রতিমা দেখিয়েছিলেন, সেই প্রতিমা অনুসারে ইস্রায়েলের লোকেরাও তাই করল।
37 মোশি কাজটি দেখলেন এবং দেখলেন যে তারা প্রভুর আদেশ অনুসারে কাজ করছে, তাই মোশি তাদের আশীর্বাদ করলেন।

অধ্যায় ৮৩

1 আর দ্বাদশ মাসের তেইশতম দিনে মোশি হারোণ ও তাঁর পুত্রদের নিয়ে তাদের পোশাক পরিয়ে দিলেন, তাদের অভিষেক করলেন এবং সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে তাদের প্রতি করলেন; আর সেই দিনে সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে মোশি সমস্ত নৈবেদ্য নিয়ে এলেন।
2পরে মোশি হারোণ ও তাঁর পুত্রদের নিয়ে বললেন, "তোমরা সাত দিন সমাগম তাঁবুর দরজায় থাকবে, কারণ আমি এই আদেশ পেয়েছি।"
3আর হারোণ ও তাঁর পুত্ররা মোশির মাধ্যমে সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন, এবং সাত দিন ধরে তাঁবুর দরজায় রইলেন।
4 ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের হয়ে আসার পর দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে, অষ্টম দিনে মোশি পবিত্র স্থানটি স্থাপন করলেন। মোশি পবিত্র তাঁবুর সমস্ত আসবাবপত্র এবং পবিত্র স্থানের সমস্ত আসবাবপত্র প্রস্তুত করলেন এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন।
5তখন মোশি হারোণ ও তার পুত্রদের ডাকলেন, আর তারা নিজেদের জন্য ও ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য হোমবলি ও পাপার্থক বলি আনল, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আদেশ করেছিলেন।
6 সেই দিন হারোণের দুই পুত্র, নাদব ও অবীহূ, অদ্‌ভুত আগুন নিয়ে সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত করলেন, যিনি তাদের আজ্ঞা করেননি। আর সদাপ্রভুর সামনে থেকে আগুন বেরিয়ে এসে তাদের গ্রাস করল; আর সেই দিনই তারা সদাপ্রভুর সামনে মারা গেল।
৭ আর যেদিন মোশি পবিত্র স্থান স্থাপনের কাজ শেষ করলেন, সেদিন ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা বেদী প্রতিষ্ঠার জন্য সদাপ্রভুর সামনে তাদের উপহার আনতে শুরু করলেন।
8 আর তারা প্রত্যেকে একদিনের জন্য, একজন করে নেতা বারো দিনের জন্য প্রতিদিন উপহার আনত।
9আর তাহারা যে সকল উপহার আনিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন দিনে ছিল, তাহারা সকলেই পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল ওজনের একটি রূপার থালা, সত্তর শেকল ওজনের একটি রূপার বাটি; উভয়ই ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল মিশ্রিত মিহি ময়দাতে পূর্ণ।
১০ দশ শেকল ওজনের এক চামচ, ধূপে পূর্ণ।
১১ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া এবং এক বছরের একটি ভেড়া।
১২ পাপার্থক বলির জন্য একটি ছাগলও।
১৩ আর মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুটি ষাঁড়, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের পাঁচটি মেষশাবক।
১৪ ইস্রায়েলের বারোজন নেতা প্রতিদিন, প্রত্যেকে নিজ নিজ দিনে এইভাবে কাজ করতেন।
১৫ এরপর, মাসের ত্রয়োদশ দিনে, মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের নিস্তারপর্ব পালন করার আদেশ দিলেন।
১৬ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মাসের চৌদ্দতম দিনে যথাসময়ে নিস্তারপর্ব পালন করিল, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণও তদনুসারে করিল।
17 দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে, প্রভু মোশিকে বললেন,
১৮ তুমি, তোমার ভাই হারোণ এবং ইস্রায়েলের বারোজন নেতা, বিশ বছর এবং তার বেশি বয়সী ইস্রায়েলীয় পুরুষদের সমস্ত মাথা গণনা করো।
১৯ মোশি তাই করলেন, আর হারোণ ইস্রায়েলের বারোজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সিনাই প্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের গণনা করলেন।
২০ ইস্রায়েলের সন্তানদের পিতৃকুল অনুসারে, বিশ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক, গণিত হইল ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ জন।
21 কিন্তু লেবি-সন্তানদের তাদের ভাইদের, অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে গণনা করা হয়নি।
22 ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে এক মাস ও তার বেশি বয়সী সমস্ত পুরুষের সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার দুইশো তেয়াত্তর জন।

23 এক মাস ও তার বেশি বয়সী লেবি সন্তানদের সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার।
24আর মোশি সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তেমনি পবিত্র তাঁবুর সেবাকর্মের জন্য যাজক ও লেবীয়দের প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব সেবা ও ভার বহনের জন্য নিযুক্ত করলেন।
25 আর মাসের বিংশতি দিনে সাক্ষ্য-তাঁবুর উপর থেকে মেঘ সরে গেল।
26 সেই সময় ইস্রায়েলীয়রা সীনয় প্রান্তর থেকে তাদের যাত্রা শুরু করল, এবং তারা তিন দিন পথ চলল, এবং মেঘ পারণ প্রান্তরের উপরে স্থির রইল; সেখানে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হল, কারণ তারা খাবার চেয়ে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছিল।
27 প্রভু তাদের কথা শুনলেন এবং এক মাস ধরে তাদের মাংস দিলেন।
28 কিন্তু এর পরে তাদের উপর সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হল, এবং তিনি তাদের মহাসংহারে আঘাত করলেন এবং সেই স্থানে তাদের কবর দেওয়া হল।
29 আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই স্থানের নাম কব্রোৎ-হত্তাবা রাখিল, কারণ সেই স্থানে তাহারা মাংসপিণ্ড লোকদিগকে কবর দিত।
৩০ কব্রোৎ-হত্তাবা ত্যাগ করে পারণ প্রান্তরে অবস্থিত হৎসেরোতে শিবির স্থাপন করল।
31 ইস্রায়েলীয়রা যখন হৎসেরোতে ছিল, তখন মোশির জন্য মরিয়মের উপর সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হল, এবং তিনি কুষ্ঠরোগে তুষারের মত সাদা হয়ে গেলেন।
32 আর কুষ্ঠরোগের পরে তাকে সাত দিন পর্যন্ত শিবিরের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল, যতক্ষণ না তাকে আবার আনা হয়েছিল।
33 এরপর ইস্রায়েলীয়রা হৎসেরোৎ ত্যাগ করে পারণ প্রান্তরের শেষ প্রান্তে শিবির স্থাপন করল।
34 সেই সময়, প্রভু মোশিকে বললেন, "ইস্রায়েলের লোকদের মধ্য থেকে বারো জনকে, প্রতি বংশের জন্য এক জন করে, কনান দেশ অনুসন্ধান করার জন্য পাঠাও।"
৩৫ মোশি সেই বারো জনকে পাঠালেন, আর তারা কনান দেশে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করার জন্য এলেন, এবং সীন মরুভূমি থেকে রেখোব পর্যন্ত সমস্ত দেশ অনুসন্ধান করলেন, যা তুমি চামোতে পৌঁছাবে।
36 চল্লিশ দিন পর তারা মোশি ও হারোণের কাছে এসে তাদের মনের কথা জানাল। দশজন লোক ইস্রায়েলীয়দের কাছে তাদের অনুসন্ধান করা দেশ সম্পর্কে খারাপ খবর নিয়ে এসে বলল, "এই দেশে যাওয়ার চেয়ে বরং মিশরে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে ভালো, কারণ এই দেশ তার বাসিন্দাদের গ্রাস করে।"
37 কিন্তু নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব, যারা দেশ অনুসন্ধান করেছিলেন, তারা বললেন, "এই দেশটি অত্যন্ত উত্তম।"
38 যদি প্রভু আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি আমাদের এই দেশে নিয়ে যাবেন এবং তা আমাদের দেবেন, কারণ এটি দুধ ও মধুতে ভরা একটি দেশ।
39 কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা তাদের কথা শুনল না, বরং তারা সেই দশজন পুরুষের কথা শুনল, যারা দেশের খারাপ খবর নিয়ে এসেছিল।
40 প্রভু ইস্রায়েলীয়দের অভিযোগ শুনতে পেলেন এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করে বললেন,
41 এই দুষ্ট প্রজন্মের মধ্যে বিশ বছর বা তার বেশি বয়সী কেউই নিশ্চয়ই সেই দেশ দেখতে পাবে না, কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব এবং নূনের পুত্র যিহোশূয়।
42কিন্তু এই দুষ্ট বংশ এই প্রান্তরে বিনষ্ট হইবে, এবং তাহাদের সন্তানগণ এই দেশে আসিবে এবং তাহারা তাহা অধিকার করিবে; এইরূপে ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সেই দুষ্ট বংশের শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর অনুগামী হয় নাই।
43আর লোকেরা পারণ প্রান্তরে অনেক দিন বাস করল, পরে তারা সূফ সাগরের পথ ধরে প্রান্তরে চলে গেল।

অধ্যায় ৮৪

1সেই সময় কোরহ, লেবির পৌত্র, কহাতের পৌত্র, যিত্সরের পুত্র, ইস্রায়েলীয়দের অনেক লোককে সঙ্গে নিয়ে মোশি, হারোণ এবং সমস্ত মণ্ডলীর সাথে ঝগড়া করতে লাগল।
2 প্রভু তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, আর পৃথিবী তার মুখ খুলে তাদের, তাদের ঘরবাড়ি, তাদের সমস্ত জিনিসপত্র এবং কোরহের সমস্ত লোকদের গ্রাস করল।
3 এরপর ঈশ্বর লোকদের সেয়ীর পর্বতের পথ ধরে দীর্ঘ সময় ধরে ঘুরিয়ে দিলেন।
4 সেই সময় প্রভু মোশিকে বললেন, "এষৌর সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করো না, কারণ তাদের কোন জিনিসই আমি তোমাকে দেব না, এমনকি পায়ের তলায় পা রাখার ক্ষমতাও নেই, কারণ আমি সেয়ীর পর্বত এষৌকে অধিকার হিসেবে দিয়েছি।"
৫ অতএব পূর্বকালে এষৌর সন্তানরা সেয়ীর সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল; আর সদাপ্রভু সেয়ীর সন্তানদের এষৌর সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তাদের সামনে থেকে তাদের ধ্বংস করেছিলেন; আর এষৌর সন্তানরা আজও তাদের জায়গায় বাস করছে।
6 তাই প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, "তোমরা তোমাদের ভাই এষৌর সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, কারণ তাদের দেশে কিছুই তোমাদের নয়। তোমরা টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে খাবার কিনে তা খেতে পারো, আর টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে জল কিনে পান করতে পারো।"
৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কর্ম করিল।
8 আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিল, সীনয় পর্বতের পথ দিয়া দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিল, এবং এষৌর সন্তানদের স্পর্শ করিল না, এবং তাহারা উনিশ বৎসর সেই অঞ্চলে বাস করিল।

9 সেই সময় কিত্তিম-সন্তানদের রাজা ল্যাটিনাস তাঁর রাজত্বের পঁয়তাল্লিশ বছরে মারা যান, যা ছিল ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বেরিয়ে আসার চৌদ্দতম বছরে।
১০ আর কিত্তীম দেশে তিনি নিজের জন্য যে স্থানটি নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হল; আর অবীন্নস তাঁর জায়গায় আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।
১১ আর সেই সময়ে, উনিশ বছরের শেষে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ এষৌ-সন্তানদের সীমা অতিক্রম করিয়া মোয়াবের প্রান্তরের পথ দিয়া আসিল।
১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, মোয়াব ঘেরাও করিও না, এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না, কারণ আমি তাহাদের দেশ হইতে তোমাকে কিছুই দিব না।
১৩ ইস্রায়েলীয়রা উনিশ বছর ধরে মোয়াবের মরুভূমির পথ ধরে হেঁটেছিল, কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।
১৪ ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের হওয়ার ছত্রিশ বছরের মাথায় সদাপ্রভু ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের হৃদয়ে আঘাত করলেন, আর তিনি যুদ্ধ করলেন এবং মোয়াবের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলেন।
১৫ আর সীহোন বিলিয়মের পৌত্র যানাসের পুত্র বিয়োরের কাছে, যিনি মিশরের রাজার পরামর্শদাতা ছিলেন, এবং তার পুত্র বিলিয়মের কাছে দূত পাঠালেন, যেন তারা মোয়াবকে অভিশাপ দেয়, যাতে সীহোনের হাতে তা সমর্পণ করা যায়।
১৬ পরে দূতেরা গিয়া মেসোপটেমিয়ার পথোর হইতে যানিয়াসের পুত্র বিয়োরকে ও তাহার পুত্র বিলিয়মকে আনিল। তাহাতে বিয়োর ও তাহার পুত্র বিলিয়ম সীহোন নগরে আসিয়া ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের সাক্ষাতে মোয়াব ও তাহার রাজাকে অভিশাপ দিল।
17তখন সীহোন তাঁর সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে মোয়াবে গেলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের পরাজিত করলেন; আর সদাপ্রভু তাদের তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং সীহোন মোয়াবের রাজাকে হত্যা করলেন।
18 যুদ্ধে সীহোন মোয়াবের সমস্ত শহর দখল করলেন; তিনি তাদের কাছ থেকে হিষ্বোনও দখল করলেন, কারণ হিষ্বোন মোয়াবের একটি শহর ছিল; সীহোন তার নেতাদের ও রাজকর্মচারীদের হিষ্বোনে স্থাপন করলেন; সেই সময়ে হিষ্বোন সীহোনেরই ছিল।
১৯ তাই বিয়োর এবং তার পুত্র বিলিয়ম এই কথাগুলি বললেন, "হিষ্বোনে এসো, সীহোনের শহরটি নির্মিত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে।"
২০ মোয়াব, ধিক্ তোমায়! হে কমোশের লোকেরা, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো! দেখ, ঈশ্বরের ব্যবস্থার পুস্তকে এই কথা লেখা আছে।
21আর সীহোন মোয়াব জয় করিলে পর, মোয়াব হইতে যে সকল নগর হস্তগত করিয়াছিলেন, সে সকলে সেখানে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন; আর মোয়াবের অনেক সন্তান সীহোনের হস্তে যুদ্ধে পতিত হইল, এবং সে তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদের রাজাকে বধ করিল; তাহাতে সীহোন আপন দেশে ফিরিয়া গেল।
22 সীহোন বিয়োর ও তার পুত্র বিলিয়মকে প্রচুর সোনা ও রূপা উপহার দিলেন এবং তাদের বিদায় দিলেন। তারা অরাম-নহরমে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল।
23 সেই সময় সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের মরুভূমির পথ ছেড়ে ফিরে এসে ইদোমের মরুভূমি ঘিরে ফেলল।
২৪ মিশর ত্যাগ করার চল্লিশতম বছরের প্রথম মাসে সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তরে উপস্থিত হল। ইস্রায়েল সন্তানরা সীন প্রান্তরের কাদেশে বাস করতে লাগল। সেখানে মরিয়ম মারা গেলেন এবং তাঁকে সেখানেই কবর দেওয়া হল।
25 সেই সময় মোশি ইদোমের রাজা হদদের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, "তোমার ভাই ইস্রায়েল এই কথা বলছে, বিনয় করি, আমাকে তোমার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দাও; আমরা কোন ক্ষেত বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাব না, কোন কূপের জল পান করব না; আমরা রাজপথে হাঁটব।"
26 কিন্তু ইদোম তাকে বলল, "তুমি আমার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না।" তাই ইদোম এক শক্তিশালী সৈন্যদল নিয়ে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল।
27 কিন্তু এষৌর সন্তানরা তাদের দেশের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানাল, তাই ইস্রায়েলীয়রা তাদের কাছ থেকে চলে গেল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল না।
28 কারণ এর আগে সদাপ্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা এষৌর সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।" এইজন্য ইস্রায়েলীয়রা তাদের কাছ থেকে চলে গেল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল না।
29তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ কাদেশ হইতে যাত্রা করিল, এবং সমস্ত লোক হোর পর্বতে উপস্থিত হইল।
30 সেই সময় প্রভু মোশিকে বললেন, "তোমার ভাই হারোণকে বলো যে সে সেখানে মারা যাবে, কারণ সে সেই দেশে প্রবেশ করবে না যা আমি ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছি।"
31আর হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে চল্লিশতম বৎসরের পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে হোর পর্বতে উঠিলেন।
32 আর হারোণ যখন হোর পর্বতে মারা গেলেন তখন তাঁর বয়স ছিল একশো তেইশ বছর।

অধ্যায় ৮৫

1আর দক্ষিণে বাসকারী কনানীয় রাজা অরাদ শুনতে পেলেন যে, ইস্রায়েলীয়রা গুপ্তচরদের পথ দিয়ে আসছে, তাই তিনি ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর সৈন্যদল সাজিয়েছিলেন।
2 আর ইস্রায়েল সন্তানরা তাকে খুব ভয় পেল, কারণ তার একটি বিশাল ও ভারী সেনাবাহিনী ছিল, তাই ইস্রায়েল সন্তানরা মিশরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।
3আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রায় তিন দিনের পথ পেরিয়ে মাসেরাৎ-বেনী-যাকোনের দিকে ফিরে গেল, কারণ তারা অরাদ রাজার ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল।
4 কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা তাদের জায়গায় ফিরে যেতে রাজি হল না, তাই তারা ত্রিশ দিন ধরে বেনি-যাকোনে রইল।
5 লেবি-সন্তানরা যখন দেখল যে, ইস্রায়েলীয়রা পিছু হটছে না, তখন তারা সদাপ্রভুর জন্য ঈর্ষান্বিত হল। তারা উঠে তাদের ভাই ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং তাদের

মধ্যে অনেককে হত্যা করল এবং তাদের তাদের স্থান, হোর পর্বতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল।

6আর যখন তারা ফিরে এলো, তখনও রাজা অরাদ ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তার সৈন্যদল সাজিয়েছিলেন।

7আর ইস্রায়েল শপথ করিয়া কহিল, যদি তুমি এই লোকদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তবে আমি তাহাদের নগর সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিব।

8তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রবে কর্ণপাত করিলেন, এবং কনানীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাহাদের ও তাহাদের নগর সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিলেন, এবং সেই স্থানের নাম হর্মা রাখিলেন।

9 ইস্রায়েলীয়রা হোর পর্বত ত্যাগ করে ওবোতে শিবির স্থাপন করল। ওবোত ত্যাগ করে মোয়াবের সীমানায় অবস্থিত ইয়ে-অবারীমে শিবির স্থাপন করল।

১০ ইস্রায়েলীয়রা মোয়াব দেশে লোক পাঠিয়ে বলল, "তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দাও।" কিন্তু মোয়াবীয়রা তাদের দেশের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের যেতে দিল না। মোয়াবীয়রা ভয় পেল, পাছে ইমোরীয়দের রাজা সীহোন তাদের দেশ দখল করে তাদের অনেককে হত্যা করে তাদের প্রতি যা করেছিল, ইস্রায়েলীয়রা তাদের প্রতিও তাই করে।"

১১ অতএব মোয়াব ইস্রায়েলীয়দের তার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দিল না; আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না।" এই বলে ইস্রায়েলীয়রা মোয়াব ছেড়ে চলে গেল।

১২ ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোয়াবের সীমানা ত্যাগ করিয়া অর্ণোনের ওপারে, মোয়াব ও ইমোরীয়দের মধ্যস্থিত মোয়াবের সীমানায় উপস্থিত হইল, এবং কদেমোৎ প্রান্তরে ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের সীমানায় শিবির স্থাপন করিল।

১৩ তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের কাছে দূত পাঠাইয়া কহিল,

১৪ তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দাও। আমরা মাঠে বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করব না। তোমার সীমানা অতিক্রম না করা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ধরে যাব, কিন্তু সীহোন ইস্রায়েলীয়দের যেতে দিল না।

১৫ তাই সীহোন সমস্ত ইমোরীয়দের জড়ো করে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রান্তরে গেলেন এবং যহসে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

১৬ আর সদাপ্রভু ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে ইস্রায়েল-সন্তানদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; আর ইস্রায়েল সীহোনের সমস্ত লোককে তরবারির ধারায় আঘাত করিয়া মোয়াবের প্রতিশোধ লইল।

১৭ ইস্রায়েলীয়রা অরাম থেকে যাবুক পর্যন্ত অম্মোনীয়দের কাছে সীহোনের দেশ অধিকার করল এবং শহরগুলির সমস্ত লুট লুট করল।

১৮ ইস্রায়েল এই সমস্ত নগর হস্তগত করিল, এবং ইস্রায়েল ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে বাস করিল।

১৯ আর সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানরা অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের দেশও দখল করার জন্য স্থির করল।

20 তখন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, "অম্মোনীয়দের ঘেরাও করো না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, কারণ আমি তাদের দেশ থেকে তোমাদের কিছুই দেব না।" ইস্রায়েল সন্তানরা প্রভুর বাক্যে মনোযোগ দিল এবং অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল না।

21পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ফিরিয়া বাশনের পথ দিয়া বাশনের রাজা ওগের দেশে উঠিল; আর বাশনের রাজা ওগ অনেক বীর পুরুষ এবং ইমোরীয়দের এক অতি বলবান সৈন্যদল লইয়া ইস্রায়েলীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন।

22 বাশনের রাজা ওগ একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র নারোণ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, এমনকি তাঁর চেয়েও শক্তিশালী।

23 আর ওগ মনে মনে বলল, দেখ, এখন ইস্রায়েলের সমস্ত সৈন্যদল তিন পারা জায়গা দখল করেছে, এখন আমি তরবারি বা বর্শা ছাড়াই তাদের একযোগে আঘাত করব।

24আর ওগ যহস পর্বতে উঠলেন, এবং সেখান থেকে তিন পার্সা লম্বা একটি বড় পাথর তুলে নিজের মাথায় রাখলেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের শিবিরের উপর তা ছুঁড়ে মারতে এবং সেই পাথর দিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের আঘাত করার জন্য মনস্থ করলেন।

25তখন সদাপ্রভুর দূত আসিয়া ওগের মাথায় পাথরটি বিদ্ধ করিলেন, আর পাথরটি ওগের ঘাড়ে পড়িল, তাহাতে ওগ তাহার ঘাড়ে পাথরের ভার বলিয়া মাটিতে পড়িল।

26 সেই সময় প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, "তোমরা তাকে ভয় করো না, কারণ আমি তাকে, তার সমস্ত লোকদের এবং তার সমস্ত দেশ তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি সীহোনের প্রতি যা করেছিলে, তার প্রতিও তাই করবে।"

27 মোশি অল্প কিছু ইস্রায়েলীয়কে নিয়ে তার কাছে নেমে গেলেন, আর মোশি লাঠি দিয়ে ওগের পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন।

28 এরপর ইস্রায়েলীয়রা ওগের সন্তানদের এবং তার সমস্ত লোকদের তাড়া করে নিয়ে গেল এবং তাদের আঘাত করে ধ্বংস করল, এমনকি তাদের কেউ অবশিষ্ট রইল না।

২৯ এরপর মোশি কিছু ইস্রায়েলীয়কে যাসেরে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য পাঠালেন, কারণ যাসের ছিল খুবই বিখ্যাত শহর।

30 আর গুপ্তচররা যাসেরে গিয়ে তা অনুসন্ধান করল, আর গুপ্তচররা প্রভুর উপর নির্ভর করে যাসেরের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।

31আর তাহারা যাসের ও তাহার গ্রাম সকল হস্তগত করিল, এবং সদাপ্রভু তাহাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাহারা সেখানে বাসকারী ইমোরীয়দিগকে তাড়াইয়া দিল।

32আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ ইমোরীয়দের দুই রাজার দেশ, যর্দনের অপর পারে, অর্ণোন স্রোত থেকে হর্মান পর্বত পর্যন্ত ষাটটি নগর অধিকার করিল।

33পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া যিরীহোর নিকটে যর্দনের পূর্বপারে মোয়াবের সমভূমিতে উপস্থিত হইল।

34 ইমোরীয়দের দুই রাজা সীহোন ও ওগের প্রতি ইস্রায়েলীয়রা যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছিল, মোয়াবের

লোকেরা তা শুনতে পেল। তাই মোয়াবের সমস্ত লোক ইস্রায়েলীয়দের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল।
৩৫ মোয়াবের প্রাচীনরা বলল, "দেখ, ইমোরীয়দের দুই রাজা, সীহোন এবং ওগ, যারা পৃথিবীর সমস্ত রাজার চেয়ে শক্তিশালী ছিল, তারা ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি, তাহলে আমরা কীভাবে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারি?"
36 নিশ্চয়ই তারা ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিল যে, আমরা তাদের আমাদের দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দেব, কিন্তু আমরা তাদের অনুমতি দেব না, এখন তারা তাদের ভারী তরবারি দিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে এবং আমাদের ধ্বংস করবে; আর মোয়াব ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, এবং তাদের থেকে তারা খুব ভয় পেল, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি কী করা উচিত তা নিয়ে তারা পরামর্শ করল।
37তখন মোয়াবের প্রাচীনরা সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদের একজনকে, মোয়াবীয় সিপ্পোরের পুত্র বালাককে নিয়ে সেই সময়ে তাদের উপরে রাজা করলেন; আর বালাক ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি।
38তখন মোয়াবের প্রাচীনরা উঠে মিদিয়নীয়দের সাথে সন্ধি স্থাপনের জন্য লোক পাঠালেন, কারণ সেই সময় মোয়াব ও মিদিয়নের মধ্যে মহাযুদ্ধ ও শত্রুতা চলছিল। বদদের পুত্র ইদোমের রাজা হদদ মোয়াব ক্ষেত্রস্থ মিদিয়নকে আঘাত করেছিলেন। তার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তা চলে আসছে।
39 মোয়াবীয়রা মিদিয়নীয়দের কাছে লোক পাঠালো, আর তারা তাদের সাথে সন্ধি করল। মিদিয়নীয়দের বৃদ্ধ নেতারা মিদিয়নীয়দের হয়ে সন্ধি করার জন্য মোয়াব দেশে এলো।
40 মোয়াবের বৃদ্ধ নেতারা মিদিয়নের বৃদ্ধ নেতাদের সাথে পরামর্শ করলেন, যাতে ইস্রায়েলের হাত থেকে তাদের প্রাণ রক্ষা করা যায়।
41 মোয়াবের সমস্ত লোক মিদিয়নের প্রাচীনদের বলল, "এখন বলদ যেমন মাঠের ঘাস খেয়ে ফেলে, তেমনি ইস্রায়েলীয়রা আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছু খেয়ে ফেলবে; কারণ তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি এই রকম ব্যবহার করেছিল।"
42আর মিদিয়নের প্রাচীনবর্গ মোয়াবকে কহিলেন, আমরা শুনিয়াছি, যে সময়ে ইমোরীয়দের রাজা সীহোন তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাদের জয় করিয়া তোমাদের দেশ অধিকার করিয়াছিল, সেই সময়ে সে যানিয়াসের পুত্র বিয়োরকে ও অরাম-নূতন স্থানের তাহার পুত্র বিলিয়মকে লোক পাঠাইয়াছিল; তাহারা আসিয়া তোমাদের অভিশাপ দিয়াছিল; এইরূপ সীহোনের হস্ত তোমাদের উপরে প্রবল হইয়া তোমাদের দেশ অধিকার করিল।
43অতএব এখন তুমিও তার ছেলে বিলিয়মের কাছে পাঠাও, কারণ সে এখনও তার দেশে আছে এবং তাকে তার বেতন দাও, যাতে সে এসে তুমি যাদের ভয় পাও তাদের সকলকে অভিশাপ দেয়।" এই কথা শুনে মোয়াবের প্রাচীনরা এই কথা শুনতে পেলেন এবং বিয়োরের ছেলে বিলিয়মের কাছে পাঠাতে তাদের ভালো লাগল।
44তখন মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক বিলিয়মের কাছে দূত পাঠাইয়া কহিলেন,
45 দেখ, মিশর থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসছে, দেখ, তারা পৃথিবী ঢেকে ফেলেছে, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
46এখন তুমি এসে আমার জন্য এই লোকদের অভিশাপ দাও, কারণ তারা আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয়তো আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারব না, কারণ আমি শুনেছি যে তুমি যাকে আশীর্বাদ করো সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়, আর তুমি যাকে অভিশাপ দাও সে অভিশপ্ত হয়।
47 তাই বালাকের দূতরা বিলিয়মের কাছে গেল এবং মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য বিলিয়মকে নিয়ে এল।
48 বিলিয়ম ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিতে বালাকের কাছে এলেন। প্রভু বিলিয়মকে বললেন, "এই লোকদের অভিশাপ দিও না, কারণ তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।"
49 বালাক প্রতিদিন বিলিয়মকে ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিতে অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু বিলিয়ম বালাকের কথা শুনলেন না, কারণ প্রভু বিলিয়মকে যে কথা বলেছিলেন তা তিনি শুনেছিলেন।
৫০ বালাক যখন দেখলেন যে বিলিয়ম তাঁর ইচ্ছা মেনে নিচ্ছেন না, তখন তিনি উঠে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন এবং বিলিয়মও তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেলেন এবং সেখান থেকে মিদিয়নে চলে গেলেন।
51 ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের সমভূমি থেকে যাত্রা করে যর্দনের ধারে বৈৎ-যিশীমোৎ থেকে আবেল-শিট্টিম পর্যন্ত শিবির স্থাপন করেছিল, যা মোয়াবের সমভূমির শেষ প্রান্তে অবস্থিত।
52 ইস্রায়েলীয়রা যখন শিটিম সমভূমিতে বাস করছিল, তখন তারা মোয়াবের কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করতে শুরু করল।
৫৩ ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের কাছে এল এবং মোয়াবীয়রা ইস্রায়েলীয়দের শিবিরের বিপরীতে তাদের তাঁবু স্থাপন করল।
৫৪ মোয়াবের লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের ভয় পেল। মোয়াবের লোকেরা তাদের সুন্দরী ও সুন্দরী সমস্ত কন্যাদের এবং স্ত্রীদের নিয়ে সোনা, রূপা এবং দামী পোশাক পরাল।
55 মোয়াবের লোকেরা তাদের তাঁবুর দরজায় সেই মহিলাদের বসালো, যাতে ইস্রায়েলীয়রা তাদের দেখতে পায় এবং মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে।
56 মোয়াবের সমস্ত লোক ইস্রায়েলীয়দের প্রতি এই রকম ব্যবহার করল। প্রত্যেকে তার স্ত্রী ও কন্যাকে তার তাঁবুর দরজায় রাখল। ইস্রায়েলীয়রা সকলেই মোয়াবের লোকদের এই কাজ দেখেছিল। ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের মেয়েদের প্রতি ফিরে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের কাছে গেল।
৫৭ আর এমনটি ঘটল যে, যখন কোন ইব্রীয় মোয়াবের তাঁবুর দরজায় এসে কোন মোয়াবের কন্যাকে দেখে মনে মনে তাকে কামনা করত, এবং তাঁবুর দরজায় তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করত, তখন তারা যখন একে অপরের সাথে কথা বলত, তখন তাঁবুর লোকেরা বেরিয়ে এসে সেই হিব্রুকে এই কথাগুলো বলত:
৫৮ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা ভাই, আমরা সবাই লোটের বংশধর এবং তার ভাই অব্রাহামের বংশধর, তাহলে

কেন তোমরা আমাদের সাথে থাকো না, এবং কেন তোমরা আমাদের রুটি এবং আমাদের বলিদান খাও না?
59 মোয়াবের লোকেরা যখন তাদের কথাবার্তায় তাঁকে মুগ্ধ করল এবং তাদের তোষামোদপূর্ণ কথাবার্তায় তাঁকে মুগ্ধ করল, তখন তারা তাঁকে তাঁবুতে বসিয়ে তাঁর জন্য রান্না করল এবং বলিদান করল, আর তিনি তাদের বলিদান এবং রুটি খেয়েছিলেন।
৬০ তারপর তারা তাকে মদ দিল এবং সে পান করে মাতাল হয়ে গেল, এবং তারা তার সামনে একটি সুন্দরী কুমারীকে দাঁড় করালো, এবং সে তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করলো, কারণ সে জানতো না সে কি করছে, কারণ সে প্রচুর মদ পান করেছিল।
61 শিট্টিম সমভূমিতে মোয়াবীয়রা ইস্রায়েলের প্রতি এইরূপ করল; এই ঘটনার জন্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের প্রতি ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলেন, এবং তিনি তাদের মধ্যে মহামারী পাঠাইলেন, এবং ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে চব্বিশ হাজার লোক মারা গেল।
62 শিমিয়োন বংশের একজন লোক ছিল যার নাম সিম্রি, সে সালুর পুত্র। সে সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের সাক্ষাতে মিদিয়নীয় কস্বির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কস্বির স্ত্রী ছিল মিদিয়নের রাজা সূরের কন্যা।
63 আর হারোণ যাজকের পৌত্র, ইলাসেরের পুত্র পীনহস সিম্রির এই জঘন্য কাজটি দেখে একটি বর্শা নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে গেল এবং তাদের উভয়কে বিদ্ধ করে হত্যা করল, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে মহামারী বন্ধ হয়ে গেল।

অধ্যায় ৮৬

1মহামারীর পরে সেই সময়, প্রভু মোশি এবং হারোণের পুত্র যাজক ইলীয়াসরকে বললেন,
2 "ইস্রায়েলের সমস্ত জাতির নেতাদের, বিশ বছর অথবা তার বেশি বয়সী, যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা গণনা করো।
3 মোশি এবং ইলাষর ইস্রায়েলের লোকদের তাদের পরিবার অনুসারে গণনা করলেন, তাতে সমস্ত ইস্রায়েলের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ সাতশো ত্রিশ।
৪ এক মাস ও তার বেশি বয়সী লেবি-সন্তানদের সংখ্যা ছিল তেইশ হাজার, আর সিনাই প্রান্তরে মোশি ও হারোণের গণনা করা লোকদের মধ্যে একজনও ছিল না।
5 কারণ প্রভু তাদের বলেছিলেন যে তারা মরুভূমিতে মারা যাবে, তাই তারা সকলেই মারা গেল, এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব এবং নূনের পুত্র যিহোশূয় ছাড়া তাদের কেউই অবশিষ্ট ছিল না।
6 এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, "ইস্রায়েলীয়দের বলো, তারা যেন মিদিয়নের উপর তাদের ভাই ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশোধ নেয়।"
৭ মোশি তাই করলেন, আর ইস্রায়েল-সন্তানরা তাদের মধ্য থেকে বারো হাজার পুরুষকে বেছে নিল, প্রতি বংশের জন্য এক হাজার করে, আর তারা মিদিয়নে গেল।
8 ইস্রায়েলীয়রা মিদিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং সমস্ত পুরুষকে হত্যা করল, মিদিয়নের পাঁচজন নেতাকেও হত্যা করল এবং বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকেও তরবারির আঘাতে হত্যা করল।
9 ইস্রায়েলীয়রা মিদিয়নের স্ত্রীদের, তাদের ছোট বাচ্চাদের, পশুপাল এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বন্দী করে নিয়ে গেল।
১০ তারা সমস্ত লুটপাট ও লুট করা জিনিসপত্র নিয়ে মোয়াবের সমভূমিতে মোশি ও ইলাসেরের কাছে নিয়ে গেল।
১১ তখন মোশি, ইলাষর এবং মণ্ডলীর সমস্ত নেতা আনন্দের সাথে তাদের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে এলেন।
১২ তারা মিদিয়নের সমস্ত লুটের জিনিসপত্র ভাগ করে নিল, আর ইস্রায়েলীয়রা তাদের ভাই ইস্রায়েলীয়দের জন্য মিদিয়নের উপর প্রতিশোধ নিল।

অধ্যায় ৮৭

1সেই সময় সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "দেখ, তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে। তুমি এখন তোমার দাস নূনের পুত্র যিহোশূয়কে নিয়ে তাঁবুতে রাখো। আমি তাকে আদেশ দেব।" মোশি তাই করলেন।
2আর সদাপ্রভু তাঁবুর মধ্যে মেঘস্তম্ভের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, আর মেঘস্তম্ভ তাঁবুর প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে রইল।
3 আর সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন, তুমি বলবান হও ও সাহস কর, কারণ আমি যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলাম, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সেই দেশে লইয়া যাইবে, এবং আমি তোমার সহবর্তী থাকিব।
4 মোশি যিহোশূয়কে বললেন, "শক্তিশালী হও এবং সাহসী হও, কারণ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের দেশ অধিকার করাবে, আর প্রভু তোমার সহবর্তী থাকবেন। তিনি তোমাকে ত্যাগ করবেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না, ভয় পাবেন না, নিরাশ হবেন না।"
5তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের ডাকিয়া কহিলেন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মরুভূমিতে তোমাদের জন্য যে সকল মঙ্গল করিয়াছেন, তাহা তোমরা দেখিলে।
6অতএব এখন তোমরা এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা পালন কর, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পথে চল; সদাপ্রভু তোমাদের যে পথের আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না।
৭ আর মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের সেই দেশে পালন করার জন্য নিয়ম, শাসন ও আইন শিক্ষা দিলেন, যেমন সদাপ্রভু তাঁকে আদেশ করেছিলেন।
8আর তিনি তাদেরকে সদাপ্রভুর পথ ও তাঁর আইন-কানুন শিক্ষা দিলেন; দেখ, সেগুলো ঈশ্বরের ব্যবস্থা-পুস্তকে লেখা আছে, যা তিনি মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছিলেন।
9পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা দেওয়া শেষ করিলেন, এবং সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি অবারীম পর্বতে উঠিয়া সেই স্থানে মৃত্যুবরণ কর, এবং তোমার ভাই হারোণের ন্যায় তোমার প্রজাদের কাছে সংগৃহীত হও।
১০ মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে উঠিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে, ইস্রায়েলীয়দের মিসর দেশ হইতে

বাহির হইবার চল্লিশতম বৎসরে, সেই স্থানে মোয়াব দেশে মৃত্যুবরণ করিলেন।
১১ ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের সমভূমিতে ত্রিশ দিন ধরে মোশির জন্য শোক পালন করল। এরপর মোশির জন্য শোক ও শোকের দিন শেষ হল।

অধ্যায় ৮৮

1 মোশির মৃত্যুর পর প্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয়কে বললেন,
2 "তুমি উঠে যর্দন নদী পার হয়ে সেই দেশে যাও যা আমি ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছি। তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের সেই দেশ অধিকার করাবে।
3 তোমাদের পায়ের তলা যে কোন স্থানে যাবে, সেই স্থান তোমাদের হবে; লিবানোনের মরুভূমি থেকে শুরু করে মহানদী ফরাত পর্যন্ত তোমাদের সীমানা হবে।
4তোমার জীবনের সমস্ত দিন কেউ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না; আমি যেমন মোশির সাথে ছিলাম, তেমনি তোমার সাথেও থাকব; কেবল তুমি শক্তিশালী হও এবং সাহসের সাথে মোশি তোমাকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়েছেন তা পালন করো, পথ থেকে ডানে কি বামে ফিরো না, যাতে তুমি যা কিছু করো তাতে সফল হও।
5আর যিহোশূয় ইস্রায়েলের অধ্যক্ষদের আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন, তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাও, লোকদিগকে এই আজ্ঞা কর, তোমরা তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর, কেননা তিন দিনের মধ্যে তোমরা জর্ডান পার হইয়া দেশ অধিকার করিবে।
6 ইস্রায়েল সন্তানদের অধ্যক্ষরা সেইরূপ করিলেন, এবং লোকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এবং যিহোশূয়ের আজ্ঞানুসারে সকলই করিলেন।
৭ যিহোশূয় যিরীহো দেশ অনুসন্ধান করার জন্য দুজন লোককে পাঠালেন। তারা গিয়ে যিরীহো অনুসন্ধান করল।
8 সাত দিনের শেষে তারা শিবিরে যিহোশূয়ের কাছে এসে বলল, "সদাপ্রভু সমগ্র দেশ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আর সেখানকার বাসিন্দারা আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে।"
9তারপর যিহোশূয় ভোরে উঠলেন এবং তাঁর সংগে সমস্ত ইস্রায়েল শিটীম থেকে যাত্রা করলেন; আর যিহোশূয় ও তাঁর সংগে সমস্ত ইস্রায়েল যর্দন পার হলেন; আর যিহোশূয় যখন ইস্রায়েলের সংগে যর্দন পার হলেন তখন তাঁর বয়স ছিল বিরাশি বছর।
১০ প্রথম মাসের দশম দিনে লোকেরা যর্দন নদী থেকে উঠে এসে যিরীহোর পূর্ব কোণে গিল্গলে শিবির স্থাপন করল।
১১ ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির ব্যবস্থায় লিখিত অনুসারে, মাসের চতুর্দশ দিনে যিরীহোর সমভূমিতে অবস্থিত গিল্গলে নিস্তারপর্ব পালন করিল।
১২ আর নিস্তারপর্বের পরের দিন মান্না বন্ধ হয়ে গেল, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য আর মান্না রইল না, এবং তারা কনান দেশের ফসল খেত।
১৩ ইস্রায়েলীয়দের সামনে যিরীহো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল, কেউ বাইরেও যেত না, কেউ ভেতরেও যেত না।
14আর দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে, সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, উঠ, দেখ, আমি যিরীহো ও তাহার সমস্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিলাম; আর তোমাদের সমস্ত যোদ্ধা প্রতিদিন একবার নগর প্রদক্ষিণ করিবে; তোমরা ছয় দিন এইরূপ করিবে।
15আর যাজকরা তূরী বাজাবে, আর যখন তোমরা তূরীধ্বনি শুনবে, তখন সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করবে, নগরের প্রাচীর পতিত হবে; সমস্ত লোক প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উঠবে।
১৬ যিহোশূয় প্রভুর আদেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন।
১৭ সপ্তম দিনে তারা সাতবার শহর প্রদক্ষিণ করল এবং পুরোহিতরা তূরী বাজাল।
১৮ সপ্তম রাউন্ডে যিহোশূয় লোকদের বললেন, "জয়কার কর, কারণ প্রভু সমগ্র শহর আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।"
১৯ কেবল শহর এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সদাপ্রভুর কাছে অভিশপ্ত হবে এবং অভিশপ্ত জিনিস থেকে নিজেদের দূরে রাখবে, পাছে তোমরা ইস্রায়েলের শিবিরকে অভিশপ্ত করে তাদের ঝামেলায় ফেলো।
20 কিন্তু সমস্ত রূপা, সোনা, পিতল ও লোহা প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র করা হবে, সেগুলি প্রভুর ভাণ্ডারে জমা হবে।
21 লোকেরা তূরী বাজালো ও জোরে চিৎকার করলো, আর যিরীহোর প্রাচীর ভেঙে পড়লো, আর সমস্ত লোক তাদের সামনে দিয়ে সোজা উঠে গেল এবং নগর অধিকার করলো এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল, পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ, গরু, ভেড়া, গাধা, সকলকে তরবারির আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলো।
22আর তারা পুরো শহর আগুনে পুড়িয়ে দিল; কেবল রূপা, সোনা, পিতল ও লোহার পাত্রগুলো তারা সদাপ্রভুর ভাণ্ডারে রাখল।
23 সেই সময় যিহোশূয় শপথ করে বললেন, "যে ব্যক্তি যিরীহো শহর নির্মাণ করবে, সে অভিশপ্ত হবে; সে তার প্রথম পুত্রের মৃত্যুতে এর ভিত্তি স্থাপন করবে এবং তার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে এর দ্বার স্থাপন করবে।"
24 আর যিহূদার সন্তান সেরহের সন্তান সব্দির সন্তান কর্ম্মির পুত্র আখন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের কিছু অংশ নিয়ে তাঁবুতে লুকিয়ে রেখেছিল; তাতে ইস্রায়েলের উপর সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হল।
২৫ এরপর, ইস্রায়েলীয়রা যখন যিরীহো শহর পুড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলো, তখন যিহোশূয় অয় শহরটিও গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোক পাঠালেন।
২৬ পরে সেই লোকেরা উঠে গিয়ে অয় নগরের খোঁজ করল। পরে তারা ফিরে এসে বলল, "তোমার সাথে সমস্ত লোক অয়তে না যাও, কেবল তিন হাজার লোক গিয়ে শহর আক্রমণ করুক, কারণ সেখানকার লোক সংখ্যায় অল্প।
27 যিহোশূয় সেইরূপ করিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র লোক তাঁহার সহিত গমন করিল, এবং তাহারা অয়ের লোকদের সহিত যুদ্ধ করিল।

28 ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্র হল, আর অয়ের লোকেরা ছত্রিশ জন ইস্রায়েলীয়কে হত্যা করল, আর ইস্রায়েলীয়রা অয়ের লোকদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।
29 এই ঘটনা দেখে যিহোশূয় তাঁর পোশাক ছিঁড়লেন এবং প্রভুর সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন, তিনি এবং ইস্রায়েলের প্রবীণরা তাদের মাথায় ধুলো দিলেন।
30 যিহোশূয় বললেন, "হে প্রভু, তুমি কেন এই লোকদের যর্দন নদীর ওপারে নিয়ে আসলে? ইস্রায়েলীয়রা যখন তাদের শত্রুদের থেকে পিছন ফিরে যাবে, তখন আমি কি বলব?"
31এখন, এই দেশের সমস্ত বাসিন্দা কনানীয়রা এই কথা শুনবে এবং আমাদের ঘিরে ফেলবে এবং আমাদের নাম মুছে ফেলবে।
32 প্রভু যিহোশূয়কে বললেন, "তুমি কেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছো? উঠো, নেমে যাও, কারণ ইস্রায়েলীয়রা পাপ করেছে এবং কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিস খেয়েছে। যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্য থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিস ধ্বংস করে, ততক্ষণ আমি তাদের সাথে থাকব না।"
33 তখন যিহোশূয় উঠে লোকদের জড়ো করলেন এবং সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে ঊরীম আনলেন। তাতে যিহূদা-গোষ্ঠী ধরা পড়ল এবং কর্মির পুত্র আখন ধরা পড়ল।
34 যিহোশূয় আখনকে বললেন, "বৎস, তুমি কি করেছ বলো?" আখন বললেন, "আমি লুটের জিনিসপত্রের মধ্যে শিনিয়রের একটি সুন্দর পোশাক, দুইশো শেকল রূপা এবং পঞ্চাশ শেকল ওজনের একটি সোনার খণ্ড দেখেছি; আমি সেগুলো লোভ করে তুলে নিলাম, আর দেখ, সেগুলো সব তাঁবুর মাঝখানে মাটিতে লুকানো আছে।"
৩৫ যিহোশূয় লোক পাঠালেন, তারা আখনের তাঁবু থেকে তাদের নিয়ে এলেন এবং যিহোশূয়ের কাছে নিয়ে এলেন।
36 যিহোশূয় আখনকে, তার পাত্রগুলিকে, তার পুত্রকন্যাদের এবং তার সমস্ত জিনিসপত্রকে আখোর উপত্যকায় নিয়ে গেলেন।
37 যিহোশূয় সেখানে আগুন দিয়ে তাদের পুড়িয়ে দিলেন এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয় আখনকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল এবং তার উপরে পাথরের স্তূপ স্থাপন করল। এইজন্য তিনি সেই জায়গার নাম আখোর উপত্যকা রাখলেন, এইভাবে সদাপ্রভুর ক্রোধ শান্ত হল, এবং পরে যিহোশূয় শহরে এসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
38তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, ভয় করিও না, নিরাশ হইও না; দেখ, আমি অয়কে, তাহার রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি; তুমি যিরীহো ও তাহার রাজার প্রতি যেমন করিয়াছিলে, তাহাদের প্রতিও তেমনি করিবে; কেবল তাহার লুটপাট ও পশুপাল তোমাদের জন্য লইবে; নগরের পশ্চাতে লুটিত স্থানে থাকিবে।
39 যিহোশূয় প্রভুর বাক্য অনুসারে কাজ করলেন। তিনি যোদ্ধাদের মধ্য থেকে ত্রিশ হাজার বীর পুরুষকে বেছে নিয়ে তাদের শহরের বিরুদ্ধে লুকিয়ে থাকতে পাঠালেন।
40 তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা আমাদের দেখলেই আমরা কৌশলে তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব, আর তারা আমাদের পিছনে তাড়া করবে। তারপর তোমরা লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে শহর দখল করবে।" তারা তাই করল।
41 যিহোশূয় যুদ্ধ করলেন, আর শহরের লোকেরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু তারা জানত না যে তারা শহরের পিছনে তাদের জন্য লুকিয়ে আছে।
42 যিহোশূয় এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয় তাদের সামনে ক্লান্তির ভান করলেন এবং কৌশলে মরুভূমির পথে পালিয়ে গেলেন।
43 অয়ের লোকেরা ইস্রায়েলীদের তাড়া করার জন্য নগরের সমস্ত লোককে জড়ো করল। তারা বেরিয়ে গিয়ে নগর থেকে দূরে সরে গেল, একজনও অবশিষ্ট রইল না, এবং নগর খোলা রেখে ইস্রায়েলীদের তাড়া করল।
44 যারা লুকিয়ে ছিল তারা তাদের স্থান থেকে উঠে দ্রুত নগরে এসে তা দখল করে আগুন ধরিয়ে দিল। অয়ের লোকেরা পিছু হটল এবং দেখল নগরের ধোঁয়া আকাশে উঠছে, আর তাদের কোন পথই ছিল না। তারা কোন দিকেই পিছু হটতে পারছিল না।
45 অয়ের সমস্ত লোক ইস্রায়েলের মধ্যে ছিল, কিছু লোক এদিক ওদিক ছিল, আর তারা তাদের এমনভাবে আঘাত করল যে, তাদের একজনও বেঁচে রইল না।
46 ইস্রায়েলীয়রা অয়ের রাজা মেলোশকে জীবিত ধরে যিহোশূয়ের কাছে নিয়ে গেল। যিহোশূয় তাকে একটি গাছে ঝুলিয়ে দিলেন এবং তিনি মারা গেলেন।
47 ইস্রায়েলীয়রা শহর পুড়িয়ে দেওয়ার পর সেখানে ফিরে গেল এবং সেখানে যারা ছিল তাদের সকলকে তরবারির আঘাতে হত্যা করল।
48 অয়ের লোকদের মধ্যে যারা মারা পড়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার, পুরুষ ও স্ত্রীলোক, তারা কেবল নগরের পশুপাল এবং লুট জিনিসপত্র নিজেদের জন্য নিল, যেমন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে বলেছিলেন।
49 যর্দনের পূর্বপারস্থ সমস্ত রাজা, অর্থাৎ কনানের সমস্ত রাজা, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিরীহো ও অয়ের প্রতি যে অমঙ্গল করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য একত্র হইলেন।
৫০ কেবল গিবিয়োনের বাসিন্দারা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পেল, পাছে তারা মারা যায়। তাই তারা ধূর্ততার সাথে কাজ করল। তারা যিহোশূয় এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের কাছে এসে বলল, "আমরা দূর দেশ থেকে এসেছি, তাই এখন আমাদের সাথে একটি চুক্তি কর।"
51 গিবিয়োনের বাসিন্দারা ইস্রায়েলীয়দের উপর আক্রমণ চালাল, আর ইস্রায়েলীয়রা তাদের সাথে চুক্তি করল, তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করল, এবং মণ্ডলীর নেতারা তাদের কাছে শপথ করল, কিন্তু পরে ইস্রায়েলীয়রা বুঝতে পারল যে তারা তাদের প্রতিবেশী এবং তাদের মধ্যে বাস করছে।
52 কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা তাদের হত্যা করেনি, কারণ তারা প্রভুর নামে তাদের কাছে শপথ করেছিল, আর তারা কাঠ কাটার ও জল তোলার কাজ করেছিল।
53 যিহোশূয় তাদের বললেন, "তোমরা কেন আমাকে প্রতারণা করে আমাদের প্রতি এই কাজ করলে?" তারা উত্তরে বলল, "কারণ তুমি ইমোরীয়দের সমস্ত রাজার প্রতি যা করেছ, তা তোমার দাসদের কাছে জানা গিয়েছিল, আর আমরা আমাদের প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছি।"

54 সেই দিন যিহোশূয় তাদের কাঠ কাটতে ও জল তুলতে নিযুক্ত করলেন এবং ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে দাস হিসেবে ভাগ করে দিলেন।
55 যিরীহো ও অয়ের প্রতি ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাহা করিয়াছে, তাহা যখন যিরূশালেমের রাজা আদোনিসেদক শুনিল, তখন তিনি হিব্রোণের রাজা হোহম, যর্মূতের রাজা পিরাম, লাখীশের রাজা যাফিয় এবং ইগ্লোনের রাজা দেবরের কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন,
56 আমার কাছে এসে আমাকে সাহায্য করো, যাতে আমরা ইস্রায়েলীয়দের এবং গিবিয়োনের বাসিন্দাদের, যারা ইস্রায়েলীয়দের সাথে শান্তি স্থাপন করেছে, তাদের আঘাত করতে পারি।
57 তারপর তারা একত্র হল এবং ইমোরীয়দের পাঁচ রাজা তাদের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করল। তারা সমুদ্রের তীরের বালির মতো অসংখ্য ছিল।
58 এই সমস্ত রাজা গিবিয়োনের সামনে এসে শিবির স্থাপন করলেন এবং গিবিয়োন-নিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন। গিবিয়োনের সমস্ত লোক যিহোশূয়র কাছে এই কথা বলে পাঠাল, "শীঘ্র আমাদের কাছে এসে আমাদের সাহায্য করুন, কারণ ইমোরীয়দের সমস্ত রাজা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হয়েছে।"
59 যিহোশূয় এবং সমস্ত যোদ্ধা গিল্গল থেকে বেরিয়ে এলেন। যিহোশূয় হঠাৎ তাদের কাছে এসে মহাসংহারে এই পাঁচ রাজাকে আঘাত করলেন।
60 প্রভু ইস্রায়েলীয়দের সামনে তাদের হতবুদ্ধি করে দিলেন। গিবিয়োনে তারা তাদের ভীষণভাবে হত্যা করল। তারা বৈৎ-হোরোণ থেকে মক্কেদা পর্যন্ত ওঠার পথে তাদের তাড়া করল, আর তারা ইস্রায়েলীয়দের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।
61 আর যখন তারা পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন প্রভু আকাশ থেকে তাদের উপর শিলাবৃষ্টি পাঠালেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের হত্যার চেয়ে শিলাবৃষ্টিতে তাদের মধ্যে বেশি লোক মারা গেল।
62 ইস্রায়েলীয়রা তাদের তাড়া করল, আর পথে তাদের আঘাত করতে লাগল, এগিয়ে গিয়ে তাদের আঘাত করতে লাগল।
63আর যখন তাহারা আঘাত করিতেছিল, তখন দিন গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে আসিতেছিল, এবং যিহোশূয় সমস্ত লোকের সাক্ষাতে কহিলেন, হে সূর্য, তুমি গিবিয়োনের উপরে, আর হে চন্দ্র, অযালোন উপত্যকায়, যতক্ষণ না জাতি আপন শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
64 আর প্রভু যিহোশূয়ের কথা শুনলেন, আর সূর্য আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, ছত্রিশ মিনিট স্থির রইল, আর চাঁদও স্থির রইল এবং পুরো একদিনও অস্ত যেতে তাড়াহুড়ো করল না।
65 আর এর আগে বা পরে এমন কোন দিন ছিল না যেদিন প্রভু কোন মানুষের কথা শুনেছিলেন, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

অধ্যায় ৮৯

1 যেদিন প্রভু যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলীয়দের হাতে ইমোরীয়দের তুলে দিয়েছিলেন, সেই দিন যিহোশূয় এই গানটি বললেন এবং সমস্ত ইস্রায়েলের সামনে বললেন,
2 হে প্রভু, তুমি অসাধারণ কাজ করেছ, তুমি অসাধারণ কাজ করেছ; তোমার মত আর কে আছে? আমার ঠোঁট তোমার নামের প্রশংসা করবে।
3 হে আমার মঙ্গল, আমার দুর্গ, আমার উঁচু দুর্গ, আমি তোমার উদ্দেশ্যে একটি নতুন গান গাইব, ধন্যবাদের সাথে তোমার উদ্দেশ্যে গান গাইব, তুমিই আমার পরিত্রাণের শক্তি।
4 পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার প্রশংসা করবে, পৃথিবীর অধ্যক্ষরা তোমার উদ্দেশ্যে গান গাইবে, ইস্রায়েলের লোকেরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দ করবে, তারা গান করবে এবং তোমার শক্তির প্রশংসা করবে।
৫ হে প্রভু, আমরা তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম; আমরা বলেছিলাম তুমিই আমাদের ঈশ্বর, কারণ তুমিই আমাদের আশ্রয়স্থল এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দুর্গ।
6 আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করেছি এবং লজ্জিত হইনি, তোমার উপর নির্ভর করেছি এবং উদ্ধার পেয়েছি; যখন আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করেছি, তুমি আমাদের রব শুনেছ, তুমি আমাদের প্রাণ তরবারি থেকে উদ্ধার করেছ, তুমি আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ দেখিয়েছ, তুমি আমাদের তোমার পরিত্রাণ দিয়েছ, তুমি তোমার শক্তিতে আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত করেছ।
7 তুমি আমাদের পরিত্রাণের জন্য বেরিয়ে এসেছিলে, তোমার বাহু দিয়ে তোমার লোকদের মুক্ত করেছিলে; তোমার পবিত্র স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের উত্তর দিয়েছিলে, তুমি আমাদের দশ লক্ষ লোকের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে।
8 সূর্য ও চাঁদ স্বর্গে স্থির হয়ে রইল, আর তুমি আমাদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধে দাঁড়িয়েছিলে এবং তাদের উপর তোমার বিচারের আদেশ দিয়েছিলে।
9 পৃথিবীর সমস্ত শাসকরা উঠে দাঁড়াল, জাতির রাজারা একত্রিত হল, তোমার সামনে তারা বিচলিত হল না, তারা তোমার যুদ্ধ কামনা করল।
১০ তুমি তোমার ক্রোধে তাদের বিরুদ্ধে উঠেছিলে, তাদের উপর তোমার ক্রোধ নেমে এনেছিলে; তোমার ক্রোধে তুমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলে, তোমার হৃদয়ে তাদের কেটে ফেলেছিলে।
১১ তোমার ক্রোধে জাতিগণ ধ্বংস হইয়াছে, তোমার ক্রোধে রাজ্যসমূহ পতিত হইয়াছে, তোমার ক্রোধের দিনে তুমি রাজাদের আঘাত করিয়াছ।
১২ তুমি তাদের উপর তোমার ক্রোধ ঢেলে দিলে, তোমার প্রচণ্ড ক্রোধ তাদের ধরে ফেলল; তুমি তাদের অন্যায় তাদের উপর চাপিয়ে দিলে, তাদের দুষ্টতায় তাদের ধ্বংস করে দিলে।
১৩ তারা একটা ফাঁদ পাতিয়েছিল, তাতেই তারা পড়েছিল; যে জালে তারা লুকিয়েছিল, তাতেই তাদের পা আটকে গিয়েছিল।
14 তোমার সেই সমস্ত শত্রুদের জন্য তোমার হাত প্রস্তুত ছিল, যারা বলেছিল, তাদের তরবারি দিয়ে তারা দেশ অধিকার করেছে, তাদের বাহু দিয়ে তারা শহরে বাস

করেছে; তুমি তাদের মুখ লজ্জায় পূর্ণ করেছ, তাদের শিং মাটিতে নামিয়েছ, তোমার ক্রোধে তাদের ভীত করেছ, তোমার ক্রোধে তাদের ধ্বংস করেছ।
15 তাদের উপর তোমার ঝড়ের শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল ও কেঁপে উঠল; তুমি তাদের প্রাণকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করোনি, তাদের প্রাণকে পাতালে নামিয়ে দিয়েছিলে।
১৬ তুমি তোমার ঝড়ের মধ্যে তাদের তাড়া করেছিলে, তোমার ঘূর্ণিঝড়ে তাদের ধ্বংস করেছিলে, তাদের বৃষ্টিকে শিলাবৃষ্টিতে পরিণত করেছিলে, তারা গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছিল যাতে তারা উঠতে পারেনি।
১৭ তাদের মৃতদেহ রাস্তার মাঝখানে আবর্জনার মতো পড়ে ছিল।
18 তোমার ক্রোধে তারা ধ্বংস হয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল; তুমি তোমার শক্তি দিয়ে তোমার লোকদের উদ্ধার করেছ।
১৯ অতএব আমাদের হৃদয় তোমার প্রতি আনন্দিত, আমাদের আত্মা তোমার পরিত্রাণে উল্লসিত।
২০ আমাদের জিভ তোমার শক্তির কথা বলবে, আমরা গান করব এবং তোমার আশ্চর্য কাজের প্রশংসা করব।
২১ কারণ তুমি আমাদের শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছ, যারা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল তাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছ, আমাদের সামনে থেকে তাদের ধ্বংস করেছ এবং আমাদের পায়ের তলায় তাদের চাপা দিয়েছ।
22 হে প্রভু, তোমার সমস্ত শত্রু এভাবে ধ্বংস হবে, আর দুষ্টরা বাতাসে উড়ে যাওয়া তুষের মতো হবে, আর তোমার প্রিয়জন জলের ধারে লাগানো গাছের মতো হবে।
২৩ যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে গিল্গলের শিবিরে ফিরে গেলেন। সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে তাঁরা কেউই অবশিষ্ট রইলেন না।
24 আর পাঁচ জন রাজা যুদ্ধ থেকে একাই পায়ে হেঁটে পালিয়ে গিয়ে একটা গুহায় লুকিয়ে রইলেন। যিহোশূয় যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না।
25 পরে যিহোশূয়কে বলা হল, "রাজাদের খুঁজে পাওয়া গেছে, আর দেখ, তারা একটা গুহায় লুকিয়ে আছে।"
২৬ যিহোশূয় বললেন, "গুহার মুখে লোক নিযুক্ত করো, তাদের পাহারা দেবার জন্য, পাছে তারা নিজেদের সরিয়ে নেয়।" ইস্রায়েলীয়রা তাই করল।
27তখন যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিয়া যুদ্ধের সেনাপতিদিগকে কহিলেন, তোমরা এই রাজাদের ঘাড়ে তোমাদের পা রাখ; আর যিহোশূয় কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদের সমস্ত শত্রুর প্রতি এইরূপ করিবেন।
28 এরপর যিহোশূয় রাজাদের হত্যা করে গুহায় ফেলে দিতে এবং গুহার মুখে বড় বড় পাথর বসাতে আদেশ দিলেন।
29 পরে যিহোশূয় সেই দিন তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোকদের নিয়ে মক্কেদা শহরে গেলেন এবং তরবারির আঘাতে সেই শহরকে আঘাত করলেন।
30 তিনি শহরের সমস্ত প্রাণী এবং সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন এবং যিরীহোর প্রতি যেমন করেছিলেন, রাজা ও সেখানকার লোকদের প্রতিও তেমনই করলেন।
31 তারপর তিনি সেখান থেকে লিব্‌নায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, আর সদাপ্রভু তাকে শহরটা সমর্পণ করলেন। যিহোশূয় তলোয়ারের আঘাতে শহরটাকে এবং সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে আঘাত করলেন। তিনি যিরীহোর প্রতি যা করেছিলেন, তার প্রতি ও তার রাজার প্রতিও তাই করলেন।
32 তারপর সেখান থেকে তিনি লাখীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গেলেন। ঘসার রাজা হোরম লাখীশের লোকদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন। যিহোশূয় তাকে ও তার লোকদের এতটাই আঘাত করলেন যে, তাদের কেউই অবশিষ্ট রইল না।
33 যিহোশূয় লাখীশ ও সেখানকার সমস্ত লোকদের অধিকার করলেন এবং লিব্‌নার প্রতি যেমন করেছিলেন, তেমনি তার প্রতিও করলেন।
34 যিহোশূয় সেখান থেকে ইগ্লোনে গেলেন এবং সেটিও হস্তগত করলেন এবং খড়্গধারে তা ও সেখানকার সমস্ত লোককে আঘাত করলেন।
৩৫ সেখান থেকে তিনি হিব্রোণে গিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তা দখল করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে দবীরে ফিরে গেলেন এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তরবারির ধারায় তাকে আঘাত করলেন।
36 তিনি সেখানকার সকল প্রাণীকে ধ্বংস করলেন, কাউকেই অবশিষ্ট রাখলেন না; তিনি যিরীহোর প্রতি যা করেছিলেন, সেই একই অবস্থা তার ও তার রাজার প্রতি করলেন।
37 যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় থেকে আসা পর্যন্ত ইমোরীয়দের সমস্ত রাজাকে আঘাত করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাদের দেশ অধিকার করলেন, কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।
38পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে নিয়ে গিল্গলে শিবিরে উপস্থিত হলেন।
39 সেই সময় হসোরের রাজা যাবীন শুনতে পেলেন যে যিহোশূয় ইমোরীয়দের রাজাদের প্রতি যা করেছেন, তা-ই ঘটিয়েছেন। তখন যাবীন মিদিয়নের রাজা যোবট, শিম্রোণের রাজা লাবন, অক্ষফের রাজা যিফল এবং ইমোরীয়দের সমস্ত রাজাদের কাছে এই বার্তা পাঠালেন:
40 "তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসো এবং আমাদের সাহায্য করো, যাতে ইস্রায়েলীয়রা আমাদের আক্রমণ করে আমাদের প্রতি ইমোরীয়দের অন্যান্য রাজাদের প্রতি যেমন করেছে, তেমনি না করে, আমরা তাদের আঘাত করতে পারি।
41 এই সমস্ত রাজা হসোরের রাজা যাবীনের কথা শুনলেন এবং তাদের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, অর্থাৎ সতেরো জন রাজা, তাদের সৈন্যদল সমুদ্রতীরের বালির মতো অসংখ্য ছিল, তাদের সাথে অসংখ্য ঘোড়া ও রথ ছিল। তারা এসে মেরোমের জলাশয়ে শিবির স্থাপন করল এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের একত্রিত করা হল।
42তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তাহাদিগকে ভয় করিও না, কারণ কাল এই সময়ে আমি তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে সমর্পণ করিব, তুমি তাহাদের ঘোড়ার শিরা-শিরা কাটিয়া ফেলিবে এবং তাহাদের রথ অগ্নিতে পুড়িয়ে ফেলিবে।

43তখন যিহোশূয় সমস্ত যোদ্ধাদের সহিত অকস্মাৎ তাহাদের উপরে আসিলেন, এবং তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, এবং তাহারা তাহাদের হস্তে পড়িল, কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।
44তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের সৈন্যদলসহ এই সকল রাজার পশ্চাৎ ধাওয়া করিল, এবং তাহাদিগকে আঘাত করিল, এত অবশিষ্ট থাকিল না যে, তাহাদের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিল না; এবং যিহোশূয় তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কার্য করিলেন।
45 সেই সময় যিহোশূয় হসোরে ফিরে এসে তরবারি দিয়ে শহরটিকে আঘাত করলেন এবং সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করলেন এবং আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। যিহোশূয় হসোর থেকে শিম্রোণে গিয়ে শহরটিকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন।
46 সেখান থেকে তিনি অক্ষফের দিকে গেলেন এবং শিম্রোণের প্রতি যা করেছিলেন, তার প্রতিও তাই করলেন।
47 সেখান থেকে তিনি অদূলামে গেলেন এবং সেখানকার সমস্ত লোককে হত্যা করলেন। অক্ষফ ও শিম্রোণের প্রতি যেমন করেছিলেন, অদূলামের প্রতিও তেমনই করলেন।
48 আর তিনি সেই সমস্ত রাজাদের শহরগুলিতে ঘুরে বেড়ালেন যেগুলিকে তিনি আঘাত করেছিলেন, এবং তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের সকলকে আঘাত করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন।
49 ইস্রায়েলীয়রা কেবল তাদের লুটের জিনিসপত্র এবং পশুপাল নিজেদের জন্য নিয়ে গেল, কিন্তু যত মানুষকে তারা হত্যা করেছিল, কাউকেও বাঁচতে দিল না।
৫০ সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, যিহোশূয় এবং সমস্ত ইস্রায়েল সেইরূপ করিলেন; তাহারা কোন বিষয়েই ব্যর্থ হইলেন না।
৫১ তাই যিহোশূয় এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর আদেশ অনুসারে সমগ্র কনান দেশ আক্রমণ করলেন এবং তাদের সমস্ত রাজাকে, অর্থাৎ একত্রিশ জন রাজাকে, আঘাত করলেন এবং ইস্রায়েলীয়রা তাদের সমস্ত দেশ অধিকার করল।
৫২ যর্দনের ওপারে অবস্থিত সীহোন ও ওগের রাজ্য ছাড়াও, যেগুলির মধ্যে মোশি অনেক শহর জয় করেছিলেন এবং মোশি সেগুলি রূবেণীয়, গাদীয় এবং মনঃশির অর্ধেক বংশকে দিয়েছিলেন।
53 যিহোশূয় যর্দনের পশ্চিম দিকের সমস্ত রাজাদের পরাজিত করলেন এবং তাদের নয়টি বংশ এবং ইস্রায়েলের অর্ধেক বংশকে অধিকার হিসেবে দিলেন।
54 যিহোশূয় পাঁচ বছর ধরে এই রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের শহরগুলি ইস্রায়েলীয়দের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এর ফলে ইমোরীয় ও কনানীয়দের সমস্ত শহর যুদ্ধ থেকে শান্তিতে পরিণত হয়েছিল।

অধ্যায় ৯০

1 ইস্রায়েলীয়রা যর্দন নদী পার হওয়ার পঞ্চম বছরে, যখন ইস্রায়েলীয়রা কনানীয়দের সাথে যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিল, সেই সময় ইদোম ও কিত্তীমের সন্তানদের মধ্যে মহা ও তীব্র যুদ্ধ শুরু হল এবং কিত্তীমের সন্তানরা ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।
2 আর কিত্তীমের রাজা অবীয়ান সেই বছর, অর্থাৎ তার রাজত্বের একত্রিশতম বছরে, কিত্তীম-সন্তানদের এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে এষৌর সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেয়ীরে গেলেন।
3 ইদোমের রাজা হদদ তাঁর কথা শুনতে পেয়ে এক বিরাট সৈন্যদল ও শক্তিশালী সৈন্যদল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লেন এবং ইদোমের ক্ষেত্রটিতে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
৪ আর কিত্তীমের হস্ত এষৌর সন্তানদের উপর প্রবল হইল, এবং কিত্তীমের সন্তানরা এষৌর সন্তানদের মধ্যে বাইশ হাজার লোককে বধ করিল, এবং এষৌর সকল সন্তান তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।
5কিত্তিমের লোকেরা তাদের পিছনে তাড়া করে গেল এবং তারা ইদোমের রাজা হদদের কাছে পৌঁছাল, যিনি তাদের আগে আগে দৌড়ে এসেছিলেন এবং তারা তাকে জীবিত ধরে ফেলল এবং কিত্তিমের রাজা অবিয়ানের কাছে নিয়ে গেল।
৬ আর আবিয়ানাস তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন, এবং ইদোমের রাজা হদদ তার রাজত্বের আটচল্লিশ বছরে মারা গেলেন।
৭ কিত্তীমের লোকেরা ইদোমের পিছনে তাড়া করে চলল, আর তারা তাদের ভীষণভাবে হত্যা করল এবং ইদোম কিত্তীমের লোকদের অধীনে চলে গেল।
8কিত্তীমের সন্তানরা ইদোমের উপর রাজত্ব করত, আর ইদোম কিত্তীমের সন্তানদের অধীনে চলে গেল এবং সেই দিন থেকে এক রাজ্যে পরিণত হল।
9 আর সেই সময় থেকে তারা আর মাথা তুলতে পারল না, এবং তাদের রাজ্য কিত্তীমের সন্তানদের সাথে এক হয়ে গেল।
১০ আর আবিয়ানাস ইদোমে কর্মকর্তা নিযুক্ত করলেন এবং ইদোমের সমস্ত সন্তান আবিয়ানাসের অধীনস্থ ও দাস হয়ে গেল, এবং আবিয়ানাস তার নিজের দেশ কিত্তিমে ফিরে গেল।
১১ এবং ফিরে এসে তিনি তাঁর রাজ্য পুনর্নির্মাণ করলেন এবং রাজকীয় বাসস্থানের জন্য একটি প্রশস্ত ও সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং কিত্তীম ও ইদোমের সন্তানদের উপর নিরাপদে রাজত্ব করলেন।
১২ সেই সময়ে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সমস্ত কনানীয় ও ইমোরীয়দিগকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, যিহোশূয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।
১৩ আর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি বৃদ্ধ, বয়সে বৃদ্ধ, আর দেশের এক বিরাট অংশ অধিকার করিতে এখনও অবশিষ্ট আছে।
14 অতএব এখন তুমি এই দেশ নয়টি বংশ এবং মনঃশির অর্ধেক বংশের মধ্যে অধিকারের জন্য ভাগ করে দাও। পরে যিহোশূয় উঠে সদাপ্রভুর কথামত কাজ করলেন।
১৫ আর তিনি সমস্ত দেশ ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলিকে তাদের বিভাগ অনুসারে অধিকার হিসাবে ভাগ করে দিলেন।

১৬ কিন্তু লেবি-গোষ্ঠীকে তিনি কোন সম্পত্তি দেননি। প্রভুর উপহারই তাদের সম্পত্তি, যেমন প্রভু মোশির মাধ্যমে তাদের বিষয়ে বলেছিলেন।
১৭ আর যিহোশূয় যিফুন্নির পুত্র কালেবকে হিব্রোণ পর্বত দিলেন, তাঁর ভাইদের চেয়ে এক অংশ, যেমন সদাপ্রভু মোশির মাধ্যমে বলেছিলেন।
১৮ অতএব হিব্রোণ আজও কালেব ও তাঁর সন্তানদের অধিকারে আছে।
১৯ আর যিহোশূয় সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত দেশ অধিকারের জন্য গুলিবাঁট দ্বারা সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।
২০ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন আপন অধিকার হইতে লেবীয়দিগকে নগর, পশুপাল ও সম্পত্তির জন্য চরাণভূমি দিল, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণও তদ্রূপ করিল; এবং বড় কি ছোট, তাহারা গুলিবাঁট দ্বারা দেশ ভাগ করিয়া দিল।
২১ আর তাহারা আপন আপন সীমা অনুসারে দেশ অধিকার করিতে গেল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আপনাদের মধ্যে এক অধিকার দিল।
22 প্রভুর বাক্য অনুসারে তারা তাঁকে পর্বতময় ইফ্রয়িমের তিম্নৎ-সেরখ নামক শহরটি দিল। তিনি সেই শহরটি নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন।
২৩ ইলীয়াসের পুরোহিত, নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং বংশের পিতৃপুরুষদের প্রধানরা শীলোতে সদাপ্রভুর সামনে সমাগম তাঁবুর দরজায় গুলিবাঁট করে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এই অধিকার ভাগ করে দিলেন, এবং তারা দেশ ভাগ করা থেকে বিরত রইলেন।
24 আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের সেই দেশ দিলেন, আর সদাপ্রভু যেমন তাদের কথা বলেছিলেন এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছিলেন, সেই অনুসারে তারা তা অধিকার করল।
25 আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের তাদের চারপাশের সমস্ত শত্রু থেকে বিশ্রাম দিলেন, আর কেউ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল না; সদাপ্রভু তাদের সমস্ত শত্রুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের প্রতি যে সমস্ত মঙ্গলের কথা বলেছিলেন, তার একটিও ব্যর্থ হয়নি; হ্যাঁ, সদাপ্রভু সমস্তই সম্পন্ন করলেন।
২৬ যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের ডাকলেন এবং তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং সদাপ্রভুর সেবা করার আদেশ দিলেন। এরপর তিনি তাদের বিদায় করলেন, এবং তারা প্রত্যেকে যার যার শহরে এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের অধিকারে ফিরে গেল।
২৭ যিহোশূয়ের সমস্ত জীবনকাল জুড়ে ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর সেবা করেছিল এবং প্রভু তাদের চারপাশের সমস্ত জায়গা থেকে তাদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন, এবং তারা তাদের নগরগুলিতে নিরাপদে বাস করেছিল।
28 আর সেই সময়ে, কিত্তিমের রাজা আবিয়ানাস তাঁর রাজত্বের আটত্রিশ বছরে, অর্থাৎ ইদোমের উপর তাঁর রাজত্বের সপ্তম বছরে মারা গেলেন, এবং তারা তাঁকে তাঁর নিজের জন্য নির্মিত স্থানে কবর দিল, এবং ল্যাটিনাস তাঁর জায়গায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করলেন।
29 তাঁর রাজত্বকালে তিনি এক সৈন্যদল বের করে আনলেন এবং যবনের পুত্র ইলীশায়ের সন্তান ব্রিটানিয়া ও কর্নানিয়ার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের পরাজিত করলেন এবং তাদের দাস বানালেন।
30 তারপর তিনি শুনতে পেলেন যে ইদোম কিত্তিমের অধীনতা থেকে বিদ্রোহ করেছে, এবং ল্যাটিনরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করে, এবং কিত্তিমের সন্তানদের হাতে তাদের তুলে দেয়, এবং ইদোম চিরকাল কিত্তিমের সন্তানদের সাথে এক রাজ্যে পরিণত হয়।
31 অনেক বছর ধরে ইদোমে কোন রাজা ছিল না এবং তাদের শাসন কর্তৃত্ব কিত্তীমের সন্তানদের এবং তাদের রাজার উপর ছিল।
32 ইস্রায়েলীয়রা যর্দন নদী পার হওয়ার পর ছাব্বিশ বছরের মাথায়, অর্থাৎ মিসর থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের হয়ে আসার পর ছষট্টি বছরের মাথায় যিহোশূয় বৃদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল একশো আট বছর।
33 প্রভু সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের তাদের চারপাশের সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে বিশ্রাম দেওয়ার পর, যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের, তাদের প্রাচীনদের, বিচারকদের এবং কর্মচারীদের ডাকলেন। যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়দের প্রাচীনদের এবং তাদের বিচারকদের বললেন, "দেখ, আমি বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হয়ে গেছি। প্রভু তোমাদের সামনে থেকে যে সমস্ত জাতিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি তিনি কী করেছেন তা তোমরা দেখেছ, কারণ প্রভুই তোমাদের জন্য যুদ্ধ করেছেন।
34অতএব এখন তোমরা মোশির ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য পালন ও পালন করিতে দৃঢ় হও, তাহা হইতে দক্ষিণে কি বামে বিচ্যুত না হও, এবং দেশে অবশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে প্রবেশ না কর; এবং তাহাদের দেবতাদের নামও উচ্চারণ করিও না, বরং অদ্য পর্যন্ত যেমন করিয়া আসিয়াছ, তেমনি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আসক্ত থাকিও।
৩৫ আর যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানদের তাদের সমস্ত জীবনকাল ধরে প্রভুর সেবা করার জন্য দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করলেন।
36আর সমস্ত ইস্রায়েলীয় বলল, আমরা, আমাদের সন্তানরা, আমাদের সন্তানরা, এবং আমাদের বংশধররা চিরকাল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করব।
37 আর সেই দিন যিহোশূয় লোকদের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বিদায় করিলেন; তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন অধিকারে ও আপন নগরে প্রস্থান করিল।
38 সেই সময় যখন ইস্রায়েলীয়রা তাদের নগরে নিরাপদে বাস করছিল, তখন তারা তাদের পূর্বপুরুষদের গোষ্ঠীগুলির কবর, যাদের তারা মিশর থেকে এনেছিল, তাদের প্রত্যেককে তাদের সন্তানদের সম্পত্তিতে কবর দিত। ইস্রায়েলীয়রা যাকোবের বারো পুত্রকে তাদের সন্তানদের সম্পত্তিতে কবর দিত।
39 ইস্রায়েলের লোকরা মিশর থেকে যাকোবের বারো পুত্রকে যেখানে কবর দিয়েছিল, সেই শহরগুলির নাম এই।
40আর তারা রূবেণ ও গাদকে যর্দনের পূর্বপারে রোমিয়াতে কবর দিল, যেটা মোশি তাদের সন্তানদের দিয়েছিলেন।

41 শিমিয়োন ও লেবিকে তারা মওদা শহরে কবর দিল, যা তিনি শিমিয়োনের সন্তানদের দিয়েছিলেন এবং শহরের উপকণ্ঠ লেবিদের সন্তানদের জন্য ছিল।
42 আর তারা যিহূদাকে বৈৎলেহমের বিপরীতে বিন্যামীন নগরে কবর দিল।
43 আর ইষাখর ও সবূলূনের অস্থিগুলি সীদোনে, তাদের সন্তানদের অংশে কবর দেওয়া হল।
44 দানকে তার সন্তানদের নগর ইষ্টায়েলে কবর দেওয়া হল এবং নপ্তালি ও আশেরকে কাদেশ-নপ্তালিতে কবর দেওয়া হল, প্রত্যেককে তার সন্তানদের দেওয়া জায়গায়।
45 আর তারা যোষেফের অস্থি শিখিমে কবর দিল, সেই জমির অংশে যাকোব হমোরের কাছ থেকে কিনেছিলেন এবং যা যোষেফের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল।
46আর বিন্যামীন-সন্তানগণকে দত্ত যিবূষীয়দের সম্মুখে যিরূশালেমে বিন্যামীনকে কবর দেওয়া হইল; ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন আপন বংশের নগরে আপন আপন পিতৃপুরুষদের কবর দিল।
47 দুই বছরের শেষে নূনের পুত্র যিহোশূয় একশো দশ বছর বয়সে মারা গেলেন। যিহোশূয় ইস্রায়েলের বিচার করেছিলেন আঠাশ বছর। ইস্রায়েল তাঁর জীবনের সমস্ত দিন সদাপ্রভুর সেবা করেছিলেন।
48 আর যিহোশূয়ের অন্যান্য ঘটনা, তাঁর যুদ্ধ এবং তাঁর তিরস্কার যা দিয়ে তিনি ইস্রায়েলকে তিরস্কার করেছিলেন, এবং তাঁর সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানরা যে শহরগুলির অধিকারে ছিল, সেগুলি ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে যিহোশূয়ের বাক্যের পুস্তকে এবং মোশি, যিহোশূয় এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের দ্বারা লিখিত প্রভুর যুদ্ধের পুস্তকে লিখিত আছে।
49 ইস্রায়েলীয়রা যিহোশূয়কে তাঁর অধিকারের সীমানায়, অর্থাৎ ইফ্রয়িমের পাহাড়ী অঞ্চলে, তিম্নৎ-সেরখে কবর দিল।
৫০ সেই সময়ে হারোণের পুত্র ইলিয়াষর মারা গেলেন এবং তাঁকে তাঁর পুত্র পীনহসের পাহাড়ে কবর দেওয়া হল, যা তাঁকে পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে দেওয়া হয়েছিল।

অধ্যায় ৯১

১ সেই সময়, যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর, কনানীয়দের সন্তানরা তখনও সেই দেশে ছিল এবং ইস্রায়েলীয়রা তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
2আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, কনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমাদের পক্ষে কে প্রথমে যাইবে? সদাপ্রভু কহিলেন, যিহূদা যাইবে।
3 যিহূদার লোকরা শিমিয়োনকে বলল, "আমাদের জমিতে আমাদের সাথে যাও, আমরা কনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং আমরাও তোমাদের জমিতে তোমাদের সাথে যাব।" এইভাবে শিমিয়োনের লোকরা যিহূদার লোকদের সাথে গেল।
4 যিহূদা-সন্তানরা কনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল। তাতে সদাপ্রভু কনানীয়দের যিহূদা-সন্তানদের হাতে তুলে দিলেন। তারা বেষকে দশ হাজার লোককে হত্যা করল।
5আর তারা বেষকে আদোনিবেষকের সহিত যুদ্ধ করিল, আর সে তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া ধরিল, এবং তাহাকে ধরিয়া তাহার হস্ত ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া দিল।
6 তখন আদোনিবেষক বললেন, "যে সত্তর জন রাজার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা হয়েছিল, তারা আমার টেবিলের নীচে মাংস কুড়িয়েছিল, যেমন আমি করেছি, ঈশ্বর আমাকে সেইভাবে প্রতিফল দিয়েছেন।" তারা তাকে জেরুজালেমে নিয়ে গেল এবং সে সেখানে মারা গেল।
৭ শিমিয়োনের লোকেরা যিহূদার লোকদের সাথে গেল এবং তরবারির আঘাতে কনানীয়দের হত্যা করল।
৪ আর সদাপ্রভু যিহূদা-সন্তানগণের সহবর্তী ছিলেন, এবং তাহারা পর্বত অধিকার করিল; আর যোষেফ-সন্তানগণ বৈথেলে, অর্থাৎ লূসে উঠিল, এবং সদাপ্রভু তাহাদের সহবর্তী ছিলেন।
9 যোষেফের সন্তানরা বৈথেল অনুসন্ধান করল, আর প্রহরীরা নগর থেকে একজনকে বের হয়ে আসতে দেখে তাকে ধরে বলল, "আমাদের নগরের প্রবেশপথটি দেখিয়ে দাও, আমরা তোমার প্রতি দয়া করব।"
১০ সেই লোকটি তাদের নগরের প্রবেশপথ দেখিয়ে দিল, আর যোষেফের সন্তানরা এসে তরবারির ধারায় নগরকে আঘাত করল।
১১ পরে তারা সেই ব্যক্তিকে তার পরিবারসহ বিদায় করে দিল। সে হিত্তীয়দের কাছে গেল এবং একটি শহর তৈরি করে তার নাম রাখল লূস। এতে সমস্ত ইস্রায়েলীয় তাদের শহরে বাস করতে লাগল এবং ইস্রায়েলীয়রা তাদের শহরে বাস করতে লাগল। যিহোশূয়ের সমস্ত জীবনকাল এবং যিহোশূয়ের পরে যারা দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত মহৎ কাজ দেখেছিলেন, তাদের সমস্ত জীবনকাল পর্যন্ত ইস্রায়েলীয়রা সদাপ্রভুর সেবা করেছিল।
১২ যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর প্রাচীনরা সতেরো বছর ধরে ইস্রায়েলের বিচার করেছিলেন।
১৩ আর সমস্ত প্রাচীনেরা কনানীয়দের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রভু ইস্রায়েলীয়দের তাদের দেশে স্থাপন করার জন্য ইস্রায়েলীয়দের সামনে থেকে কনানীয়দের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
১৪ আর তিনি অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে যা যা বলেছিলেন, এবং তাদের ও তাদের সন্তানদের কনানীয়দের দেশ দেবার জন্য যে শপথ করেছিলেন, সেই সমস্তই সফল করলেন।
১৫ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে শপথ করিয়াছিলেন, সেই অনুসারে সমগ্র কনান দেশ দিলেন; এবং সদাপ্রভু তাহাদিগকে তাহাদের চারিদিকের লোকদের হইতে বিশ্রাম দিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন আপন নগরে নির্ভয়ে বাস করিল।
১৬ প্রভু চিরকাল ধন্য হোন, আমেন, আমেন।
১৭ নিজেদেরকে শক্তিশালী করো, এবং প্রভুর উপর নির্ভরশীল সকলের হৃদয় সাহসী হোক। শেষ।